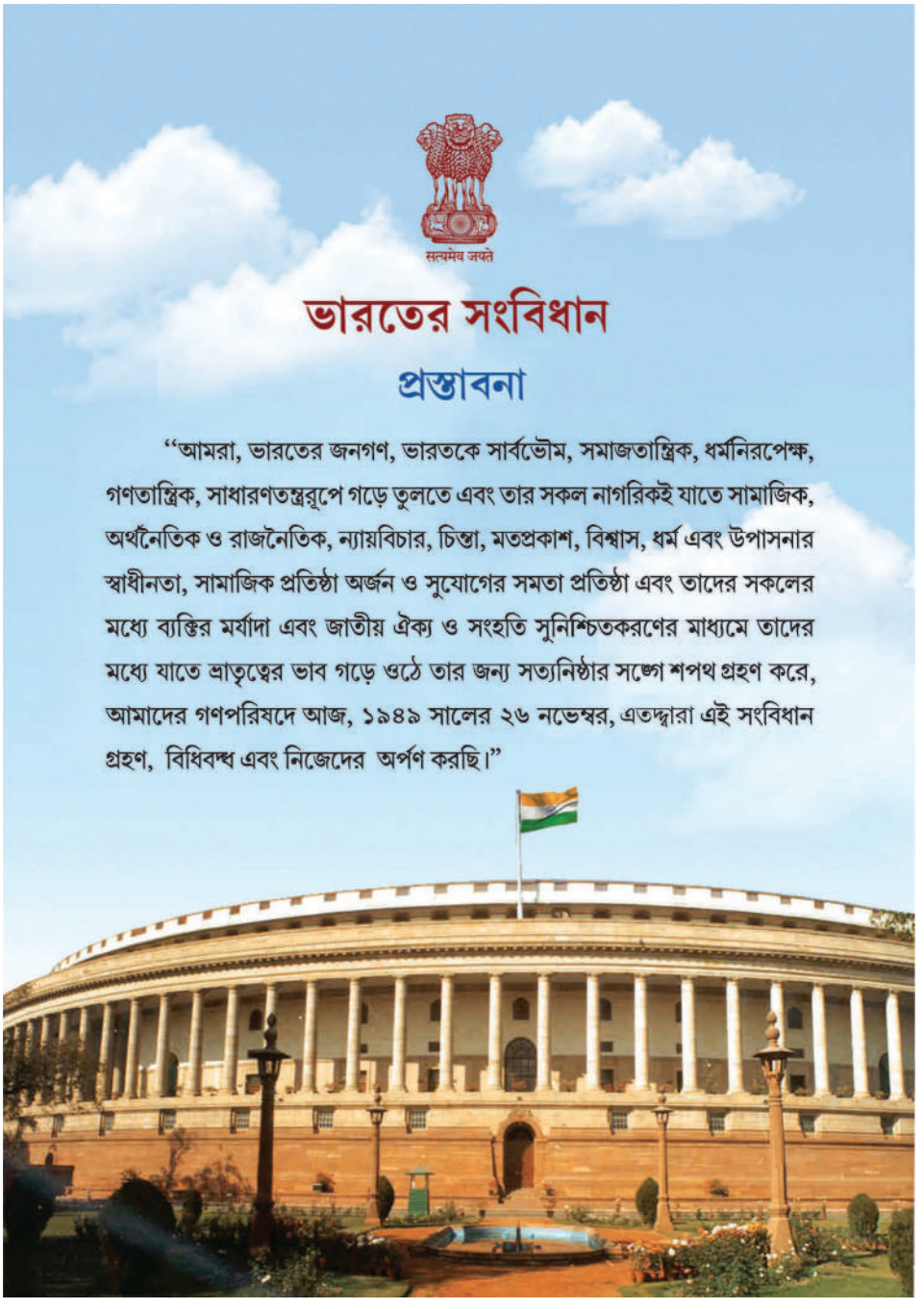

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

ভারতে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন

দ্বাদশ শ্রেণির সমাজতত্ত্ব পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

এন সি ই আর টি-র
Social Change and Development in India পাঠ্যপুস্তকের ২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ-
প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : পিংকি দেবনাথ

মূল্য: ১১০ টাকা মাত্র

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং, এন সি ই আর টি।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর, এন সি ই আর টি।

পুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন

১। আলোশিখা নাথ, শিক্ষিকা
২। রশ্মিতা দেব, শিক্ষিকা
৩। আপি বসাক, শিক্ষিকা

ভাষা পরিমার্জনায়

১। গৌতম রুদ্রপাল, শিক্ষক
২। এমেলী নাগ, শিক্ষিকা
৩। শুক্লা সিংহ, শিক্ষিকা

FOREWORD

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves in making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this textbook. We wish to thank the *Chairperson* of the advisory group in Social Sciences, Professor Hari Vasudevan, and the *Chief Advisor* for this textbook,

Professor Yogendra Singh, for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
20 November 2006

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairperson, Advisory Committee for Social Sciences Textbook at the Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

Yogendra Singh, *Emeritus Professor*, Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Advisors

Maitrayee Chaudhuri, *Professor*, Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Satish Deshpande, *Professor*, Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi

Members

Amita Baviskar, *Professor,* Institute of Economic Growth, University of Delhi, Delhi

Anjan Ghosh, *Fellow,* Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata

Carol Upadhya, *Visiting Associate Fellow,* National Institute of Advanced Studies, Bengaluru

Khamyambam Indira, *Assistant Professor,* North-east Regional Institution of Education, Shillong

Kushal Deb, *Associate Professor,* Department of Sociology, Indian Institute of Technology, Mumbai

Latha Govindan Nair, *Ex-teacher of Sociology,* Sardar Patel Vidyalaya, New Delhi

Nandini Sunder, *Professor,* Department of Sociology, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi

Nitya Ramakrishnan, *Advocate,* Delhi High Court, Delhi

Sarika Chandrawanshi Saju, *Assistant Professor,* Regional Institution of Education, Bhopal

Tasong Newmei, *Assistant Professor,* North-east Regional Institution of Education, Shillong

Member-Coordinator

Manju Bhatt, *Professor,* Department of Education in Social Sciences, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

The many debts incurred in meeting the challenge of producing this textbook under a very tight schedule are gratefully acknowledged. First of all, thanks to all the colleagues of the editorial team and members who took out time from their other commitments to devote their energies to this task.

Yogendra Singh, *Professor Emeritus*, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and our *Chief Advisor*, was, as always, a pillar of support who gave us the confidence to proceed. He and Krishna Kumar, *Professor* and *Director*, NCERT, provided the *abhay hastha* that enabled and guided our collective efforts. Savita Sinha, *Professor* and *Head*, Department of Education in Social Sciences and Humanities, lent unstinting support. Shveta Uppal, *Chief Editor*, NCERT, not only facilitated our work but encouraged us to aim higher.

We are thankful to Seema Banerjee, *PGT*, Sociology, Laxman Public School, New Delhi; Dev N. Pathak, Bluebell International School, New Delhi; Nirmla Choudhary, *PGT*, Sociology, Nehru Adarsh Senior Secondary School, Delhi; and Kiran Sharma, *PGT*, Sociology, Government Boys Senior Secondary School, President Estate, New Delhi, for providing their feedback and inputs.

Special thanks are due to Shweta Rao, who took on the challenge of designing the book and made it possible to realise our efforts. Her contributions are visible in every page. The Council also acknowledges the support and contribution of Jesna Jayachandran, *Research Scholar* at the Centre for the Study of Social Systems, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Our special thanks to Satish Saberwal, *Professor,* and N. Jayaram, *Professor,* members and of the Monitoring Committee from whose meticulous comments and suggestions we benefited enormously.

Finally, we are grateful to all the institutions and individuals who allowed us to use materials from their publications, each of which is acknowledged in the text. The NCERT is specially grateful to R.K. Laxman for allowing us to use his cartoons; Malavika Karlekar for the use of photographs from her book, *Visualising Indian Women* 1875–1947, published by Oxford University Press, New Delhi; Radha Kumar for letting us use visuals from her book, *The History of Doing: An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India 1800–1990; and* Ravi Agarwal for his collection of photographs. We have also used some material and photographs from *India Today*, *Outlook* and *Frontline*, *The Times of India*, *The Hindu* and *Hindustan Times*. The Council thanks the authors, copyright holders and publishers of these materials. The NCERT gratefully acknowledges the library of the Rail Museum, Chanakya Puri, New Delhi; Y.K. Gupta and R.C. Das of the Central Institute of Educational Technology, NCERT, New Delhi.

The Council acknowledges the contribution of Nazia Khan, *DTP Operator*, Dinesh Kumar, *In-charge*, Computer Station, and Rishi Pal Singh, *Senior Proofreader*, NCERT, in shaping this textbook. We are grateful to the Publication Department, NCERT, for all its support.

ব্যবহারিক পরামর্শ

তোমরা ইতোমধ্যেই প্রথম বইটি পড়ে নিয়েছ। তাই তোমরা জাতিয় পাঠ্যক্রম রূপরেখার উদ্দীপনার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত যা এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে তারা অবগত করাতে চায়। এটার অভিপ্রায় হল নিছক মুখস্ত করা থেকে নিরস্ত করা। এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে "অনুশীলন এবং কল্পনা করার সুযোগ, ছোটো ছোটো দলে আলোচনা এবং হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতাকে উচ্চ অগ্রাধিকার ও স্থান" দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে বাচ্চাদের সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ এবং দৈনন্দিন জীবনের সংযোগ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এটাকে সম্ভাবনাপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ ছাড়াও সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন, গল্পের সার-সংক্ষেপ, সরকারী প্রতিবেদন ইত্যাদিকে বাক্সের আকারে দেওয়া হয়েছে। তাই অনুশীলনী এবং কাজগুলো পাঠ্যবইয়ের অপরিহার্য অংশ। সেই সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার আভাস দেওয়ার জন্য সমাজতাত্ত্বিক লেখা থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এটা আমাদের কাছে একটা দু'সাহসিক, কখনও কখনও কঠিন কাজ এবং আমরা এটাও জানি যে এটাকে ভবিষ্যতে আরও উন্নত করতে আপনাদের পরামর্শ আমাদের প্রয়োজন। আমাদের এখানে লিখতে হলে দয়া করে নীচের ঠিকানায় লিখুন— বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা বিভাগ, সমাজ বিজ্ঞান ও মানব তত্ত্ব, NCERT শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লি 110016 (The Head, Department of Education in the Social Sciences and Humanities, NCERT, Shri Aurobindo Marg, New Delhi-110016) অথবা ncertsociologytexts@gmail.com এই ID-তে ইমেলও পাঠাতে পারেন। আমরা প্রচ্ছদ এবং বিন্যাসের উন্নতিসাধনের জন্য আপনাদের প্রতিক্রিয়া এবং পরামর্শের সঙ্গে সমালোচনামূলক মন্তব্যের অপেক্ষায় থাকলাম। আমরা এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে সকল প্রয়োজনীয় পরামর্শ স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

সূচিপত্র

ব্যবহারিক পরামর্শ	
প্রথম অধ্যায় কাঠামোগত পরিবর্তন	**1–16**
দ্বিতীয় অধ্যায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন	**17–34**
তৃতীয় অধ্যায় ভারতীয় গণতন্ত্রের উপাখ্যান	**35–54**
চতুর্থ অধ্যায় গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন ও উন্নয়ন	**55–72**
পঞ্চম অধ্যায় শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিবর্তন ও উন্নয়ন	**73–90**
ষষ্ঠ অধ্যায় বিশ্বায়ন ও সামাজিক পরিবর্তন	**91–112**
সপ্তম অধ্যায় গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ	**113–134**
অষ্টম অধ্যায় সামাজিক আন্দোলন	**135–160**
শব্দকোশ	**161–163**

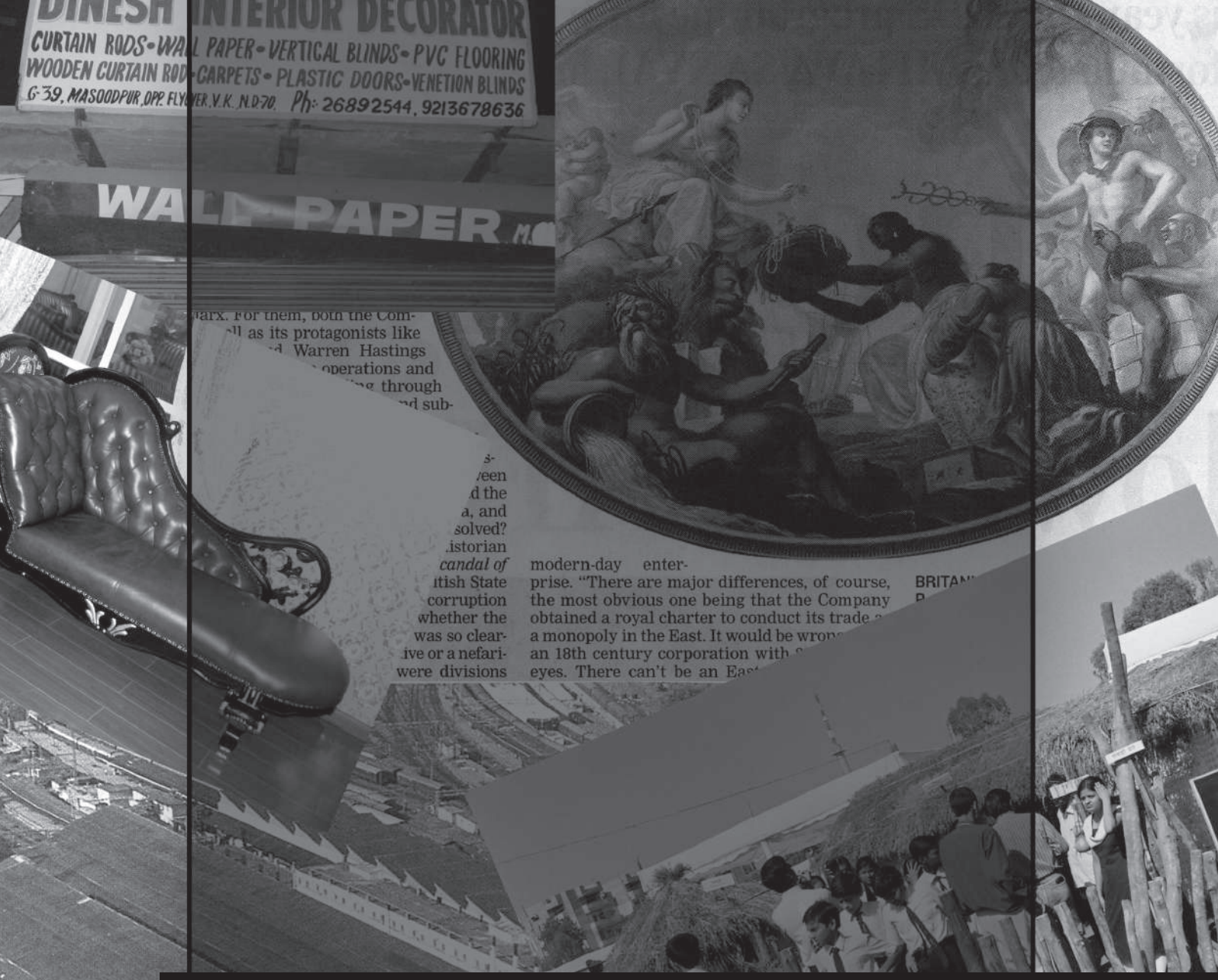

1 কাঠামোগত পরিবর্তন

(Structural Change)

বর্তমানকে জানতে হলে অতীতের কিছু উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। এই ধারণা সম্ভবত একজন ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যতটুকু সত্য ততটুকু ভারতের মতো একটি সম্পূর্ণ দেশের ক্ষেত্রেও সত্য। ভারতের একটি দীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। আধুনিক ভারতকে বুঝতে হলে তার প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় অতীতকে জানা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক সেইভাবে তার উপনিবেশিক অভিজ্ঞতারও নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এটা এইজন্য নয় যে উপনিবেশবাদের হাত ধরে অনেক আধুনিক ধারণা এবং প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রবেশ করেছে। এটার আরও কারণ হল এই ধরনের আধুনিক ধারণার প্রকাশ পরস্পর বিরোধী এবং বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, উপনিবেশিক কালে ভারতীয়রা পশ্চিমী উদারবাদ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিল। তবুও তারা পশ্চিমী উপনিবেশিক শাসনের অধীনে বসবাস করত যা ভারতীয়দের স্বতন্ত্র চিন্তাধারা এবং স্বাধীনতার বিরোধী ছিল। এটা এই ধরণের আপাতবিরোধী ঘটনা যা বিভিন্ন প্রকারের কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে রূপ দান করে যা আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়ব।

পরবর্তী কিছু অধ্যায়ে আমরা দেখব আমাদের সামাজিক সংস্কার এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, আমাদের আইন-কানুন, আমাদের রাজনৈতিক জীবন এবং আমাদের সংবিধান, আমাদের শিল্প এবং কৃষি, আমাদের শহর এবং গ্রামাঞ্চলগুলোর রূপায়নে উপনিবেশবাদের সঙ্গে আমাদের আপাতবৈপরীত্য অভিজ্ঞতা দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে। উপনিবেশবাদের সঙ্গে আমাদের এই বিপরীত অভিজ্ঞতার একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব আধুনিকতার উপরেও পড়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উপস্থিত এধরনের কিছু উদাহরণ নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের সংসদীয় এবং আইনি পদ্ধতি, প্রশাসনিক এবং শিক্ষাপদ্ধতি ব্রিটিশ আদর্শ অনুকরণে করা হয়। আমরা ব্রিটিশদের মতো রাস্তার বাঁ পাশ ধরে চলাচল করি। আমাদের রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে 'ব্রেড-অমলেট' এবং 'কাটলেট'-এর মতো খাবার পাওয়া যায়। একটি জনপ্রিয় বিস্কুটের নামও 'ব্রিটেন' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। এমনকি বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে 'নেক-টাই' ইউনিফর্মের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা প্রায়ই পাশ্চাত্যের গুণগান করি এবং সেইসঙ্গে তার বিরোধীতাও করি। এই উদাহরণগুলো থেকে এটা বোঝা যায় যে সাম্প্রতিক ভারতেও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ এক বিস্তৃত এবং জটিল আকারে আমাদের জীবনের অংশ হিসেবে রয়ে গেছে।

আধুনিকতার বিভিন্ন মাত্রা

উদাহরণস্বরূপ আমরা ইংরেজি ভাষাকে নিতে পারি এটা দেখাতে যে ভারতে কীভাবে ইংরেজির প্রভাব বহুমুখী এবং বিরোধী হয়ে উঠেছে। এটা শুধুমাত্র ভুল বানান লেখার বিষয় নয়। ইংরেজি ভাষা ভারতে শুধুমাত্র বহুলভাবে ব্যবহৃতই হয় না তাছাড়াও বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যিকের অনেক চিত্তাকর্ষক সাহিত্য আমরা দেখতে পাই। ইংরেজি ভাষার এই জ্ঞান ভারতীয়দের বিশ্ব-বাজারের এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। ইংরেজি ভাষা সুযোগ সুবিধা এবং আভিজাত্যের নিদর্শন হিসেবে আজও অব্যাহত। চাকরির বাজারে ইংরেজি না জানা অসুবিধাজনক। একইসঙ্গে যারা আগেকার সময়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল যেমন দলিত (Dalit) জাতির লোকরা, বর্তমানে ইংরেজির জ্ঞান তাদের কাছে অনেক সুযোগ সুবিধার দরজা খুলে দিয়েছে যা আগে ছিল না।

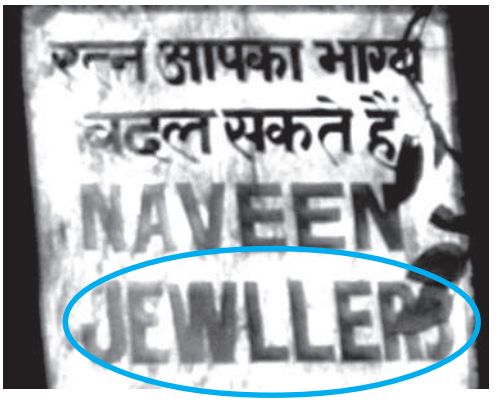

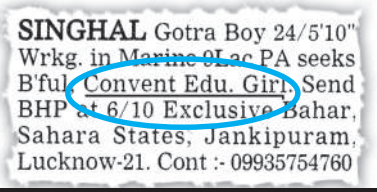

Virtually English

Housewives and college students who know English take up plum assignments as online scorers in BPOs, writes K. Jeshi

It is a familiar classroom scene. The only unfamiliar thing is the setting. Computer screens turn blackboards and housewives take over as teachers to evaluate English essays written by non-English speaking students in Asia. All, at the click of the mouse. The encouraging comments given by the evaluators here motivate students in Japan, Korea and China to learn English.

Online education, the new wave in the BPO segment, is bringing cheer to those who want to earn a fast buck. All you need is a flair for English, creative skills, basic computer knowledge, the drive to go that extra mile and willingness to learn.

Source: The HINDU, Thursday, May 04, 2006

এই অধ্যায়ে আমরা উপনিবেশবাদের দ্বারা নিয়ে আসা কাঠামোগত পরিবর্তনগুলোর উপর আলোকপাত করছি। তাই আমাদের এই বিস্তৃত প্রভাবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে উপনিবেশবাদকে পরিষ্কারভাবে একটি কাঠামো এবং পদ্ধতি হিসেবে বুঝতে হবে। উপনিবেশবাদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর নতুন পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দুই ধরনের পরিবর্তন যেমন শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করছি। যদিও এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় উপনিবেশিক প্রসঙ্গ তাসত্ত্বেও আমরা স্বাধীনোত্তর কালের বিকাশ সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করছি।

এই সকল কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও হয়েছিল যার উপর আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোকপাত করব, যদিও দুটোর মধ্যে কোনো যথাযথ বিভাজন করা সম্ভব নয়। তোমরা লক্ষ করে দেখবে যে কাঠামোগত পরিবর্তনের আলোচনা কিছু সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উল্লেখ ছাড়া করা অসম্ভব।

কাজ 1.1

- প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেমন আসবাবপত্র, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য অথবা ভারতীয় ভাষায় কোনো প্রবাদ - যা আমাদের অতীতের ব্রিটিশ উপনিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- একটি উপন্যাস বা ছোটোগল্প অথবা চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন ধারাবাহিক সনাক্ত করো যা উপনিবেশবাদের সময়গুলোকে বর্ণনা করে। এটার সকল মাত্রার বর্ণনা দাও।
- চলচ্চিত্র অথবা টেলিভিশন ধারাবাহিকে তোমরা নিশ্চয় আদালতের কোনো দৃশ্য দেখে থাকবে। তোমরা কি তার কার্যপ্রণালি লক্ষ করেছ? বেশিরভাগটাই ব্রিটিশ পদ্ধতির অনুকরণ। কিছু বছর আগে পর্যন্ত ভারতীয় বিচারকদের আদালত চলাকালীন সময়ে এক ধরনের পরচুলা পরে থাকতে দেখা যেত। এই প্রচলন কোথা থেকে এসেছিল খুঁজে বের করো।

1.1 উপনিবেশবাদের উপলব্ধি

এক পর্যায়ে, উপনিবেশবাদের খুব সহজ অর্থ হল একটি রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য একটি রাষ্ট্রের উপর শাসন কায়েম করা। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের একটি বিরাট প্রভাব দেখা যায়। ভারতের অতীত ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাদের শাসন কায়েম করেছিল যা আজকের আধুনিক ভারত গঠন করেছে। অতীতের অন্যান্যদের শাসনের প্রভাব থেকে উপনিবেশিক শাসনের প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন কেননা উপনিবেশিক শাসনের ফলে যে পরিবর্তন হয়েছিল সেটা গভীর এবং সুদূর প্রসারিত। ইতিহাসে বিদেশি অঞ্চল সংযোজন এবং ক্ষমতাশালী শক্তির দ্বারা দুর্বলদের শাসনের ভরপুর উদাহরণ দেখা যায়। তবুও, প্রাক-পুঁজিবাদী সময়ের সাম্রাজ্য এবং পুঁজিবাদী সময়ের সাম্রাজ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। সরাসরি লুণ্ঠন ছাড়াও, প্রাক্-পুঁজিবাদী বিজেতারা তাদের কর্তৃত্ব থেকে ক্রমাগত রাজস্ব লাভের সুবিধাও উপভোগ করত। সামগ্রিকভাবে, তারা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করত না। সহজভাবে বলতে গেলে তারা শুধুমাত্র সেই পরাধীন অঞ্চলে পরম্পরাগতভাবে উৎপন্ন হওয়া উদ্বৃত্ত অর্থকে রাজস্ব রূপে আদায় করে নিত। (Alavi and Shanin, 1982)

বিপরীতদিকে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ যা পুঁজিবাদী পদ্ধতিভিত্তিক ছিল, তারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সর্বাধিক লাভের জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করত। তাদের প্রতিটি নীতি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় করা হত। উদাহরণস্বরূপ, জমি সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন। এর ফলে শুধুমাত্র জমির মালিকানার পরিবর্তন হয়নি, সেই সঙ্গে কোন্ খাদ্যশস্য চাষ করতে হবে এবং কোন্টা করতে হবে না এই সিদ্ধান্তও তারাই নিত। তারা উৎপাদন ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করেছিল এবং বস্তুর উৎপাদন পদ্ধতি ও বিতরণ পদ্ধতিকেও বদলে দিয়েছিল। তারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে শক্তিশালী করার জন্য জঙ্গলকেও তাদের অধিকারে নিয়ে আসে। তারা গাছপালা কেটে সেখানে চা-বাগিচা বানানো শুরু করে। এর ফলস্বরূপ বন আইন (Forest Act) প্রণয়ন করা হয় যা জঙ্গলে বসবাসকারী পশুপালকদের জীবন আমূল পাল্টে দেয়। যে সব জঙ্গল বা বন আগে তাদের পশুদের ঘাস বা চারার জন্য মূল্যবান ছিল সেইসব জায়গায় তাদের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নীচের বাক্সে উত্তর-পূর্ব ভারতে উপনিবেশিক জঙ্গল নীতির প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে উপনিবেশিককালের জঙ্গল নীতি :

বাক্স 1.1

... বঙ্গো রেলওয়ের শুরু হওয়াতে ... একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের সূচনা হয়, যার ফলে আসামের জঙ্গল সম্পর্কিত নীতির পরিবর্তন হয় (তখন আসাম বঙ্গাদেশের অংশ ছিল), একটি অবাধ নীতির পরিবর্তে একটি সক্রিয় হস্তক্ষেপবাদী নীতিতে ... রেলের স্লিপার যানের দাবি আসামের জঙ্গালকে (এটার অন্তর্গত বর্তমানের সাতটি রাজ্যই অন্তর্ভূক্ত ছিল) একটি নিষ্ফলা উপবন থেকে উপনিবেশিক প্রশাসনের একটি লাভজনক রাজস্বের উৎস হিসেবে পরিবর্তন করে দিয়েছে। 1861 সাল থেকে 1878 সালের মধ্যে মোটামুটি 269 বর্গ মাইল জঙ্গালকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 1894 সালে এই এলাকা বেড়ে 3,683 বর্গমাইল হয় এবং ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জঙ্গাল এলাকার প্রায় 20,061 বর্গ মাইল বন বিভাগের অন্তর্গত ছিল (যা পুরো প্রদেশ এলাকার 42.2 শতাংশের কাছাকাছি), যার মধ্যে 3,609 বর্গমাইল ছিল সংরক্ষিত বনাঞ্চল ...। এই সকল এলাকার একটি বড় অংশ উল্লেখযোগ্য ভাবে উপজাতি সম্প্রদায় অধ্যুষিত পাহাড়ি অঞ্চল ছিল। এই উপজাতিরা যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং তার উপর নির্ভর করে বেঁচে ছিল। *(Nongbari, 2003)*

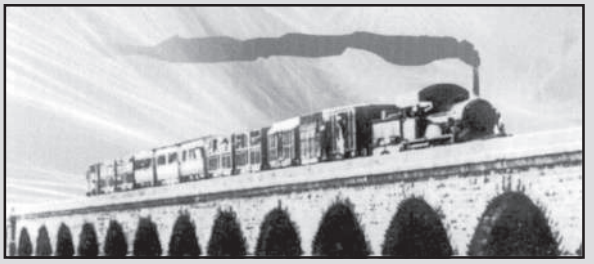

থানে (Thane)র কাছে, ভারতের প্রথম ক্রিক ব্রিজের উপর দিয়ে রেল চলাচল করছে— 1854

উপনিবেশবাদ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লোকের গতিবিধি বা চলাফেরাকেও পরিচালিত করে। এটা ভারতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে লোকের স্থানান্তরকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানের ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে লোকজন আসামের চা বাগানে কাজের জন্য চলে গিয়েছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গাপ্রদেশ এবং মাদ্রাজে একটি নতুন মধ্যবর্তী শ্রেণির উৎপত্তি হয়েছিল যারা সরকারি কর্মচারী এবং পেশাদার ডাক্তার বা উকিল হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যায়। ভারত থেকে লোকজনদের জাহাজে করে অন্যান্য উপনিবেশিক অঞ্চল যেমন এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হত। অনেকে যাত্রাপথেই মারা যেত, আবার অনেকে গিয়ে ফিরে আসত না। বর্তমানে তাদের অনেক উত্তরসূরীরা সেইসব জায়গায় রয়ে গেছে যাদের এখন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে জানা যায়।

উপনিবেশিক শাসন সম্বন্ধীয় কার্যকলাপ মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য উপনিবেশবাদ আইনি, সাংস্কৃতিক অথবা স্থাপত্যবিষয়ক ক্ষেত্রের মতো সকল ক্ষেত্রেই বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে। বস্তুতপক্ষে, উপনিবেশবাদ তীব্রগতির পরিবর্তনের একটি গল্প ছিল। এই পরিবর্তনের কিছুটা ছিল সুচিন্তিত এবং কিছুটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, উপনিবেশবাদকে পরিচালনা করার জন্য ভারতীয়দের তৈরি করতে যেভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয়েছিল যা পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী এবং উপনিবেশ বিরোধী জ্ঞান/চেতনার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বাক্স 1.2

1834 সালের পর থেকে 1920 সাল পর্যন্ত ভারতের বন্দর থেকে নিয়মিতরূপে জাহাজ ছাড়ত বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ এবং শ্রেণির লোক নিয়ে, যাদের কমপক্ষেও পাঁচবছর মরিশাসের কোনো একটি বাগানে কাজ করতে হতো। অনেক শতাব্দী ধরে, তাদের নিয়োগ ক্ষেত্রটি বিহারকে কেন্দ্র করে ছিল, নির্দিষ্টভাবে এইসব জেলাগুলোতে ছিল যেমন পাটনা, গয়া, আরা, সারণ, তিরহুত, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং পুর্ণিয়া। (Pineo 194)

উপনিবেশবাদের কাঠামোগত পরিবর্তনের বিস্তার এবং গভীরতাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে হলে পুঁজিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। পুঁজিবাদ একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করার জন্য সংগঠিত করা হয়। (আমরা ইতোমধ্যেই পুঁজিবাদী বাজার সম্পর্কে আমাদের প্রথম বই 'ভারতীয় সমাজ'-এ আলোচনা করেছি।)

পাশ্চাত্যদেশে পুঁজিবাদের জন্ম অবশিষ্ট বিশ্বের ইউরোপীয় অনুসন্ধানের এক জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে হয়েছিল, যেমন পুঁজিবাদের দ্বারা শোষিত সম্পদ এবং সংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি, শিল্প ও কৃষিকে নতুনরূপে সাজানো ইত্যাদি। একেবারে গোঁড়া থেকেই পুঁজিবাদকে তার গতিশীলতা, বৃদ্ধি, বিস্তৃতি, পরিবর্তন, প্রযুক্তি ও শ্রমের এমন প্রয়োগের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল যাতে সর্বাধিক লাভের নিশ্চয়তা থাকে। এছাড়া, তার বিশ্বব্যাপী প্রকৃতির জন্যও তাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদ পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের বৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের মতো একটি উপনিবেশিক দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এটার একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ছিল। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের উপর আলোচিত পরবর্তী অংশে আমরা দেখতে পাব কীভাবে উপনিবেশবাদ একটি স্বতন্ত্র নমুনা পরিচালিত করে।

যদি পুঁজিবাদ প্রভাবশালী অর্থনৈতিক পদ্ধতি হয়ে ওঠে তাহলে জাতি-রাষ্ট্র/রাষ্ট্র-রাজ্য একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক রূপ হয়ে উঠতে পারে। আজ এটা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা যে আমরা সকলেই রাষ্ট্র-রাজ্য বা জাতি-রাষ্ট্রে বসবাস করছি এবং আমাদের সকলেরই একটি জাতীয়তা আছে বা আমরা কোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের বহুল ব্যবহার ছিল না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব অল্প সংখ্যক লোকের কাছেই পাসপোর্ট ছিল। যাইহোক, সমাজ সবসময় এইভাবে সংগঠিত ছিল না। আধুনিক বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে, কিছু নির্দিষ্ট রাজ্যের জন্যই রাষ্ট্র-রাজ্য/জাতি-রাষ্ট্র উপযোগী। একটি সংজ্ঞায়িত নির্ধারিত এলাকার মধ্যে সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে এবং সেখানে বসবাসকারী লোকজন একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পরিচিত। রাষ্ট্র রাজ্য বা জাতি-রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের সূচনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। যে-কোনো অংশের লোকের স্বাধীনতার অধিকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার জাতীয়তাবাদের নীতি হিসেবে অনুমান করা হয়। এটা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা সূচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সম্পর্কে তোমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আরও একটু বেশি জানবে। এটা জেনে তোমরা সত্যিই দু:খিত হবে যে উপনিবেশবাদের অনুশীলন এবং জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক অধিকারের নীতির মধ্যে পরস্পর বিরোধীতা রয়েছে। উপনিবেশিক শাসনের অর্থ হল বিদেশি শাসন, যেমন- ভারতে ব্রিটিশ শাসন। জাতীয়তাবাদের অর্থ হল ভারতীয় জনগণ অথবা যে-কোনো উপনিবেশিক সমাজের জনগণের সার্বভৌমত্বের সমঅধিকার রয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা খুব দ্রুত এই বিড়ম্বনা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তারা ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাধীনতা বা স্বরাজ তাদের জন্মগত অধিকার এবং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ধরনের স্বাধীনতার জন্যই লড়াই করেছিলেন।

1.2 নগরায়ণ এবং শিল্পায়ন

উপনিবেশিক উপলব্ধি :

শিল্পায়ন বলতে মেশিন উৎপাদনের উত্থানকে বোঝানো হয়, যা নির্জীব শক্তি সম্পদ যেমন বাষ্পশক্তি বা বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারের ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়। পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ আদর্শ সমাজতত্ত্ব পাঠ্যবইয়ে আমরা দেখি যে প্রথাগত সভ্যতার খুব উন্নত ক্ষেত্রেও, বেশিরভাগ লোক কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রযুক্তিগত বিকাশের জন্য অনেক অল্প সংখ্যক লোকেরাই কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ বা ব্যবসা করতে পারত। এটার বিপরীতে, আজকের দিনের শিল্প সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে কৃষিকাজ ছাড়াও একটি বড়ো অংশের জনসংখ্যা

ফেক্টরী, অফিস বা বিভিন্ন ধরনের দোকানে কর্মরত। পাশ্চাত্য দেশের 90 শতাংশেরও বেশি লোকজন শহর এবং নগরে বসবাস করে, যেখানে বেশিরভাগ কাজের সম্ভাবনা রয়েছে এবং নতুন নতুন কাজের সুযোগও সৃষ্টি হয়। তাই, সাধারণত যদি আমরা নগরায়ণকে শিল্পায়নের সঙ্গে যুক্ত করে নিই তাহলে সেটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। এই দুই পদ্ধতি প্রায়ই একইসঙ্গে চলে কিন্তু সবসময় না।

উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটেনের যে সমাজে প্রথম শিল্পায়ন ঘটে, সেই সমাজই প্রধানত সর্বপ্রথম গ্রামীণ থেকে শহুরে দেশে পরিবর্তিত হয়।

1800 শতকে, 10,000 এর বেশি বসবাসকারীদের মধ্যে খুব বেশি হলে 20 শতাংশ লোক শহর বা নগরে বসবাস করত। 1900 শতকে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 74 শতাংশ। রাজধানী শহর লণ্ডনে 1800 দশকে 1.1 মিলিয়ন লোক বসবাস করত, এই সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 7 মিলিয়নের বেশি বেড়ে যায়। বিস্তাররত ব্রিটিশ শাসনের বুকে প্রস্তুতকারী সংস্থা, ব্যবসায়িক সংস্থা এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র নিয়ে লণ্ডন তখনকার সময়ে বিশ্বের সব থেকে বড়ো নগর ছিল। (Giddens 2001:572)

জয়পুর

চেন্নাই

মুম্বাই

ভারতে ব্রিটিশ শিল্পায়নের এই প্রভাব কিছু ক্ষেত্রে *অব-শিল্পায়ন* (deindustrialisation)-এর সূচনা করে এবং *পুরোনো শহরকেন্দ্রগুলো ধ্বংসের পথে চলে যায়*। ব্রিটেনে যেইমাত্র উৎপাদন প্রণালী উন্নত হয়, ম্যানচেস্টার প্রতিযোগিতার (Manchester competition) সম্মুখে ভারত থেকে তুলো এবং সিল্কের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এই সময়েই সুরাট এবং মাসুলিপত্তনমের মতো শহরের পতন হয় এবং অন্যদিকে বোম্বে ও মাদ্রাজ উন্নত হয়। ব্রিটিশরা যখন ভারতীয় রাষ্ট্রের উপর অধিকার স্থাপন করে, তখন থাঞ্জাভুর, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের রাজসভার পতন হয় এবং সেই সঙ্গে সেখানে কর্মরত সভাসদ, শিল্পী এবং কারিগরদেরও পতন হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ সময় থেকে যান্ত্রিক কারখানা শিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শহর অনেক বেশি জনবহুল হয়ে পড়ে।

শহুরে বিলাসিতা উৎপাদন যেমন ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের উচ্চমানের সিল্ক এবং সুতি বস্ত্রের উৎপাদন সমকালীন দেশীয় রাজ্য এবং বহিরাগত বাজার যার উপর তারা মূলত নির্ভরশীল ছিল সেগুলোর পতনের ফলে নিশ্চিতভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ গ্রামীণ কারুশিল্প বিশেষ করে, পূর্বোত্তর ভারত ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে ব্রিটিশরা অনেক পূর্বেও গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল এবং সম্ভবত দীর্ঘদিন টিকে ছিল, সেইসব জায়গা একমাত্র রেলের বিস্তারের পরেই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। (Sankar 1983:29)

বাক্স 1.3

ভারতের জনগণনা প্রতিবেদন 1911 Vol 1, P.408

ভারতে সস্তা দামের ইউরোপীয় থান কাপড় এবং বাসনপত্রের অবাধ আমদানি এবং পাশ্চাত্য নমুনার অজস্র ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক ভারতীয় গ্রামীণ শিল্প কম-বেশি ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষি উৎপাদনের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিও অনেক গ্রামীণ কারুশিল্পীদের তাদের বংশানুক্রমিক কাজ ছেড়ে কৃষিকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে ...। পুরোনো গ্রামীণ সংগঠনের এই বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই পরিবর্তনটি অধিক উন্নত প্রদেশে সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়।

ব্রিটিনের মতো দেশে যেখানে শিল্পায়নের প্রভাবে অধিক সংখ্যক লোক শহুরে অঞ্চলে চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় ভারতে ব্রিটিশ শিল্পায়নের প্রারম্ভিক প্রভাবস্বরূপ বেশিরভাগ লোক কৃষিকাজের প্রতি মনোযোগী হয়। ভারতের জনগণনা প্রতিবেদনে এটা পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে।

ভারতে সমাজতাত্ত্বিক লেখনের মাধ্যমে প্রায়ই উপনিবেশবাদের পরস্পরবিরোধী এবং অনিচ্ছাকৃত উভয় পরিণতির বর্ণনা করা হয়। ভারতীয় অভিজ্ঞতায় পাশ্চাত্যের শিল্পায়ন এবং পাশ্চাত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। নীচের বাক্সে এই ধরনের একটি পর্যবেক্ষণ দেওয়া হল। এটা আরও দেখায় যে কীভাবে শিল্পায়ন শুধুমাত্র নতুন মেশিনভিত্তিক উৎপাদনই নয়, সেই সঙ্গে সেটা সমাজে একটি নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে এবং নতুন সামাজিক সম্পর্কের কাহিনিও দেখায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই পরিবর্তন ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন।

বাক্স 1.4

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার জমির মালিকানা বা ভূমিস্বত্ব এবং ইংরেজি শিক্ষার সুযোগের মতো বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনা হল প্রথম ক্ষেত্রে সেটা কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে অসংযুক্ত রয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূলধারার সঙ্গে অসংযুক্ত ছিল যা পুরোপুরি দেখায় যে বিকল্প ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না কারণ তারা কোনো খাঁটি মধ্যবর্তী শ্রেণির সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা এটা খুব ভালো জানি যে জমিদাররা জমিতে পরজীবী হয় এবং স্নাতকরা চাকরি লোভাতুর ।

(Mukherjee 1979:114)

উপনিবেশিক রাজত্বের অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে *নগরের* একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। সেক্ষেত্রে মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাইর মতো বন্দর শহরগুলো প্রাধান্য পেয়েছিল। এখান থেকেই মুখ্য পণ্যদ্রব্যগুলো খুব সহজে রপ্তানি করা হত এবং উৎপাদিত পণ্য স্বল্পমূল্যে আমদানি করা হত। উপনিবেশীয় নগরগুলো ছিল অর্থনৈতিক কেন্দ্র অথবা ব্রিটেনের অন্ত:স্থল এবং ভারতের পরিধি অথবা সীমার মধ্যে প্রধান সংযোগ। এই অর্থে নগরগুলো ছিল বিশ্ব পুঁজিবাদের বাস্তব অভিব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ ভারতে বোম্বেকে পরিকল্পিতভাবে পুন:বিকাশ করা হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতকের মধ্যে ভারতের তিন-চতুর্থাংশ কাঁচা তুলা এই শহর থেকে জাহাজে পাঠানো হয়েছিল।

কাজ 1.2

- তিন ধরনের নগরের প্রারম্ভ বা শুরু সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নাও।
- বোম্বে থেকে মুম্বাই, মাদ্রাজ থেকে চেন্নাই, ক্যালকাটা থেকে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর থেকে ব্যাঙ্গালুরু এই সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলোর দিকে পরিচালিত করা তাদের পুরোনো নামগুলোর কাহিনি খুঁজে বের করো।
- অন্যান্য উপনিবেশিক নগরকেন্দ্রগুলোর বৃদ্ধির তথ্য খুঁজে বের করো।

ক্যালকাটা থেকে পাট (jute) ডান্ডিতে পাঠানো হয়েছিল এবং মাদ্রাজ থেকে কফি, চিনি, নীল এবং তুলা ব্রিটেনে পাঠানো হয়েছিল।

উপনিবেশিক সময়ে নগরীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু কিছু নগর কেন্দ্রের পতন হয় এবং সেগুলোর জায়গায় কিছু নতুন উপনিবেশিক শহর বা নগরের উৎপত্তি হয়। এই ধরনের শহরের মধ্যে প্রথম শহর হল কোলকাতা। 1690 সালে জব চার্ণক নামের একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী একটি বাণিজ্য স্থল বানানোর জন্য হুগলি নদীর তীরের তিনটি গ্রামকে বন্ধক নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন (যেমন কলিকাতা, গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি)। 1698 সালে, এই হুগলি নদীর তীরেই প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ফোর্টের চারপাশের খোলা জায়গা পরিষ্কার করে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিল। এই ফোর্ট এবং খোলা জায়গা (যাকে ময়দান বলা হত) খুব দ্রুত শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বেড়ে ওঠে।

বাক্স 1.5

দক্ষিণ এশিয়ার উপনিবেশিক শহরের একটি আদর্শ নমুনা

ইউরোপীয় শহরে ... প্রশস্ত বাংলা, সুসজ্জিত বাড়ি, পরিকল্পিত রাস্তা, রাস্তার দুধারে সাজানো গাছের সারি, দ্বিপ্রাহরিক এবং সান্ধ্য মিলনের জন্য ক্লাব ... পাশ্চাত্য মনোরঞ্জনের সুবিধা যেমন রেস্ ও গল্ফ কোর্স, ফুটবল এবং ক্রিকেট সবকিছু ছিল। যখন বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং নিকাশী বন্দোবস্ত সহজলভ্য হয় অথবা প্রযুক্তির সুবিধা পাওয়া যেত, তখন ইউরোপীয় শহরের বাসিন্দারা সেগুলোর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করত এবং সেগুলোর ব্যবহার শুধুমাত্র স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। *(Dutt 1993:361)*

চা বাগিচা

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের দ্বারা যেভাবে ব্রিটেনের পরিবর্তন হয়েছে, ঠিক সেভাবে তার প্রভাব ভারতে পড়েনি। এটা এজন্য নয় যে, আমরা শিল্পায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ দেরিতে শুরু করেছিলাম কিন্তু আধুনিক যুগে আমাদের শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ প্রারম্ভিকরূপে উপনিবেশিক চাহিদা বা মনোযোগের দ্বারা শাসিত ছিল।

চা-বাগান

এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিস্তৃত আলোচনা করছি না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা শুধুমাত্র ভারতে চা শিল্পের ঘটনাকে এখানে আলোচনা করছি। সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে কীভাবে উপনিবেশিক সরকার অন্যায় উপায়ের ব্যবহার করে শ্রমিকদের কাজে লাগাত এবং জোরপূর্বক কাজ আদায় করত। স্পষ্টরূপে সেটা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের লাভের জন্য করা হত। কথাসাহিত্য এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা এই শিল্পে যুক্ত ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারি।

একজন মহিলা চা-পাতা তুলছে

বাস্তবে, উপনিবেশিক প্রশাসকরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই আচরণ বাগান কর্তাদের লাভের জন্যই করত। তারা এসম্পর্কেও পুরোপুরি অবগত ছিল যে একটি উপনিবেশিক দেশের আইন একটি গণতান্ত্রিক নিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না যা ব্রিটিশরা তাদের বাসভূমি ব্রিটেনে অনুসরণ করে থাকে।

কীভাবে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হত?

বাক্স 1.6

ভারতে 1851 সালে চা-শিল্পের জন্ম হয়। বেশিরভাগ চা বাগানগুলো আসামে ছিল। 1903 সালে, এই শিল্পে 4,79,000 জন স্থায়ী কর্মচারী এবং 93,000 জন অস্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। যেহেতু আসাম একটি জনবিরল জায়গা ছিল এবং চা-বাগানগুলোও সাধারণত বসতিহীন পাহাড়ের উৎরাইয়ে ছিল, তাই অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ীভাবে আমদানী করা হত। কিন্তু এভাবে হাজার হাজার লোকদের প্রতি বছর তাদের নিজস্ব এলাকা থেকে অপরিচিত জায়গায় অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর মধ্যে নিয়ে আসাতে তারা প্রায়ই এক ধরনের অদ্ভুত জ্বরে সংক্রমিত হত, কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আসামের চা-বাগানের মালিকরা দিতে অনিচ্ছুক ছিল। পরিবর্তে তারা শ্রমিকদের জোরপূর্বক এবং প্রতারণা করে আটকে রাখত এবং তারা সরকারকে রাজি করিয়েছিল এই কাজে শ্রমিকদের আটকে রাখার জন্য, চা মালিকদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য দালাল আইন (Penal laws) প্রণয়ন করতে। এভাবেই আসামের চা বাগানগুলোতে বছরের পর বছর শ্রমিকদের নিয়োগ করা হত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের মাধ্যমে 1863 সালে বঙ্গো পাশ হওয়া ট্রান্সপোর্ট অব নেটিভ লেবারারস্ অ্যাক্ট (No III) এর অধীনে যা 1865, 1870 এবং 1873 সালে সংশোধিত হয়েছিল।

কার্জনের ভাষণ II থেকে উদ্বৃত, পৃষ্ঠা 238-9

বাক্স 1.7

আসামের শ্রমিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ছিল যে চুক্তিনামা যার চুক্তিতে শ্রমিকরা অনেক বছরের জন্য আসামে গিয়েছিল। সরকার বাগান মালিকদের সহায়তা করত শ্রমিকদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে যখন শ্রমিকরা তাদের চুক্তি পুরো করতে পারত না।

1901 সালে 'আসাম লেবার অ্যাণ্ড এমিগ্রেশন বিল' সম্পর্কে বলার সময় আইন সদস্য টি. রালেগ (T. Raleigh) এই মর্মে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে : "এই বিলের মাধ্যমে যে শ্রম-চুক্তি অনুমোদন করা হয় সেটা একধরনের লেনদেন, যার মাধ্যমে একজন শ্রমিক প্রায়ই নিজের অজান্তে আসামের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং চার বছরের জন্য সে শুধুমাত্র আসামের চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করে এবং যদি সে তার চুক্তি পুরো করতে না পারে তখন তাকে গ্রেফতার এবং কারাবন্দি করার হুমকিও দেওয়া হত।

মালিক এবং কর্মচারীর সাধারণ আইনে এই ধরনের অবস্থার কোন জায়গা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা তাদেরকে ব্রিটিশ ভারতের আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছি আসামের চা বাগানের মালিকদের লাভের জন্য ... আসল ঘটনা হল এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল মালিকদের ক্ষমতায়ন করা, শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা নয়।" (ICP 1901, Vol XL, PP 133 cited in Chandra 1966:361-2 emphasis inserted.)

বাক্স 1.6 এবং 1.7 এর অনুশীলনী

উপরের দুটো বাক্স পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

- কার্য নিয়ন্ত্রণে উপনিবেশিক সরকার এবং তার প্রশাসকদের ভূমিকা
- ব্রিটিশ চা-বাগান মালিকদের জন্য উপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা
- খুঁজে বের করো এই শ্রমিকদের বংশধররা বর্তমানে কী কাজ করছে ও কোথায় বসবাস করছে?

শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ, তাই এবার বাগান মালিকদের জীবন সম্পর্কে কিছুটা জেনে নাও।

বাগান মালিকরা কীভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করত?

বাক্স 1.8

পর্বতপুরী, জিনিস বোঝাই বা উঠানো এবং নামানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। যখনই কোনো জাহাজ সেখানকার জাহাজ-ঘাটে এসে ভিড়ত, তখন পর্বতপুরীর আশপাশের বাগানগুলোর দুর্দম ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এবং তাদের মেম্‌রা সবসময় তাদের বাসস্থান থেকে সেখানে নেমে এসে জড়ো হত। বাগানগুলো দূরে দূরে থাকায় তারা যদিও একাকী বসবাস করত তবুও তারা তাদের জীবন বিলাসবহুলভাবে অতিবাহিত করত । বিশাল, বিস্তৃত বাংলো, শক্ত কাঠের পিলার দ্বারা নির্মিত ছিলো জংলি জন্তুর প্রবেশ প্রতিরোধ করতে এবং বাংলোর চারপাশে সবুজ মখমলি ঘাসের কার্পেট যার মাঝে মাঝে রত্নের মতো উজ্জ্বল ফুলের কেয়ারি বা বাগিচা ছিল ... তারা নিজেদের পরিপূর্ণ সেবার জন্য অসংখ্য মালি, বাবুর্চি এবং বেয়ারাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এই উর্দিপরা চাকর-সেনাদের তত্ত্বাবধানে তাদের বিশাল বারান্দাযুক্ত ঘর সবসময় ঝক্‌ঝকে এবং চক্‌চকে হয়ে থাকত।

অবশ্যই, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন ঘষা-মাজার পাউডার থেকে শুরু করে স্ব-উত্থিত ময়দা পর্যন্ত, সেফটিপিন থেকে শুরু করে কাঁটাচামচ পর্যন্ত, সূক্ষ্ম কারুকাজযুক্ত নটিংহাম লেসের টেবিলক্লথ থেকে শুরু করে স্নানের সাবান পর্যন্ত সবকিছুই নদীপথে জাহাজে করে আসত। বড়ো বড়ো লোহার বাথটব যা বিশাল বিশাল বাথরুমে রাখা হত এবং কর্মরত বিস্তি ওয়ালারা (bistiwallahs) প্রতিদিন সকালে বাংলার কুয়া থেকে বালতিতে করে জল এনে সেটা ভর্তি করে দিত, সেটাও প্রকৃতপক্ষে জাহাজে করেই নিয়ে আসা হত। (Phukun 2005)

স্বাধীন ভারতে শিল্পায়ন

আমরা বিগত অধ্যায়গুলোতে দেখেছি যে কীভাবে উপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতে শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই অধ্যায়ে আমরা অতি সংক্ষেপে দেখে নেব কীভাবে স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র শিল্পায়নকে উন্নত করার জন্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ভারতে শিল্পোদ্যাগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদী প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও ছিল। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় শিল্পায়ন এবং তার পরিবর্তন, বিশেষ করে স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলোর উন্নয়ন থেকে শুরু করে উদারীকরণ পর্যন্ত পড়ব।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে উপনিবেশিক শাসনাধীনে হওয়া অর্থনৈতিক শোষণ একটি কেন্দ্রিয় বিষয় ছিল। প্রাক্-উপনিবেশিককালে পৌরাণিক কাহিনিতে দেখানো ভারতের চিত্র ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের দারিদ্রতার চিত্র ছিল সেটার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় অর্থনীতির প্রতি আনুগত্যকে শক্তিশালী করে। আধুনিক চিন্তাধারায় মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে যে দারিদ্রতা প্রতিরোধযোগ্য । ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা দেখিয়েছিলেন দ্রুত শিল্পায়নের দ্বারা অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব যার মাধ্যমে উন্নয়ন এবং সামাজিক সাম্যতা উভয়ই লাভ করা যাবে। ভারী এবং মেশিনীকৃত শিল্পের উৎপত্তি, পাব্লিক সেক্টরের বিস্তার এবং বিশাল কো-অপারেটিভ সেক্টরকে ধরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

কাজ 1.3

তোমরা অনেকের কাছেই আমূলের বাটার এবং আমূল দুধ এবং অন্যান্য উৎপাদিত বস্তুগুলো হয়ত একটি পরিচিত নাম। এই দুধ শিল্পের উৎপত্তি কি করে হয়েছে সেটা খুঁজে বের করো।

একটি আধুনিক এবং সমৃদ্ধশালী ভারতের ইমারত, যা জহরলাল নেহেরু মনশ্চক্ষুতে দেখেছিলেন, সেটা বিশাল ইস্পাত উৎপাদক কারখানা অথবা প্রকাণ্ড বাঁধ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উপর নির্ভর করেই নির্মাণ করার কথা ছিল। ভাক্‌রা নাঙ্গাল বাঁধ (Bhakra Nangal Dam) সম্পর্কে নেহেরুর মন্তব্যটি পড়ে দেখো :

আমাদের প্রকৌশলীরা এটা বলে যে সম্ভবত এই বাঁধের মতো এত উঁচু বাঁধ বিশ্বের অন্য কোথাও নেই। এই কাজে অনেক অসুবিধা এবং জটিলতার অন্তরায় দেখা দেয়। যখন আমি এই নির্মাণ ভূমির চারপাশ ঘুরে দেখছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে ওই দিনগুলোতে অনেক লোক বড়ো বড়ো মন্দির, মসজিদ, গুরুদুয়ারাতে মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করত। আবার ভাক্‌রা নাঙ্গাল বাঁধ যেখানে হাজার হাজার, লাখ-লাখ লোক একসঙ্গে কাজ করছিল, তাঁদের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়েছিল এবং অনেকে তাদের প্রাণও বিসর্জন দিয়েছিল— তাহলে এই জায়গাগুলোর মধ্যে মহান জায়গা কোন্‌টি? (নেহেরু 1980:214)

বাক্স 1.9

1938 সালে, স্বাধীনতার মোটামুটি একদশক আগে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠন করে যেখানে জহরলাল নেহেরু চেয়ারম্যান এবং টি. কে. শাহ্ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই কমিটি 1939 সালে কাজ করতে শুরু করে কিন্তু সেটা বেশি দূর যেতে পারেনি কারণ চেয়ারম্যান নেহেরুকে ব্রিটিশরা গ্রেফতার করে নেয় এবং পরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই বাধা ব্যবধান সত্ত্বেও 27টি উপ-কমিটি গঠিত হয় এবং সেগুলোকে আটটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে পূর্বনির্ধারিত উপায়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ চলছিল। এই কমিটির কেন্দ্রীভূত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো ছিল :

(a) কৃষি ও উৎপাদনের অন্যান্য প্রাথমিক উৎস
(b) শিল্প অথবা উৎপাদনের গৌন উৎস
(c) মানবীয় কারক : শ্রম এবং জনসংখ্যা
(d) বিনিময় এবং অর্থ
(e) সর্বজনীন উপযোগিতা : পরিবহন এবং যোগাযোগ
(f) সামাজিক সেবা : স্বাস্থ্য এবং আবাসন
(g) শিক্ষা : সাধারণ এবং প্রযুক্তিগত
(h) পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা

এই উপকমিটিগুলোর মধ্যে কিছু তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন অন্যান্য অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই দাখিল করেছিল। 1948-49 সালে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। 1950 সালে ভারত সরকারের একটি প্রস্তাব দ্বারা পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়, যা কমিশনের কাজের ক্ষেত্রকে সংজ্ঞায়িত করে।

কাজ 1.4

স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে ভারতে অনেক শিল্প শহরের উত্থান হয়। সম্ভবত: তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের শহরে বসবাস করে থাক।

- বোকারো, ভিলাই, রাউরকেলা, দুর্গাপুরের মতো শহর সম্পর্কে আরও খবরা খবর খুঁজে বের করো।
- সার কারখানা এবং তেল খনির আশেপাশে নির্মিত শহরতলী বা জনপদ সম্পর্কে তোমরা কী জান?
- যদি এধরনের কোনো শহর তোমাদের অঞ্চলে না থাকে, তাহলে তার অনুপস্থিতির কারণগুলো খুঁজে বের করো।

স্বাধীন ভারতে নগরায়ণ :

ভারতে নিরন্তর বাড়তে থাকা নগরায়ণ সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয় অবগত আছে। বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক বছরগুলো শহরকে ব্যাপক প্রসার এবং পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করছে। একবিংশ শতাব্দীতে ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 'স্মার্ট সিটি'র উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত দ্রুত গতির নগরায়ণের সাক্ষী হবে। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করব। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে নগরায়ণের বিভিন্ন ধরণকে দেখব।

স্বাধীনতার পরের দুই দশকে ভারতে বিভিন্ন ধরনের নগরায়ণের প্রভাব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এম এস এ রাও মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতের বেশিরভাগ গ্রামগুলোতে শহরের প্রভাব ক্রমবর্ধমান ভাবে বেড়ে চলছে। কিন্তু শহুরে প্রভাবের প্রকৃতি বা ধরন নির্ভর করছে একটি শহরের সঙ্গে একটি গ্রামের সম্পর্কের ধরনের তারতম্যের উপর। তিনি শহুরে প্রভাবের তিনটি ভিন্ন ধরনের অবস্থার বর্ণনা করেছেন যা নীচের বাক্সে দেওয়া হয়েছে।

একটি শহুরে গ্রামের দৃশ্য

বাক্স 1.10

প্রথমত, কিছু কিছু গ্রাম আছে যেখানকার বেশিরভাগ লোক দূরের শহরে চাকরি করে। তারা পরিবারের বাকি সদস্যদের গ্রামে রেখে নিজেরা সেই শহরেই বসবাস করে। উত্তর মধ্য ভারতের একটি গ্রাম হচ্ছে মাধোপুর, সেখানকার 298 পরিবারের মধ্যে 77 পরিবার হচ্ছে প্রচরণকারী এবং এই সকল প্রচরণকারীর অর্ধেকের কিছু কম বোম্বে এবং ক্যালকাটা এই দুই শহরে কাজ করে থাকে। মোটামুটি 75 শতাংশ প্রচরণকারীরা নিয়মিতভাবে বাড়িতে টাকা পাঠায়, 83শতাংশ বছরে চার পাঁচ বার থেকে শুরু করে দুবছরে একবার গ্রামে আসে ...। অভিবাসীদের একটি সংখ্যা শুধুমাত্র ভারতীয় শহরেই বসবাস করে না তারা বিদেশের নানা শহরেও বসবাস করে। উদাহরণস্বরূপ, গুজরাটের গ্রামের অনেক প্রচরণকারী আফ্রিকা এবং ব্রিটেনের শহরগুলোতে বসবাস করছে। তারা তাদের নিজস্ব গ্রামে সুরুচিসম্মত ঘর-বাড়ি নির্মাণ করছে, জায়গা-জমি এবং শিল্পে টাকা-পয়সা বিনিয়োগ করছে এবং আক্ষরিক অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ট্রাস্ট-এ দান করছে...

দ্বিতীয় ধরনের শহুরে প্রভাব দেখা যায় সেই সব গ্রামগুলোতে যেগুলোতে শিল্পশহরের কাছাকাছি অবস্থিত ... যখন গ্রামের মাঝখানে ভিলাইের মতো একটি শিল্প শহরের সূচনা হয় তখন কিছু গ্রাম পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায় এবং কিছু গ্রামের আংশিক জমি শিল্প শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের গ্রামগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্ত :প্রবাহ লক্ষ করা যায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে ঘর এবং বাজারের চাহিদা ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দাদের এবং অভিবাসীদের সম্পর্কের মধ্যে সমতার অসুবিধা ক্রমবর্ধমান ভাবে বেড়ে চলে ...

শহুরে প্রভাবের ধরন বা নমুনা দেখা যায় মগানগরের বৃদ্ধিতে আশেপাশের গ্রামগুলোতে ... যেখানে কিছু সংখ্যক গ্রাম এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি নিমগ্ন হয়ে যায় এবং বাকি জনবসতিহীন জায়গাগুলো শহরের বিকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। *(Rao 1974:486-490)*

বাক্স 1.10 এর অনুশীলনী

উপরের বিবৃতিটি ভালো করে পড়ো। তুমি হয়তো নগরায়ণের এই অনুরূপ উপায় অথবা অন্যান্য উপায় দেখে থাকতে পারো। এটার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখো। শ্রেণিকক্ষে প্রত্যেকের বিবরণগুলো আলোচনা করো।

কিছু নির্বাচিত মহানগরের জনসংখ্যা (শহুরে জমায়েত)

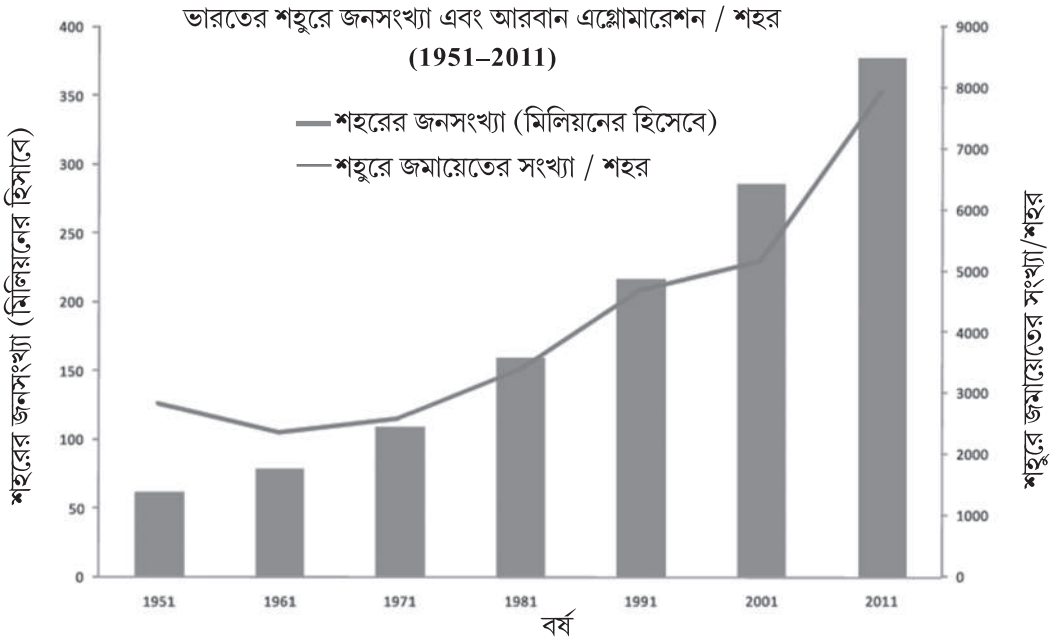

শতাংশ হারে নির্বাচিত মহানগরীর শহরের জনসংখ্যার দশকীয় বৃদ্ধি অনুপাত

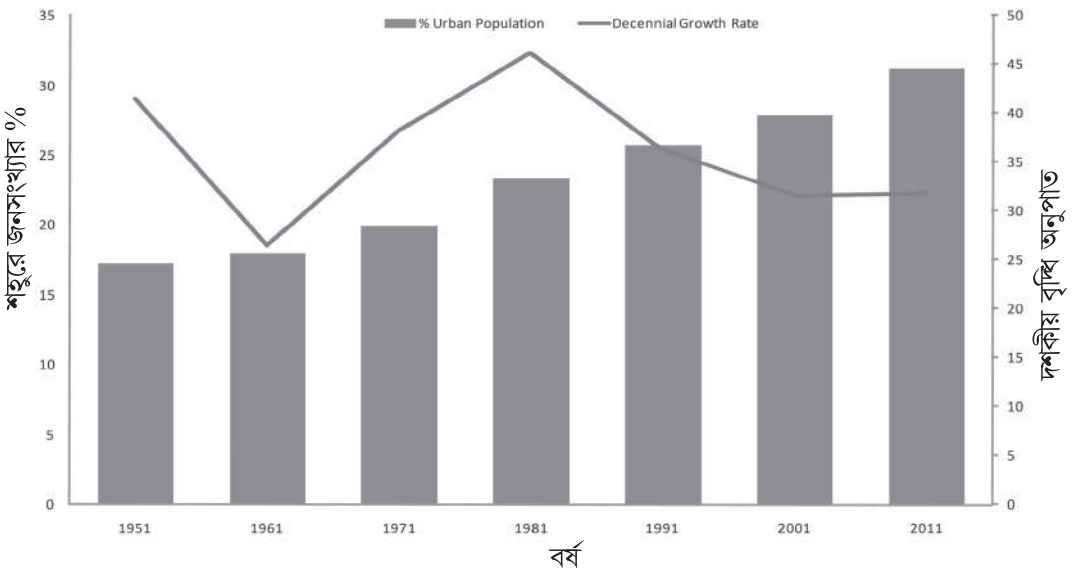

উপরের চার্ট বা বর্ণনা চিত্র দেখায় যে ভারতে শহুরে জনসংখ্যা এবং শহুরে জমায়েত বা Urban agglomerations এর সংখ্যা অথবা শহরের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নীচের চার্ট বা বর্ণনাচিত্র দেখায় যে শহুরে জনসংখ্যার শতাংশের ভাগ ক্রমবর্ধমান কিন্তু দশকীয় বৃদ্ধির হারের প্রবণতায় হ্রাস।

1951 সালে 17.29% ভারতীয় জনসংখ্যা অর্থাৎ 62.44 মিলিয়ন জনসংখ্যা, 2,843টি শহরে বসবাস করত। 2011 সালে, 31.16% ভারতীয় জনসংখ্যা অর্থাৎ 377.10 মিলিয়ন জনসংখ্যা 7,935 টি শহরে বসবাস করত। এটার দ্বারা দেখানো হয় একটি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে, শহর/UA এর সংখ্যার ক্ষেত্রে এবং শতাংশের ভাগ হিসেবে শহুরে জনসংখ্যার অবিচলিত বৃদ্ধি। তাসত্ত্বেও, শহুরে জনসংখ্যার দশকীয় বৃদ্ধি 1981-2001 সালের মধ্যে হ্রাসের প্রবণতা দেখিয়েছে, 2011 সালে এই প্রবণতা পাল্টে যায় এবং প্রান্তিক বৃদ্ধি দেখা যায়। 1951 সালে শহুরে জনসংখ্যার দশকীয় বৃদ্ধির হার ছিল 41.42% এবং 2011 সালে সেটা ছিল 31.70%।

স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহুরে এলাকায় জনসংখ্যার চরম বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় । গ্রামীণ অঞ্চলে বা এলাকায় বৃদ্ধির হারের তীব্র হ্রাসের ফলে এটা হয়েছে, যেখানে শহর এলাকায় বৃদ্ধির হার মোটামুটি একই রয়ে গেছে।

উপসংহার

তোমরা নিশ্চয়ই এটা অনুভব করতে পারছ যে উপনিবেশবাদ শুধুমাত্র ইতিহাসের একটি বিষয় নয়, এছাড়াও এটা এমন কিছু যা আজকের দিনেও আমাদের জীবনে বিদ্যমান। উপরের লেখা থেকে এটা স্পষ্ট যে শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ বলতে শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বাসস্থানের ঘনত্বের পরিবর্তন বুঝায় না, এছাড়াও বোঝানো হয় 'জীবনের ধারা' (a way of life, wirth,1938)। স্বাধীন ভারতের শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ সম্পর্কে তোমরা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরও অধিক পড়বে।

1. আমাদের জীবনে উপনিবেশবাদের ভূমিকা কী? তুমি সংস্কৃতি অথবা রাজনীতির মতো একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে অথবা সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রিত করে আলোচনা করতে পারো।
2. শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ পদ্ধতি একে অপরের সঙ্গে জড়িত আলোচনা করো।
3. তোমার পরিচিত কোনো শহর অথবা নগরকে শনাক্ত করে তার সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং বৃদ্ধির ইতিহাস খুঁজে বের করো।
4. হতে পারে, তুমি খুব ছোটো কোনো শহরে, অথবা কোনো বড়ো নগরে, অথবা কোনো আধা-শহর কিংবা গ্রামে বসবাস করছ ...

- তুমি যে জায়গায় বসবাস কর তার বর্ণনা দাও।
- এখানকার কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাকে এটা চিন্তা করতে বাধ্য করে যে এটা একটা শহর কিন্তু নগর নয়, একটা গ্রাম কিন্তু শহর নয়, একটা নগর কিন্তু একটা গ্রাম নয়?
- তুমি যে জায়গায় বসবাস কর সেখানে কোনও ফ্যাক্টরি আছে কি ?
- কৃষিকাজই কি সেখানকার লোকের মূল/প্রধান কাজ?
- এটা কি পেশাগত প্রকৃতির যার একটি নির্ধারিত প্রভাব আছে।
- সেখানে কি অট্টালিকা আছে?
- সেখানে কি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা আছে?
- সেখানকার লোকের জীবনযাপন এবং আচরণের উপায় কী?
- সেখানকার লোক কী ধরনের পোশাক পরিধান করে এবং তারা কীভাবে কথাবার্তা বলে?

REFERENCES

Alavi, Hamza and Teodor Shanin Ed. 1982. *Introduction to the Sociology of Developing Societies*. The Macmillan Press. London.

Chandra, Bipan. 1977. *The Rise and Growth of Economic Nationalism*. People's Publishing House. New Delhi.

Dutt, A.K. 1993. "From Colonial City to Global City: The Far from Complete Spatial Transformation of Calcutta" in Brunn S.D.and Williams J.F. Ed. *Cities of the World.* pp. 351-388. Harper Collins. New York.

Giddens, Anthony. 2001. *Sociology* (Fourth edition). Cambridge. Polity.

Mukherjee, D.P. 1979. *Sociology of Indian Culture*. Rawat. Jaipur.

Nehru, Jawaharlal. 1980. *An Anthology.* Ed. by S. Gopal. Oxford University Press. New Delhi,

Nongbri, Tiplut. 2003. *Development, Ethnicity and Gender: Select Essays on Tribes in India.* Rawat. Jaipur/Delhi.

Mitra and Phukan. 2005. *The Collector's Wife*. Penguin Books. New Delhi.

Pineo, H.I.T.F. 1984. *Land way: The Life History of Indian Cane Workers in Mauritius.* Moka: Mahatma Gandhi Institute.

Rao, M.S.A. Ed. 1974. *Urban Sociology in India: Reader and Source Book.* Orient Longman. Delhi.

Sarkar, Sumit. 1983. *Modern India 1885 -1947.* Macmillan. Madras.

Wirth, Louis. 1938. 'Urbanism as a way of life'. *American Journal of Sociology*. 44.

2 সাংস্কৃতিক পরিবর্তন
Cultural Change

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে উপনিবেশবাদ দ্বারা নিয়ে আসা পরিবর্তন কীভাবে ভারতীয় সমাজের কাঠামোকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ মানুষের জীবন পরিবর্তন করে। কিছু ক্ষেত্রে কারখানা খোলা জায়গাকে কর্মস্থল রূপ প্রতিস্থাপন করতে দেখা যায়। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বসবাস করা স্থানরূপে, গ্রাম শহরে প্রতিস্থাপিত হতেও দেখা যায় । জীবনধারণ এবং কাজের ব্যবস্থাপনা বা পরিকাঠামোতেও পরিবর্তন হয়। তাছাড়া, সংস্কৃতি, জীবনধারা, নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, ফ্যাশন এবং শারীরিক ভাষারও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, সামজিক কাঠামো হল, "সম্পর্কিত ব্যক্তিদের একটি অব্যাহত ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং নিয়ন্ত্রিত।" আর সংস্কৃতি হল "সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং আচরণের ধরন।" তোমরা প্রথম অধ্যায়ে উপনিবেশবাদের নিয়ে আসা কাঠামোগত পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত হয়েছ। এই অধ্যায়ে তোমরা দেখবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। তোমরা বুঝতে পারবে কাঠামোগত পরিবর্তনের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যায়ে দুটো সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, উভয়ই উপনিবেশ শাসনের প্রভাবের জটিল ফলস্বরূপ। প্রথম আলোচনাা করা হবে স্বেচ্ছাকৃত এবং সচেতন পদক্ষেপ যা ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কারক এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা নারী ও 'নিম্ন' জাতি বৈষম্যের মতো সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রচেষ্টা সম্পর্কে। দ্বিতীয়ত আলোচনা করা হবে সংস্কৃতায়ন, আধুনিকীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও পাশ্চাত্যকরণের মতো চারটি- স্বল্প স্বেচ্ছাকৃত কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রথার নির্ণায়ক পরিবর্তন বলে গণ্য করা হয়। সংস্কৃতায়ন উপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার আগেও হয়ে থাকত যেখানে বাকি তিনটি পদ্ধতিকে ভারতে উপনিবেশবাদের দ্বারা নিয়ে আসা পরিবর্তনের ফলে মানুষের জটিল প্রতিক্রিয়া স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়।

2.1 ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ আমাদের জীবনে উপনিবেশবাদ কত গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সামজিক সংস্কার আন্দোলন মূলত সেই সময়ে ভারতীয় উপনিবেশিক সমাজে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে উদ্ভূত হয়। তোমরা হয়তোবা সাামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কে অবগত যা ভারতীয় সমাজকে জর্জরিত করে রেখেছিল। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা পুনর্বিবাহ এবং জাতি বৈষম্য। এটা এমন নয় যে প্রাক্ উপনিবেশিক ভারতে এসকল বিষয়ে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এগুলো বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রেই ছিল। তাছাড়া, ভক্তি এবং সুফি আন্দোলনের কেন্দ্রেও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কারের পদক্ষেপ বা প্রয়াস ছিল আধুনিক প্রসঙ্গ/প্রেক্ষাপট এবং মিশ্র ধারণার যা সেই আন্দোলনগুলোকে উল্লেখযোগ্য করে তোলে। এটা পাশ্চাত্য উদারবাদের আধুনিক ধারণা এবং গতানুগতিক সাহিত্যের নতুন রূপের এক সৃজনমূলক সমাহার ছিল।

রাজা রামমোহন হয়

পণ্ডিতা রমাবাঈ

স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

ধারণার মিশ্রণ

বাক্স 2.1

- রাজা রামমোহন রায় মানবিকতা এবং প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ ও হিন্দু শাস্ত্রের ভিত্তিতে সতীদাহ প্রথার বিরোধীতা করেছিলেন।
- রাণাডের লিখিত বই The texts of the Hindu Law on the Lawfulness of the Remarriage of Widows and Vedic Authorities for Widow Marriage -এ বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় অনুমোদনগুলোর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।
- শিক্ষার নতুন বিষয়বস্তুগুলো আধুনিক এবং উদার ছিল। ইউরোপের নবজাগরণ, সংস্কার এবং জ্ঞানদীপ্তি বা আলোকবর্তিকার সাহিত্য থেকে কলা এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছিল। এর বিষয়বস্তুগুলো মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং উদার ছিল।
- স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ইসলাম সম্পর্কিত ব্যাখ্যা মুক্ত অনুসন্ধানে বৈধতা (ijtihad) এবং কোরাণের দৈববাণী ও আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রকৃতির নিয়মের সাদৃশ্য বিস্তারের উপর জোড় দেয়।
- কান্দুকিরি বীরসালিংগম এর রচিত The Sources of Knowledge, নব্য ন্যায় যুক্তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা প্রতিফলিত করে। একই সময়ে তিনি Julius Huxley ও অনুবাদ করেন।

সমাজতত্ত্ববিদ্ সতীশ সাবেরওয়াল আধুনিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে উপনিবেশিক ভারতে পরিবর্তনের আধুনিক পরিকাঠামোর তিনটি দৃষ্টিকোণের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন :

- যোগাযোগের মাধ্যমে
- সংস্থার বিভিন্ন প্রকার এবং
- ধারণার প্রকৃতি

নতুন প্রযুক্তি বিভিন্ন প্রকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা বা মাধ্যমের দ্রুত গতি বৃদ্ধি করে। ছাপাখানা, টেলিগ্রাফ ও পরবর্তী সময়ে মাইক্রোফোন, বাস্পচালিত জাহাজ দ্বারা মানুষ ও দ্রব্যের চলাচল এবং রেলের সহযোগিতায় নতুন ধারণা দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়। ভারতের অভ্যন্তরে, পাঞ্জাব এবং বঙ্গের সামাজিক সংস্কারকদের সঙ্গে মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের সামাজিক সংস্কারকদের ধারণার বিনিয়োগ লক্ষ করা যায়। 1864 সালে বঙ্গের কেশব চন্দ্র সেন মাদ্রাজ পরিদর্শন করেন। পণ্ডিতা রমাবাঈ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশেও গমন করেন। তাছাড়া, বর্তমান দিনের নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এবং মেঘালয়ের প্রত্যন্ত প্রান্তগুলোতে খ্রিস্টান মিশনারীর উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

নতুন প্রযুক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ যা বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমের গতিবৃদ্ধি করে।

দেরাদুনের প্রথম ফোর্ড (Ford'T)

দেরাদুনের আলফ্রেড ম্যাসি প্রথমবার বাইসাইকেল বাক্স বন্দী করে নিয়ে আসেন। এটা এমন বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে যে তিনি সিদ্ধান্ত নেন ম্যাসির গ্যারেজে প্রথম ফোর্ড মডেল-T নিয়ে আসার। 11 জানুয়ারি 1980-র ফোর্ড সংবাদে গল্পটি পুনরায় বলা হয়। 1914 সালে এটা প্রথম গাড়ি যা স্থানীয় লোকজনেরা দেখেছেন ... মানুষ ট্রেনে ও গোরুর গাড়ি চড়ে পরিদর্শন করতে এসেছিল। স্টেশনে একটি বড়োসড়ো ভিড় জমা হয়েছিল যারা রাবার টায়ারের 'ইঞ্জিন' নামানো দেখতে এসেছিল। চাকা জোড়া লাগাতে এবং হুড খুলতে একঘন্টা সময় লেগে গিয়েছিল। এই বিশাল প্যাকিং কেসটি দোকান হিসাবে প্রয়োগ করার জন্য একজন ফেরিওয়ালা কিনে নিয়ে গিয়েছিল। প্রায় 14 জন পুরুষ, মহিলা এবং শিশু প্রথমবারের মতো মোটর গাড়ি চড়ে পরিবারের গ্যারেজ পর্যন্ত যায়।

ভিরসালিংগম

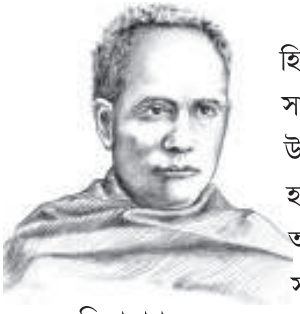

বিদ্যাসাগর

জ্যোতিবা ফুলে

বঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজ এবং পাঞ্জাবের আর্য সমাজের মতো আধুনিক সামাজিক সংস্থা গঠিত হয়। 1914 সালে সর্বভারতীয় মুসলমান নারী সম্মেলন (All India Muslim Ladies Conference) অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সংস্কারকরাই শুধু জনসভায় তর্ক-বিতর্ক করেননি, সেই সঙ্গে সংবাদপত্র ও জার্নালের মতো গণসংযোগের মাধ্যমেও তাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লেখা সমাজ সংস্কারকদের লেখনিগুলোকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, 1968 সালে বিষ্ণু শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের বইয়ের মারাঠি অনুবাদ 'ইন্দু প্রকাশ' থেকে প্রকাশ করেন।

এটি একটি জাতির আধুনিক হয়ে উঠার পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে নারী শিক্ষার ধারণাটি তীব্রভাবে বিতর্কিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, সামাজিক সংস্কারক জোতিবা ফুলের (Jotiba Phule) দ্বারা পুণেতে মহিলাদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় উদ্‌ঘাটিত হয়। সামাজিক সংস্কারকদের যুক্তিতে একটি উন্নত সমাজের জন্য প্রয়োজন মহিলাদের শিক্ষিত হওয়া। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে প্রাক্ আধুনিক ভারতের মহিলারা শিক্ষিত ছিল। আবার অনেকে এই যুক্তির বিরোধীতা করে বলেন যে, সেই সুযোগ শুধু কিছু বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তদের জন্য সহজলভ্য ছিল। তাই নারী শিক্ষার প্রয়াসকে সমর্থনযোগ্য করতে আধুনিক এবং প্রথাগত ধারণাকে অবলম্বন করা হয়। তারা সক্রিয়ভাবে আধুনিকতা এবং প্রথার/ ঐতিহ্যের অর্থ সম্পর্কে বিতর্ক করেছিলেন। তাই জোতিবা ফুলে যেমন প্রাক্ আর্থ যুগের ঐতিহ্যের উপর জোড় দেন তেমনি অন্যদিকে বালগঙ্গাধর তিলকের মতো অন্যান্যরা আর্য যুগের ঐতিহ্যের উপর জোর দেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনে জিজ্ঞাসাবাদ, পুন:ব্যাখ্যা এবং বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশ যুগের সূচনা করে।

বিভিন্ন ধরনের সামজিক সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে কিছু বিষয়গত সমানতা ছিল। তথাপি তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতাও লক্ষ করা যেত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা উঁচু জাতি, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলা ও পুরুষদের সম্বন্ধিত ছিল। আবার কিছু ক্ষেত্রে বহিষ্কৃত জাতির প্রতি বিচার অবিচার ছিল সেটার কেন্দ্রীয় বিষয়। করো কারো মতে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত চেতনার অবক্ষয়ের ফলে সামাজিক কুপ্রথার উদ্ভব হয়।

অন্যান্যদের ক্ষেত্রে জাতি এবং লিঙ্গ নিপীড়ন ধর্মের মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল। অনুরূপভাবে মুসলমান সমাজ সংস্কারকরা সক্রিয় রূপে বহুবিবাহ ও পর্দা প্রথার অর্থ সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ, সর্বভারতীয় মুসলমান নারী সম্মেলন জাহানারা শাহ নওয়াজ (Jahanara Shah Nawas) বহুবিবাহের কুপ্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন ...

> *... যে প্রকারের বহুবিবাহ মুসলমানদের মধ্যে কিছু শ্রেণি অনুসরণ করে, তা কোরাণের প্রকৃত চেতনার বিরুদ্ধে ... এবং এই কুপ্রথা অপসারণ করতে একজন শিক্ষিত মহিলার কর্তব্য হল আত্মীয়দের মধ্যে তার নিজের প্রভাব প্রয়োগ করে এই ধরণের প্রথার অবসান করা।*

বহু বিবাহের বিরোধী এই প্রস্তাব মুসলমান সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে। পাঞ্জাবের মহিলা সম্পর্কিত জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা Tahsib-e-Niswan এই সমাধানের প্রশংসা করে, কিন্তু অন্যরা এটির নিন্দা জানায়। (Chaudhuri 1993:111)। সেই সময়, সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিতর্ক একটি সাধারণ বিষয় ছিল। যেমন, ব্রাহ্ম সমাজ সতীদাহ প্রথার বিরোধীতা করে। অন্যদিকে বঙ্গের গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা ধর্মসভা নামে একটি সংস্থা গঠন করেন এবং ব্রিটিশের কাছে আবেদন রাখেন যেখানে বলা হয় যে সংস্কারকদের পবিত্র গ্রন্থ ব্যাখ্যা করার কোনো অধিকার নেই। সেইসঙ্গে হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্য দলিত জাতির দ্বারা আরও একটি দৃষ্টিকোণ ক্রমবর্ধমানভাবে সরব হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক শিক্ষার সরঞ্জামের ব্যবহারে, 1852 সালে ফুলে-এর বিদ্যালয়ের 13 বছর বয়সি একটি ছাত্রী মুক্তাবাঈ লেখে —

যে ধর্ম
যেখানে শুধু একজন ব্যক্তি সুবিধাপ্রাপ্ত
এবং অন্যরা বঞ্চিত
ধ্বংস হোক পৃথিবী থেকে
এবং তা যেন কখনও আমাদের হৃদয়ে
প্রবেশ করতে না পারে
এমন ধর্মের প্রতি গর্ববোধ ...

কাজ 2.1

নিম্নলিখিত সামাজিক সংস্কারকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর? তারা কি বিষয়ের বিরোধিতা করেছিলেন? সেখানে কোনো বিরোধিতা ছিল কি?

- ভীরসালিংগম
- পণ্ডিতা রমাবাঈ
- বিদ্যাসাগর
- দয়ানন্দ সরস্বতী
- জ্যোতিবা ফুলে
- শ্রী নারায়ণ গুরু
- স্যার সৈয়দ আহমেদ খান
- অন্যান্যরা।

2.2 কীভাবে আমরা সংস্কৃতায়ন, আধুনিকীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশ্চাত্যকরণ অধ্যয়নের দিকে অগ্রসর হব

এই অধ্যায়ে সংস্কৃতায়ন, আধুনিকীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশ্চাত্যকরণের মতো চারটি ধারণা আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচনাটি যখন অগ্রসর হয় তখন লক্ষ করা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা সহাবস্থান করে। আবার অনেক পরিস্থিতিতে তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কাজ করে। তাই এটা অবাক হওয়ার বিষয় নয়, যখন একজন ব্যক্তিকে কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক এবং কিছুক্ষেত্রে প্রথাগত চিন্তাধারা করতে দেখা যায়। ভারতে এবং অধিকাংশ অ-পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এই ধরনের সহাবস্থান প্রায়শই লক্ষ করা যায়।

কিন্তু তোমরা জান যে সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু কোনো প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যার উপরে নির্ভরশীল নয়। (SCERT, 2006 প্রথম বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনাটি মনে করে দেখ) পূর্বের অধ্যায়ে যেমন দেখেছ যে উপনিবেশিক আধুনিকতার নিজস্ব বিরোধিতা রয়েছে এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা উদাহরণ হিসাবে নিতে পারো। উপনিবেশবাদ ভারতে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটায়। তারা পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তির চিন্তাবিদ্, স্বাধীন গণতন্ত্রের দার্শনিক ইত্যাদির সম্পর্কে পড়েছিল এবং স্বাধীন ও প্রগতিশীল ভারতের স্বপ্ন পোষণ করেছিল। তা সত্ত্বেও উপনিবেশিক শাসন দ্বারা অপদস্থ হয়েও তারা ঐতিহ্যগত শিক্ষা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য গর্ব প্রকাশ করত। তোমরা ইতোমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনে এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছ।

যেহেতু এই অধ্যায়ে এটা স্পষ্ট হয় যে, আধুনিকতা শুধুমাত্র নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটায়নি বরং বিষয়গুলোকে ঐতিহ্যের পুন:বিবেচনা এবং পুন:ব্যাখ্যা করতে সাহায্যও করে। সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য/প্রথা উভয়ই জীবিত সত্তা। মানুষ সেগুলো শিখে এবং পরিবর্তে তাদের সংশোধন করে। দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। যেমন আজ ভারতে কীভাবে শাড়ি বা জেইন সেম (Jain sem) অথবা সারং (Sarong) পরা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে শাড়ি একটি শেলাইবিহীন কাপড়ের টুকরো যা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে পরা হত। আধুনিক মধ্যবিত্ত মহিলারা যে বিশিষ্ট শাড়ি পরেন সেটা হল পাশ্চাত্য 'পেটিকোট' এবং 'ব্লাউজে'র সাথে প্রচলিত শাড়ির একটি অভিনব সংমিশ্রণ।

কাজ 2.2

সমাজতত্ত্বে এই চারটি প্রক্রিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে যখন তোমরা পড়বে, তখন এই সকল ধারণার সম্পর্কে যদি তোমরা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা কর, তাহলে সেটা মজাদার হতে পারে।

- কী প্রকারের ব্যবহার বা আচরণকে তোমরা সংজ্ঞায়িত করবে।
  - পাশ্চাত্য
  - আধুনিক
  - ধর্মনিরপেক্ষতা
  - সংস্কৃতি সম্পন্ন
- কেন ?
- অধ্যায়ের শেষে পুনরায় কাজ 2.2তে ফিরে আস
- ধারণাগুলোর সাধারণ ব্যবহারিক বোধ/অর্থ এবং তাদের সমাজতাত্ত্বিক অর্থের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য লক্ষ করতে পেরেছ?

ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সংমিশ্রণ

কাজ 2.3

- দৈনন্দিন জীবন এবং বিস্তারিত স্তর থেকে মেলবন্ধনের আরও অন্যান্য উদাহরণের উল্লেখ করো।

আমার পিতার পোশাক তার অভ্যন্তরীণ জীবনকে সুন্দরভাবে প্রতিনিধিত্ব করত। তিনি একজন উত্তর ভারতীয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি সাদা পরিচ্ছন্ন পাগড়ি পরিধান করতেন যা শ্রী বৈষ্ণব জাতির চিহ্ন ছিল। তিনি তার মসলিন ধুতি ঐতিহ্যগত ব্রাহ্মণ ভঙ্গিতে পরিধান করতেন এবং তার সঙ্গে টোটাল বন্ধন (Tootal ties), ক্রোমেন্টজ বোতাম (Kromentz bottons), কলার ফেনা (Collar Studs) এবং ইংলিশ সার্জ জ্যাকেট পরিধান করতেন।

Source: A.K. Ramanujan in Marriot ed. 1990: 42

ভারতের কাঠমোতে এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য স্বত:সিদ্ধ। এই বৈচিত্র্য বিভিন্নভাবে এই পদ্ধতিগুলোকে আকার দেয় যেখানে আধুনিকীকরণ বা পাশ্চাত্যকরণ, সংস্কৃতায়ন বা ধর্মনিরপেক্ষতা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে অথবা করে না। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এই বিভিন্নতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। স্থানাভাবের জন্য এগুলোর বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। আধুনিকীকরণের জটিল উপায়গুলো কীভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে অথবা একই অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতিকে, এমনকি একই শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের নারী এবং পুরুষকে প্রভাবিত করে সেগুলো অন্বেষণ এবং সনাক্তকরণ তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

আমরা সংস্কৃতায়নের ধারণা দিয়ে শুরু করব। এটা করার কারণ হল যে এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক সচলতার সঙ্গে সম্পর্কিত যা উপনিবেশবাদ সূত্রপাতের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপায়ে চলতে থাকে। অন্যান্য তিনটি পরিবর্তন যেগুলো সম্পর্কে আমরা শীঘ্রই আলোচনা করব সেগুলোর উদ্ভব হয়েছিল উপনিবেশবাদের দ্বারা নিয়ে আসা সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। এটির অন্তর্গত স্বাধীনতা ও অধিকারের আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশ একদিকে অন্যায়/অন্যায্যতার বোধ এবং অন্যদিকে অবমাননার বোধকে তীব্রতর করে তোলে। প্রায়শই এই পরিস্থিতি নিজের পুরোনো প্রথা এবং ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। এই মিশ্রণের মধ্য দিয়েই আমরা ভারতের আধুনিকীকরণ, পাশ্চাত্যকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচেষ্টাকে বুঝতে সক্ষম হই ।

2.3 সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকার

সংস্কৃতিকরণ/সংস্কৃতায়ন :

এম এন শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ন/সংস্কৃতিকরণ শব্দটি উদ্ভাবন করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন 'নিম্ন' বা 'নীচু' জাতি বা উপজাতি বা অন্য গোষ্ঠী 'উঁচু' জাতির বিশেষ করে 'দ্বিজ' জাতির প্রথা, ধর্মানুষ্ঠান, বিশ্বাস, চিন্তাধারা এবং জীবনশৈলীকে অনুসরণ করে।

সংস্কৃতায়নের প্রভাব বহুমুখী। এই প্রভাব মূলত ভাষা, সাহিত্য, চিন্তাধারা, সংগীত, নৃত্য, নাটক, ধর্মানুষ্ঠান এবং জীবনশৈলীতে পরিলক্ষিত হয়।

প্রাথমিকভাবে, এই প্রক্রিয়া সাধারণত হিন্দু সমাজে হত যদিও শ্রীনিবাসের মতে হিন্দু ধর্মের বাইরেও বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়গুলোতেও এই প্রক্রিয়া লক্ষ করা যেত। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের অধ্যয়ন থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে প্রক্রিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়। যে সকল এলাকায় অতিশয় সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির প্রভাব ছিল সেই সকল এলাকার গোটা সংস্কৃতির উপর কিছু না কিছু সংস্কৃতায়নের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে যেসকল অঞ্চলে অ-সাংস্কৃতিক জাতির প্রভাব বেশি ছিল সেই সব এলাকাতে তাদেরই শক্তিশালী প্রভাব থাকত। এই প্রক্রিয়াকে অব-সংস্কৃতায়ন (de-sanskritisation) বলা হয়। এছাড়াও সেখানে অন্যান্য অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্নতাও লক্ষ করা যেত। যেমন, পাঞ্জাবের সংস্কৃতিতে কোনো দিনই সংস্কৃতায়নের প্রভাব বলিষ্ঠ ছিল না। বহু শতাব্দী ধরে, প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত পার্শিদের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল ছিল।

শ্রীনিবাসের মতে, "একটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতায়ন সাধারণত স্থানীয় জাতি বিন্যাস ক্রমে তার অবস্থান উন্নত করতে প্রভাব ফেলে। সাধারণত এটা মানা হয় যে সে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে; অথবা হিন্দুধর্মের ... Great Tradition কোনো একটি অংশ যেমন কোনো তীর্থস্থান অথবা কোনো মঠ অথবা কোনো ধর্মান্তরিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ আত্ম-চেতনার

কুমুদ তাঈ (Kumudtai) তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক গোখলে গুরুজির সংস্পর্শে থেকে ব্যাপক কৌতূহল এবং আগ্রহের সঙ্গে তার সংস্কৃত শিক্ষার যাত্রা শুরু করেন ... বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান, যিনি একজন সুপরিচিত পণ্ডিত ছিলেন, তিনি কুমুদতাঈকে বিদ্রূপ করে আনন্দ লাভ করতেন ... তা সত্ত্বেও, তিনি সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি ও কুমন্তব্য অতিক্রম করে সফলতাপূর্বক সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

Source: Kumud Pawade (1938)

জাগরণ হয়।" কিন্তু ভারতের মতো চূড়ান্ত অসম সমাজে উঁচু জাতির রীতিনীতিগুলোকে নিম্ন জাতির দ্বারা সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা ছিল এবং এখনও আছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রথাগতভাবে প্রভাবশালী জাতি সে সকল নিম্নজাতিকে শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করত যারা দু:সাহসিকতা দেখিয়ে এই পদক্ষেপ নিত। নিম্নলিখিত গল্পটি এই সমস্যার স্পষ্টীকরণ করে।

কুমুদ পাওয়াড়ে (Kumud Pawade) তার আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেন যে কীভাবে একজন দলিত মহিলা সংস্কৃত শিক্ষিকা হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রী হিসাবে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নের দিকে আকর্ষিত হন। হয়তোবা তার কারণ ছিল যে তিনি জানতেন একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমেই তিনি সে জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন যেখানে লিঙ্গ এবং জাতির ভিত্তিতে পৌঁছানো তারপক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভবত, এই শিক্ষার মাধ্যমে মহিলা এবং দলিতদের সম্পর্কে প্রকৃত সংস্কৃত সাহিত্যে কী লেখা রয়েছে সেটা তিনি জানতে পারবেন। তার পড়াশোনা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি বিস্মিত থেকে প্রতিকূলতা, রক্ষিত গ্রহণযোগ্যতা থেকে পাশবিক প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সাথে মিলিত হন। তিনি বলেছেন :

এরফল হল যে আমি যতই আমার জাতি পরিচয়কে ভুলতে চেষ্টা করি, কিন্তু তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব এবং তখন আমার একটি অভিব্যক্তির কথা মনে পড়ে, যা আমি কোথাও শুনেছিলাম : "যা জন্মসূত্রে পাওয়া যায় কিন্তু মৃত্যুর পরও তাকে পরিত্যাগ করা যায় না—সেটাই হল জাতি।"

সংস্কৃতায়ন এমন এক প্রক্রিয়ার পরামর্শ দেয় যেখানে মানুষ উচ্চ স্তরে অবস্থিত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নিয়মনীতি এবং নাম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি করতে চান। সাধারণত যারা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত তাদেরকেই উল্লেখিত নমুনা বা মডেল রূপে গণ্য করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ স্তরে অবস্থিত গোষ্ঠীর সমসাময়িক হওয়ার আশঙ্কা বা ইচ্ছা তখনই হয় যখন ধনী হয় বা আর্থিকভাবে সবল হয়।

সংস্কৃতায়ন ধারণাটি বিভিন্ন ভাবে সমালোচিত হয়। প্রথমত, সামাজিক সচলতার বৃদ্ধি বা নিম্ন জাতিকে তাদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ প্রদানকারক হিসাবে সমালোচিত হয়। কারণ এটি কোনও কাঠামোগত পরিবর্তন নয় কেবল কিছু ব্যক্তিকে অবস্থানগত পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে। অন্যভবে বলতে গেলে, সমাজে অসমতা অব্যাহত রয়েছে, যদিও কিছু ব্যক্তি সমাজে নিজেদের অবস্থানের উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটা চিহ্নিত করা হয়েছে যে সংস্কৃতায়নের আদর্শ 'উচ্চ জাতি' র জীবনযাত্রার ধরনকে শ্রেয় এবং 'নিম্নজাতি'র জীবনধারাকে নিম্নতর হিসাবে গ্রহণ করে। তাই, উচ্চতর জাতিকে অনুসরণ করার ইচ্ছাকে প্রাকৃতিক এবং আকাঙ্ক্ষিত হিসাবে দেখা হয়।

তৃতীয়ত, 'সংস্কৃতায়ন' সেই মডেল বা আদর্শকে ন্যায্যতা প্রদান করে যা অসাম্যতা এবং বহিষ্কারের উপর নির্ভর করে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে গোষ্ঠীর পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণাটি ন্যায়সংগত বা ঠিক আছে। তাই যে-কোনো গোষ্ঠীকে নিকৃষ্ট দৃষ্টিতে দেখা, যা তথাকথিত 'উচ্চতর জাতিরা' নিজেদের অধিকার বলে মনে

করে এবং 'নিম্নজাতিদের' নিকৃষ্ট দৃষ্টিতে দেখে। এমন একটি সমাজ যেখানে এই ধরনের দৃষ্টিকোণ বিদ্যমান, সেখানে একটি সমতাপূর্ণ সমাজের কল্পনা করা কষ্টকর। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এটা দেখানো হয়েছে যে কীভাবে পবিত্রতা অপবিত্রতার ধারণাটিকে সমাজে মূল্যবান বা উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

যদিও স্যাঁকরা জাতির (Goldsmit-Castes) মানুষদেরকে আমাদের চেয়ে উচ্চ জাতি বলে গণ্য করা হয়, তা সত্ত্বেও আমাদের জাতির নিয়ম অনুযায়ী আমরা তাদের কাছ থেকে খাদ্য বা জল গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের জাতিতে এটা বিশ্বাস করা হয় যে স্যাঁকরারা এত লোভী প্রকৃতির হয় যে তারা মল ধুয়েও সোনা খুঁজে বের করে। তাই যদিও তারা জাতি অনুসারে উচ্চ, কিন্তু তারা আমাদের চেয়েও বেশি অশুচি। আমরা অন্যান্য উচ্চ জাতির কাছ থেকেও খাদ্য গ্রহণ করি না যারা অশুচি কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত: ধোপা, যারা নোংরা কাপড় জামা পরিষ্কারের কাজ করে, তেল পেষক (Oilpressers), যারা বীজ পিষে তেল তৈরি করে।

এটা স্পষ্ট করে যে কী প্রকারে এই ধরনের বৈষম্যমূলক ধারণা জীবনযাত্রার ধারা হয়ে যায়। তাই সম-সমাজের (equal society) উচ্চাকাঙ্ক্ষা না করে, বহিষ্কার ও বৈষম্যতা তাদের বহিষ্কৃত মর্যাদাকে নিজস্ব তাৎপর্য দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা এমন এক অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা করে যেখান থেকে তারা অন্যান্য মানুষকে নীচ দৃষ্টিতে দেখতে পারবে। এটা অত্যন্ত অ-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন করে।

কাজ 2.4

সংস্কৃতায়নের অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ো। তোমাদের কি মনে হয় এই প্রক্রিয়াটি লিঙ্গভিত্তিক; অর্থাৎ তার প্রভাব মহিলা ও পুরুষদের জন্য ভিন্ন । তোমার কি মনে হয় যে যদিও এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরুষদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, মহিলাদের ক্ষেত্রে সেটা বিপরীত?

চতুর্থত, যেহেতু সংস্কৃতায়ন উচ্চতর জাতির প্রথা এবং ধর্মচারকে অনুসরণ করার পরিণতি, তাই মেয়ে ও মহিলাদের পৃথক করে রাখা, কন্যা-পণের (birde-price) পরিবর্তে পণপ্রথা অবলম্বন করা এবং অন্যান্য গোষ্ঠির প্রতি জাতি বৈষম্য ইত্যাদির অনুসরণ করা হত।

পঞ্চমত, এই সকল প্রবণতার প্রভাবে দলিত সংস্কৃতি এবং সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলছে। উদাহরণস্বরূপ, 'নিম্ন জাতি'র শ্রমকে অধ:পতিত এবং 'লজ্জাজনক' বলে গণ্য করা হয়। কাজের ভিত্তিতে পরিচয় যেমন কারুশিল্প এবং কারিগরি দক্ষতা, বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা বা ঔষধি জ্ঞান, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদিকে শিল্পায়নের যুগে অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দেলন এবং আঞ্চলিক আত্ম-চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ এবং প্রবাদ পরিত্যাগ করার একটি প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। পিছিয়ে পড়া শ্রেণির আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল ব্যক্তি এবং জাতি গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বমুখী সচলতার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নির্ণায়কগুলোর/কারণগুলোর উপরে জোর দেওয়া। প্রভাবশালী জাতির ক্ষেত্রে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ হওয়ার এই ধরনের কোনো ইচ্ছা দেখা যেত না। তাছাড়া, প্রভাবশালী জাতির সদস্য হওয়া মর্যাদাপূর্ণ বলে গণ্য করা হত। সম্প্রতি অনুরূপ চিন্তাধারা দলিতদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়, যারা এখন দলিত পরিচয়ে গর্ববোধ করে। তবে কখনও কখনও দলিত জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে দরিদ্রতম এবং অত্যন্ত প্রান্তিকরা তাদের এই পরিচয় দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ লাভ করে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা কিছুটা গর্ব এবং আত্মবিশ্বাস লাভ করেছে ঠিকই কিন্তু তারা বহিষ্কৃত এবং বৈষম্যের শিকার হিসাবে রয়ে গেছে।

চিন্তার ধারা বাক্স 2.2

জন স্টুয়ার্ট মিল-এর রচনা 'On Liberty'' প্রকাশ হওয়ার পরেই ভারতের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্যবই রূপে স্থান লাভ করে। ভারতীয়রা ম্যাগনা কার্টা সম্পর্কে এবং ইউরোপে ও আমেরিকাতে স্বাধীনতা এবং সাম্যের সংগ্রাম সম্পর্কে অবগত হয়।

জীবনের ধারা বাক্স 2.3

দেবকীর মনে আছে যে যখন সে ছোটো ছিল, তাদের বাড়িতে সিদ্ধ ডিম এগকাপে (eggcups) খাওয়া হত এবং তার মা পারিজ করে, গরম দুধ এবং চিনির সঙ্গে টেবিলে আলাদা আলাদা রাখতেন, যাতে স্বাদ অনুযায়ী সকলে নিজের পাত্রে মেশাতে পারে। এই বিষয়টি অন্যান্য বাড়ি থেকে ভিন্ন ছিল। দেবকী বলে, অন্যান্য বাড়িতে ডিম সিদ্ধ এককাপে খাওয়া হত না এবং পরিজ, দুধ ও চিনি মিশিয়ে ডেকচিতে তৈরি করে পরিবেশন করা হত... দেবকীর মনে আছে যে সে যখন এই কথা তার মাকে জিজ্ঞেস করে, তখন তার মা বলছিলেন যে জমিদারি থাকার সময়ে তারা এইভাবেই পরিজ খেত। (Abraham 2006:146)। (এটা কেরালার থিয়া (Thiyya) সম্প্রদায়ের উপর একটি নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন থেকে নেওয়া হয়েছে।)

পাশ্চাত্যকরণ

তোমরা ইতোমধ্যেই আমাদের পাশ্চাত্য উপনিবেশিক অতীত সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ এবং দেখেছ যে কীভাবে এটি প্রায়শই এমন পরিবর্তন নিয়ে আসে যা আপাতবিরোধী এবং অদ্ভূত। এম এন শ্রীনিবাস পাশ্চাত্যকরণকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেন "এই পরিবর্তন যা 150 বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ শাসনের ফলস্বরূপ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে আনা হয়েছিল, এই ধারণাটিতে বিভিন্ন স্তরে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠান, আদর্শ এবং মূল্যবোধসমূহ।"

পাশ্চাত্যকরণের বিভিন্ন প্রকার ছিল। প্রথমত, এটি একটি পশ্চিমা উপ-সাংস্কৃতিক নমুনার উদ্ভব বোঝায় যা মূলত ভারতের সংখ্যালঘু শ্রেণির মাধ্যমে হয়েছিল যারা প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। এর অন্তর্গত ছিল ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌গনের উপসংস্কৃতি, যারা শুধু জ্ঞান সম্বন্ধীয় আদর্শ বা চিন্তাধারা এবং জীবনশৈলীকে অনুসরণ করেনি কিন্তু তার বিস্তারকেও সমর্থন করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু সংস্কারকরা এই ধরনের ছিল। নীচের বাক্সগুলোতে বিভিন্ন প্রকারের পাশ্চাত্যকরণকে দেখানো হয়েছে।

তাই, সমাজের স্বল্প সংখ্যক লোকই পাশ্চাত্য জীবনশৈলীকে অনুসরণ করে। এছাড়াও সমাজে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সাধারণ স্তরে বিস্তার ঘটে, যেমন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, পোশাক, খাদ্য, মানুষের স্বভাব ও জীবনধারাতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকের ব্যাপক অংশের বাড়িতে টিভি সেট, ফ্রিজ, সোফাসেট, খাওয়ার টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্র সহজে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যকরণ সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকারের অনুসরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এটা আবশ্যকীয় নয় যে মানুষ গণতন্ত্র এবং সাম্যের আধুনিক মূল্যবোধকেও অনুকরণ করবে।

কাজ 2.5

➢ তোমরা কি এমন কিছু ভারতীয় সম্পর্কে ভাবতে পারো যারা পোশাক এবং সাজসজ্জাতে পাশ্চাত্য কিন্তু তাদের গণতান্ত্রিক ও সমমাত্রিক মূল্যবোধ নেই, যা সাধারণত আধুনিক আচরণের অংশ। আমরা দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। তোমরা কি বাস্তব জীবন এবং ফিল্মে অন্য কোনো উদাহরণ দেখতে পাও?

আমরা এমন মানুষও দেখতে পাই যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু নির্দিষ্ট নৃজাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। একটি পরিবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাহ্যিক ধরন অনুসরণ করতে পারে যেমন- পাশ্চাত্যভাবে বাড়ির অভ্যন্তরীণ অংশ সুসজ্জিত করা কিন্তু সম্ভবত তারাই সমাজে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে গোঁড়া চিন্তাধারা পোষণ করে। কন্যাভ্রূণ হত্যা, মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মিশ্রিত প্রথা।

➢ তোমরা অবশ্যই আলোচনা করতে পারো যে এই অসঙ্গতি কি শুধু ভারতে বা অ-পাশ্চাত্য সমাজেই বিদ্যমান, নাকি এই বৈষম্যমূলক এবং বর্ণভিত্তিক আচরণ পাশ্চাত্য সমাজেও পরিলক্ষিত হয়।

জীবনধারা এবং মানুষের চিন্তাধারা ছাড়াও পাশ্চাত্যের প্রভাব ভারতীয় শিল্প এবং সাহিত্যেও বিস্তার লাভ করে। রবি ভার্মা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চান্দু মেনন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মতো শিল্পীদের উপনিবেশিক প্রভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে দেখা যায়। নীচের বাক্সে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে যে কীভবে শিল্পী রবি ভার্মার বেশিরভাগ শৈলী, পদ্ধতি এবং বিষয় পাশ্চাত্য ও দেশীয় ঐতিহ্যে গড়ে উঠে। এখানে কেরালার একটি মাতৃ বংশানুক্রমিক সম্প্রদায়ের পরিবারের বিবরণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণভাবে পাশ্চাত্য দেশে বিদ্যমান পিতৃবংশানুক্রমিক আধুনিক একক পরিবারের অনুরূপ যা পিতা, মাতা ও সন্তান নিয়ে গঠিত হয়।

রাজা রবি ভার্মা

তোমরা সমাজে বিভিন্ন স্তরীয় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ করে থাকবে যা উপনিবেশিক ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের সাক্ষাতের ফলস্বরূপ। আবার সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রজন্মভিত্তিক দ্বন্দ্বকে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা হয় যা মূলত পাশ্চাত্যকরণের ফলস্বরূপ। পরবর্তী পৃষ্ঠার বিবরণটিতে এই ব্যবধান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তোমরা কি এমন পরিস্থিতি দেখেছ বা সম্মুখীন হয়েছ? প্রজন্ম ভিত্তিক দ্বন্দ্বের জন্য কি শুধু পাশ্চাত্যকরণ দায়ী? দ্বন্দ্ব কি সবসময় খারাপ?

বাক্স 2.4

1970 সালে রবি ভার্মা তার প্রথম প্রদত্ত কমিশন (Paid commission) গ্রহণ করেন কিযাক্কে পালাট কৃষ্ণ মিনন (Kizhakke Palat Krishna Menon) এর পরিবারের চিত্র আঁকার জন্য। ... এটা একটা পরিবর্তনসূচক কাজ যেখানে পূর্বের জল রঙের জনপ্রিয় দ্বি-মাত্রিক শৈলীর সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভ্রমের নতুন কৌশল ব্যবহৃত হয় যা মূলত তেল মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ওঠে।

... ছবিটির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যে দাঁড়ানো এবং বসা ব্যক্তিদের জায়গার সুবিন্যস্ত পদ্ধতি বয়স এবং পর্যায়ক্রমিক অবস্থানের ভিত্তিতে করা হয়, যা আরও একবার ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী পরিবারের ছবির স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। কী অদ্ভুত! চিত্রটি আঁকা হয় কেরালার মাতৃবংশানুক্রমিক সমাজে এমন এক সময়ে যখন কৃষ্ণ মেনন-এর জাতির বা শ্রেণির ভাগ নায়ার জাতি পিতৃআবাসিক একক পরিবারে বসবাস সম্পর্কে অবগত ছিল না।

Source: G . Arunima "Face value: Ravi Varma's portraiture and the project of colonial modernity". The Indian Economic and Social History Review 40, 1 (2003) pp. 57 - 80)

বাক্স 2.5

পাশ্চাত্যকরণ প্রায়শ মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রজন্ম ভিত্তিক পার্থক্যকে জটিল করে তোলে

... এবং যদিও তারা আমারই অংশ ও রক্ত, কিন্তু কখনও কখনও তাদের যেন পুরো অপরিচিত বলে মনে হয়। আমার এখন তাদের সাথে কোনো কিছুর সাদৃশ্য নেই ... না তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে, না তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, কথাবার্তা বা আচার আচরণের সঙ্গে। তারা হল নতুন প্রজন্ম এবং আমার মানসিক গঠন এমন যে তাদের সঙ্গে কোনো রকমের পারস্পরিক বোঝাপড়া করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করি কেননা তাদের সুখই আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কথা আমার হৃদয়ে কম্পিত অনুভবের সূচনা করে - "তোমার হল শুরু, আমার হল সারা।" আমার সন্তান পল্লব, কল্লোল এবং কিংকিনীর সঙ্গে আমার কোনো সাদৃশ্য নেই। পল্লব বিদেশে বসবাস করে, পুরোপুরি একটি ভিন্ন সংস্কৃতিতে। যেমন আমরা প্রায় 12 বছর বয়স থেকেই মেখলা-চাদর পরিধান করি। কিন্তু আমার কন্যা কিংকিনী যে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্‌নেস মেনেজমেন্ট এর ছাত্রী যে প্যান্ট এবং শার্ট পরে এবং আমার ছেলে কল্লোল লম্বা চুল রাখতে বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া, যখন আমার মীরার ভজন শুনতে ইচ্ছা করে তখন কল্লোল এবং কিংকিনী তাদের প্রিয় হুইটনি হিউস্টন (Whitney Houston) এর পপ্‌সঙ্গীত শুনতে পছন্দ করে। কখনও কখনও আমার বরগীতের কিছু গানের লাইন গাইতে ইচ্ছে হয়, তখন কিংকিনী তার গিটারে পাশ্চাত্য সুর বাজায়।

Source: Anima Dutta 1999 "As Days Roll On" in Women: A Collection of Assamese Short Stories, *Diamond Jubilee Volume, (Guwahati, Spectrum Publications)*

শ্রীনিবাসের মতে একদিকে 'নিম্নজাতি' সংস্কৃতায়নের চেষ্টা করে, অন্যদিকে 'উচ্চ জাতি'রা পাশ্চাত্যকরণের প্রচেষ্টা করে। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে এই সাধারণীকরণ বজায় রাখা কষ্টকর। উদাহরণস্বরূপ, কেরালাতে থিয়াস (যাদের কোনোভবেই 'উচ্চজাতি' বলা যায় না) এর অধ্যয়নে পাশ্চাত্যকরণের সচেতন প্রয়াশ লক্ষ করা গেছে। থিয়াস ব্রিটিশ সংস্কৃতিকে বিশ্বজনীন জীবনের দিকে উপযুক্ত পদক্ষেপ বলে মনে করে এবং জাতির সমালোচনা করে। একইভবে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষার নতুন সুযোগ প্রদান করে। পরবর্তী বিবরণটি পড়ো।

বাক্স 2.6

অধিকাংশ নাগাদের মতো, আমার মাতামহ যখন ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসেন, তখন তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে শুধুমাত্র শিক্ষাই জীবনকে অগ্রসর করতে সক্ষম। তিনি ব্রিটিশ প্রশাসক এবং মিশনারীদের জীবনধারায় প্রভাবিত হন এবং নিজের সন্তানদের জন্যও এমন জীবন কামনা করতেন। তাই মাতামহ আমার মাতাকে প্রথম পার্শ্ববর্তী আসামের একটি বিদ্যালয়ে এবং পরে সিমলাতে পড়াশোনার জন্য পাঠান। আমার মা আরও উৎসাহিত হন যখন তার গ্রামের একজন উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আসেন যিনি বলেন যে এই নতুন সময়ে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই বিজয়লক্ষী পণ্ডিত-এর মতো হওয়া সম্ভব, যিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরুর বোন। অন্যদিকে আমার বাবা নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং কঠোর পরিশ্রম দ্বারা স্থানীয় মিশনারি বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। আমার পিতামাতার প্রজন্মের সকল নাগা-রা, বিশেষ করে যারা সক্ষম, তারা ইংরেজি মাধ্যমেই শিক্ষিত হতে চাইত। তাদের কাছে এটাই ঊর্ধ্বমুখী সচলতার পথ। তাছাড়া, এমন একটি অঞ্চল যেখানে উপজাতিরা 20 কিলোমিটার থেকেও দূরে বসবাস করে, ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, সেখানে ইংরেজি ভাষাই একটি মাধ্যম যার দ্বারা তারা নিজেদের মধ্যে এবং পৃথিবীর সংগে যোগাযোগ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তারা তাদের সম্প্রদায়ের বা অঞ্চলের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠে এবং ইংরেজি ভাষাকে তাদের রাজ্যের সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণ করে। (Ao 2005:111)

পাশ্চাত্যকরণের আলোচনায় আমরা সাধারণত উপনিবেশিক প্রভাবের কথা বলে থাকি। কিন্তু সম্প্রতি প্রায়ই নতুন ধরনের পাশ্চাত্যকরণ পরিলক্ষিত হয়। কাজ 2.6 এ এটার উদাহরণ দেওয়া হল।

কাজ 2.6

- আমাদের জীবনে পাশ্চাত্যকরণের ছোটো বা বড়ো প্রভাব লক্ষ করো।
- তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ কীভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। কীভাবে পাশ্চাত্যকরণ আমাদের ব্রিটিশদেরকে অনুসরণ করতে শেখায়। ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যকরণকে আমেরিকীকরণ হয়ে উঠতে লক্ষ করা যাচ্ছে। সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিটি পড়ে আলোচনা করো।

একটি নতুন রাজ

সম্ভবত নিজেকে মহাদেশ, ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড থেকে পৃথক করার জন্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র আংশিকভাবে date-month-year পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে month-date-year পদ্ধতি গঠন করে যদিও আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ এবং আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। নিউইয়র্ক-এর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ 11 সেপ্টেম্বর আক্রমণ হয়, যাকে '9/11' বলা হয়। আমেরিকা এই সংক্ষেপ নামটি ব্যবহার করে ঘটনাটিকে নির্দেশ করতে এবং গোটা পৃথিবীও এই নামটিই ব্যবহার করে। কিন্তু অধিকাংশ দেশে month-date-year পদ্ধতিটি মানা হয়। কেমন হবে যদি মুম্বাই ট্রেনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনাকে সংক্ষেপে '7/11' বলে বর্ণনা করি? পূর্বে আমরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিলাম, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে DD-MM-YY পদ্ধতিটি ব্যবহার করি...
The Hindu August 21,2006.

- এক সময় বহু ভারতীয়রা ব্রিটিশদের মতো ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে প্রচেষ্টা করে। এক্ষেত্রে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়? আমেরিকান বাচনভঙ্গি কি এখন বেশি প্রভাবশালী বলে মনে হয়?

কী প্রকারের আধুনিকতা ?

তারা (বিভিন্ন সংস্থা এবং সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা, উচ্চজাতির লোকেরা) আধুনিক হওয়ার ভান করে, যতক্ষণ তারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করে। যে মুহূর্তে তারা অবসরপ্রাপ্ত হয় এবং পেনশন দাবি করে, তারা পুনরায় তাদের ব্রাহ্মণত্ব 'আমাকে স্পর্শ করো না' ধড়াচূড়ায় ফিরে যায় (অর্থাৎ তারা পবিত্রতা অপবিত্রতার ধারণা পালন করতে শুরু করে)। *মারাঠি লেখকদের সম্মেলন জোতিবা ফুলে-এর এই চিঠি।*

আধুনিকীকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

আধুনিকীকরণ শব্দ বা ধারণাটির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী এই ধারণাটিকে ধনাত্মক ও কাম্য মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। সমাজ এবং মানুষ উভয়ই আধুনিক হতে চেয়েছিল। প্রারম্ভিক বছরগুলোতে আধুনিকীকরণ বলতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়নকে বোঝানো হত। ক্রমবর্ধমানভাবে, এই ধারণাটির বিস্তৃত ব্যবহার লক্ষ করা হয়। আধুনিকীকরণ উন্নয়নের পথকে নির্দেশ করে যা অধিকাংশ পশ্চিম ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকা গ্রহণ করে এবং অন্যান্য সমাজকেও উন্নয়নের এই পথটিকে অনুসরণ করতে পরামর্শ প্রদান করে।

পূর্বে আলোচিত প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে ভারতে পুঁজিবাদের প্রারম্ভ উপনিবেশিক কালে হয়। তাই আমাদের আধুনিকীকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার গল্পটি পাশ্চাত্য দেশের বিকাশের থেকে কিছুটা পৃথক। এই অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত পাশ্চাত্যকরণ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের প্রয়াসগুলো থেকে এটা স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এখানে আমরা আধুনিকীকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে একই সঙ্গে আলোকপাত করব যেহেতু এই দুটো ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত । উভয়ই আধুনিক ধারণার অংশ। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা করেন।

> *'আধুনিকতা' অনুমান করে যে স্থানীয় সম্পর্ক এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণগুলো সর্বজনীন প্রতিশ্রুতি এবং বিশ্বজনীন আচরণের পথ প্রশস্ত করে, যাতে উপযোগিতা, গণনা এবং বিজ্ঞানের সত্যতাগুলো আবেগ, পবিত্রতা ও অযৌক্তিকতা থেকে প্রাধান্য লাভ করে; গোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যক্তি হবে সমাজ এবং রাজনীতির প্রাথমিক একক, মানুষ যাদের সঙ্গে বসবাস ও কাজ করে তা নির্ধারিত হবে মানুষের পছন্দ অনুসারে, তার জন্ম পরিচয়ে নয়,, বিভিন্ন উপাদান এবং মানব পরিবেশের প্রতি তাদের দৃষ্টিকোণটি গড়ে উঠবে দক্ষতার ভিত্তিতে, নিয়তিবাদের ভিত্তিতে নয়; আরোপিত এবং নিশ্চিত পরিচয়ের স্থানে অর্জিত এবং মনোনীত পরিচয় প্রাধান্য লাভ করবে, আমলাতন্ত্রকে সংস্থার কাজের ক্ষেত্র পরিবার, আবাসন এবং সম্প্রদায় থেকে পৃথক হবে ... (Rudolph and Rudolph, 1967)*

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এর অর্থ হল যে মানুষ শুধু স্থানীয় প্রসঙ্গ দ্বারাই প্রভাবিত হয় না, সেই সঙ্গে সর্বজনীন প্রসঙ্গ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। তোমার আচরণ, ব্যবহার, তোমার চিন্তাধারা এখন শুধুমাত্র তোমার পরিবার বা উপজাতি বা জাতি বা সম্প্রদায় দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তুমি কী ধরনের কাজ করতে চাও তা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে এবং তোমার পিতামাতার কাজের উপর নয়। তাছাড়া, জন্মের ভিত্তিতে নয়, এখন পছন্দের ভিত্তিতে কর্ম নির্ধারণ হয়। তোমার কাজের ভিত্তিতে তোমার পরিচয় গড়ে উঠে, জন্মের ভিত্তিতে নয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আচরণের বিস্তার করছে। এক যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি কাম্য। এটা কি পুরোপুরি সত্য?

ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কাজ আমরা করি তা আমাদের পছন্দ অনুসারে নয়। একজন মেথর এই কাজে যুক্ত হয় না।

কাজ 2.7

যে-কোনো সংবাদপত্রের বিবাহ সংক্রান্ত কলাম বা Shadi.com-এর মতন ওয়েবসাইটগুলো দেখো এবং তার ধরন বোঝার চেষ্টা করো। কতবার জাতি বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে? যদি তা বহুবার উল্লেখিত থাকে তবে তার অর্থ কি এই যে জাতি আজও প্রথাগত ভূমিকা পালন করছে? অথবা জাতির ভূমিকায় কী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়? আলোচনা করো।

(পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম পুস্তক NCERT2007)। আমরা সাধারণত নিজের জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিবাহ সম্পন্ন করি। আবার ধর্মীয় বিশ্বাস আজও জীবনকে প্রভাবিত করে। কিন্তু একই সময়ে বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যও বিদ্যমান। তাছাড়া আমাদের স্পন্দনশীল ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। একই সময় আমাদের জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সচলতাও লক্ষ করা যায়, কীভাবে আমরা এই প্রক্রিয়াগুলোকে বুঝব? বর্তমান অধ্যায়টিতে এই মিশ্রণটিকে বোঝার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এই জটিল সংমিশ্রণগুলোকে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশ্রণ হিসাবে বোঝানো সরল এবং ঠিক হবে, যদিও ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা নিজেই স্থায়ী সত্তা। অথবা এটাও নয় যে ভারতে শুধু একধরনের ঐতিহ্য বিদ্যমান। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে ভারতে ঐতিহ্যের সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য রূপ বহুবিধ এবং যুক্তি প্রদর্শন লক্ষ করা যায়। যদিও এগুলোকে ক্রমাগত নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কারকদের মধ্যে আমরা সেটার উপস্থিতি লক্ষ করি। এই প্রক্রিয়া আজও বিদ্যমান। নিম্নলিখিত বাক্সে সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশে এই ধরনের প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে।

বাক্স 2.7

উন্নয়নের আবির্ভাব এবং আধুনিকীকরণের প্রভাবে ধর্ম এবং অনেক ধরনের উৎসব উদ্‌যাপনের প্রতি আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। এই সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান, তার নিয়মনীতি, নিষিদ্ধতা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, বিশেষ করে নতুন গড়ে ওঠা শহুরে এলাকায়।

উপজাতি পরিচয়ের ধারণার উপর এই নতুন চাপ সৃষ্টির অর্থ হল যে আজ উপজাতিদের প্রথাগত অনুশীলন এবং তাদের সংরক্ষণ উপজাতি পরিচিতির জন্য প্রায় আবশ্যকীয় হয়ে গেছে। সমন্বিত উপজাতি পরিচিতির জন্য উৎসব একটি জোরালো অভিক্ষেপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিকীকরণের সঙ্গে যুক্ত আহ্বান 'সংস্কৃতির হ্রাস', 'পরিচয়ের হ্রাস' এটা সম্মিলিত উৎসব উৎযাপনের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠেছে যা আজকের উপজাতি সমাজে স্পষ্ট রূপ দেখা যায়।

উৎসব উদযাপনের জন্য প্রথাগত ঢিলে-ঢালা কাজের দল বা গ্যাংয়ের জায়গায় উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা বর্তমানে একটি সাধারণ অনুশীলন। ঐতিহ্যগতভাবে, ঋতু অনুযায়ী উৎসব উদ্‌যাপনের দিন ঠিক করা হত; বর্তমান উৎসবের দিন বিধিবদ্ধ সরকারি ক্যালেন্ডারের হিসেব অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

এই ধরনের উৎসব উদ্‌যাপনের সময়, নির্দিষ্ট কোনো নকশাবিহীন পতাকা, মুখ্য অতিথির ভাষণ এবং Miss Festival প্রতিযোগিতা আজকাল নতুন প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে। উপজাতিদের মধ্যে যুক্তিযুক্ত ধারণা এবং বিশ্বদৃষ্টি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের অনুশীলন এবং কর্মক্ষমতার যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আধুনিক পাশ্চাত্যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সাধারণত বোঝানো হয় ধর্মের সংকুচিত প্রভাবকে ।এটা আধুনিকীকরণে সকল তথ্যবিদের অনুমান যে সকল আধুনিক সমাজগুলো দ্রুত ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার সূচক বলতে ধর্মীয় সংস্থাগুলোর (যেমন Church-এর উপস্থিতির হার) সঙ্গে সংযোগের মাত্রা ধর্মীয় সংস্থাগুলোর সামাজিক এবং প্রসঙ্গিক প্রভাব এবং লোকের ধর্মীয় বিশ্বাস ধরে রাখার মাত্রাকে বোঝায়। যদিও, সম্প্রতিকালে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় চেতনা এবং দ্বন্দ্বের এক অভূতপূর্ব বৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে।

কিন্তু অতীতের একটি ধারণা যা ধরে নিয়েছে যে আধুনিক জীবনধারা আবশ্যকীয়ভাবে ধর্মীয় প্রভাবকে সংকুচিত করে, তা পুরোপুরি সত্য নয়। তোমার মনে পরবে যে কীভাবে পাশ্চাত্য এবং আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যমে, সংস্থা এবং ধারণা নতুন ধরনের ধর্মীয় সংস্কার সংস্থার উদ্ভব ঘটায়। তাছাড়া, ভারতে আচার অনুষ্ঠানের বিশাল অংশের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রান্তিক অংশের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ উল্লেখ রয়েছে।

Connecting to God

By Raja Simhan T.E.

Are you distressed because your planned trip to the Meenakshi Amman temple in Madurai on your wedding anniversary will not materialise! Stop worrying. You are just a mouse click away from ordering an online puja on the Web and getting the blessings of the deity…. .com offers puja service in over 600 temples spread all over the country. People all over the world can order for a puja to be performed at a temple of their choice, in Kanyakumari or in Uttar Pradesh, to their favourite deity… The puja is performed as per the browser's requirement through a network of franchisees (mostly temple priests) spread across the country, and the 'prasaadham' is delivered to anywhere in the world, within 5-7 days….For residents of India who cannot pay through credit cards.com performs the puja and collects the payment through cheque or demand draft…..The online puja service costs anywhere from $9.75 for a basic puja performed at any temple that you wish to a $75 for combination pujas.

Source: The Business Line, Financial Daily from The Hindu group of publications *(Wednesday, September 20, 2000)*

কাজ 2.8

দেওয়ালি, দুর্গাপূজা, গণেশপূজা, দশেরা করবা চৌথ, ঈদ, ক্রিসমাসের মতো ঐতিহ্যগত ধর্মানুষ্ঠানগুলোর সময় দেওয়া বিজ্ঞাপণগুলো লক্ষ করো। ছাপা মাধ্যম থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞাপণ সংগ্রহ কর। বৈদ্যুতিক মাধ্যমও লক্ষ করো। এই সকল বিজ্ঞাপণ বার্তাগুলোকে লিখে রাখো।

ধর্মানুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপেরও ধর্মনিরপেক্ষ দিক রয়েছে যা ধর্মনিরপেক্ষ লক্ষ থেকে ভিন্ন। এই সকল ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরুষ এবং মহিলারা নিজেদের সমবয়স্ক এবং তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সামাজিকীকৃত হয় এবং পারিবারিক সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার প্রদর্শন করার সুযোগ লাভ করে বিশেষ করে বিগত কিছু দশক ধরে, ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মর্যাদার দিকটি বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, কত সংখ্যক গাড়ি বিয়ে বাড়ির বাইরে সারিবদ্ধভাবে রয়েছে বা ভি আই পি বিয়েতে উপস্থিত রয়েছে, তা স্থানীয় সম্প্রদায়ে সেই বাড়ির মর্যাদা নির্ধারণ করে।

জাতির ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায় - এ সম্পর্কে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। এর অর্থ কী? অনেকের মতামতের মধ্যে ভারতের প্রথাগত জাতি ব্যবস্থা ধর্মীয় কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হত। পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণাটি এই প্রথার মুখ্য বিষয় ছিল। বর্তমানে এটা প্রায়শই রাজনৈতিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রূপে কাজ করে। সমসাময়িক ভারতে এই ধরনের জাতি সংস্থা এবং জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর গঠন লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা তাদের দাবি পূরণের জন্য রাজ্যের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস করে। জাতির এই ধরনের পরিবর্তিত ভূমিকাকেই জাতির ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়েছে। নীচের বাক্সে এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে।

বাক্স 2.8

আমরা সকলেই উপলব্ধি করি যে ভারতের ঐতিহ্যগত সমাজ ব্যবস্থা, জাতি কাঠামো এবং জাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। জাতি এবং রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে কাজ করার সময় লক্ষ করা যায় যে এই মতবাদের আধুনিকতার পথিকৃৎরা গুরুতর বিদেশাতঙ্কে (menophobia) জর্জরিত। তিনি এই প্রশ্ন দ্বারা আরম্ভ করেন, জাতি ব্যবস্থা কি বিলুপ্তির পথে? তবে এটা সত্য যে কোনো সমাজ ব্যবস্থা এইভাবে বিলুপ্ত হয় না। *এই অপগমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে আধুনিক রাজনীতির প্রভাবে জাতিব্যবস্থা কী আকার নিচ্ছে, এবং জাতিভিত্তিক সমাজে রাজনীতির কী আকার ধারণ করছে?*

ভারতে যারা রাজনীতিতে জাতিবাদের উপস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করে, তারা বাস্তবে এমন রাজনীতি খোঁজে রয়েছে, যার কোনো অস্তিত্ব সমাজে নেই। ... রাজনীতি হল এক প্রতিযেগিতামূলক উদ্যোগ যার মূল উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যকে বাস্তবয়িত করার জন্য ক্ষমতায়ন এবং এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ও উদ্ভাবিত আনুগত্যের সঙ্গে পরিচয় এবং কৌশল দ্বারা এই অবস্থানকে সচল ও ধরে রাখতে সাহায্য করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংগঠন ও সমর্থন লাভ এবং যেখানে রাজনীতি গণভিত্তিক হয় সেখানে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গণসহায়তা পাওয়া যায়। *এর অর্থ হল যে যেখানে জাতি কাঠামো অন্যতম সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানগুচ্ছ তৈরি করে এবং জনসংখ্যার অধিকাংশই এরমধ্যে বসবাস করে, রাজনীতিকেও সেই কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস করা বাঞ্ছনীয়।*

রাজনীতিবিদ্‌রা তাদের ক্ষমতা সংগঠিত করার জন্য জাতিগোষ্ঠী এবং পরিচয়কে সচল করে। ... যেখানে অন্য ধরনের গোষ্ঠী ও সংস্থার (association) অন্যান্য ভিত্তি বিদ্যমান, সেখানে রাজনীতিবিদ্‌রা তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করে এবং যেহেতু এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের আকারের পরিবর্তন সর্বত্র লক্ষ করা যায়, তাই জাতি ব্যবস্থার আকারেও পরিবর্তন হয়।

(kothari 1977 : 57-70)

বাক্স 2.8 এর অনুশীলনী

উপরে উল্লেখিত অনুচ্ছেদটি মনোযোগ সহকারে পড়ো। বাঁকা ছাঁদের অক্ষরে ছাপানো লেখাগুলো লক্ষ করো। মূল বক্তব্যটি সংক্ষেপে লেখো। তোমার নিজস্ব উদাহরণেরও ব্যবহার করতে পারো।

উপসংহার

এই অধ্যায়ে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে যে ভারতে কী ধরনের সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। উপনিবেশিক অনুভবগুলোর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছিল। তাদের মধ্যে অনেকগুলো ছিল অনিচ্ছাকৃত এবং আপাত বিপরীত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার ভিত্তিতে। এটার দ্বারা ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থগুলোর প্রতিও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব লক্ষ করা যায় । আবার অনেকক্ষেত্রে এর বর্জনও পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দৌরাত্ম্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থান করে নেয়। যেমন একটি পরিবারে বসবাস করতে একজন পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে কী ধরনের সুকৌশলী আচরণ করা উচিত। তাছাড়া সাম্য এবং গণতন্ত্রের ধারণাগুলো ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে যা সংস্কার আন্দোলন এবং জাতীয়তা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করা যায়। এটা শুধু পাশ্চাত্য ধারণাকে অনুকরণ বা গ্রহণ করা নয়, সেই সঙ্গে ঐতিহ্য ও প্রথাকে সক্রিয় প্রশ্ন এবং পুনর্ব্যাখ্যা করা। পরবর্তী অধ্যায়ে গণতন্ত্রের সাথে ভারতের অভিজ্ঞতায় আবার দেখানো হবে যে কীভাবে একটি সমাজে সমতা ও ন্যায় বিচারের মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি সংবিধান কার্যকর করা হয়েছে যা গভীরভাবে অসম। এটা আর জটিল পদ্ধতিগুলোকে দেখাবে যা ক্রমাগতভাবে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা উভয়ের সংস্পর্শে এসেছে এবং পুন:সংজ্ঞায়িত হয়ে চলেছে।

প্রশ্নাবলি

1. সংস্কৃতায়নের উপরে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখো।
2. পাশ্চাত্যকরণ প্রায়শই শুধু পাশ্চাত্য পোশাক এবং জীবনধারা গ্রহণ করাকে বোঝানো হয়। পাশ্চাত্য হওয়ার কি অন্য দিক রয়েছে? নাকি এটা আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া? আলোচনা কর।
3. টীকা লেখো :
   - আচার-ব্যবহার (rites) এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।
   - জাতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা
   - লিঙ্গ এবং সংস্কৃতায়ন।

REFERENCES

Ramanujan, A.K. 1990. 'Is There an Indian Way of Thinking: An Informal essay' in Marriot McKim *India Through Hindu Categories.* Sage. New Delhi.

Abraham, Janaki. 2006. 'The Stain of White: Liasons, memories and White Men as Relatives' *Men and Masculinities.* Vol 9. No. 2. pp 131-151.

Ao, Ayinla Shilu. 2005. 'Where the Past Meets the Future' in Ed. Geeti Sen *Where the Sun Rises When Shadows Fall.* IIC Quarterly Monsoon Winter 32, 2&3. pp. 109-112.

Chakravarti, Uma. 1998. *Rewriting History: The Life and Times of Pandita Ramabai*. Kali for Women. New Delhi.

Chaudhuri, Maitrayee. 1993. *The Indian Women's Movement: Reform and Revival.* Radiant. New Delhi.

Dutt, A.K. 1993. 'From Colonial City to Global City: The Far from Complete Spatial Transformation of Calcutta' in Brunn S.D. and Williams J.F. Ed. *Cities of the World.* pp. 351-388. Harper Collins. New York.

Khare, R.S. 1998. *Cultural Diversity and Social Discontent: Anthropological Studies on Contemporary India.* Sage. New Delhi.

Kothari, Rajni. 1997. 'Caste and Modern Politics' in Sudipta Kaviraj Ed. *Politics in India*. pp. 57-70. Oxford University Press. Delhi.

Pandian, M.S.S. 2000. 'Dalit Assertion in Tamil Nadu: An Exploratory Note' *Journal of Political Economy*. Vol XII. Nos. 3 and 4.

Raman, Vasanthi. 2003. 'The Diverse Life-Worlds of Indian Childhood' in Margrit Pernau, Imtiaz Ahmad, Helmult Reifeld (Eds), *Family and Gender: Changing values in Germany and India*. Sage. New Delhi.

Riba, Moji. 2005. "Rites, in passing …" IIC Quarterly *Monsoon-Winter* 32, 2&3. pp.113-121.

Rudolph and Rudolph. 1967. *The Modernity of Tradition: Political Development in India.* University of Chicago Press. Chicago.

Saberwal, Satish. 2001. 'Framework in Change: Colonial Indian Society' in Ed. Susan Visvanathan *Structure and Transformation: Theory and Society in India.* pp.33-57. Oxford. Delhi.

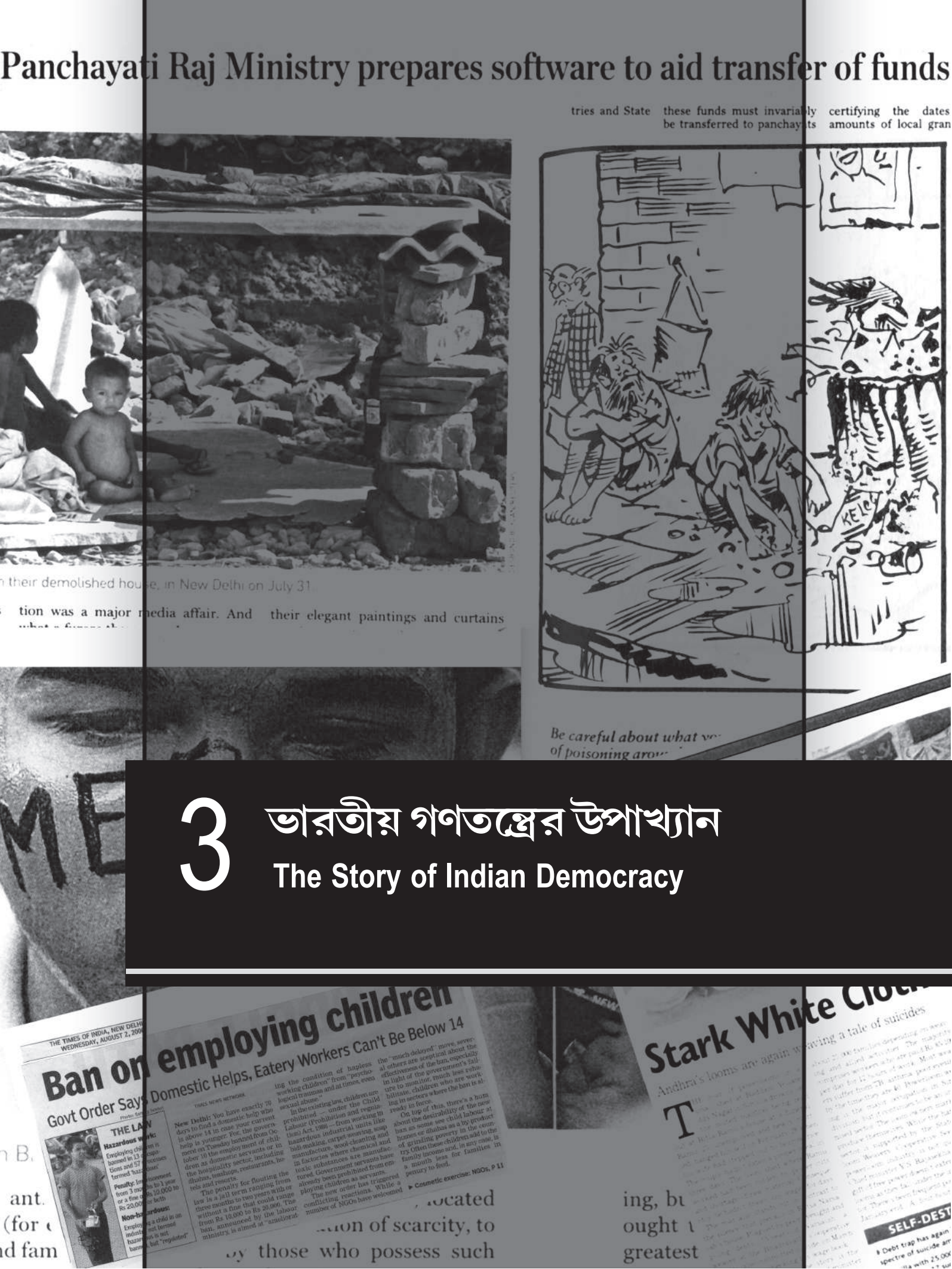

3 ভারতীয় গণতন্ত্রের উপাখ্যান

The Story of Indian Democracy

আমরা এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত যে, গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য শাসন। গণতন্ত্রের দুটো মুখ্য শ্রেণি রয়েছে - প্রত্যক্ষ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে, সকল নাগরিক, নির্বাচিত মধ্যস্থতাকারী বা নিযুক্ত আধিকারিক ছাড়াই, জনগণের সিদ্ধান্ত গঠনে অংশ নিতে পারে। এই পদ্ধতি শুধু এমন সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থা অথবা উপজাতি পরিষদ ব্যবহারিক যেখানে মানুষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় শ্রমকল্যাণ সমিতি, যেখানে সদস্যরা একটি কক্ষে মিলিত হয়ে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়।

আধুনিক সমাজের আয়তন এবং জটিলতা, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জন্য কতিপয় সুযোগ প্রদান করে। বর্তমানে, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রই হল গণতন্ত্রের সর্বাধিক প্রচলিত রূপ। সে শহরের 50,000 বা রাষ্ট্রের 1 বিলিয়ন লোকের জন্যই হোক না কেন। সেখানে নাগরিকেরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য, আইন প্রণয়ন এবং জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য ভোটের মাধ্যমে আধিকারিক নির্বাচন করে। আমাদের গণতন্ত্র হল প্রতিনিধিত্বমূলক। নিজের পছন্দের প্রতিনিধিদের ভোট দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জনগণ সর্বস্তরে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং সংসদ (Parliament) এর প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। এখানে ক্রমবর্ধমানভাবে একটি ধারণা করা হয় যে গণতন্ত্রে জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক এবং তা শুধুমাত্র প্রতি পাঁচ বছরে ভোটদানের জন্য হওয়া উচিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসন উভয় ধারণাই তাই জনপ্রিয়। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র হল গণতন্ত্রের একটি পদ্ধতি যার মধ্যে বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। এই অধ্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত এবং বুনিয়াদী, স্তরীয় গণতন্ত্র গঠনের এক প্রধান পদক্ষেপের উদাহরণ হিসেবে পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

একজন বয়স্কা মহিলা নির্বাচনে তাঁর ভোটদান করছেন।

ভারতের উপনিবেশ-বিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে দেশে গণতন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়া ও মূল্যবোধ উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ঘটে যা ভারতীয় গণতন্ত্রকে একটি আকার প্রদান করে। ভারতবর্ষে এইরূপ বৃহৎ বৈচিত্র্য ও অসাম্য বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার 70 বছর পরেও ভারতীয় গণতন্ত্র যে সফলতা অর্জন করেছে, তা এক অসাধারণ কীর্তি। এই অধ্যায়ে ভারতের সমৃদ্ধ এবং জটিল অতীত এবং বর্তমানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়তো সম্ভব নয়।

অতএব, এই অধ্যায়ে আমরা ভারতের গণতন্ত্রের সারসংক্ষেপিত আলোচনা প্রদান করার চেষ্টা করবো। সর্বপ্রথম আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের উপর দৃষ্টিপাত করবো। আমরা গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুর মূল মানগুলোর উপর মনোনিবেশ করবো। পাশাপাশি সংবিধান রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত চর্চা করবো এবং সংবিধান রচনাকালের বিতর্কের বিভিন্ন দিকগুলো দেখবো। দ্বিতীয়ত, আমরা সংবিধানের কার্যকরী বুনিয়াদী স্তরের উপর দৃষ্টিপাত করবো, বিশেষ করে পঞ্চায়েতিরাজ

ব্যবস্থার উপর। উভয় বর্ণনায় তোমরা লক্ষ করবে যে সেখানে কিছু গোষ্ঠীর মানুষ প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এটি কার্যকরী গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ। এই অধ্যায়ের তৃতীয় অংশে এটা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ কাজ করে, স্বার্থগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দল শব্দের অর্থ কি এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের কি ভূমিকা যেমন আমদের।

3.1 ভারতের সংবিধান

ভারতের গণতন্ত্রের মূল মূল্যবোধ

আধুনিক ভারতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মত, আধুনিক ভারতের গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের বিবরণ উপনিবেশিককাল থেকে শুরু করা প্রয়োজন। তোমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছ যা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছিল। এরমধ্যে কিছু পরিবর্তন অনিচ্ছাকৃত কায়দায় হয়েছিল। ব্রিটিশদের সেইসব পরিবর্তন আনার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা করতে চেয়েছিল যা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এমন মধ্যবিত্ত ভারতীয় তৈরি করতে পারে, যারা উপনিবেশিক শাসন ও তা বজায় রাখার জন্য সাহায্য করতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের একটি গোষ্ঠীর উত্থান হয় ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সহায়তা করার পরিবর্তে তারা গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য উদার ধারণা, সামাজিক বিচার এবং জাতীয়তাবাদকে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য। আমাদের পৌরাণিক মহাকাব্য এবং দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র লোককথাগুলোর বিভিন্ন সংলাপ, আলোচনা এবং দ্বন্দ্বে ভরা। যে-কোনো লোককথা, ধাঁধা, লোকসংগীত বা যে-কোনো মহাকাব্যের গল্প সম্পর্কে চিন্তা কর যা উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণকে ব্যক্ত করে। আমরা 'মহাভারত' নামক মহাকাব্য থেকে একটি উদাহরণ দেখবো।

যাইহোক, আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে আধুনিক ভারতের সামাজিক পরিবর্তন শুধুমাত্র ভারতীয় বা পাশ্চাত্য ধারণার ফলে হয়নি। এই পরিবর্তন আসলে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় ধারনার মিশ্রণ এবং পূর্ণব্যাখ্যা। আমরা এটা সামাজিক সংস্কারকদের ক্ষেত্রে দেখেছি। আমরা সাম্যের আধুনিক ধারনা এবং ন্যায়বিচারের প্রথাগত ধারনা উভয়েরই ব্যবহার দেখেছি। গণতন্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। উপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিবাদের অ-গণতান্ত্রিক এবং পক্ষপাতমূলক প্রশাসনের চিত্রটি গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য তত্ত্ব এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের ধারনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ভারতে বিদ্যমান দারিদ্র্যের মাত্রা এবং প্রবল সামাজিক বৈষম্য গণতন্ত্রের ধারণার উপর গভীর প্রশ্নচিহ্ন এঁকে

বাক্স 3.1

প্রশ্ন করার প্রথা

মহাভারতে যখন ভৃগু ভরদ্বাজকে বলেন যে, জাতি বিভাগ বিভিন্ন মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা গায়ের রং থেকে প্রতিফলিত হয়, তখন ভরদ্বাজ উত্তর দিয়েছিলেন যে একই জাতির অন্তর্ভূক্ত মানুষের গায়ের রং-ও ভিন্ন হতে পারে, তাই মানুষের গায়ের রং তার জাতি নির্দেশ -করে না। (যদি বিভিন্ন রং বিভিন্ন জাতিকে নির্দেশ করে তাহলে প্রত্যেক জাতি মিশ্র জাতি) এছাড়াও সবচেয়ে অন্তর্নিহিত প্রশ্ন হল: আমরা প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা, রাগ, ভয়, দু:খ, চিন্তা, ক্ষুধা এবং শ্রমের দ্বারা প্রভাবিত, তাহলে কীভাবে আমাদের মধ্যে জাতি বিভিন্নতা হবে?

(Sen 2005:10-11)

দেয়। গণতন্ত্র কি কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা এটি কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক বিচার সম্পর্কিত? এটি কি জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার? যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে এক অসম সমাজে প্রকৃত সমতা প্রতীত হবে?

বাক্স 3.2

সমাজ এক নতুন ভিত্তি স্থাপন করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে, যেমনটা ফরাসি বিপ্লবের সময়কালে 'সহধর্মিতা, 'স্বাধীনতা' এবং 'সমতা' এই তিনটি শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছিল। এই শ্লোগানের কারণেই ফরাসি বিপ্লবকে জনগণ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিল। তবে ফরাসি বিপ্লব সমতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। আমরা রুশ বিপ্লবকে বরণ করেছিলাম কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজে সমতা সৃষ্টি করা। কিন্তু এই ধারনার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া আবশ্যক যে সমতা সৃষ্টি করার জন্য সমাজ সমধর্মিতা বা স্বাধীনতা ত্যাগ করবে। কারণ সহধর্মিতা বা স্বাধীনতা ছাড়া সমতার কোনো মূল্য থাকবে না। এটা মনে করা হয় যে এই তিনটির সহাবস্থান তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করতে পারি ...

(Ambedkar 1992)

বাক্স 3.2 এর অনুশীলনী

উপরের অংশটি পড়ো এবং আলোচনা কর কীভাবে গণতন্ত্রের নতুন আদর্শকে প্রশ্ন করতে এবং গঠন করতে পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের ধারনা ব্যবহৃত হয়েছিল। তুমি কি অন্যান্য সংস্কারক এবং জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে জানো যারা এই প্রকারের প্রয়াস করেছিলেন?

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বেও এই ধরণের অনেক সমস্যা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা হয়েছিল। যদিও ভারত সে সময় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল, প্যাশাপাশি ঐ সময় এক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয় যে ভারতীয় গণতন্ত্র কী রূপ হবে। 1928 এর পূর্বে, মতিলাল নেহেরু এবং অন্যান্য আটজন কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতের সংবিধানের খসড়া (drafted) তৈরি করেন। 1931এ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস করাচি অধিবেশনে এটা নিশ্চয় করে যে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপ কেমন হবে। করাচি অধিবেশনে গণতন্ত্রের একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় যেখানে গণতন্ত্রের অর্থ শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ নির্বাচন অনুষ্ঠান নয়, বরং প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের সামাজিক কাঠামোর পুন:নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিহিত গণতন্ত্রের ধারনাটি করাচি সংকল্পে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এটি ঐ মূল্যবোধগুলোকে স্পষ্ট করে তোলে যা ভারতীয় সংবিধানে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। তোমরা লক্ষ্য করবে কিভাবে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা শুধু রাজনৈতিক বিচারকে নয়, উপরন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারকেও নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। তোমরা অনুরূপভাবে লক্ষ্য করবে যে, সমতার ধারনা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত নয়, বরং সামাজিক অবস্থান এবং সুযোগেরও বটে।

বাক্স 3.3

পরিশিষ্ট নং 6
স্বরাজে কী কী অন্তর্ভুক্ত করা হবে

করাচি কংগ্রেস সংকল্প

কংগ্রেসের ধারণাকৃত 'স্বরাজ' জনগণের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে কোনো সংবিধান গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না ঐ সংবিধান স্বরাজ সরকারকে নিম্নলিখিত সুযোগ প্রদান করবে:

1. অভিব্যক্ত, সংঘ এবং সাক্ষাৎ-এর স্বাধীনতা।
2. ধর্মীয় স্বাধীনতা।
3. সকল সংস্কৃতি এবং ভাষার সুরক্ষা।
4. আইনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক হবে সমান।
5. ধর্ম, জাতি অথবা লিঙ্গের কারণে চাকুরী বা ব্যবসায় বা পেশায় কোন বৈষম্য করা যাবে না।
6. সরকারী কুয়ো, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে প্রত্যেকের সমান অধিকার এবং কর্তব্য থাকবে।
7. আত্মরক্ষার জন্য নিয়মানুসারে প্রত্যেকের হাতিয়ার রাখার অধিকার।
8. আইনানুগ কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি সম্পত্তি বা স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।
9. ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য।
10. বয়স্ক ভোটাধিকার।
11. বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।
12. কোন উপাধি না দেওয়া।
13. মৃত্যুদণ্ড বিলোপ।
14. প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের তাদের পছন্দমত জায়গায় গমন করার স্বাধীনতা এবং যে-কোনো জায়গায় বসতি স্থাপন করা ও সম্পত্তি ক্রয় করার অধিকার এবং সমান আইনের সুরক্ষা।
15. কারখানার শ্রমিকদের জীবনধারনের সু-বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, শ্রমিক ও কারখানার মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও শ্রমিকদের বার্ধক্য ভাতা, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদানের পদক্ষেপ নেওয়া।
16. সকল শ্রমিককে ভূমি দাসত্ব শর্ত থেকে মুক্তি।
17. মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা।
18. শিশুরা খনি এবং কারখানায় কর্মরত থাকবে না।
19. কৃষক এবং শ্রমিকদের সংঘ তৈরি করার অধিকার।
20. ভূমি রাজস্ব, ভোগ দখল এবং ভাড়া পদ্ধতির সংস্কার, বেসরকারী ভূমির জন্য ভাড়া ও রাজস্ব ছাড় এবং ছোটো ভূমির জন্য প্রদেয় বকেয়া হ্রাস।
21. বিভক্ত মানদণ্ডের উপর উত্তরাধিকার কর।
22. সৈন্যবাহিনীতে কমপক্ষে অর্ধেক ব্যয় হ্রাস করা।
23. রাজ্য কর্মচারীকে 500 টাকার অধিক বেতন না দেওয়া।
24. লবণ কর রদ।
25. বিদেশি কাপড়ের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশীয় কাপড় সংরক্ষণ।
26. মাদক পানীয় এবং নেশা জাতীয় দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা।
27. জাতীয় স্বার্থে মুদ্রার বিনিময়।
28. মূল শিল্প এবং সেবা, রেল ইত্যাদিতে জাতীয়করণ।
29. কৃষি ঋণগ্রস্থতা থেকে অব্যহতি এবং সুদের উপর নিয়ন্ত্রণ।
30. নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ।

সদস্যতার আবেদন পত্রে মুদ্রিত করার জন্য করাচি সংকল্পকে এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল।

বাক্স 3.4

প্রস্তাবনা

" আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে তাদের ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

বাক্স 3.3 এবং 3.4 এর অনুশীলনী

করাচি সংকল্প এবং প্রস্তাবনা উভয়ই মনোযোগ দিয়ে পড়ো। এরমধ্যে নিহিত মূল ধারণাগুলোর সঙ্গে পরিচিত লাভ কর।

গণপরিষদে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সম্ভাষণ

গণতন্ত্র বিভিন্ন স্তরে কাজ করে। এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় সংবিধানের ভাবাদর্শ দিয়ে শুরু করবো যা ভারতের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। উল্লেখযোগ্যভাবে, গণপরিষদে ঐকান্তিক এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। তাই এর দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শগত বিষয়বস্তুর পাশাপাশি যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির দ্বারা এটি গঠিত হয় তা ছিল গণতান্ত্রিক। পরবর্তী বিভাগে কিছু বিতর্ক সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে।

গণপরিষদের বিতর্ক :

একটি ইতিহাস

1939 সালে, গান্ধিজি 'হরিজন' নামক পত্রিকাতে 'দি ওনলী ওয়ে' (The Only Way) নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেখনে তিনি বলেছিলেন, "... গণপরিষদ একাই জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করার মতো একটি পূর্ণ, সত্য এবং স্বদেশী সংবিধান নির্মাণ করতে পারবে যা মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের জন্য ভেদাভেদ মুক্ত বয়স্ক মানবাধিকারের ভিত্তিতে আধারিত।" 1939 সালে একটি 'গণপরিষদের' দাবি করা হয়েছিল যা নানা ধরনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে 1945 সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে। 1946 সালের জুলাই মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 1946 সালের আগস্টে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষজ্ঞ কমিটি গণপরিষদে একটি প্রস্তাব করে যাতে এটা ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারত একটি গণতন্ত্র হবে যেখানে সকলের জন্য সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় নিশ্চিত করা হবে।

সামাজিক ন্যায়ের ব্যাপারে, সরকারী কার্যাবলী নির্ধারিত হওয়া উচিত কিনা এবং রাজ্য সেটাকে অনিবার্যরূপে গ্রহণ করবে কি না সেই ব্যাপারে প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়েছিল। বিতর্কিত বিষয়গুলো চাকরীর অধিকার থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা, ভূমি সংস্কার, সম্পত্তির অধিকার, পঞ্চায়েত সংগঠন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিতর্কের কিছু টুকিটাকি এখানে দেওয়া হল:

বিতর্কের টুকিটাকি

বাক্স 3.5

➢ কে টি শাহ বলেন যে প্রয়োজনীয় কাজের অধিকারকে শ্রেণিভুক্ত বাধ্যবাধকতা দ্বারা বাস্তবায়িত করা উচিত এবং এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব যে প্রত্যেক সক্ষম এবং যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিককে প্রয়োজনীয় কাজ প্রদান করা।

➢ বি দাস সরকারের কাজকে সমর্থনযোগ্য এবং অসমর্থনযোগ্য শ্রেণিতে ভাগ করার ঘোর বিরোধীতা করে বলেন, "আমি মনে করি সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হল ক্ষুধা দূর করা এবং প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা ...।" লক্ষ লক্ষ লোকের পরিপূর্ণ সভা কোন আশা দেখতে পায়নি যেখানে ইউনিয়ন সংবিধান ক্ষুধা নিবৃত্তি নিশ্চিত করবে, তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত, জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান এবং জনস্বাস্থ্যের ন্যূনতম মান নিশ্চিত করবে।"

➢ আম্বেদকরের উত্তর এই ধরনের ছিল : " খসড়া সংবিধান এই ভিত্তিতে করা হয়েছিল যা সরকারকে শুধুমাত্র দেশ শাসনের একটি প্রণালী প্রদান করবে। এটার পরিকল্পনা কোন নির্দিষ্ট দলকে ক্ষমতা প্রদান করা নয় যা কিছু দেশে করা হয়েছে। যদি গণতন্ত্রের পরীক্ষায় এই পদ্ধতি সন্তোষজনক হয়, তাহলে অবশ্যই এমন হবে যে কারা ক্ষমতায় আসবে সেটা জনগণের নির্ণয়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যে ক্ষমতায় আসবে সে নিজের ইচ্ছেমতো সেটার প্রয়োগ করতে পারবে না। সেটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকে কিছু নির্দেশাবলী মানতে হবে যাকে নির্দেশিকা নীতি বলা হয়। সে এগুলো উপেক্ষা করতে পারে না। এগুলো উপেক্ষা বা লঙ্ঘন করলে যদিও তাকে আইন আদালতে উত্তর দিতে হবে না, কিন্তু তাকে নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে অবশ্যই উত্তর দিতে হবে। এই নির্দেশিকা নীতিগুলোর বিশাল গুরুত্ব তখনই ভালো করে বোঝা যাবে যখন ক্ষমতা অর্জন করার জন্য অধিকার শক্তিকে কৌশলে প্রয়োগ করা হয়।"

➢ ভূমি সংস্কার সম্পর্কে নেহেরু বলেন যে সামাজিক শক্তি এই ধরনের ছিল যে আইন সেখানে কিছুই করতে পারে নি, যা সামাজিক শক্তি এবং আইন উভয়ের গতিশীলতার একটি আকর্ষণীয় প্রতিফলন। "যদি আইন এবং সংসদ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারে, তাহলে এগুলো পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"

➢ গণপরিষদে বিতর্ক চলাকালীন উপজাতি জনগণ এবং তাদের স্বার্থ সুরক্ষার ব্যাপারে জয়পাল সিংয়ের নেতা নেহেরুর নিম্নলিখিত শব্দদ্বারা আশ্বাস লাভ করেন :

"যতদূর সম্ভব তাদেরকে সাহায্য করা আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের নির্দিষ্ট ইচ্ছা, প্রয়োজনে যতটা সম্ভব দক্ষ উপায়ে তাদেরকে তাদের লোভাতুর প্রতিবেশীদের কাছ থেকে রক্ষা করবে এবং তাদেরকে উন্নত করা হবে।"

➢ এমনকি গণপরিষদ রাষ্ট্রনীতির এই ধরনের নির্দেশক নীতির অধিকারকেও গ্রহণ করে যা আদালত জারি করতে পারে না এবং সর্বসম্মতিক্রমে কিছু অতিরিক্ত নীতিও যোগ করা হয়েছে। এখানে কে সান্তানামের অনুচ্ছেদকেও যুক্ত করা হয়েছে যার মতে রাজ্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংগঠিত করবে এবং স্থানীয় স্ব-শাসিত কার্যকরী ইউনিট হিসেবে তাদেরকে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করবে।

➢ টি এ রামালিঙ্গাম ছেট্টিয়ার গ্রামাঞ্চলে সমবায় কুটির শিল্পের প্রচার এবং প্রসারের জন্য একটি অনুচ্ছেদ যোগ করেন। অনুভবী এবং বরিষ্ঠ সাংসদ ঠাকুরদাস ভাগবত্ত একটি অনুচ্ছেদে যোগ করেছিলেন যে রাষ্ট্রের উচিত কৃষি ও পশুপালনকে আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা ।

বাক্স 3.5 এর অনুশীলনী

উপরের টুকিটাকিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়। বিভিন্ন বিষয়কে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং বিতর্ক হয়েছিল আলোচনা কর। এই বিষয়গুলো বর্তমানে কতখানি প্রাসঙ্গিক?

প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ: সংবিধান এবং সামাজিক পরিবর্তন

ভারতবর্ষ অনেক স্তরে বিদ্যমান। জনসংখ্যার বহুধর্মীয় এবং বহু-সাংস্কৃতিক গঠনে উপজাতি সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারার সংমিশ্রণ বাস্তবে ভারতবর্ষের বহুত্বের একটি দিক। ভারতের জনগণ বহু শ্রেণিতে বিভক্ত। নাগরিয়-গ্রামীণ, ধনী-দরিদ্র এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণির উপর বিভিন্নভাবে সংস্কৃতি, ধর্ম ও জাতির প্রভাব পড়ে। গ্রামীণ দরিদ্রের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠী রয়েছে যাদের জাতি এবং দারিদ্র্যতার উপর ভিত্তি করে স্তরিত করা হয়েছে। নগরীয় শ্রমিক শ্রেণি ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত। আবার এখানে সুসংহত ঘরোয়া ব্যবসায়ী শ্রেণির পাশাপাশি পেশাদার এবং বাণিজ্যিক শ্রেণিও রয়েছে। শহুরে পেশাদার শ্রেণি ব্যাপকভাবে সচেতন। ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজ্যের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ ও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়।

যাই হোক, সংবিধানে কিছু মূল উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলোকে সাধারণ সম্মতি অনুসারে ভারতীয় রাজনৈতিক সমাজে স্পষ্টত ন্যায়সঙ্গত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এগুলোর অন্তর্গত দরিদ্র এবং প্রান্তিকদের ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ জাতি ব্যবস্থা বিলোপ এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর প্রতি সমান ইতিবাচক আচরণ ইত্যাদি রয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ সর্বদা শ্রেণি বিভাজনকে স্পষ্ট করে না। একটি বন্ধ কারখানার উদাহরণ নিতে পার। কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হল এটি বিষাক্ত বর্জ্য নি:সরণ করে এবং তার চারপাশের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। এটি জীবনের অধিকার সংক্রান্ত একটি ঘটনা, যে অধিকার সংবিধান রক্ষা করে। এই ঘটনার একটি বিপরীত দিক্ হল কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে কর্মরত শ্রমিকদের চাকুরীচ্যুতি। পাশাপাশি, জীবিকাও জীবনের অধিকার সংক্রান্ত একটি ঘটনা যা সংবিধান রক্ষা করে। এটি উল্লেখযোগ্য যে সংবিধান রচনার সময়, গণপরিষদ উপরিউক্ত জটিলতা এবং বহুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিশ্রুত করা।

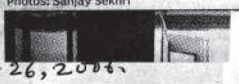

Protest against inclusion of creamy layer of OBC in the Bill
Staff Reporter
NEW DELHI: The Bharatiya Sarvodaya Party organised a rally at Ramlila Grounds here on Sunday to protest against the inclusion of creamy layer of Other Backward Classes (OBC) in the Central Educational Institution (Reservations in Admission) Bill, 2006, that was recently passed by Parliament.
SAVE MERIT
A SPECIOUS NOTION
Ban on child labour welcome, but these kids have a question
Rati Chaudhary | TNN
Photos: Sanjay Sekhri
"Satyagrah" in support of tribals
Staff Reporter
A memorandum containing the demands sent to the President
THE HINDU • SUNDAY, DECEMBER 24, 2006
Madhya Pradesh tribals protest against Wildlife Protection Act
Dharna in front of Chief Minister's residence
Staff Correspondent
गरीब आदिवासियों की रोजी-रोटी छीनने वाले
contending
interests
on Sa
A WEEKLY COMPLIMENTARY TO THE READERS OF THE TIMES OF INDIA
Green light for 4
more SEZ prop
K.A. Badarinath
New Delhi, October 27
THE GOVERNMENT on Friday approved 44 fresh proposals to set up Special Eco-
heckmate?
'Even the opposition is supporting us on this issue then what is stopping the government?'
'The government is misleading us.'
'We're facing a loss worth thousands daily. Our fight will go on.'
'We were promised relief and were told there would be an all party meet but nothing happened.'
'They can introduce an ordinance in Schedule 9 and stop sealing but'

সাংবিধানিক নিয়মনীতি এবং সামাজিক ন্যায় বিচার : সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য উপযোগী ব্যাখ্যা

এটা বোঝা অত্যাবশ্যক যে আইন এবং ন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আইনের সারমর্ম হল তার ক্ষমতা। আইনকে আইন বলা হয় কেন না তার আজ্ঞানুবর্তিতা বাধ্য করার বা বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে। আইন রাজ্যের মাধ্যমে হয়। ন্যায়ের সারমর্ম হল তার নিরপেক্ষতা। যে-কোনো আইন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কার্যকরী হয়। তাছাড়া যে প্রাথমিক নীতি অনুসারে সকল নিয়ম এবং কর্তৃত্বের প্রবাহ ঘটে তাকে 'সংবিধান' বলে। এটি সেই নথি যা জাতীয় মতবাদ গঠন করে। ভারতীয় সংবিধান হল ভারতের প্রাথমিক নীতি। অন্য সকল আইন সাংবিধানিক বিধান অনুসারে গঠন করা হয়। সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা সকল আইন গঠন এবং বাস্তবায়ন করা হয়। তাছাড়া যখন বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তখন উপস্থিত আদালতের ক্রমোচ্চ স্তর (যা সংবিধান স্বীকৃত কর্তৃত্ব) আইনকে ব্যাখ্যা করে। ভারতে সুপ্রিম কোর্টকে সর্বোচ্চ আদালত এবং সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাতা বলে মান্য করা হয়।

ভারতের সংবিধানে নিহিত মৌলিক অধিকারগুলোকে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্নভাবে সমর্থন করেছে। নিচের বাক্সে এর কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

বাক্স 3.6

- মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত সেই সব কিছু থাকে যা এটার আনুসঙ্গিক। 21নং অনুচ্ছেদ সংক্ষিপ্ত শব্দে জীবন এবং স্বাধীনতার অধিকারকে বর্ণনা করে এবং গুণগত জীবনের সকল কিছু যেমন জীবিকা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা এবং সম্ভ্রমের ব্যাখ্যা করে। বিভিন্ন ঘোষণাতে 'জীবনে'র বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং জীবন নিছক একটি পশু অস্তিত্বের চেয়ে ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাগুলো প্রয়োগ করা হয় নির্যাতন এবং বঞ্চনার শিকার কয়েদিদের অব্যাহতি ও পরিত্রাণ প্রদানের জন্য, চুক্তিভুক্ত শ্রমিকদের মুক্তি এবং পুনর্বাসন প্রদান করার জন্য পরিবেশগত অবনতিমূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করার জন্য।

  1993 সালে সর্বোচ্চ আদালতে তথ্যের অধিকারকে ধারা 19(1)(a) এর অধীনে অভিব্যক্তির অধিকারের একটি অংশ এবং আনুষঙ্গিক হিসেবে গৃহীত হয়।
- মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে নির্দেশক নীতির প্রস্তুতি: সর্বোচ্চ আদালত 'সম কাজে সম বেতন' এই নির্দেশক নীতিকে অনুচ্ছেদ 14 এর সমতার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত করে এবং প্রচুর সংখ্যক বাগান ও কৃষি শ্রমিক এবং অন্যান্যদের অব্যাহতি প্রদান করে।

সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে সংবিধান শুধু কী করণীয় এবং করণীয় নয় তা উল্লেখ করে না। সংবিধানের কাছে সামাজিক ন্যায়ের অর্থকে বিস্তৃত করার ক্ষমতাও বিদ্যমান। সামাজিক ন্যায় বিচারের সমসাময়িক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে সামাজিক আন্দোলনগুলো আদালত এবং কর্তৃপক্ষকে অধিকার ও নীতির মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। আইন এবং আদালত হল সেই স্থান যেখানে প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তর্কবিতর্ক করা হয়। তাই সংবিধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা সামাজিক কল্যাণে সঞ্চালন (channelise) ও প্রগতিশীল (civilise) হতে দেখা যায়।

তোমরা নিশ্চয় অনুভব করবে যে সংবিধানের কাছে মানুষকে সহায়তা করার ক্ষমতা রয়েছে কেননা তা সামাজিক ন্যায়ের প্রাথমিক বা মূল নীতির উপরেই নির্ধারিত। উদাহরণস্বরূপ, গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশমূলক নীতি সংশোধনীয় আইন রূপে (amendment) কে সানথানাম দ্বারা সংবিধান সভায় উপস্থাপন করা হয়। চল্লিশ বছর পর 1992 সালে 73 তম সংশোধন আইন রূপে এটা সাংবিধানিক অনুজ্ঞাসূচক পরিণত হয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই সম্পর্কে তোমরা বিস্তারিত জানবে।

3.2 পঞ্চায়েতিরাজ এবং গ্রামীণ সামাজিকপরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা

পঞ্চায়েতিরাজের আদর্শগুলো

পঞ্চায়েতিরাজ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'পাঁচজন ব্যক্তি দ্বারা শাসন'। এই ধারণাটি গ্রামীণ বা বুনিয়াদী স্তরে এক সক্রিয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করে। আমাদের দেশে বুনিয়াদী গণতন্ত্র ধারণটি বিদেশি আমদানী নয়, কিন্তু এমন এক সমাজ যেখানে তীব্র অসমতা বিদ্যমান, সেখানে জাতি, শ্রেণি বা লিঙ্গের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক যোগদানে ব্যাঘাত লক্ষ করা যায়। তাছাড়া, অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তোমরা দেখবে যে প্রথাগতভাবে গ্রামে জাতি পঞ্চায়েত বিদ্যমান। কিন্তু তারা সাধারণত প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে এবং প্রায়শ এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধে।

সংবিধানের খসড়া তৈরি হওয়ার সময় সেখানে পঞ্চায়েতের কোনো উল্লেখ ছিল না। সেই সময়, কিছু সদস্যরা এ বিষয়ে তাদের দু:খ, রাগ এবং অসন্তোষ প্রকাশ করে। ঠিক সেই সময় ড: বি আর আম্বেদকর, তার নিজস্ব গ্রামীণ অনুভূতি থেকে যুক্তি দেন যে স্থানীয় অভিজাত এবং উচ্চ শ্রেণিদের দ্বারা নিম্ন শ্রেণির সম্ভাব্য প্রভাবে স্থানীয় স্ব-সরকার দ্বারা নিম্নশ্রেণির শোষণ অব্যাহত থাকবে। গান্ধিজির কাছে স্থানীয় সরকারের ধারণাটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গান্ধিজি বিবেচনা করেন যে প্রতিটি গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণ একক হয়ে নিজেদের কর্ম নিজে করতে সক্ষম হবে। তিনি গ্রাম স্বরাজকে আদর্শ নমুনা রূপে দেখেন। তাঁর মতে এই নমুনাটি স্বাধীনোত্তর কালে অব্যাহত রাখা আবশ্যকীয়।

1992 সালে 73 তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বুনিয়াদী গণতন্ত্র বা বিকেন্দ্রীক শাসনের সূচনা ঘটে। এই আইন পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলোকে (PRTs) সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করে। তাই এখন এটা আবশ্যকীয় যে গ্রামীণ এবং পৌর এলাকায় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর স্থানীয় স্ব-সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচিত স্থানীয় প্রশাসন (local body) দ্বারা স্থানীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ হয়।

পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের ত্রি-স্তরীয় ব্যবস্থা

বাক্স 3.7

➢ পঞ্চায়েতিরাজের কাঠামো পিরামিডের মতো।
কাঠামোর মূল স্তরে বিরাজ করে গণতন্ত্রের একক বা গ্রাম সভা। গ্রামের সকল নাগরিকদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। এই সাধারণ অঙ্গটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন করে এবং নির্দিষ্ট কর্তব্যে নিযুক্ত করে। আদর্শ অনুযায়ী গ্রামসভা দ্বারা আলোচনা ও গ্রামীণ স্তরে ভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে এক মুক্ত মঞ্চ প্রদান বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া গ্রামসভা বিভিন্ন সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিতভাবে দুর্বল শ্রেণিদের অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে।

➢ 73 তম সংশোধনীয় আইন দ্বারা ভারতের সকল রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। বিশেষ করে যে সকল রাজ্যের জনসংখ্যা 20 লক্ষের বেশি।

➢ পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আবশ্যক।

➢ এই নির্বাচনে তপশিলী উপজাতি, তপশিলী জাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে এবং মহিলাদের জন্যও 33 শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকে।

➢ এটা জেলা পরিকল্পনা কমিটি গঠিত করে যা খসড়া প্রস্তুত এবং সমগ্র জেলার জন্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় নিযুক্ত থাকে।

পুরস্কার হাতে মহিলা পঞ্চ

সংবিধানের 73তম ও 74তম সংশোধনীয় আইন গ্রামীণ ও নগরীয় উভয় এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সকল নির্বাচিত দপ্তরে মোট আসনে এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করে। এরমধ্যে 17 শতাংশ আসন তপশীলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই সংশোধনীয় আইন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে প্রথমবার মহিলারা নির্বাচিত প্রশাসন ব্যবস্থায় যোগদান করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও প্রাপ্ত করে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরপরিষদ, নগর নিগম, জেলা পরিষদে এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। 73 তম সংশোধনীয় আইন প্রণয়নের পরে, 1993-94 সালের নির্বাচনে 400,000 সংখ্যক মহিলাদের নানা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। মহিলাদের স্বাধীনতা প্রদানে এই পদক্ষেপ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। সংবিধান সংশোধন একটি ত্রি-স্তরীয় স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থা বিহিত করে যা 1992-93 সাল থেকে কার্যকর হয়।

পঞ্চায়েতের ক্ষমতা এবং কর্তব্য

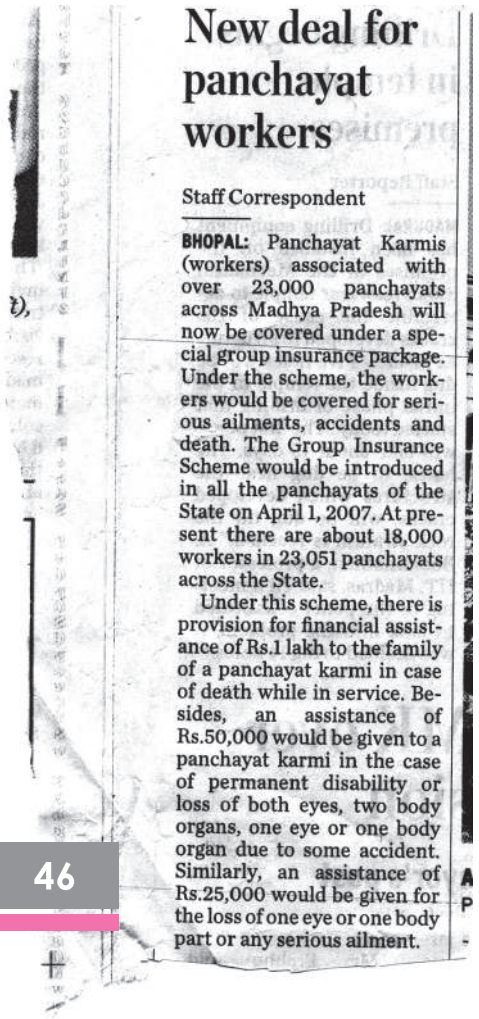

New deal for panchayat workers

Staff Correspondent

BHOPAL: Panchayat Karmis (workers) associated with over 23,000 panchayats across Madhya Pradesh will now be covered under a special group insurance package. Under the scheme, the workers would be covered for serious ailments, accidents and death. The Group Insurance Scheme would be introduced in all the panchayats of the State on April 1, 2007. At present there are about 18,000 workers in 23,051 panchayats across the State.

Under this scheme, there is provision for financial assistance of Rs.1 lakh to the family of a panchayat karmi in case of death while in service. Besides, an assistance of Rs.50,000 would be given to a panchayat karmi in the case of permanent disability or loss of both eyes, two body organs, one eye or one body organ due to some accident. Similarly, an assistance of Rs.25,000 would be given for the loss of one eye or one body part or any serious ailment.

সংবিধান অনুসারে, স্ব -সরকার প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ করার জন্য পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করা উচিত। তাই সকল রাজ্য সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নবশক্তি সঞ্চার করা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত ক্ষমতা এবং কর্তব্যগুলো পঞ্চায়েতকে অর্পন করা হয় :

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও যোজনা প্রস্তুত করা।
- সামাজিক ন্যায় বৃদ্ধির জন্য যোজনা বর্ধিত করা।
- নির্দিষ্ট কর, কর্তব্য এবং বেতন আরোপ ও সংগ্রহ করা।
- সরকারী কর্তব্য বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করা, বিশেষ করে যারা স্থানীয় আধিকারিকদের কাছে অর্থ প্রদান করে।

পঞ্চায়েতের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্গত রয়েছে সমাধিস্থল বা শ্মশানের পর্যবেক্ষণ, জন্ম এবং মৃত্যুর পরিসংখ্যান নথিভুক্ত করা, শিশু কল্যাণ এবং মাতৃত্ব কেন্দ্র স্থাপন, পশু গৃহের নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা প্রচার এবং কৃষিজাত কাজের বৃদ্ধি। এই উন্নয়নমূলক কাজে অন্তর্ভুক্ত থাকে রাস্তা, সরকারী ভবন, কুয়ো, ট্যাঙ্ক এবং বিদ্যালয় নির্মাণ কার্য। তারা ছোটো কুটীর শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করে এবং ছোটো সেচ ব্যবস্থা কার্যেও লক্ষ রাখে। শিশু বিকাশ যোজনা

Panchayati Raj Ministry prepares software to aid transfer of funds

Special Correspondent

NEW DELHI: The Union Panchayati Raj Ministry has prepared a software to maintain databases of bank accounts of all Panchayati Raj Institutions (PRIs) to facilitate the transfer of funds through banking channels, preferably electronically.

Once the data is entered, money can be transferred directly to the 2,40,000 PRIs from the State's Consolidate Fund.

Karnataka has already implemented this system, using the fast expanding electronic network of banks to transfer funds from the State treasury to individual panchayats.

Here, the State Government sends 12th Finance Commission funds and its own untied statutory grant to all panchayats directly from the State Department of Panchayati Raj through banks without any intermediary.

The arrangement involves six nationalised and 12 gramin banks, in which all 5,800 panchayats at all levels hold accounts.

This has reduced the time taken for funds to reach each panchayat from two months to 12 days.

The Ministry of Finance has indicated its willingness to work with the Panchayati Raj Ministry towards developing a consensus on adoption of this tool kit, across Central ministries and State Governments.

The 12th Finance Commission has recommend that a sum of Rs. 20,000 be made available as grants to the State Governments between 2005-2010 to augment the Consolidated Fund at State level to facilitate the supplementing of the financial resources placed at the disposal of the panchayats.

The Union Finance Ministry has also mandated that these funds must invariably be transferred to panchayats within 15 days of their being credited to State Consolidated Fund.

The Finance Ministry guidelines also make it clear that grants will not be released to a State where elections to the panchayats have not been held, each State Finance Secretary would be required to provide a certificate within 15 days of the release of each instalment by the Government certifying the dates and amounts of local grants received by the State from the Government, and the dates and amounts of grants released by the State to the PRIs.

In the case of delayed transfer to the PRIs from the State, an amount of interest at the rate equal to the Reserve Bank of India rate has to be additionally paid by the State to the PRIs, for the period of delay.

এবং সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme) এর মত বিভিন্ন সরকারী যোজনা পঞ্চায়েত সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিভিন্ন ধরনের 'কর' হল পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস। এই কর সম্পদ, পেশা, গবাদি পশু, পরিবহন ইত্যাদির উপর ধার্য করা হয় এবং ভূমিরাজস্ব ও খাজনা থেকে প্রাপ্ত হয়। জেলা পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত অনুদানও পঞ্চায়েতের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটায়। তিনি পঞ্চায়েতের জন্য আবশ্যকীয় যে তারা যেন তাদের প্রাপ্ত অনুদান-এর তালিকা এবং প্রাপ্ত অর্থ সদ্ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের বাইরে কাষ্ঠফলকে জাহির করে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল যে বুনিয়াদী স্তরে মানুষের যেন সুনিশ্চিত 'তথ্যের অধিকার' থাকে অর্থাৎ পঞ্চায়েতের সকল কাজকর্ম স্পষ্টভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরাই এর মূল লক্ষ। তাছাড়া, সাধারণ মানুষের প্রাপ্ত টাকার সুষম বণ্টন সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার অধিকার রয়েছে। পাশাপাশি গ্রাম সম্পর্কিত কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যে পঞ্চায়েত দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারও জনগণের প্রাপ্ত।

থেকে রররপ্রাপ্ত

কিছু রাজ্যে 'ন্যায় পঞ্চায়েত' গঠন করা হয়েছে। তাদের কিছু সাধারণ গার্হস্থ্য এবং অপরাধমূলক মামলার শুনানী করার ক্ষমতা বা অধিকার রয়েছে। তারা জরিমানা ধার্য করতে পারে কিন্তু দ্বন্দ্ব নির্ধারণ করতে পারে না। তাই সকল গ্রাম আদালত প্রায়শ প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে সম্মতি আনতে সফল হতে লক্ষ্য করা গেছে। তাদের সক্রিয়ভাবে সেই সকল পুরুষদের দণ্ডিত করতে দেখা যায় যারা পণের জন্য মহিলাদের উপর নির্যাতন করে এবং তাদের প্রতি হিংস্র আচরণ করে।

উপজাতি এলাকায় পঞ্চায়েতিরাজ

বাক্স 3.8

দলিত জাতি অন্তর্ভুক্ত কলাবতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্পর্কে চিন্তিত ছিল। পঞ্চায়েতের সদস্যা হওয়ার কারণে কলাবতির অনুভূতি হয় যে তার আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মানবোধ পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রামে তার 'একটি নাম রয়েছে'। পঞ্চায়েতের সদস্যা হওয়ার পূর্বে তার পরিচয় শুধু রামুর মা অথবা হীরালালের স্ত্রী হিসাবে ছিল। তাই কলাবতির মতে যদি প্রধান পদের নির্বাচনে হেরে যায় তাহলে তার বন্ধুদের সম্মানহানি হবে।

Source: This was recorded by Mahila Samakhya, an NGO working towards Rural Women's Empowerment.

বন পঞ্চায়েত

বাক্স 3.9

উত্তরাখণ্ডে মহিলারাই অধিকাংশ কাজ করে কেননা পুরুষেরা প্রতিরক্ষা পরিসেবায় নিযুক্ত থাকে এবং বাড়ি থেকে দূরবর্তী এলাকায় বসবাস করে। অধিকাংশ গ্রামবাসীরা আজও রান্নার জন্য জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভরশীল। হয়তো তোমরা অবগত রয়েছ যে পাহাড়ি অঞ্চলে অরণ্য বিনাশ একটি বড় সমস্যা। কখনও কখনও মহিলাদের মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ এবং পশুর খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। এই সমস্যা মোকাবেলা করতে মহিলারা বন পঞ্চায়েত গঠন করে। এই বন পঞ্চায়েতের সদস্যরা পাহাড়ের ঢালু স্থানে রোপণের জন্য নার্সারী নির্মাণ এবং চারা গাছ প্রতিপালন করে। তাছাড়া সদস্যরা নিকটবর্তী জঙ্গলে নজর রাখে যাতে অন্যায্য গাছ কাটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এই এলাকাতেই সর্বপ্রথম চিপকো আন্দোলনের প্রারম্ভ হয় এবং গাছ কাটার বিরুদ্ধে মহিলাদের গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকতে লক্ষ করা যায়।

অশিক্ষিত মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতিরাজ প্রশিক্ষণ

বাক্স 3.10

সৃষ্টিশীল পদ্ধতির মাধ্যমে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার শক্তি উপস্থাপন

পটচিত্র (Scroll) বা 'ফাদ' নামক কাপড়ের মাধ্যমে সুখীপুর ও দুখীপুর নামক দুটো গ্রামের গল্প বলা হয়েছে (পটচিত্র বা scroll হল গল্প বলার এক প্রথাগত লোকমাধ্যম)। দুখীপুর গ্রামে বিমল নামে একজন অসৎ গ্রাম প্রধান ছিল, যে বিদ্যালয় নির্মাণ কার্যের জন্য পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত টাকায় নিজের পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণ করে। তাই সকল গরীব গ্রামবাসী দু:খীত হয়। অন্যদিকে, সুখীপুর গ্রামের প্রধান (নাজমা) পঞ্চায়েতের টাকা গ্রামে ভাল পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্যবহার করে। তাই এখানের গ্রামবাসীরা সুখী। সুখীপুর গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিদ্যমান, তাছাড়া পাকা ভবন এবং ভাল রাস্তাও রয়েছে। তাই এই গ্রাম পর্যন্ত বাস চলাচল করতে পারে। 'ফাদে' কাপড়ে ছবি ও লোকগীতিকে উপযোগী সরঞ্জাম রূপে ব্যবহার করে, সু-শাসন পরিচালনা এবং যোগদানের বার্তা জ্ঞাপন করা হত। গল্প বলার এই সৃষ্টিশীল পদ্ধতি অশিক্ষিত মহিলাদের সচেতন করতে বিশেষ সহায়তা করে। তাছাড়া, গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই প্রচার বার্তা জ্ঞাপন করে যে শুধুমাত্র ভোটদান করা বা নির্বাচনে সক্রিয় থাকা অথবা সাফল্য অর্জন করা যথেষ্ট নয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ হল এ ব্যাপারে অবগত হওয়া যে-কেনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে ভোট দেবো, প্রার্থীর মধ্যে কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন এবং কীসের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। 'ফাদে'র গল্প ও সংগীতের মাধ্যমে সততার মূল্যবোধের উপর বিশেষ জোড় দেওয়া হয়।

এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানটি মহিলা সমীক্ষা নামক একটি NGO দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলা ক্ষমতায়নের পক্ষে কাজ করে।

অনেক উপজাতি এলাকায় বুনিয়াদী স্তরে গণতান্ত্রিক কার্যকারিতা বা পরিচালনার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। এখানে আমরা মেঘালয়ের একটি ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব। খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো এই তিন প্রধান নৃজাতীয় উপজাতি গোষ্ঠির নিজস্ব প্রথাগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা কয়েক শতক ধরে বিদ্যমান। এই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত উন্নত এবং ভিন্ন স্তরে কার্যকর ছিল, যেমন-গ্রাম স্তরে, বংশ স্তর এবং রাজ্য সস্তর। উদাহরণস্বরূপ, খাসিদের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি বংশের নিজস্ব মন্ত্রিসভা (Council) ছিল যাকে 'দুরবার কুর' (Durbar Kur) বলা হত এবং সেই সভার নেতৃত্ব বংশের প্রধান বা কর্তা (clan heeadman) দ্বারা করা হতো। যদিও মেঘালয়ে বুনিয়াদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ প্রথা বিদ্যমান, তাসত্ত্বেও বৃহৎ উপজাতি এলাকা 73তম সংশোধনের বিধানের আওতার বাইরে। এর কারণ সম্ভবত এই যে নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারকরা প্রথাগত জাতিগত প্রতিষ্ঠানগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি।

তা সত্ত্বেও, সমাজতত্ত্ববিদ্ টিপলুট নংংব্রি (Tiplut Nongbri) এর মতে উপজাতি প্রতিষ্টানগুলো আবশ্যকীয়ভাবে তার গঠন এবং কার্যকারিতায় গণতান্ত্রিক নয়। নংব্রি এর মতে ভুরিয়া কমিটি (Bhuriaa Committee) এর প্রতিবেদনে প্রথাগত উপজাতি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ব্যক্ত চিন্তা প্রশংসনীয়, কিন্তু এই প্রতিবেদন পরিস্থিতির জটিলতা বিচার করতে অসফল। উপজাতি সমাজে বলিষ্ঠ সমমাত্রিক চিন্তাভাবনার গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপাদান একেবারে নেই, এমনটা বলা যায় না। উপজাতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মহিলাদের প্রতি শুধু অসহন আচরণ লক্ষ করা যায় না, উপরন্তু বিকৃতির সূচনা করে যার ফলে কোন্‌টা প্রথাগত ও কোন্‌টা আধুনিক সেটা চিহ্নিত করা কষ্টকর হয়ে উঠে। (Nongbri 2003:220) এই ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত প্রথার পরিবর্তনীয় রূপ অংশটি পুন:রায় পড়ো।

গণতন্ত্রীকরণ এবং অসাম্য

তোমার কাছে এখন এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, যে এমন একটি সমাজ যেখানে জাতি, সম্প্রদায় এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে অসমতার দীর্ঘ ইতিহাস বিদ্যমান, সেখানে গণতন্ত্রীকরণের পথ সহজ নয়। পূর্বের পাঠ্যপুস্তকটিতে তোমরা বিভিন্ন প্রকারের অসমমতা সম্পর্কে জেনেছ। চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা ভারতের গ্রামীণ কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে। তাই এই বিদ্যমান অসমতা ওও গণতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর নিরিখে এটা অবাক করার বিষয় নয় যে গ্রামের নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠি, সম্প্রদায় বা জাতির সদস্যদের গ্রামের সভা এবং কার্যকলাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না বা তাদের এই সম্পর্কে কিছু জানানো হয় না। গ্রাম সভার সদস্যরা প্রায়শই স্বল্প ধনী জমিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যারা সাধারণত উচ্চ জাতি বা বিষয়ী কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত (landed peasantry)। তারাই গ্রামের সকল উন্নয়নমূলক কাজ, টাকা বরাদ্দ করা ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় এবং অধিকাংশ সদস্যদের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

বাক্সে দেওয়া প্রতিবেদনগুলো বুনিয়াদী স্তরে বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছে। প্রথমত আমরা দেখতে পাই কিভাবে প্রথাগত পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হয়। অন্যটি দেখায় যে কি প্রকারে পঞ্চায়েতিরাজের নতুন প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন অন্যদিকে এটাও উপস্থাপন হয়েছে যে গণতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলো প্রায়শই বাস্তব জীবনে কাজ করে না, কেননা কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী পরিবর্তন ও ধন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বিরোধীতা করে থাকে।

সম্মান দ্বারা আবদ্ধ

বাক্স 3.11

জাতি পঞ্চায়েতগুলো গ্রামের নৈতিকতার রক্ষক হিসাবে নিজেদের জাহির করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ সেই প্রথম মামলাটি যা 2004 সালের অক্টোবর মাসে খবরের শিরোনামে চলে আসে। ঝাজ্জর জেলার অন্তর্গত আসন্দ গ্রামে রাথি খাপ পঞ্চায়েত সোনিয়া নামে মহিলাটির জন্য একটি আদেশ জারি করে। সোনিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয় তার স্বামী রামপালের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ভাঙ্গার জন্য এবং তার আজন্মীতে শিশুকে গর্ভপাত করে স্বামীকে ভাই রূপে মানার জন্য। এই নির্দেশ অবমাননার অর্থ হল তাকে গ্রামে বসবাস করতে দেওয়া হবে না। এই দম্পত্তির অপরাধ যে তারা একই গোত্র অন্তর্ভুক্ত যদিও ঐ ধরনের বন্ধনকে হিন্দু বিবাহ বন্ধনকে আইন স্বীকৃতি প্রদান করে। তাই যদি উচ্চ আদালত হরিয়ানা সরকারকে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে নির্দেশ দেয়, তবেই সোনিয়া ও রামপাল পুন:রায় একসাথে দাম্পত্য জীবন ধারন করতে পারবে।

... এই প্রকার মুজাফ্ফরনগর এর অন্তর্গত আনসারি জাতি পঞ্চায়েত, গত বছর জুন মাসে সিদ্ধান্ত নেয় যে ইমরানার শ্বশুর তাকে ধর্ষণ করার কারণে ইমরানা তার স্বামীর মাতৃতুল্য হয়ে উঠেছে। অন্য একটি উদাহরণ হল মীরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরিয়া নামক মহিলা, যে দ্বিতীয় স্বামী দ্বারা সন্তানসম্ভবা। তার প্রথম স্বামী পাঁচ বছর বাদে ফিরে আসার কারণে পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নেয় যে তাকে পুন:রায় প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হবে।

Source: Sunday Times (Times of India), New Delhi, October 29th 2006

সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধার ভূমিকা ?

বাক্স 3.12

গ্রামবাসীর ভূমিকা ?

এইবার সোম্পা সরপঞ্চ আসনটি মহিলার জন্য সংরক্ষিত। তা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত বাসীরা ধরে নেয় যে এই মোকাবিলা প্রার্থীর স্বামী এবং তার সমসাময়িকের মধ্যে হবে। একদিকে ছিল পদস্থ সরপঞ্চ রাম রাই মেবাদা যে কেকরীতে একটি মদের দোকানের মালিক ছিল এবং অন্যদিকে প্রার্থী চান্দ সিং ঠাকুর ছিলেন এই গ্রামে ধনী ভূ-স্বামী। মজাদার বিষয় হল যে 2002-03 সালে খরা ত্রাণ কার্যে নয়ছয় করার অভিযোগে গ্রামবাসীরা মেবাদার ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিল।

যদিও মেবাদার বিরুদ্ধে কোন বড়ো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, কিন্তু গ্রামবাসীরা এবার তাকে এক বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ঠাকুরকে নির্বাচনে দাঁড় করায়। এক্ষেত্রে সোমার বাসিন্দারা একত্রিতভাবে সিদ্ধান্ত দেয় যে মেবাদার এর বিরুদ্ধে ঠাকুর উপযুক্ত প্রার্থী ।

অধিক অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন ও সংস্থার ভূমিকা

বাক্স 3.13

24 জানুয়ারী, ধোরেলা গ্রামে (কুশানপুরা পঞ্চায়েত) এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার সরব প্রচার বাড়ি বাড়ি গিয়ে, ঘোষণার মাধ্যমে শিশুদের একত্রিত করে করা হয়। স্বনামধন্য NGO কর্মী শিশুদের শ্লোগান শিখিয়ে দেন এবং তারা গ্রামে গিয়ে এই সভার প্রচার করে ও সকলকে চৌপালে এসে সভায় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। ... সভার স্থানীয় NGO এর সমর্থনপ্রাপ্ত প্রার্থী তোরা তার ঘোষণাপত্র পড়ে শোনায় ও একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখে। তার ঘোষণাপত্রে ... সরপঞ্চের ঘুষ (bribe) না নেওয়া, প্রচারকার্যে 2000 টাকার বেশি খরচ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মদ্য এবং গুড় বিতরণ এবং জীপগাড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে ভোট ক্রয় ও নির্বাচনী প্রচার ব্যয় বৃদ্ধি করে। ... এই দুর্নীতির গোটা চক্রটির সম্পর্কে সভায় উপস্থিত গ্রামবাসীদের ব্যাখ্যা করা হয়। তাই নির্বাচন স্বল্প ব্যয় কেবলমাত্র দরিদ্র গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণে অনুমোদন প্রদান করে না, তা দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ে তুলতেও সহায়ক হয়।

বাক্স 3.11, 3.12 এবং 3.13 এর জন্য অনুশীলনী

উপরিউক্ত বাক্সগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং আলোচনা কর :

- সম্পদের ভূমিকা
- জনগণের ভূমিকা
- নারীদের ভূমিকা।

3.3 রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই অধ্যায়টি গণতন্ত্রের উদ্ধৃত সংজ্ঞা দিয়ে প্রারম্ভ হয় যা হল— গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য শাসন। এই অধ্যায়টির উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ যে গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞার মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূল ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু তার পাশাপাশি গোষ্ঠিভিত্তিক ভিন্ন বিভাজনগুলোকে গোপন রাখা হয়। তোমরা আরোও দেখেছ যে কিভাবে স্বার্থ এবং উদ্যোগ দুটো ভিন্ন জিনিস। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া ভারতীয় সংবিধানের অংশটি অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে গণপরিষদে কিরূপ ভিন্ন গোষ্ঠীরা নিজস্ব স্বার্থগুলো প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রের গল্পটিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্বার্থগুলো সম্পর্কেও অবগত হয়েছি। প্রতিদিন সকালবেলা সংবাদপত্রে বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবেদন থাকে, যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের দাবী বা সমস্যার কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরে। তারা নিজেদের সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে সকল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (interest group) কি একে অপরের সাথে তুলনীয়? একজন অশিক্ষিত কর্মী কি একজন শিল্পপতির ন্যায় সুসংহত ও সন্তোষজনকভাবে তার সমস্যাকে সরকারের নিকট উপস্থাপন করতে পারবে? তবে এক্ষেত্রে না শিল্পপতি, না কৃষক বা কর্মী কেউই ব্যক্তিগতভাবে তাদের মামলার প্রতিনিধিত্ব করে না। ফেডারেশন অফ্ ইন্ডিয়া চেম্বারস অ্যান্ড কমার্স (FICCI) এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ্ চেম্বারস্ অফ্ কমার্স (ASSOCHAM) এর মত সংস্থাগুলো শিল্পপতিদের দ্বারা গঠিত হয়। অন্যদিকে কর্মীদের দ্বারা গঠন করা হয় শ্রমিক সংগঠন যেমন ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC) বা সেন্টার অফ্ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্ (CITU)। আবার সেটকারী সংগঠনের মতো কৃষিভিত্তিক সংগঠন কৃষকদের দ্বারা সংগঠিত হয়। তাছাড়া কৃষি শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠনও (Union) বিদ্যমান। এই প্রকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং সামাজিক আন্দোলন যেমন, উপজাতি ও পরিবেশগত আন্দোলন সম্পর্কে তোমরা অন্তিম অধ্যায়টিতে পড়বে।

গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল হল এমন এক সংস্থা যার প্রধান লক্ষ হল নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায় সংগত সরকার পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করা। তাই বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক দল হল এমন এক সংস্থা যার নির্মান বা স্থাপন সরকারী ক্ষমতা অর্জন করার লক্ষ্যে হয়। সেই ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে তারা এক নির্দিষ্ট কর্মসূচি উপলব্ধ করতে চায়। রাজনৈতিক দলগুলো সমাজের কিছু বোঝাপড়া এবং সমাজ কী রূপ হওয়া কাম্য এই ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা সেইসব গোষ্ঠীর সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করতে লক্ষ করা যায়।

কাজ 3.1

- যেকোনো একটি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনকে এক সপ্তাহ ধরে অনুসরণ কর। ভিন্ন ঘটনাগুলো তালিকাভুক্ত কর যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থের সংঘর্ষ পরিলক্ষিত করা যায়।
- সংঘর্ষ বা মূল সমস্যাটি সনাক্ত করো।
- কি প্রকারে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলো তাদের সমস্যা সম্পর্কে সরব হয়?
- এটি কি কোন রাজনৈতিক দলের একটি বিধিবদ্ধ প্রতিনিধিদল যারা প্রধানমন্ত্রীর বা অন্য কোন কার্যনির্বাহকের সাথে মিলিত হতে চায়?
- এই বিরোধ কি রাস্তায় প্রকাশ্যে হচ্ছে?
- এই বিরোধ কি লেখার মাধ্যমে নাকি পত্র পত্রিকায় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে করা হচ্ছে?
- এটা কি জনসভার মাধ্যমে সম্ভভ?
- এমন কিছু ঘটনা সনাক্ত কর যেখানে একটি রাজনৈতিক দল, পেশাগত সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা অথবা অন্যকোন সংগঠনকে তাদের বিশেষ সমস্যা তুলে ধরতে লক্ষ করা যায়।
- ভারতীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন কর্মকর্তা সম্পর্কে আলোচনা কর।

যখন কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বোধ হয় যে তাদের স্বার্থকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে না, তখন তারা কোন বিকল্প দলে যোগদান করে। আবার তারা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীতেও পরিণত হতে পারে যা সরকারকে নিয়মিত তদবির (lobby) করে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গঠিত হয় কিছু নির্দিষ্ট স্বার্থ অন্বেষণ করতে এবং তারা প্রাথমিকভাবে আইন সংস্থার (legislative bodies) সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে, এমন কিছু রাজনৈতিক সংস্থা বিদ্যমান থাকতে পারে যারা ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা করে, কিন্তু উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের এই প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করা হয়। এই সকল সংস্থাগুলোকে 'আন্দোলন' বলে আখ্যায়িত করা হয় যতক্ষণ না তারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত করে।

বাক্স 3.14

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট উপস্থাপন করেন। তবে তার আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিদিন ভারতীয় শিল্পপতিদের বিভিন্ন সংঘ, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক এবং সম্প্রতিকালে মহিলা গোষ্ঠীদের সঙ্গে অর্থ দপ্তরের সভা সম্পর্কে প্রতিবেদন লক্ষ করা যায়।

বাক্স 3.14 এর জন্য অনুশীলনী

তাদের কি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রূপে গণ্য করা যায়?

এটা নিশ্চিত যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সকল গোষ্ঠীর একই প্রকার উপলব্ধি বা দক্ষতা থাকে না। তাই কিছু মানুষের মতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধারণাটি 'সামাজিক শ্রেণি' বা 'জাতি' বা 'লিঙ্গে'র মত প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা বা শক্তিকে অবমূল্যায়ন করে। তারা মনে করে যে প্রভাবশালী শ্রেণি বা শ্রেণিগুলোর দ্বারা রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করাই সঠিক। তবে এটা অসত্য নয় যে সামাজিক আন্দোলন এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অষ্টম অধ্যায়ে তার স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।

বাক্স 3.15

ম্যাক্স ওয়েবারের 'দল'

একদিকে যেমন শ্রেণির প্রকৃত স্থান অর্থনৈতিক ক্রমে রয়েছে, অন্যদিকে সামাজিক ক্রমে রয়েছে মর্যাদা গোষ্ঠীর স্থান ... কিন্তু দলের অস্তিত্ব ক্ষমতায়নের জন্য ...

দলের কার্যকলাপ সর্বদা একটি উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত করা যায়, যা পরিকল্পিত রূপে বাস্তবায়িত হয়। এই উদ্দেশ্য হয়তো 'শর্ত' বা 'ব্যক্তিগত' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

(ওয়েবার 1948:194)

বাক্স 3.16 এর জন্য অনুশীলনী

- পরবর্তী পৃষ্ঠার বাক্সটিকে মনোযোগ সহকারে পড়ো। অন্যান্য শহর ও নগরে হওয়া এই ধরনের ঘটনার বিবরণও দেখতে পারো।
- দরিদ্র, সেবা প্রদানকারী শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং ধনী শ্রেণির স্বার্থগুলো চিহ্নিত করো।
- বিভিন্ন গোষ্ঠী 'রাস্তার' ভূমিকাকে কী দৃষ্টিতে দেখে?
- সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।
- মকিনসে (Mckinsey)—এর মতে পরামর্শ প্রদানকারী ফার্ম-এর ভূমিকা কী? তারা কার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে?
- রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কী?
- তোমার মতে দরিদ্ররা কি পরামর্শ প্রদানকারী ফার্মের তুলনায় রাজনৈতিক দলকে বেশি প্রভাবিত করে? এর কারণ কি এটা যে রাজনৈতিক দল জনগণের কাছে দায়বদ্ধ অর্থাৎ জনগণ ভোটদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে?

মুম্বাই শহরে উন্নয়নের বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বর্ণনা করবো যে কীভাবে এই সকল প্রতিবাদী স্বার্থগুলো কাজ করে।

বাক্স 3.16

ভারতবর্ষের সম্প্রতিকালের ব্যাপক পরিকল্পনার লক্ষ্য হল ভারতীয় শহরগুলোকে বিশ্বব্যাপী শহরে (global city) পরিণত করা। নগর পরিকল্পনাকারী এবং স্বপ্নদর্শীদের মতে, মুম্বাই শহরে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিমের সাথে সংযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাদের মতে এই লক্ষ্যে 'express ring freeway'— এর নির্মাণ প্রয়োজন যার মাধ্যমে শহরের যে-কোনো জায়গা থেকে 10 মিনিটের মধ্যে শহরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। শহরের সাবলীল পরিচালনার ক্ষেত্রে 'দ্রুত প্রবেশ এবং বাহির' এবং 'দক্ষ ট্রাফিক চলাচল' ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বল্প সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে 'রাস্তা' ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। তাদের জন্য রাস্তা শুধুমাত্র একটি সংযোগ ব্যবস্থা নয়। ভাল ও খারাপ রাস্তা উভয়ই বাজার এবং মেলায় পরিণত হতে লক্ষ করা যায়, যা সাধারণত তীর্থযাত্রা, আমোদ প্রমোদ এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মত বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলোর মিশ্রণ। যেহেতু মানুষ ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন স্থানের পার্থক্য ভুলে রাস্তায় বসবাস করে, ক্রয়-বিক্রয়, খাওয়া-দাওয়া, চা পান করা, ক্রিকেট খেলা বা শুধু দাঁড়িয়ে থাকার মতো ভিন্ন কাজ করে, তাই নগর পরিকল্পনাকারীরা বলে যে এই সকল কার্যকলাপ ট্রাফিক চলাচলে বাঁধা দেয় এবং অত্যধিক ভিড় সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে অত্যধিক ভিড় কমানোর লক্ষ্যে দরিদ্র লোকদের শহরের উপকণ্ঠে স্থানান্তকরণ পরিলক্ষিত করা যায়। বেসরকারী পরামর্শকেন্দ্র মেকিনসে (Mckinsey) ভিশন মুম্বাই (Vision Mumbai) নামক একটি ডকুমেন্ট তৈরি করে ... শহরের বাইরে দরিদ্রদের জন্য জনআবাসন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাদের জীবিকার কী হবে? নিম্নলিখিত দীর্ঘ উক্তিটি দরিদ্রদের মনোভাব প্রকাশ করে—

আমরা বাস্তবে 'পৃথিবী উত্থাপক' (earth movers) এবং 'মানব ট্র্যাক্টর'। জমিকে সর্বপ্রথম আমরাই সমতল করি। আমরা শহর গড়তে যোগদান করি। আমরা তোমাদের মল শহরের বাইরে নিয়ে যাই। শহর শুধু ধনীদের জন্য নয়। আমাদের একে অপরকে প্রযোজন। আমি ভিক্ষা করি না। আমি তোমাদের ধোপা। তোমাদের মহিলারা চাকুরীতে যেতে পারে কেন না আমরা তোমাদের শিশুকে দেখাশোনা করি। মন্ত্রালয়, কালেক্টারের দপ্তর, BMCতে কর্মরত লোকজন এবং পুলিশের কর্মীরাও বস্তিতে বসবাস করে। যেহেতু আমরা রয়েছি, তাই মহিলারা নিরাপদভাবে রাতে চলাচল করে। বোম্বে ফার্স্ট (Bombay First)-এর মত গোষ্ঠী মুম্বাইকে 'বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ' শহর (World class city) বলে আখ্যায়িত করেছে। দরিদ্রের জন্য স্থান না রেখে কীভাবে তা একটি ওয়ার্ল্ড ক্লাস শহর হতে পারে?

(Anand 2006 : 3422)

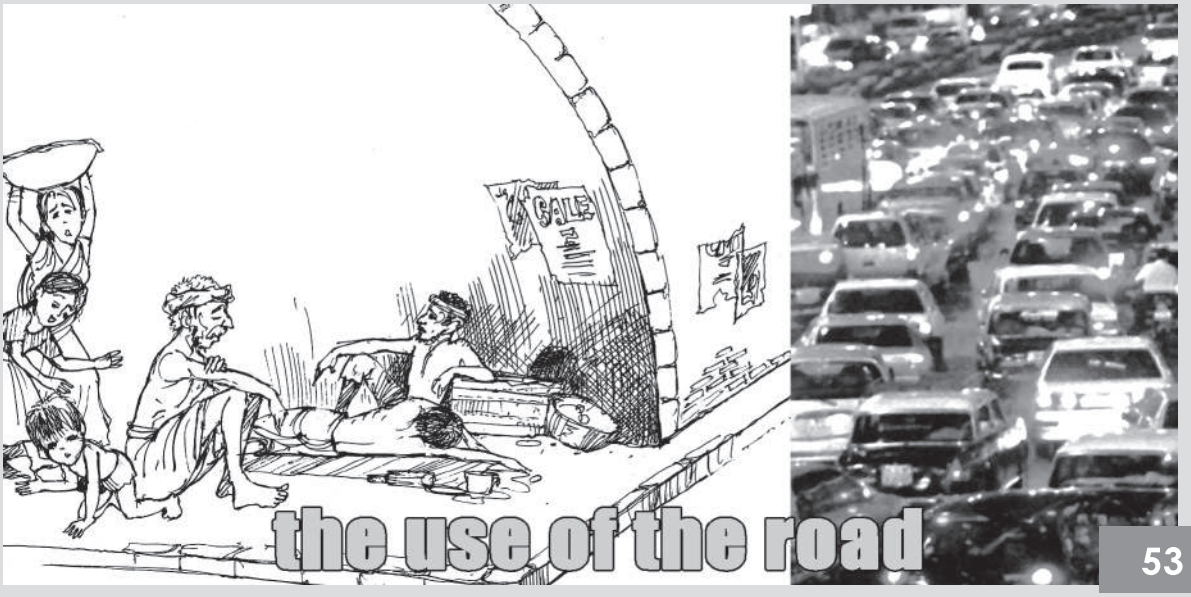

অনুশীলনী

1) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কার্যকরী গণতন্ত্রের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত আলোচনা করো।

2) গণপরিষদে হওয়া তর্কবিতর্কের টুকিটাকিগুলো পড়ো। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করো। সমসাময়িক ভারতে কি প্রকারের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বিদ্যমান, আলোচনা কর। তারা কীভাবে কাজ করে?

3) বিদ্যালয়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সময় 'ইস্তাহার' বা 'ফাদ' তৈরি কর। (এটা তোমরা পঞ্চায়েতের মত পাঁচজন নিয়েও তৈরি করতে পারো)।

4) তোমরা কি বাল পঞ্চায়েত এবং মজদুর কিষাণ সংগঠন সম্পর্কে জানো? যদি না জেনে থাকো তাহলে খুঁজে বের করো এবং তার সম্পর্কে 200 শব্দের মধ্যে ছোটো একটি টীকা লেখো।

5) 73 তম সংশোধনটি উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রামবাসীদের 'একটি কণ্ঠস্বর' প্রদান করে - আলোচনা করো।

6) ভারতীয় সংবিধান কীভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তার উদাহরণসহ একটি বর্ণনা লেখ।

REFERENCES

Anand, Nikhil. 2006. 'Disconnecting Experience: Making World Class Roads in Mumbai'. *Economic and Political Weekly* (August 5th). pp. 3422-3429.

Ambedkar, Babasaheb. 1992. 'The Buddha and His Dharma' in V. Moon (Ed.) *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches*. Vol. 11. Bombay Educational Department. Government of Maharashtra.

Sen, Amartya. 2004. *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity.* Allen Lane. Penguin Group. London.

Weber, Max. 1948. *Essays in Sociology* Ed. with an introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills. Routledge and Kegan Paul. London.

4 গ্রামীন সমাজে পরিবর্তন এবং উন্নয়ন

(Change and Development in Rural Society)

ভারতীয় সমাজ মূলত একটি গ্রামীণ সমাজ, যদিও বর্তমানে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ভারতবাসী গ্রামীণ এলাকাতে বসবাস করে 2001 সালের জনগণনা অনুসারে 67 শতাংশ। তাদের জীবিকা কৃষিকাজ বা সম্পর্কিত পেশার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ হল যে অধিকাংশ ভারতীয়দের ক্ষেত্রে কৃষি জমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল সম্পদ। কিন্তু জমি বা ভূমি শুধু 'উৎপাদন মাধ্যম' বা 'সম্পত্তির প্রকার' নয়। আবার কৃষি শুধু 'জীবিকার রূপ' নয়। এটি একটি জীবনধারা। আমাদের অনেক সাংস্কৃতিক প্রথা এবং নমুনার উৎস হল আমাদের কৃষিভিত্তিক পটভূমি। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কিভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুর পোঙ্গাল উৎসব, আসামের বিহু উৎসব, পাঞ্জাবের বৈশাখী এবং কর্ণাটকের উগাদি উৎসব ইত্যাদি হল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত নববর্ষের উৎসব। এই সকল উৎসব সাধারণত শস্য সংগ্রহ করার ঋতুতে উদ্‌যাপন করা হয় এবং নতুন কৃষিজাত ঋতুর আগমনকে স্বাগত জানায়। এমন অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত উৎসব সম্পর্কে খোঁজখবর নাও।

কৃষির বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সেই সম্পর্কিত উৎসব

কৃষি এবং সংস্কৃতি একে অপরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষির প্রকৃতি এবং চর্চার ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষ করা যায়। এই সকল ভিন্নতা বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তাই এটা বলা যেতে পারে যে গ্রামীণ ভারতের সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামো উভয়ই গভীরভাবে কৃষিজাত এবং কৃষিভিত্তিক জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণের জন্য কৃষি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবিকার উৎস। কিন্তু গ্রামীণ জীবন মানে শুধুই কৃষিকার্য নয়। অন্য অনেক ধরনের কাজকর্ম যা সাধারণত কৃষি এবং গ্রাম্য জীবনকে সহায়তা করে সে সকল কাজও গ্রামীণ ভারতে জীবিকার উৎস। উদাহরণস্বরূপ, প্রচুর সংখ্যক কারিগর যেমন কুমোর, মৃৎশিল্পী, কাঠমিস্ত্রি, তাঁতী, কামার এবং স্বর্ণকার গ্রামীণ এলাকাতে বিদ্যমান। এক সময় তারা গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু উপনিবেশিক কাল থেকে ধারাবাহিকভাবে তাদের সংখ্যা হ্রাস হতে থাকে। তোমরা প্রথম অধ্যায়ে ইতোমধ্যে পড়েছ যে কীভাবে শিল্পজাত দ্রব্যের অন্ত:প্রবাহ হস্তনির্মিত দ্রব্যকে প্রতিস্থাপন করে।

গ্রামীণ জীবন অন্যান্য বিশেষজ্ঞ-কথক (story-teller), জ্যোতিষী, যাজক, জল বিতরণকারী (water-distributors) ও তেলীর মত শ্রম শিল্পীকেও সহায়তা করত।

গ্রামীণ ভারতে বিদ্যমান পেশাগত বৈচিত্র্য জাতি ব্যবস্থাতে প্রতিফলিত হয় যার ফলে বেশিরভাগ অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ এবং সেবা প্রদানকারী জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেমন ধোপা, মৃৎশিল্পী এবং স্বর্ণকার। এরমধ্যে কিছু প্রথাগত পেশার অবসন ঘটেছে কিন্তু গ্রামীণ এবং নগরীয় অর্থনীতির দ্রুত পারস্পরিক আন্ত:সংযোগ অনেক বৈচিত্র্যময় পেশার সৃষ্টি করেছে। গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করা অনেক মানুষই গ্রামভিত্তিক অ-কৃষি কাজে কর্মরত বা তাদের জীবিকা এসকল কাজ থেকে নির্বাহ হয়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ বাসিন্দারা সরকারি চাকুরীতে কর্মরত থাকে যেমন ডাকঘর, শিক্ষা দপ্তর, কারখানা শ্রমিক বা সেনাবাহিনীর মত অকৃষিভিত্তিক কাজ থেকেও তারা জীবিকা উপার্জন করে।

কাজ 4.1

➢ এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের কথা চিন্তা কর যা তোমার অঞ্চলে উদ্‌যাপন করা হয় এবং যার শিকড় কৃষিভিত্তিক সমাজে রয়েছে। এই উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রথা বা ধর্মানুষ্ঠানের কী গুরুত্ব রয়েছে এবং তা কীভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

➢ ভারতের অনেক শহর এবং নগর পার্শ্ববর্তী গ্রামকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। তুমি যে শহরে বসবাস করো, সেখানে কি এমন কোন এলাকা চিহ্নিত করতে পারো যা পূর্বে গ্রাম ছিল অথবা এলাকা জুড়ে কৃষিজাত জমি ছিল? তোমার মতে কীভাবে এই বিকাশ সম্পন্ন হয় এবং সেই সকল ব্যক্তি যাদের জীবিকা এই জমির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তাদের কি পরিণতি হয়েছে?

জীবিকার বৈচিত্রতা

4.1 কৃষিভিত্তিক কাঠামো : গ্রামীণ ভারতে জাতি এবং শ্রেণি

গ্রামীণ সমাজে কৃষিজমি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং সম্পত্তির রূপ। কিন্তু তা নির্দিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলে বসবাস করা মানুষের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত নয়। আবার, সকলের জমি অধিগত করার এক রকমের ক্ষমতাও নেই। এটা সত্য যে অধিকাংশ অঞ্চলে জমির মালিকানার (ভূমিসত্ত্ব) বন্টন খুবই অসম। ভারতের কিছু অঞ্চলে, অধিকাংশ গ্রামীণ বাড়িঘরের নিজস্ব স্বল্প জমি থাকে সাধারণত সেইসব ক্ষুদ্র জমিখণ্ড হয়। তবে অন্যান্য এলাকায় 40 থেকে 50 শতাংশ পরিবারের নিজস্ব কোনো জমিই থাকে না। এর অর্থ হল যে তারা জীবিকার জন্য কৃষিকাজ বা অন্য প্রকারের কাজের উপর নির্ভরশীল। তাই এটা সুনিশ্চিত যে গ্রামের অল্প সংখ্যক পরিবারই অবস্থাপন্ন। অধিকাংশই দরিদ্র সীমার কিছুটা নীচে বা উপরে জীবনধারণ করছে।

ভারতের অনেক অঞ্চলে, মহিলারা সাধারণত জমির মালাকানা থেকে বঞ্চিত। তার কারণ প্রচলিত পিতৃ বংশানুক্রমিক আত্মীয়তা পদ্ধতি এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। আইনত মহিলাদেরও পারিবারিক সম্পত্তিতে সমভাগ রয়েছে। অথচ বাস্তবে পুরুষই বাড়ির কর্তা বিবেচিত হয় এবং মহিলাদের শুধু সীমিত অধিকার এবং ভূমিতে স্বল্প অধিগত করার ক্ষমতা লক্ষ করা যায়।

'কৃষিভিত্তিক কাঠামো' শব্দটি প্রায়ই ভূমিশর্তের আকার বা বন্টন নির্দেশ করে। যেহেতু গ্রামীণ এলাকায় কৃষিজমি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল সম্পদ, তাই জমি অধিগত করার ক্ষমতা গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামো গড়ে তোলে। তাছাড়া জমি অধিগত করার ক্ষমতাই নির্ধারণ করে যে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কে কী ভূমিকা পালন করছে। মাঝারি এবং বড় মাপের ভূ-স্বামীরা সাধারণত কৃষি থেকে পর্যাপ্ত বা প্রচুর আয় করতে সক্ষম (যদিও তা কৃষির মূল্যের উপর নির্ভরশীল যা বৃহৎভাবে ওঠানামা করে এবং বর্ষার মত অন্যান্য কারণও রয়েছে)। কিন্তু কৃষি শ্রমিকদের বেশিরভাগ সময়ে স্বল্প বেতন প্রদান করা হয় এবং তাই তাদের আয় খুব কম হয়। তাদের চাকুরীও অনিশ্চিত। অধিকাংশ কৃষি শ্রমিকরা দিনমজুর এবং বছরের অনেক দিন তাদের হাতে কাজ থাকে না। এটাকে আংশিক বেকারত্ব বলা হয়। একইভাবে ভাড়াটে কৃষকদের (ভূ-স্বামী থেকে যেসব কৃষকরা জমি ভাড়া নেয়) আয় মালিক কৃষকের থেকে কম। এর কারণ ভাড়াটে কৃষকদের ভূ-স্বামীকে ভাড়া দিতে হয় যা সাধারণত ফসল থেকে প্রাপ্ত আয়ের প্রায় 50-75 শতাংশ হয়।

তাই কৃষিভিত্তিক সমাজকে তার বিদ্যমান শ্রেণি কাঠামো থেকে বোঝা সম্ভব। কিন্তু আমাদের এটা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে কাঠামো গড়ে উঠে জাতি ব্যবস্থার মাধ্যমে। গ্রামীণ এলাকায় জাতি এবং শ্রেণির মধ্যে এক জটিল সম্পর্ক রয়েছে। তবে এই সম্পর্ক সর্বদা স্পষ্ট নয়। আমরা হয়তোবা এই প্রত্যাশা করতে পারি যে উচ্চ জাতির লোকদের বেশি পরিমাণ ভূমি এবং উচ্চ আয় থাকবে। তাছাড়া পর্যায়ক্রমের নিম্নস্তরে ও শ্রেণির মধ্যে সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায়। অনেক এলাকায় এটা ব্যাপকভাবে সত্য কিন্তু অবিকলভাবে নয়। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ এলাকায় উচ্চতর জাতি যেমন ব্রাহ্মণরা ভূ-স্বামী নয় এবং তাই তারা কৃষিভিত্তিক কাঠামোর বাইরে, যদিও তারা গ্রামীণ সমাজের বিশেষ অংশ। ভারতের প্রধান অঞ্চলগুলোতে অধিকাংশ ভূ-স্বামী গোষ্ঠী উচ্চ জাতির অন্তর্গত। প্রতিটি অঞ্চলে , সাধারণত একটা বা দুটো বৃহৎ ভূস্বামী জাতি বিদ্যমান যারা সংখ্যাগত দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল গোষ্ঠীকে সমাজতত্ত্ববিদ্ এম এন শ্রীনিবাস 'প্রভাবশালী জাতি' (dominant

caste) বলে আখ্যায়িত করেন। প্রতিটি অঞ্চলে এই প্রভাবশালী জাতি সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী বলে বিবেচিত হয় এবং স্থানীয় সমাজে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর প্রদেশের 'জাট' এবং রাজপুত গোষ্ঠী, কর্ণাটকের ভোক্কালীগস এবং লিঙ্গায়েতস, অন্ধ্রপ্রদেশের কাম্মাস এবং রেড্ডিস ও পাঞ্জাবের জাট শিখ গোষ্ঠী।

একদিকে প্রভাবশালী ভূ-স্বামী গোষ্ঠী সাধারণত মধ্য বা উচ্চ জাতিভুক্ত হয়। অপরদিকে প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীনরা নিম্নজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সরকারি শ্রেণিবিভাগ অনুসারে তারা তপশিলি জাতি বা উপজাতি (SC/ST) বা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির (OBC) অন্তর্ভুক্ত। ভারতের অনেক অঞ্চলে 'অস্পৃশ্য' বা দলিত জাতিদের নিজস্ব ভূমির অনুমোদন ছিল না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা প্রভাবশালী ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর জন্য কৃষি শ্রমিক রূপে কাজ করত। এই প্রক্রিয়া এমন শ্রম শক্তির সৃষ্টি করে যা ভূ-স্বামীদের নিজস্ব ভূমিতে কৃষিকার্যের মাধ্যমে উচ্চ আয় করতে সাহায্য করে।

জাতি এবং শ্রেণির মধ্যে সাদৃশ্যতার অর্থ হল যে সাধারণত উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত জাতিদের সম্পদ ও ভূমি অধিগত করার ক্ষমতা থাকে। তাই তারা শক্তি বা ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সুবিধা প্রাপ্ত হয়। এর গভীর প্রভাব গ্রামীণ অর্থনীতি এবং সমাজে পরিলক্ষিত হয়। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে 'মালিকানা জাতি' গোষ্ঠী বেশিরভাগ সম্পদের মালিক এবং তারা শ্রমিকদের তাদের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেয়। কিছুকাল পূর্বেও উত্তর ভারতের বেশ কিছু অংশে ভিক্ষাবৃত্তি বা বেতনহীন শ্রমের মত প্রথার প্রচলন লক্ষ করা যেত । এটা বাধ্যতামূলক ছিল যে বছরের কিছু নির্দিষ্ট দিনে, নিম্ন জাতি গোষ্ঠীর সদস্যরা গ্রামের জমিদারকে শ্রমদান করবে। একইভাবে, সম্পদের অভাব এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সহায়তার জন্য শ্রমিক শ্রেণি জমিদার শ্রেণির উপর নির্ভরশীল ছিল। এই কারণে অনেক দরিদ্র শ্রমিক, ভূ-স্বামীদের কাছে বংশ পরম্পরায় শ্রমবদ্ধ ছিল। যেমন গুজরাটে 'হালপতি' ব্যবস্থা এবং কর্ণাটকে 'জিতা' (Jeeta) ব্যবস্থা। যদিও এই সকল প্রথা আজ আইনত রহিত, তা সত্বেও অনেক এলাকা ও অঞ্চলে এই প্রথাগুলো আজও অব্যাহত। পূর্ব বিহারের একটি গ্রামে, অধিকাংশ ভূ-স্বামীরা ভূমিহার জাতির অন্তর্ভুক্ত, যারা ঐ এলাকার প্রভাবশালী গোষ্ঠীও বটে।

বাক্স 4.1

কৃষি উৎপাদন এবং কৃষিভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। যে সকল এলাকায় নিশ্চিত সেচ ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে প্রচুর বর্ষণ হয় বা কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা কাজ করে (তামিলনাড়ুর অন্তর্গত কাবেরী নদীর অববাহিকা এলাকার মতো ধান উৎপন্ন হওয়া এলাকাগুলো)। সেখানে প্রগাঢ় কৃষির ক্ষেত্রে বেশি শ্রমের প্রয়োজন। কৃষিভিত্তিক কাঠামোর এইসকল অঞ্চলে অধিকাংশ ভূমিহীন শ্রমিক পাওয়া যায় যারা 'চুক্তিভুক্ত' শ্রমিক রূপে কাজ করে এবং তারা নিম্নজাতির অন্তর্ভুক্ত । (কুমার 1998)

কাজ 4.2

➢ জাতি ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমরা কি শিখেছ, সে সম্বন্ধে চিন্তা করো। কৃষিভিত্তিক বা গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামো এবং জাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কগুলোকে উল্লেখ কর। আলোচনা কর সম্পদ, শ্রম, পেশার ক্ষেত্র অধিগত করার ক্ষমতা কিভাবে আলাদা বা ভিন্ন হয়।

4.2 ভূমি সংস্কারের প্রভাব

উপনিবেশিক কাল

ভারতের প্রতিটি অঞ্চল কেন শুধু একটি বা দুটো বৃহৎ গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তার ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। কিন্তু এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাক্ উপনিবেশিক কাল থেকে উপনিবেশিককাল এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও কৃষিভিত্তিক কাঠামোর গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে প্রাক্ উপনিবেশিককালে হয়তো প্রভাবশালী গোষ্ঠীই 'চাষি' জাতি ছিল, কিন্তু ভূমির মালিকানা তাদের প্রাপ্য ছিল না। পরিবর্তে, সে সময়কালে যেসকল শাসক গোষ্ঠীর রাজত্ব ছিল যেমন স্থানীয় রাজা বা জমিদার (যারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী এবং সাধারণ ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য উচ্চ জাতির অন্তর্ভুক্ত) তাদের দ্বারা ভূমি নিয়ন্ত্রিত হত। চাষি বা কৃষক, যারা ভূমিতে শ্রম প্রদান করত, তাদের উৎপাদনের বেশ কিছু অংশ সেই শাসক দলের নিকট হস্তান্তর করতে হতো। তাছাড়া, উপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ শাসকরা স্থানীয় জমিদারদের মাধ্যমে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করত। তারা জমিদারদের সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকারও মঞ্জুর করেছিল। পূর্বের তুলনায় ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে জমিদারদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। যেহেতু ব্রিটিশরা কৃষির উপর ভারী কর ধার্য করে, তাই জমিদাররা চাষীদের থেকে অধিকাংশ উৎপাদন বা টাকা আদায় করার প্রচেষ্টা করত। তার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় সমাজে কৃষি উৎপাদনের মাত্রা স্থির বা হ্রাস প্রাপ্ত হতে থাকে। কৃষকদের অত্যাচারী ভূ-স্বামীর প্রকোপ থেকে পলায়ন করতে দেখা যায় এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ জনসংখ্যার ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপনিবেশিক ভারতে বহু জেলা জমিদারী ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালনা করা হত। অন্যান্য এলাকা যা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল, সেখানে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। (রায়ত অর্থ তেলেগু ভাষায় 'চাষী' বা 'কৃষক')। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত জমিদাররা নয় বরং 'প্রকৃত কৃষকরা' (যারা নিজেরা ভূ-স্বামী ছিল কিন্তু কৃষক নয়) কর প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ ছিল। যেহেতু উপনিবেশিক সরকার সরাসরি কৃষক বা ভূ-স্বামীদের সঙ্গে লেনদেন করত, তাই করের বোঝা অপেক্ষাকৃত কম ছিল ও কৃষকরা উদ্বৃত্ত মূল্য কৃষিকাজে ব্যবহার করত। এর ফলস্বরূপ, এই সকল এলাকা অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদনশীল এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

উপনিবেশিক ভারতে ভূমি রাজস্ব পরিচালনার এই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই ইতিহাস বইয়ে পড়েছ। বর্তমান ভারতের কৃষিভিত্তিক কাঠামো সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সময় তোমাদের এই জ্ঞান থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ পরিবর্তনের ধারার মাধ্যমে বর্তমান কাঠামোর বিবর্তন হয়।

স্বাধীন ভারত

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নেহেরু এবং তাঁর নীতি উপদেষ্টারা পরিকল্পিত উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেন যা সাধারণত কৃষিভিত্তিক সংস্কার ও শিল্পায়নের উপর জোর দেয়। নীতি নির্ধারকরা সেই সময়ের কৃষির সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রয়াশ করেন। ভারত সেই সময় নিম্ন উৎপাদন, আমদানীকৃত খাদ্য শস্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং অধিকাংশ গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রবল দারিদ্রতা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা

অনুভব করেন যে যদি কৃষির বিকাশ করতে হয়, তাহলে কৃষিভিত্তিক কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন, বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ পদ্ধতি এবং ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে। এই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার লক্ষে 1950 সাল থেকে 1970 সাল পর্যন্ত রাজ্য ও জাতীয় স্তরে একের পর এক ভূমি সংস্কার আইন পাশ করা হয়।

এই মর্মে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল জমিদারী ব্যবস্থা রদ করা, যা মধ্যস্থতাকারীদের অপসারণ করতে সহায়তা করে। এই সকল মধ্যস্থতাকারীরা কৃষক এবং রাষ্ট্রের মাঝে বাধা হয়ে থাকত। ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত আইনগুলোর মধ্যে, এটাই হয়তো সবচেয়ে কার্যকর ছিল, কেননা এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অধিকাংশ এলাকা থেকে জমিদারদের ভূমিতে অগ্রাধিকার বন্ধ করতে সক্ষম হয়। এরফলে তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও এটা নিশ্চিত যে এই পরিবর্তন কোন সংগ্রাম ছাড়া ঘটেনি, কিন্তু তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যখন স্থানীয় স্তরে 'প্রকৃত ভূ-স্বামী' এবং কৃষকদের স্থান জোরদার হয়। কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থা রদ হওয়া সত্ত্বেও, ভূ-স্বামী প্রথা বা প্রজাস্বত্ব (tenancy) বা বর্গাচাষের ব্যবস্থার অবসান হয়নি, এবং তা বহু এলাকায় অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই পরিবর্তন শুধু বহুস্তরীয় কৃষিভিত্তিক কাঠামো থেকে শীর্ষস্তরের, ভূস্বামীদের অপসারণ করে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইনের সূচনাও লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে প্রজাস্বত্ব রদ করা এবং পরিচালনামূলক আইন উল্লেখযোগ্য। এই আইনের মূল প্রয়াস ছিল প্রজাস্বত্ব বন্ধ বা অবসান করা কিংবা খাজনা পরিচালনা করা, যা প্রজা বা ভাড়াটেদের কিছু নিরাপত্তা প্রদান করতে সক্ষম হবে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যে এই সকল আইন সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। পশ্চিম বাংলা এবং কেরালা রাজ্যে কৃষিভিত্তিক কাঠামোর আমূল পুনর্গঠন লক্ষ্য করা যায়, যা প্রজাদের ভূমি সম্বন্ধীয় অধিকার প্রদান করে।

কাজ 4.3

- ভূ-দান আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।
- অপারেশন বর্গা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।
- আলোচনা করো।

ভূমি সংস্কার আইনের তৃতীয় বড়ো প্রকার হল 'ভূমি সিলিং' আইন। এই আইন দ্বারা একটি পরিবারের অধিকৃত জমির পরিমানের নির্দিষ্ট সীমা ধার্য্য করা হয়। সিলিংয়ের পরিমাপ অঞ্চল ভিত্তিক ভিন্ন হয় এবং তা ভূমির প্রকার, তার উৎপাদন ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণকের উপর নির্ভর করে। অতিরিক্ত উৎপাদনশীল ভূমির নিম্ন সিলিং হয় অন্যদিকে নিষ্ফলা শুষ্ক ভূমির উচ্চ সিলিং সীমা থাকে। এই আইনের অন্তর্গত, রাজ্য দ্বারা প্রতিটি পরিবারের অধীনে থাকা অতিরিক্ত ভূমি সনাক্ত করে তা দখল করতে হবে এবং সেই অতিরিক্ত ভূমি ভূমিহীন পরিবারদের মধ্যে পুন:বন্টন করতে হবে। এই পুন:বন্টন বিশেষ করে তপশিলি উপজাতি, তপশিলি জাতির মতো নির্দিষ্ট প্রকার ভিত্তিক হবে। কিন্তু বেশিরভাগ রাজ্যে এই সকল আইন ফলপ্রসূ হয়নি। বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে অধিকাংশ ভূ-স্বামীরা রাজ্য দ্বারা তাদের অতিরিক্ত ভূমি দখল করা থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়। একদিকে কিছু ভূ-সম্পত্তির ভাগ-বন্টন হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূ-স্বামীরা নিজেদের আত্মীয় পরিজন ও কখনও কখনও চাকরদের মধ্যে 'বেনামী ভূমি স্থানান্তর' করে থাকে। এটা করার মূল কারণ ছিল ভূমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। কিছু কিছু এলাকায়, কিছু ধনী কৃষকরা নিজেদের স্ত্রীকে লিখিত রূপে ডিভোর্স দেয় (কিন্তু স্ত্রীর সাথেই বসবাস করে) যাতে তারা ভূমি সিলিং আইন এড়িয়ে যেতে পারে, কেননা এই আইন বিবাহিত মহিলাদের জন্য ভূমির পৃথক অংশের অনুমোদন প্রদান করে কিন্তু স্ত্রীর জন্য নয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান কৃষিভিত্তিক কাঠামো এবং রাজ্যস্তরে ভূমি সংস্কার আইনের সাফল্যে ব্যাপক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাই সমগ্রভাবে, এটা বলাবাহুল্য যে যদিও উপনিবেশিককাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষিভিত্তিক কাঠামোতে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তা তীব্র অসমাঞ্জস্যতাপূর্ণ। এই কাঠামো কৃষি উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভূমি সংস্কার শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক বিকাশের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, উপরন্তু গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের অবসান এবং সামাজিক নগর স্থাপনের জন্যও আবশ্যক।

4.3 সবুজ বিপ্লব এবং তার সামাজিক প্রভাব

আমরা দেখেছি যে বেশিরভাগ অঞ্চলে গ্রামীণ এবং কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমি-সংস্কার সীমিত প্রভাব বিস্তার করে। এর বিপরীতে 1960 এবং 1970 সালে সংগঠিত হওয়া সবুজ বিপ্লব ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। সবুজ বিপ্লব একটি সরকারি কর্মসূচি যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কৃষির আধুনিকীকরণ। এটা আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা নিহিত যারা কৃষকদের হাইব্রিড বা উচ্চফলনশীল বীজ, বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক, সার ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করত। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি শুধুমাত্র নিশ্চিত সেচ এলাকায় বাস্তবায়িত হয়, কেননা এই নতুন ধরনের বীজের এবং কৃষি পদ্ধতির জন্য পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সবুজ বিপ্লবের লক্ষ ছিল বিশেষ করে গম এবং ধান উৎপাদিত এলাকাগুলো। এর ফলস্বরূপ, শুধু নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল যেমন পাঞ্জাব, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী এলাকা এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশে সবুজ বিপ্লবের প্রথম প্রভাব অনুভূত হয়। এই সকল এলাকায় দ্রুত সামজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখে সমাজ বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে উদ্দীপিত হন। তাছাড়া সবুজ বিপ্লবের প্রভাব সমাজে গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি করে।

নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে তীব্র বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তাই সবুজ বিপ্লবকে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে মনে করা হয়, বিশেষ করে সেই সরকার এবং বিজ্ঞানীদের যারা এই প্রয়াসে যোগদান করেন। তা সত্বেও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা সবুজ বিপ্লবের কিছু নির্দিষ্ট নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব লক্ষ করেন। তারা সবুজ বিপ্লব এবং এর প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন।

অধিকাংশ সবুজ বৈপ্লবিক এলাকায় *সাধারণত মধ্যবিত্ত এবং সমৃদ্ধশালী কৃষকরাই নতুন প্রযুক্তি থেকে লাভবান হয়।* তার কারণ কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় নিবেশ ব্যয়বহুল ছিল এবং ছোটো ও প্রান্তিক কৃষকরা এই ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ছিল না। যখন কৃষকরা প্রাথমিকভাবে নিজেদের জন্য উৎপাদন করে এবং বাজারের জন্য উৎপাদনে অক্ষম, সেই অবস্থাকে 'জীবিকা নির্বাহ কৃষি' এবং সেই সকল কৃষকদের 'চাষী' বলা হয়। অন্যদিকে কৃষিবিদ্ বা কৃষক হল যারা পারিবারিক প্রয়োজনীয়তার ঊর্ধ্বেও অতিরিক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম এবং তাই তারা বাজারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই বলা যায়, *যে সকল কৃষকরা বাজারের জন্য অতিরিক্ত উৎপাদনে সক্ষম ছিল তারাই সবুজ বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ দ্বারা লাভবান হয়।*

তাই, 1960 এবং 1970 সালে সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্বে, কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তনের ফলে *গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক অসমতা লক্ষ্য করা যায়।* সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদিত শস্যগুলো খুব লাভপ্রদ ছিল কেননা তাদের ফলন অনেক বেশি হত। সমৃদ্ধশালী কৃষক যাদের ভূমি, পুঁজি, প্রযুক্তি ও কৌশল অধিগত করার ক্ষমতা ছিল এবং যারা নতুন বীজ ও সারে বিনিয়োগ করত, তাদের উৎপাদন এবং রোজগার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বহুক্ষেত্রে তা ভাড়াটে চাষীদের স্থানচ্যুত করে দেয়। তার কারণ ভূ-স্বামীরা ভাড়াটে চাষীদের থেকে নিজেদের ভূমি ফেরৎ নিয়ে নেয় এবং নিজেরাই কৃষিকাজ শুরু করে। সবুজ বিপ্লব কৃষিকে আরো লাভপ্রদ করে তোলে। এরফলে ধনী কৃষকেরা আরো সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন হয়ে উঠে এবং ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অবস্থার অবনতি ঘটে।

তাছাড়া নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন টিলার, ট্রাক্টর, থ্রেসার এবং ফসল কাটার যন্ত্র (বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশের এলাকাগুলোতে) এর কারণে সেইসব *সেবা প্রদানকারী জাতির স্থানচ্যুতি হয়,* যারা পূর্বে কৃষি সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিল। এই স্থানচ্যুতি প্রক্রিয়া গ্রামীন-নগরীয় প্রচরনের গতি বৃদ্ধি করে।

সবুজ বিপ্লবের চরণ পরিণতি হল 'পৃথকীকরণ' যেখানে ধনীরা আরো সমৃদ্ধশালী হয় এবং অধিকাংশ দরিদ্রদের আরো দরিদ্রতর হতে দেখা যায়। এটা উল্লেখযোগ্য যে, *বহু এলাকায় কৃষি শ্রমিকদের কাজ বা রোজগার ব্যবস্থা এবং বেতনের বৃদ্ধি ঘটে কারণ সমাজে শ্রমিকের চাহিদারও বৃদ্ধি হয়।* পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক প্রদানের পদ্ধতির পরিবর্তন (পূর্বে ফলনের থেকে শস্য দেওয়া হত যা পরিবর্তিত হয়ে নগদ টাকা হল) বস্তুত অধিকাংশ গ্রামীণ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের পরে, দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ভারতের শুষ্ক এবং অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে হয়। এই সকল এলাকায় 'শুষ্ক কৃষি' থেকে 'জলসেচের মাধ্যমে কৃষির' গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি শস্য বা বীজের ধরন এবং চাষ পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। এই এলাকাগুলোতে বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি পায় ও বাজারের উপর নির্ভরশীলতাও বেড়ে যায় (উদাহরণস্বরূপ, যেসব এলাকায় কার্পাসের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে), যা জীবিকার নিশ্চয়তা হ্রাস করে। অতীতে কৃষকরা নিজ ব্যবহারের বা ভোগের জন্য খাদ্য শস্য চাষ করতো, এখন তারা আয়ের জন্য বাজার-নির্ভরশীল। *বাজার-ভিত্তিক কৃষিতে, যেখানে শুধু এক প্রকারের ফসল চাষ করা হতো, সেখানে মূল্য হ্রাস বা অপকৃষ্ট ফসল (bad crop) কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠে।* অধিকাংশ সবুজ বৈপ্লবিক এলাকায়, কৃষকরা বহু প্রকারের শস্য থেকে একই প্রকার শস্য চাষে নিযুক্ত হয়। এই ব্যবস্থা বা কৃষি পদ্ধতি ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কেননা ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকদের কাছে অন্য কোন ফসল মজুদ থাকতো না, যা দিয়ে তারা এই ক্ষতির মোকাবিলা করতে পারে।

সবুজ বিপ্লবের অন্যতম নেতিবাচক পরিণাম হল *গুরুতর বা শোচনীয় আঞ্চলিক অসাম্য।* যে সকল এলাকার প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে, তারা উন্নতশীল হয়, অন্যদিকে বহু এলাকায় উন্নয়ন থেমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দেশের পূর্বাংশের তুলনায় পশ্চিম এবং দক্ষিণাংশে এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায় (Das, 1999)। এর ফলস্বরূপ, আমরা দেখতে পাই যে বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার মতো শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে কৃষি আংশিকভাবে অনুন্নত। তাছাড়া, এই সকল অঞ্চলে প্রোথিত 'সামন্ততান্ত্রিক' কৃষি ভিত্তিক কাঠামো অব্যাহত রয়েছে এবং বিষয়ী জাতি ও ভূস্বামীরা নিম্নজাতি, ভূমিহীন শ্রমিক ও ছোটো কৃষকদের উপর তাদের ক্ষমতা বজায় রাখে। সম্প্রতিকালে, এইসকল এলাকায় জাতি এবং শ্রেণির প্রবল অসমতা ও পাশাপাশি শোষণাত্মক শ্রম সম্পর্ক বিভিন্ন প্রকারের হিংসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি করে।

প্রায়শই এটা ভাবা হয় যে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বহু দশক ধরে, বলা যায় সবুজ বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় কৃষকরা কৃষিকার্যে নিযুক্ত। তাই তারা জমি চাষ এবং ফসল সম্পর্কে গভীর এবং ব্যাপক প্রথাগত জ্ঞান পোষণ করে। তাসত্ত্বেও, বেশিরভাগ প্রথাগত জ্ঞান যেমন অনেক প্রথাগত বীজের প্রকার যা কৃষকদের বহু দশকের প্রচেষ্টার ফল, বর্তমানে তা হারিয়ে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে হাইব্রিড, উচ্চফলনশীল বীজ এবং জীনগতভাবে পরিবর্তিত বীজের প্রকারকে বেশি উৎপাদনশীল এবং 'বৈজ্ঞানিক' বলে আখ্যায়িত করা হয়। (Gupta 1998, Vasavi 1999b)। তাই আধুনিক কৃষি পদ্ধতির নেতিবাচক পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবকে বিবেচনা করে, বহু বৈজ্ঞানিক ও কৃষকরা তাদের আন্দোলন পুনরায় প্রথাগত, জৈব বীজ এবং কৃষি পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করে। অধিকাংশ গ্রামীণ মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস রয়েছে যে প্রথাগত ফসলের তুলনায় হাইব্রিড ফসল শরীরের জন্য বেশি ক্ষতিকারক।

বাক্স 4.2

স্থানীয় মতানুসারে জৈব উৎপাদনের সম্পূর্ণতার সঙ্গে হাইব্রিড উৎপাদনের তুলনা করা হয়েছে। মাদভাবী গ্রামের একজন বয়স্ক মহিলা ভার্গব হুগার বলেন : তারা পূর্বে স্বল্প গম, লাল জোয়ার, কন্দ, আলু, ওল, লঙ্কা, তুলো এই জাতীয় ফসল চাষ করত। এখন শুধু চারিদিকে হাইব্রিড ..... কোথায় গেল জৈব ফসল? হাইব্রিড বীজ ... হাইব্রিড ফসল... এমনকি শিশুরাও হাইব্রিড। হাইব্রিড বীজ মাটিতে বপন করা হয় ... এমন কি যে শিশুরা জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও হাইব্রিড। (Vasavi 1994 : 295-96)

4.4 স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন

স্বাধীনোত্তরকালে, গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষ করে সবুজ বৈপ্লবিক এলাকাগুলোতে সামাজিক সম্পর্কে বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এর অন্তর্গত:

- কৃষিকার্যের ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে কৃষিক্ষেত্রে কৃষি শ্রমের পরিমাণও বেড়ে যায়।
- পারিশ্রমিকের রূপ পরিবর্তন হয়ে বস্তুরূপ (শস্য) থেকে নগদ টাকায় পারিশ্রমিক প্রদানের সূচনা।
- কৃষক বা ভূ-স্বামী এবং কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে প্রথাগত বা বংশানুক্রমিক সম্পর্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।
- মুক্ত দিনমুজর শ্রেণির উত্থান।

ভূ-স্বামী এবং কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজতত্ত্ববিদ জেন ব্রিম্যান (Jan Breman) এই পরিবর্তনকে 'রক্ষণ থেকে শোষণ' বলে ব্যাখ্যা করেন। এই ধরনের পরিবর্তন বহু এলাকায় ঘটে, বিশেষ করে যেখানে কৃষি দ্রুত বাণিজ্যিকৃত হয়, অর্থাৎ যেখানে সাধারণত বাজারের জন্যই ফসল চাষ করা হত। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই শ্রম সম্পর্কের পরিবর্তনকে পুঁজিবাদী কৃষির পরিবর্তনের

নির্দেশ বলে মনে করেন। তার কারণ পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে সাধারণত উৎপাদন মাধ্যম থেকে শ্রমিকদের পৃথকীকরণ (এক্ষেত্রে, ভূমি) করা হয় এবং এই পদ্ধতি 'মুক্ত' দিনমজুর ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া এটা সত্য যে উন্নত অঞ্চলগুলোতে কৃষকেরা বেশি বাজারমুখী হয়ে ওঠে। কৃষি বাণিজ্যিকৃত হওয়ার ফলে এই সকল গ্রামীণ এলাকা বিস্তৃত অর্থনীতির সঙ্গে সুসংহত হয়।। এই প্রক্রিয়া গ্রামে টাকার প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসা ও রোজগার ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারণ করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বাস্তবে এই গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন উপনিবেশিককালে শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে, যেমন মহারাষ্ট্রের বৃহৎ ভূমি তুলো চাষের জন্য প্রদান করা হয় এবং সেই সকল কৃষকদের বিশ্ব বাজারে যুক্ত হতে লক্ষ করা যায়। তবে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই পরিবর্তনের গতি এবং প্রসারের বৃদ্ধি হয়, কেননা সরকার অত্যাধুনিক চাষ পদ্ধতির প্রচার ও বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির আধুনিকীকরণের প্রয়াস করে। রাজ্য সরকার গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য খরচ করে, যেমন কৃষির সুযোগ সুবিধা, রাস্তা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, কৃষিজাত নিবেশের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা। গ্রামীণ ভারতে কৃষির নিয়মিত বিকাশের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি অন্যতম আবশ্যকতা। সম্প্রতিকালে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা হল এই লক্ষে ভারত সরকারের একটি প্রয়াস। 'গ্রামীণ উন্নয়নে' এই সকল প্রয়াসের সামগ্রিক ফলাফল শুধু গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষিকে পরিবর্তন করা নয়, সেই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক কাঠামো এবং গ্রামীণ সমাজকেও পরিবর্তন করা।

দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষিকার্য

কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন

1960 এবং 1970 সালে কৃষি উন্নয়নের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন মূলত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত কৃষকদের সমৃদ্ধির মাধ্যমে ঘটে, যারা নতুন প্রযুক্তির অনুসরণ করে। অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য গুজরাট এর মত কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে, অনেক সুসমৃদ্ধশালী এবং প্রভাবশালী কৃষকরা তাদের কৃষি থেকে লাভের অংশ অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজে ব্যয় করে। এই বৈচিত্র্যতার প্রক্রিয়া (diversification) নতুন উদ্যোক্তা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে, যারা গ্রামীণ এলাকা থেকে উদীয়মান শহরাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। তার ফলস্বরূপ, নতুন আঞ্চলিক এলিট শ্রেণির উদ্ভব হয়, যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতো (Rutten 1995)। শ্রেণি কাঠামোতে পরিবর্তনের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার বিস্তার হয়, বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহরতলীতে বেসরকারী পেশাদারী মহাবিদ্যালয়গুলো নব্য গ্রামীণ এলিটদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করে। শিক্ষা প্রাপ্তির পর, এইসকল ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন পেশায় বা হোয়াইট কোলার (White collar) পেশায় বা ব্যবসায় যুক্ত হতে দেখা যায়, যার কারণে নগরীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিস্তার ঘটে।

তাই যে এলাকাগুলোতে দ্রুত কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন দেখা গেছে, সেখানে প্রবীন ভূ-স্বামী বা কৃষক গোষ্ঠীর সমন্বয় সাধন হয়, যারা মূলত নিজেদের প্রগতিশীল উদ্যোক্তা ও গ্রামীণ নগরীয় প্রভাবশালী শ্রেণি রূপে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে যেমন, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে কার্যকর ভূমি সংস্কার, রাজনৈতিক সংহতি এবং পুন:বন্টনের পদক্ষেপ ইত্যাদির অভাব ছিল। এই কারণে সেখানে কৃষিভিত্তিক কাঠামো এবং অধিকাংশ মানুষের জীবনধারাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এর তুলনায় কেরালার মতো রাজ্যে অন্যতম উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘটে, অর্থাৎ সেখানে রাজনৈতিক সংহতি, পুন:বন্টন পদক্ষেপ এবং বিদেশি অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (প্রাথমিকভাবে উপসাগরীয় দেশসমূহ) হওয়ার কারণে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ব্যাপক ও বলিষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ এলাকা প্রাথমিকভাবে কৃষিভিত্তিক এই কথাটির পুরোপুরি সত্য নয়। কেরালার গ্রামাঞ্চলে 'মিশ্রিত' অর্থনীতি (mixed economy) বিদ্যমান যা কৃষি, খুচরো বিক্রয় এবং পরিষেবার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক (network) দ্বারা গঠিত। এমনকি সেখানে বহু সংখ্যক পরিবার বৈদেশিক অর্থ প্রেরণের উপর নির্ভরশীল।

কেরালার একটি গ্রামের এই বাড়ি 'সুক্রুথাম' কে দেখো। এটা পালাক্কাড জেলা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ইক্কার গ্রামে অবস্থিত।

4.5 শ্রমের পরিভ্রমণ

গ্রামীণ সমাজে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল প্রচরণকারী কৃষি শ্রমিকের বৃদ্ধি। যেহেতু শ্রমিক বা ভাড়াটে কৃষকদের ও ভূস্বামীদের মধ্যে প্রথাগত পৃষ্টপোষকতার সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় এবং অন্যদিকে পাঞ্জাবের মত সমৃদ্ধশীল সবুজ বৈপ্লবিক অঞ্চলগুলোতে কৃষি শ্রমিকের মরশুমি চাহিদার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। তাই সমাজে মরশুমি প্রচরণের উদ্ভব ঘটে অর্থাৎ হাজারো শ্রমিক নিজেদের গ্রাম এবং সমৃদ্ধশীল এলাকার মধ্যে পরিভ্রমণ করে, বিশেষ করে যেখানে শ্রমিকের চাহিদা এবং উচ্চ পারিশ্রমিক বিদ্যমান। তাছাড়া, 1990 সালে গ্রামীণ এলাকার তীব্র অসমতার কারণেও শ্রমিকদের প্রচরণ বৃদ্ধি পায়, যা অনেক পরিবারকে জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা পেশায় যুক্ত হতে বাধ্য করে। তাই জীবিকা নির্বাহের কৌশল রূপে, পুরুষরা মরশুম অনুসারে কাজ ও ভাল পারিশ্রমিকের সন্ধানে প্রচরণ করে। অন্যদিকে মহিলা এবং শিশুরা বাড়ির বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে গ্রামেই বসবাস করে। প্রচরণকারী শ্রমিকরা সাধারণত খরা-প্রবণ ও স্বল্প উৎপাদনশীল এলাকার অন্তর্গত হয় এবং তারা কর্মসূত্রে বছরের আংশিক সময় পাঞ্জাব ও হরিয়ানার ফার্মে কর্মরত থাকে অথবা উত্তর প্রদেশের ইট ভাট্টায় বা নতুন দিল্লী, ব্যাঙ্গালোরের মত শহরের নির্মাণকারী সংস্থায় কর্মরত থাকে। সমাজতত্ত্ববিদ্ জন্ ব্রিম্যান, এই সকল প্রচরণকারী শ্রমিকদের 'মুক্তশ্রমিক' (footloose labour) নামে আখ্যায়িত করেন, কিন্তু তার অর্থ স্বাধীনতা বোঝায় না। 1985 সালে ব্রিম্যান-এর গবেষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এই ধরণের ভূমিহীন শ্রমিকদের বেশি অধিকার থাকে না, যেমন সাধারণত তাদের ন্যূনতম পারিশ্রমিকও প্রদান করা হয় না। এটা লক্ষ করার বিষয় যে ধনী কৃষকরা প্রায়ই প্রচরণকারী শ্রমিকদের কৃষিকার্যে এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত করতে পছন্দ করে। তার কারণ প্রচরণকারী শ্রমিকদের শোষণ করা সহজ এবং তারা স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী হয়। এই পক্ষপাত অনেক এলাকায় এক অদ্ভূত আকার ধারণ করে। একদিকে চূড়ান্ত কৃষি মরশুমে স্থানীয় ভূমিহীন শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে প্রচরণ করে, অন্যদিকে অন্যান্য এলাকা থেকে আগত প্রচরণকারী শ্রমিকদের স্থানীয় ফার্মের কাজে নিযুক্ত করা হয়। প্রচরণের এই ধারণাটি বিশেষভাবে আঁখ চাষ করা এলাকায় লক্ষ করা যায়। প্রচরণ এবং চাকুরীর নিরাপত্তার অভাবে এই সকল শ্রমিকদের জীবনধারা এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

শ্রমিকের ব্যাপক পরিভ্রমণ গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে। এই প্রভাবের বিস্তার উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ গৃহীত অঞ্চল এবং সরবরাহ অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যেসকল দরিদ্র এলাকায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের বছরের অধিকাংশ সময় কাজের সূত্রে গ্রামের বাইরে থাকতে হয়, সেখানে কৃষি প্রাথমিকভাবে মহিলাদের কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি শ্রমের মূল উৎস রূপে মহিলাদের উদ্ভব ঘটছে, যার ফলস্বরূপ সমাজে নারীকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা অপেক্ষাকৃত বেশি কারণ তারা একই ধরনের কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় কম পারিশ্রমিক বা মজুরী লাভ করে। পূর্বে মহিলাদের সরকারী পরিসংখ্যানে উপার্জনকারী এবং শ্রমিকরূপে খুব কম লক্ষ করা যেত। একদিকে মহিলারা ভূমিহীন শ্রমিক এবং কৃষকরূপে পরিশ্রম করে, কিন্তু প্রচলিত পিতৃবংশানুক্রমিক আত্মীয় ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রথা পুরুষের অধিকারের পক্ষপাতিত্ব করে, যারফলে বাস্তবে মহিলাদের ভূমির মালিকানা থেকে বহিষ্কৃত হতে দেখা যায়।

4.6 বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং গ্রামীণ সমাজ

LETTER FROM MANSURPUR

In western UP, sugarcane is life

Avijit Ghosh | TNN

Mansurpur (UP): It's early morning. And a bunch of anarchic lorries and tractors swollen with sugarcane are already holding up the traffic on NH 58. A little ahead, a posse of bullock carts in similar condition has formed a hydra-headed queue before a sugar mill in this dusty kasba. It will be hours before the yield is delivered.

Outside, Raj Kumar Tyagi of Mubarakpur village sits by his tractor unmindful of asthmatic dust hanging thick in the air. "We are used to waiting," he says. "That's what a crop like sugarcane that takes almost a year to mature teaches farmers."

The wait, from all accounts, has been worth it. "This year, the quality and quantity is good," says Vipin Tyagi, manager (cane), Uttam Sugar Mills. The state government hasn't announced the year's procurement price yet. But the cheery mood flows from a rustic wisdom that former pradhan of Tughluqpur village, Om Singh, typifies. He says, "With UP assembly elections due early next year, farmers believe chief minister Mulayam Singh Yadav will declare a high procurement rate just like wheat." Farmer-friendly organisations have been issuing press statements to keep the pressure. Last year, cane farmers earned around Rs 130-135 per quintal. This year, they hope to fetch at least Rs 150 per quintal.

But the long, jointed fibrous stalk isn't just the region's primary crop. In these parts, sugarcane is synonymous with life. It's not only the spine of the local economy; it's also the soul of its social calendar. The quantum of production and its price decides both marriage spending and motorcycle sales. The crop [illegible] for farm[illegible]ns. In these [illegible] kidnapping [illegible]ry, it means [illegible] too.

"B[illegible] harvest, kidnappers hide their victims in tall sugarcane fields. After the crop is reaped, the venue shifts elsewhere," says Amarendra Sengar, SP Muzaffarnagar district. "But unlike Punjab, where festivals like Lohri are linked to wheat harvesting, no such celebrations are associated with sugarcane," says Muzaffarnagar-based psychologist Sanjay Singh.

Statistics show UP contributes about 44% of India's total cane production. About 2.25 million hectares is under sugarcane cultivation. In 2005-06, the state produced around 135 million tonnes of the crop.

And western UP is cane heartland. As Pervez Garg of Mansurpur Traders Association puts it succinctly, "Everything we do or don't do is linked to sugarcane." Sari sales in his shop rise by 30% during the harvest season. Mobile phone retailer Sudesh Kumar sells three phones on an average during the off-season but the harvest months (November to March), sees sales move north to six phones a day. "Sometimes, the number is as high as nine," he informs. But for a liquor seller in Khatauli kasba, the season has a different meaning. "To me, it means the end of the beer and the beginning of whisky season," he says.

BUMPER CROP: Sales of consumer goods like bikes and mobiles surge during the harvest months in rural parts of western UP

Guest Editor's CHOICE

► Delays irk farmers, P 19

গ্রামীণ এলাকার বিশদবর্ণনা

1980 সালের শেষ দিকে, ভারত যে উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করে, তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব কৃষি এবংং গ্রামীণ সমাজে বিরাজ করছিল। এই নীতির অন্তর্গত -বিশ্ব বাণিজ্যিক সংস্থায় (World Trade Organisation) যোগদান করা অনিবার্য, যার উদ্দেশ্য মুক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক ব্যবস্থা এবং ভারতীয় বাজারকে আন্তর্জাতিক স্তরে আমদানির ক্ষেত্রে প্রসারিত করা। এরফলে বহু দশক ধরে প্রাপ্ত রাজ্য সহায়তা এবং সুরক্ষিত বাজার ব্যবস্থা থেকে, এখন ভারতীয় কৃষকরা বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সকলেই স্থানীয় দোকানে আমদানিকৃত ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দেখি যা কিছু বছর পূর্বে আমদানী সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতার কারণে সহজলভ্য ছিল না। সমসাময়িক ভারতে গম আমদানী করার সিদ্ধান্ত হয়, যা মূলত একটি বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত বলে গ্রাহ্য করা হয়েছে। তার কারণ এই সিদ্ধান্ত খাদ্যদ্রব্যের স্বনির্ভরতা নীতির বিপরীত এবং তা পূর্বের তিক্ত স্মৃতি স্মরণ করায় অর্থাৎ যখন ভারত স্বাধীনতার পরবর্তী কালে আমেরিকা থেকে আমদানী করা খাদ্য দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

কৃষির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বা বৃহত্তম বিশ্ববাজারে কৃষির সম্পর্ক যুক্ত হওয়া এই সকলকে কৃষি বিশ্বায়নের সূচক রূপে গ্রাহ্য করা হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব গ্রামীন সমাজে এবং কৃষকদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাব এবং কর্ণাটকের মত কিছু অঞ্চলে কৃষকদের বহুজাতিক সংস্থার (যেমন পেপসিকো) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কিছু নির্দিষ্ট ফসল চাষ করতে দেখা যায় (যেমন, টমেটো এবং আলু)। সংস্থাগুলো পরবর্তী সময় রপ্তানি বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য

এই সকল ফসল ক্রয় করে। এই সকল 'চুক্তিবদ্ধ কৃষি' ব্যবস্থায় প্রথমত কোন্ ফসল চাষ করা হবে সে সম্পর্কে সংস্থাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও পরে বীজ ও অন্যান্য নিবেশ, চাষ পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করে। তার পরিবর্তে, কৃষকদের এই মর্মে আশ্বাস দেয় যে উৎপাদিত ফসলের জন্য 'বাজার' রয়েছে, কেননা সংস্থা জামিন দেয় যে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে উৎপাদন ক্রয় করা হবে। বর্তমানে সমাজে চুক্তিবদ্ধ কৃষির প্রচলন রয়েছে, বিশেষ করে কাটা ফুল, আঙ্গুর, ডুমুর এবং বেদানা, তুলো ও তৈল বীজের মতো বিভিন্ন উৎপাদনে এটি লক্ষ করা যায়। একদিকে চুক্তিবদ্ধ কৃষি কৃষকদের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদান করে কিন্তু তা কৃষকদের জন্য অনিশ্চয়তার কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে, কেননা জীবিকার জন্য কৃষকদের সংস্থা নির্ভরশীল হয়ে উঠতে লক্ষ করা যায়। তাছাড়া চুক্তি কৃষির ক্ষেত্রে ফুল এবং ক্ষীরার (gherkin) মত রপ্তানীজাত উৎপাদনের অর্থ হল যে কৃষি জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন হচ্ছে না। চুক্তিবদ্ধ কৃষির সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব হল যে এটা অধিকাংশ মানুষকে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং এরফলে তাদের নিজস্ব কৃষি সম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞান অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। এছাড়া, চুক্তি কৃষি প্রাথমিকভাবে অভিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, এবং যেহেতু এই পদ্ধতিতে সার ও কীটনাশকের প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার আবশ্যক, তাই এটি প্রায় পরিবেশগতভাবে স্থিতিশীল নয়।

ফুলের চাষ

কৃষি বিশ্বায়নের অন্যতম এবং ব্যাপক দিক হল কৃষি নিবেশের বিক্রেতা রূপে বহুজাত সংস্থার প্রবেশ, যেমন তাদের প্রায়ই বীজ, কীটনাশক, সার ইত্যাদি বিক্রয় করতে লক্ষ করা যায়। পূর্ব কিছু দশক ধরে, সরকার কর্তৃক কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং কৃষি ভিত্তিক প্রসারে যুক্ত প্রতিনিধিদের বীজ, সার এবং কীটনাশক সংস্থার প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এই সকল প্রতিনিধিরা কৃষকদের জন্য বীজ বা কৃষি সম্পর্কিত পদ্ধতির একমাত্র তথ্যের উৎস। তাছাড়া তাদের নিজস্ব দ্রব্য বিক্রয় করারও স্বার্থ থাকে। এর ফলস্বরূপ কৃষকরা এখন দামী সার এবং কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল যা তাদের লভ্যাংশ হ্রাস করে, কৃষকদের ঋণগ্রস্থ করে এবং গ্রামীন এলাকায় পরিবেশগত সংকটও সৃষ্টি করে।

বহু শতাব্দী ধরে ভারতের কৃষকরা খরা, বিফল ফসল, ঋণের কারণে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা এখনো নতুন। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা কৃষিভিত্তিক সমাজে সামাজিক এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ঘটনাগুলো ব্যাখ্যার প্রায়শ করেন। এই ধরনের 'আত্মহত্যা' এখন 'ম্যাট্রিক্স ঘটনায়' পরিণত হয়েছে অর্থাৎ অনেকগুলো কারণ সমতেবভাবে ঘটনার আকার প্রদান করে।

কৃষকের আত্মহত্যা

বাক্স 4.3

1997-98 সালে কৃষিতে কাঠামোগত অর্থনৈতিক এবং কৃষিভিত্তিক নীতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই সকল পরিবর্তন গ্রামীণ দুর্দশার কারণ এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে কৃষক আত্মহত্যার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এরই অন্তর্গত গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তিত ভূমিমালিকানার আকার, পরিবর্তিত কৃষি পদ্ধতি, বিশেষ করে নগদ ফসলের প্রতি ঝোঁক, উদারীকরণ নীতির ফলে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় কৃষির আত্মপ্রকাশ ঘটে, উচ্চমূল্যের নিবেশের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া বীজ ও সার উৎপাদনকারী বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা বিস্তৃত সরকারি কৃষিজাত কার্যাবলীর পুন:স্থাপন হয়েছে, কৃষির জন্য সরকারী সহায়তা হ্রাস হয় এবং কৃষি পরিচালনায় 'ব্যক্তিগতকরণ' (individualisation) দেখা যায়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে 2001 এবং 2006 সালে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা এবং মহারাষ্ট্রে 8,900 কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। *(Suri : 2006 : 1523)*

যেসব কৃষক আত্মহত্যা করেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রান্তিক কৃষক। এই সকল কৃষকরা সবুজ বৈপ্লবিক পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস করেছিল। কিন্তু এই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির অর্থ হল বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া: কৃষিজাত ভর্তুকী বা সরকারী সাহায্য হ্রাসের কারণে উৎপাদন খরচ ব্যাপক বৃদ্ধি পায়, বাজার অস্থিতিশীল এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহু কৃষকরা মূল্যবান নিবেশের ঋণে জর্জরিত থাকত। তাছাড়া ফসল ব্যর্থতা (যা রোগ বা পোকা বা বেশি বৃষ্টিপাত বা খরার কারণে হতো) এবং কিছু ক্ষেত্রে, পর্যাপ্ত সহায়তা বা সঠিক বাজার মূল্যের অভাব, কৃষকদের ঋণে জর্জরিত করে দেয় এবং তাদের পরিবার প্রতিপালন কষ্টকর হয়ে উঠে। গ্রামীণ এলাকায় পরিবর্তিত সংস্কৃতির কারণে এই দুর্দশা আরো চরম হয়ে উঠে। বর্তমান সমাজে বিবাহ, পণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের মত নতুন কাজের জন্য বর্ধিত আয় আবশ্যক। (Vasavi 1999a)

গ্রামাঞ্চলে কৃষক আত্মহত্যার ধরন গুরুতর সংকটের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি এখন অসমর্থনীয় হয়ে উঠেছে এবং সরকারী সহায়তার ক্ষেত্রেও ব্যাপক হ্রাস লক্ষ করা যায়। তাছাড়া কৃষিজাত সমস্যা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ জনগণের সমস্যা বলে গ্রাহ্য করা হয় না। গ্রামীণ সমাজে সচলতার অভাবের অর্থ হল যে কৃষকরা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরূপে সংগঠিত হতে এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে নিজেদের পক্ষে প্রভাবিত করতে অসফল। তাই কৃষক আত্মহত্যা সাধারণত ঋণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা ফসল ব্যর্থতার মূল কারণ। ভারত সরকারের কিছু প্রকল্প, যেমন প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, গ্রাম উদয় সে ভারত উদয় অভিযান ও ন্যাশনাল রুরবান মিশনের মাধ্যমে কৃষকদের সমন্বিত সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সকল প্রকল্প গ্রামীণ ভারতে জীবনধারার মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

কাজ 4.4

সংবাদপত্র মনোযোগ সহকারে পড়ো। টিভি বা রেডিওতে সম্প্রচার হওয়া খবর শোনো। তোমরা কতবার গ্রামীণ এলাকার খবর পাও? সাধারণত কী প্রকার সমস্যার প্রতিবেদন দেখা যায়?

1. নিম্নলিখিত অংশটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

আঘানবিঘার শ্রমিকদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, কারণ তাদের মালিকগণ শুধু রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শ্রেণি ছিল না, উপরন্তু তারা প্রতিপত্তিশালী জাতির সদস্যও ছিল। তাই তাদের সামাজিক ক্ষমতার এক অন্যতম দিক ছিল এই যে, তারা সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব স্বার্থগুলোকে সুরক্ষিত করতে পারত। তাই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই ধরনের রাজনৈতিক কারণ বহুলাংশে দায়ী।

i) তোমার কী মনে হয় মালিকগণ কীভাবে সরকারি ক্ষমতার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাদের নিজ স্বার্থগুলোকে সুরক্ষিত করতে পেরেছিল?

ii) শ্রমিকদের কেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করতে হতো ?

2. তোমার মতে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং প্রচরণ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে সরকার দ্বারা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক?

3. কৃষি শ্রমিকদের পরিস্থিতি এবং তাদের ঊর্ধ্বতন সামাজিক অর্থনৈতিক সচলতার অভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এরমধ্যে কয়েকটি সম্পর্কের উল্লেখ কর।

4. কী কী কারণবশত কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠী নিজেদের নতুন ধনসম্পদ, উদ্যোক্তা, প্রভাবশালী, শ্রেণি রূপে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়? তোমার রাজ্যে এই ধরনের পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দাও।

5. হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছায়াছবি প্রায়শ গ্রামীণ এলাকায় শুটিং করা হয়। গ্রামীণ ভারতে তৈরি একটি ছায়াছবি সম্পর্কে ভাবো এবং সেখানে দেখানো গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিকে বর্ণনা কর। এই উপস্থাপন কতটা বাস্তব। সম্প্রতিকালে গ্রামীণ এলাকায় অভিনীত করা কোন ছায়াছবি দেখেছ কি? যদি না হয়, কিভাবে তুমি তা ব্যাখ্যা করবে?

6. তোমার পাড়ায় যে-কোনো একটি নির্মাণকারী কার্যস্থল, ইটভাট্টা বা অন্য কোনো জায়গা পরিদর্শন করো যেখানে সাধারণত প্রচরণকারী শ্রমিক বিদ্যমান। অনুসন্ধান কর যে তারা কোথা থেকে এসেছে। কীভাবে তাদের গ্রাম থেকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং 'পুকাদাম' কে ? যদি তারা গ্রামাঞ্চল থেকে হয় তাহলে তাদের গ্রামীণ জীবনধারা সম্পর্কে জানার চেষ্টা কর। কেন তাদের কাজের সন্ধানে প্রচরণ করতে হয়?

7. একটি স্থানীয় ফল বিক্রেতার কাছ থেকে তার বিক্রয় করা ফল, আমদানী স্থল, ফলের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। ভারতে ফলের (যেমন অস্ট্রেলিয়া থেকে আপেল) আমদানির কারণে স্থানীয় উৎপাদন মূল্যে কী প্রভাব পড়ে? এমন কি কোন আমদানীকৃত ফল রয়েছে যার মূল্য ভারতীয় ফলের তুলনায় কম?

8. তথ্য সংগ্রহ করে গ্রামীণ সমাজের পরিবেশগত অবস্থান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখো। এই বিষয়ের কিছু উদাহরণ হল সার, জলস্তরে হ্রাস, উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের প্রভাব, মাটির লবণাক্তকরণ এবং খাল দ্বারা সেচ অঞ্চলে জলমগ্নতা, জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি ইত্যাদি। সম্ভাব্য উৎস : State of India's Environment Reports : Reports from Centre for Science and Development Down to Earth.

REFERENCES

Agarwal, Bina. 1994. *A Field of One's Own; Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge University Press. New Delhi.

Breman, Jan. 1974. *Patronage and Exploitation; Changing Agrarian Relations in South Gujarat*. University of California Press. Berkeley.

Breman, Jan. 1985. *Of Peasants, Migrants and Paupers; Rural labour Circulation and Capitalist Production in West India*. Oxford University Press. Delhi.

Breman, Jan and Sudipto Mundle (Eds.). 1991. *Rural Transformation in Asia.* Oxford University Press. Delhi.

Das, Raju J. 1999. 'Geographical unevenness of India's Green Revolution', J*ournal of Contemporary Asia.* 29 (2).

Gupta, Akhil. 1998. *Postcolonial Developments: Agriculture in the Making of Modern India*. Oxford University Press. Delhi.

Kumar, Dharma. 1998. *Colonialism, Property and the State*. Oxford University Press. Delhi.

Rutten, Mario. 1995. *Farms and Factories; Social Profile of Large Farmers and Rural Industrialists in West India*. Oxford University Press. Delhi.

Srinivas, M.N. 1987. *The Dominant Caste and Other Essays.* Oxford University Press. Delhi.

Suri, K.C. 2006. 'Political economy of agrarian distress'. *Economic and Political Weekly.* 41:1523-29.

Thorner, Alice. 1982. 'Semi-feudalism or capitalism? Contemporary debate on classes and modes of production in India'. *Economic and Political Weekly.* 17:1961-68, 1993-99, 2061-66.

Thorner, Daniel. 1991. Agrarian structure. In Dipankar Gupta (Ed.), *Social Stratification*. Oxford University Press. Delhi.

Vasavi, A.R. 1994. Hybrid Times, Hybrid People: Culture and Agriculture in South India, Man, *Journal of the Royal Anthropological Society*. (29) 2.

Vasavi, A.R. 1999a. 'Agrarian distress in Bidar: State, Market and Suicides'. *Economic and Political Weekly.* 34:2263-68.

Vasavi, A.R. 1999b. *Harbingers of Rain: Land and Life in south India*. Oxford University Press. Delhi.

5 শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিবর্তন ও উন্নয়ন

Change and Development in Industrial Society

তুমি শেষ কোন্ চলচ্চিত্রটি দেখেছ? আমরা নিশ্চিত যে, তুমি সেই চলচ্চিত্রের নায়ক এবং নায়িকার নাম বলতে পারবে। কিন্তু তুমি কি শব্দ এবং আলোর প্রযুক্তিবিদ্, মেকআপ ম্যান, নৃত্য পরিচালকের নাম মনে রেখেছ? কিছু লোক, যেমন কাঠমিস্ত্রি, যে এই সেটটি তৈরি করে, সম্প্রচারে তার নামের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত থাকে না। যদিও, এই লোকগুলো ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। বলিউড যদিও তোমার আমার কাছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু অনেকের কাছে তা কর্মস্থল। যে-কোনো শিল্পের মতো, সেখানকার শ্রমিকরাও সংগঠনের অংশ। উদাহরণস্বরূপ, নৃত্যকার, স্টান্ট আর্টিস্ট এবং অন্যান্য সব শিল্পীরা ছোটো শিল্পী সমিতির (Junior Artist Association) অংশ, যাদের দাবী হল 8 ঘন্টা অন্তর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বের পালা বদল, যথাযথ মজুরী এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রদান। চলচ্চিত্র জগতের এই পণ্যগুলো চিত্র পরিচালক এবং সিনেমা হলের মালিক অথবা গানের কেসেট ও ভিডিও-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত এবং বাজারজাত করা হয়। এই শিল্প প্রতিষ্টানে কর্মরত লোকজন, অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করা লোকের মত, ঐ শহরেই বসবাস করে, কিন্তু ওই শহরে তার কাজের ধরন কী হবে, সেটা ওই লোকটির পরিচয় এবং তার উপার্জনের উপর নির্ভর করে। চলচ্চিত্র তারকা এবং কাপড় মিলের মালিক জুহু (Juhu) এর মতো জায়গায় বসবাস করে, যেখানে অন্যান্যরা এবং কাপড় মিলের শ্রমিকরা গিরানগাঁও (Girangaon) -এর মতো জায়গায় বাস করে। কেউ পাঁচতারা হোটেলে যায় এবং জাপানী সুসি (Sushi) খায় আবার কেউ স্থানীয় খাবারের ঠেলা গাড়ি থেকে বড়াপাও (Vada Pav) খায়। মুম্বাইয়ের বাসিন্দারা কোথায় থাকে, কী খায় ও কত দামের পোষাক পরে তার উপর ভিত্তি করে তাদের বিভাজন করা হয়। কিন্তু এমনও কিছু জরুরী সাধারণ সুবিধা রয়েছে যা শহর তাদের প্রদান করে এবং এগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে। তারা একই চলচ্চিত্র এবং ক্রিকেট ম্যাচ দেখে, তারা একই বায়ু দূষণ সহ্য করে এবং তাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা তাদের সন্তানরা ভালো করুক।

মানুষ কীভাবে এবং কোথায় কাজ করে ও কী ধরনের চাকুরী করে, এইসব তার পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন দ্বারা বা বিভিন্ন ধরনের কাজের সহজলভ্যতার মাধ্যমে ভারতের সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তন আসে। অন্যদিকে, কাজের সংগঠন বা পণ্য বাজারজাত করার প্রক্রিয়াটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন জাতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক, লিঙ্গ এবং অঞ্চল দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এটি সমাজতত্ত্বের গবেষণার একটি ব্যাপক ক্ষেত্র।

উদাহরণস্বরূপ, ইঞ্জিনিয়ারিং এর তুলনায় কেন অন্যান্য নির্দিষ্ট কিছু চাকুরী যেমন নার্সিং অথবা শিক্ষকতায় মহিলাদের অধিক মাত্রায় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়? এটা কী শুধু কাকতালীয় না সমাজের কোন চিন্তাধারা যে মহিলারা 'কঠিন' ও সাহসিক কাজের পরিবর্তে সেবা এবং লালন পালনের মতো কাজের জন্য বেশী উপযুক্ত? তবে এটাও ঠিক যে নার্সিং পুল তৈরির নক্শা প্রস্তুত থেকেও বেশি কঠিন। যদি বেশিরভাগ মহিলারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে অগ্রসর হয় তাহলে তা সেই পেশায় কী প্রভাব ফেলবে? নিজেকে প্রশ্ন কর, ভারতে কেন কিছু কফির বিজ্ঞাপনের প্যাকেটে দুটো কাপ দেখানো হয় যেখানে আমেরিকার বিজ্ঞাপনে একটি কাপ দেখানো হয়? এর উত্তর হল এই যে বেশিরভাগ ভারতীয়রা মনে করে যে কফি পান করা কোনো ব্যক্তিগত কাজ নয় বরং এটি সামাজিকতার একটি মাধ্যম যেখানে এক থেকে বেশি লোক কফি পান করার কাজটিতে অংশগ্রহণ করে। কে কী সরবরাহ করে, কে কোথায় কাজ করে, কে কার কাছে বিক্রি করে এবং কিভাবে — এসব প্রশ্ন করতে সমাজতত্ত্ববিদ্রা খুবই আগ্রহী। এগুলো কারোও ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, কিন্তু এগুলো সামাজিক নমুনার ফলাফল। বিপরীত দিকে, মানুষের পছন্দের দ্বারা সমাজের পরিচালনা প্রভাবিত হয়।

5.1 শিল্পভিত্তিক সমাজের চিত্র

সমাজতত্ত্বের বহু মহৎ কাজ এমন একটি সময় রচিত হয় যখন সমাজে শিল্পায়নের ধারনা নতুন ছিল এবং যন্ত্রপাতি গুরুত্বলাভ করছিল। কার্লমার্কস্, ম্যাক্স ওয়েভার এবং এমিল দুর্খেইম (Emile Durkheim) এর মতো

চিন্তাবিদ্‌রা অসংখ্য সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন, যেমন নগরায়ন, মুখোমুখি সম্পর্কের হ্রাস যা সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যমান ছিল যেখানে অধিকাংশ মানুষ নিজস্ব ফার্মে বা পরিচিত ভূ-স্বামীর নিকট কর্মরত থাকত এবং এই সম্পর্ক আধুনিক কারখানা ও কর্মস্থলে বেনামী পেশাদারী সম্পর্ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে লক্ষ করা যায়। শিল্পায়নে শ্রম বিভাজনের বিশদ ধারনা বিদ্যমান। মানুষ প্রায়ই তার কাজের অন্তিম পরিণতি দেখতে পায় না কেননা তার মূল পণ্যের শুধুমাত্র ছোটো একটি অংশ উৎপাদনে নিযুক্ত। তাই অধিকাংশ সময় কাজটি পুণরাবৃত্তিমূলক এবং ক্লান্তিকর হয়। তা সত্ত্বেও বেকার হয়ে থাকা থেকে এই কাজে নিযুক্ত থাকা ভাল বলে মনে করা হতো। এই পরিস্থিতিকে মার্ক্স বিচ্ছিন্নতাবোধ বলে আখ্যায়িত করেন, অর্থাৎ যখন মানুষ নিযুক্ত কাজে আনন্দ বোধ করে না এবং শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কাজটি করে যায়। তবে এই অবস্থানে মানুষের জীবিকা নির্বাহ এটার উপর নির্ভর করে, যে ওই প্রযুক্তিতে মানব শ্রমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা।

অন্তত কিছু ক্ষেত্রে শিল্পায়ন বৃহত্তর সমতার সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ ট্রেনে, বাসে কিংবা সাইবার ক্যাফেতে এখন জাতিভেদ কোন ব্যাপার নয়। অন্যদিকে হয়তো বা, পুরানো ধরনের বৈষম্য নতুন কলকারখানায় বা কর্মস্থলে বিরাজ করছে। যদিও সামাজিক অসমতার হ্রাস ঘটেছে কিন্তু পৃথিবী ব্যাপী অর্থনৈতিক বা আয়ের অসমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায়শই সামাজিক অসমতা এবং অর্থনৈতিক অসমতা ওতোপ্রতোভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়। যেমন-চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন বা সাংবাদিকতার মতো ভালো বেতন প্রদানকারী পেশায় উচ্চজাতির পুরুষদের উপস্থিতি বেশি লক্ষ করা যায়। কিন্তু মহিলারা একই কাজের জন্য প্রায়শই পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পায়।

একদিকে প্রারম্ভিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গন শিল্পায়নকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়রূপে ব্যক্ত করেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রভাবে শিল্পায়নকে অনিবার্য এবং ইতিবাচক রূপে গ্রাহ্য করা হয়। আধুনিকীকরণ তত্ত্ব অনুসারে সমাজগুলো আধুনিকীকরণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকেই একই দিশায় অগ্রসর হচ্ছে। এই সকল তত্ত্ববিদ্‌দের মতে পশ্চিমী সমাজ আধুনিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে।

কাজ 5.1

আধুনিকীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত তত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক কের (Clark Kerr) অভিসৃতি গবেষণামূলক প্রবন্ধ (Convergence thesis) উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে একবিংশ শতাব্দীর শিল্পোন্নত ভারতের সাথে চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায় যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত থেকে ভিন্ন। তোমার মতে এটা কি সত্য? সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্য কি নতুন প্রযুক্তির কারণে উধাও হয়ে যাচ্ছে নাকি সংস্কৃতি মানুষকে প্রভাবিত করে যে কী প্রকারে তারা নতুন পণ্যকে গ্রহণ করবে? এইসকল বিষয় নিয়ে উদাহরণসহ তোমার মত প্রকাশ কর।

5.2 ভারতে শিল্পায়ন

ভারতীয় শিল্পায়নের নির্দিষ্টতা

ভারতের শিল্পায়নের অভিজ্ঞতায় পশ্চিমী মডেলের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের কোন আদর্শ মডেল নেই। চলো আমরা একটি বিশেষ পার্থক্য দিয়ে শুরু করি যে মানুষ কী কী বিভিন্ন প্রকারের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রধানত চাকুরীজীবি, বাকীদের মধ্যে কিছু শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং 10 শতাংশেরও কম মানুষ কৃষি কাজে লিপ্ত (ILO-র পরিসংখ্যান অনুসারে)। অন্যদিকে ভারতে 1999-2000 সালে, প্রায় 60% মানুষ মুখ্য

শাখা যেমন কৃষি ও খনন কার্যে, 17% মানুষ গৌন শাখা যেমন উৎপাদন, নির্মাণ কার্য ও উপযোগিতা কার্যে নিযুক্ত ছিল এবং প্রায় 23% মানুষ ব্যবসা, পরিবহণ, অর্থনৈতিক পরিষেবা ইত্যাদির মতো তৃতীয় (tertiary) শাখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু আমরা যদি ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে এই সকল শাখার অবদান লক্ষ করি, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে কৃষির অবদান তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং আনুমানিক অর্ধেকেরও বেশি অবদান রয়েছে চাকুরির। এটা খুবই সঙ্কটনজক পরিস্থিতি, অর্থাৎ যে শাখায় অধিকাংশ মানুষ কর্মরত, সে শাখা অধিক আয় সৃষ্টি করতে অসফল। (Government of India, Economic Survey 2001-2002). 2006-2007 সালে ভারতের 15.19% জনগণ কৃষিতে কর্মরত, 0.61% খনন এবং পাথর অনুসন্ধান কাজে যুক্ত, 13.33% উৎপাদনের কাজে, 6.10% পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ছিল। তাছাড়া 13.18% জনগণ ব্যবসা, হোটেল ও রেস্তোরাতে কর্মরত, 5.06% জনগণ পরিবহণ, সংরক্ষণ, যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, 8.97% সামাজিক, ব্যক্তিগত সম্প্রদায়ভিত্তিক কাজে নিযুক্ত, 2.22% অর্থনৈতিক বীমা সংস্থার কাজে, ব্যবসায়িক, আবাসন সংক্রান্ত কাজে কর্মরত এবং 0.33% বিদ্যুৎ এবং জল সংস্থায় কর্মরত।

(Source- Planning Commission 11th Five Year Plan, 2007-12, Vol. I, Page 66).

সকল শ্রমিকদের চাকুরির পদমর্যাদার ভিত্তিতে বিন্যাসের শতকরা হার: বিভিন্ন বছরের গ্রামীণ ও শহর এলাকায় স্বনির্ভর, নিয়মিত এবং ক্যাজুয়েল শ্রমিক

	বছর			
	1993-94	*1999-2000*	*2004-05*	*2009-10*
গ্রাম				
স্বনির্ভর	58.0	55.8	60.2	54.2
সমস্ত মজুরীশ্রমিক*	42.0	44.2	39.9	45.9
নিয়মিত	6.5	6.8	7.1	7.3
ক্যাজুয়েল	35.6	37.4	32.8	38.6
. শহর				
স্বনির্ভর	42.3	42.2	45.4	41.1
সমস্ত মজুরী শ্রমিক*	57.7	57.8	54.5	58.9
নিয়মিত	39.4	40.0	39.5	41.4
ক্যাজুয়েল	18.3	17.7	15.0	17.5

Source: *Second Annual Report to the people on Employment, 2011.*

উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল যে সেসব দেশে কত সংখ্যক জনগণ নিয়মিত বেতনক্রমে নিযুক্ত রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ মানুষ বিধিবদ্ধ নিয়মে কর্মরত। ভারতে 50% এর বেশি জনগণ স্বনির্ভর, প্রায় ... শুধু নিয়মিত বেতনক্রমে নিযুক্ত, অন্যদিকে প্ররায় 30% অনিয়মিত শ্রমিক (Causal labour) রূপে কর্মরত। (Anant 2005:239) পাশে চার্টে 1977-78 এবং 1999-2000 সালের হওয়া পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ্ এবং অন্যরা সংগঠিত বা বিধিবদ্ধ শাখা এবং অসংগঠিত বা অবিধিবদ্ধ শাখার মধ্যে পার্থক্য করেন। কীভাবে এই শাখাগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হবে, তার উপর বিতর্ক বিদ্যমান। একটি সংজ্ঞা অনুসারে সংগঠিত বা বিধিবদ্ধ শাখা হল এমন সব এককের সমষ্টি যেখানে প্রতি এককে সারা বছর ধরে দশজন বা তার অধিক মানুষ কর্মরত থাকে। তাছাড়া এই ধরনের শাখাগুলোর সরকারীভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হওয়া আবশ্যক, যা কর্মচারীদের ন্যায্য বেতনক্রম, পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করে। ভারতে 90% কাজ অসংগঠিত বা অবিধিবদ্ধ শাখায় লক্ষ করা যায় (কৃষি, শিল্প বা পরিষেবামূলক কাজ)। সংগঠিত বা বিধিবদ্ধ শাখাগুলোর ছোট আকার হওয়ার পিছনে কী সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে?

প্রথমত, এর অর্থ হল যে কেবল স্বল্প সংখ্যক মানুষই বড় ফার্মে কাজ করার এবং সেখানে অন্যান্য অঞ্চল এবং পরিবেশের মানুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু নগরীয় পরিবেশ বা পরিস্থিতি কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন যেমন, শহরে বসবাসকারী প্রতিবেশিরা হয়তো বা বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কিন্তু সাধারণত অধিকাংশ ভারতীয়রা ছোটো মাপের কর্মস্থলেই

কাজে নিযুক্ত থাকে। এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দ্বারা কাজের অনেক দিক নির্ধারিত হয়। যদি নিয়োগকর্তা বা মালিক তোমায় পছন্দ করে তাহলে সম্ভবত তোমার বেতন বৃদ্ধি হবে এবং যদি মালিকের সঙ্গে তোমার মতবিরোধ হয়, তাহলে চাকুরি হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাও বিরাজ করে। অথচ একটি বৃহৎ মাপের সংস্থায় সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া, বিশেষ অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি এবং ঊর্ধ্বতন সহকর্মীর সঙ্গে অসম্মতির ক্ষেত্রে প্রতিবিধান পদ্ধতি বা কৌশল বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত খুব কম সংখ্যক ভারতীয়দের কাছে সুযোগ সুবিধা সহকারে চাকুরি সুনিশ্চিত রাখার সম্ভাবনা থাকে। যারা তা করতে পারে, এদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সরকারি কাজে নিযুক্ত। তাই সরকারি চাকুরির জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। কিন্তু অন্যরা বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত সন্তানের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া ভারতে সরকারি চাকুরী জাতি, ধর্ম এবং অঞ্চলভিত্তিক ভেদাভেদের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন সমাজতত্ত্ববিদের মতে, ভিলাইয়ের মতো জায়গায় কোনদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। তার কারণ সরকারি শাখা ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট-এ সমগ্র ভারত থেকে কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে, যারা একসাথে কাজ করে। সম্ভবত, অন্যরা এটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। তৃতীয়ত, ইউনিয়ন বা সংগঠন হল সংগঠিত শাখার একটি বৈশিষ্ট্য এবং কেবল অল্প সংখ্যক মানুষই বিভিন্ন সংগঠনের (union) সদস্য হয়। তাই তারা একত্রিত ভাবে ন্যায্য বেতনক্রম এবং নিরাপদ কর্মাবস্থার জন্য লড়াই করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত নয়। যদিও সরকারের কাছে অসংগঠিত শাখার কর্মাবস্থা পর্যবেক্ষণ করার আইন রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এই পর্যবেক্ষণ তাদের মালিক বা ঠিকাদারের উপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতার প্রারম্ভিক বছরগুলোতে ভারতের শিল্পায়ন

ভারতের প্রথম আধুনিক শিল্পগুলো ছিল তুলা, পাট, কয়লাখনি এবং রেলওয়ে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোর দিকে নজর দেয়। এরই অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রতিরক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগ, পূর্ত, খনন ও অন্যান্য প্রকল্প যা শুধুমাত্র সরকার দ্বারা বাস্তবায়িত হতো এবং বেসরকারি শিল্পের বিকাশের জন্যও তা আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরইমধ্যে সরকার লাইসেন্স নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পের প্রসার সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা করে। প্রাক্ স্বাধীনতাকালে প্রধানত মাদ্রাজ, বোম্বে, ক্যালকাটার (বর্তমানে যেগুলোকে চেন্নাই, মুম্বাই এবং কলকাতা বলা হয়) মতো বন্দর শহরে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থিত ছিল। কিন্তু আজ আমরা বারোদা, কোয়েম্বাটোর, ব্যাঙ্গালুরু, পুনে, ফরিদাবাদ এবং রাজকোট-এর মতো শহরগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র রূপে দেখতে পাই। তাছাড়া সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের শাখাগুলোকে বিশেষ পারিতোষিক (incentive) এবং সহায়তার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদানের চেষ্টা করে। কাগজ ও কাঠের দ্রব্য, মনিহারী দ্রব্য, কাচ এবং মৃতশিল্পের মতো বহু জিনিস ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত থাকে। 1991সালে নির্মাণকারী কাজে নিযুক্ত মোট শ্রমশক্তির শুধু 28% বৃহত্তর শিল্পে কর্মরত ছিল, অন্যদিকে 72% ক্ষুদ্র শিল্প এবং প্রথাগত শিল্পে নিযুক্ত ছিল। (Roy 2001:11)

বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং ভারতীয় শিল্পে পরিবর্তন

1990 সাল থেকে ভারত সরকার উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। বেসরকারী সংস্থা, বিশেষ করে বিদেশি ফার্মগুলোকে বিভিন্ন শাখায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা হয়, যা পূর্বে কেবল সরকারের জন্য সংরক্ষিত রাখা হতো। এর অন্তর্গত ছিল টেলিকম, অসামরিক বিমান, পূর্ত দপ্তর ইত্যাদি। তাছাড়া নতুন শিল্পের সূচনার জন্য এখন আর পূর্বের মতো লাইসেন্সের প্রযোজন হয় না। ভারতীয় বাজারে এখন বিদেশী পণ্য সহজলভ্য। উদারীকরণের ফলস্বরূপ অনেক বহুজাতিক সংস্থা ভারতীয় সংস্থাকে ক্রয় করেছে। কিন্তু ঠিক একই সময়, কিছু ভারতীয় সংস্থাও বহুজাতিক সংস্থাতে পরিণত হতে লক্ষ করা যায়। প্রথম পরিস্থিতির উদাহরণ

দেখা যায় যখন কোকাকোলা সংস্থা পার্লে পানীয় সংস্থাকে ক্রয় করে, যার বাৎসরিক আয় ছিল 250 কোটি। অন্যদিকে কোকাকোলার শুধু বিজ্ঞাপণ বাজেটই ছিল 400 কোটি। বিজ্ঞাপণের এই রকম ব্যাপক সম্প্রচারের কারণে ভারতে কোক পানীয়ের ব্যবহারের বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়, যারফলে বহু প্রথাগত পানীয়ের চাহিদার অবসান ঘটে। সম্ভবত খুচরো বিক্রয়ের উদারীকরণের পরবর্তী প্রধান ক্ষেত্র। তোমার কি মনে হয় যে ভারতীয়রা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বাজার করতে পছন্দ করবে নাকি এই সকল স্টোরের ব্যবসার অবসান ঘটবে?

সরকার তার নিজের অংশ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছে বিক্রয় করার প্রচেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়াকে

ভারতীয় বাজারে প্রবেশের জন্য খুচরো চেইন বা শৃঙ্খলের হামলা

বাক্স 5.1

ভারতের রেড-হট রিটেল সেক্টরে প্রবেশের জন্য চিত্তাকর্ষক বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্বেও ওয়াল-মার্ট স্টোরস্, কারফোর এবং টেসকো সহ বিশ্বের বৃহত্তম চেইনগুলো ভারতের বাজারে প্রবেশের সর্বোত্তম উপায় সন্ধান করছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস এবং ভারতী এয়ারটেলের মতো বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাম্প্রতিক বড় বিনিয়োগ বিদেশি খুচরা বিক্রেতাদের জন্য দ্রুত বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বোধ বাড়িয়েছে ... গত সপ্তাহে ভারতী এয়ারটেল ইঙ্গিত দিয়েছে যে ওয়ালমার্ট, কারফোর এবং টেসকোর সাথে তারা আলোচনায় বসছে খুচরো বিক্রয়ের একটি যৌথ উদ্যোগ স্থাপন করার লক্ষে ... ভারতের খুচরা খাত বা বিভাগ শুধুমাত্র তার দ্রুত বৃদ্ধির কারণেই আকর্ষণীয় নয়, তা ছাড়াও পরিবার পরিচালিত রাস্তার পাশের স্টোরগুলো যা রাষ্ট্রীয় ব্যবসার 97% দখল করে আছে সেজন্যও আকর্ষনীয়। কিন্তু এই শিল্পের বিশিষ্টতা হিসেবে সরকার বিদেশিদের পক্ষে বাজারে প্রবেশ করা কঠিন করে তোলে। রাজনীতিবিদ্‌রা প্রায়ই যুক্তি দেখান যে বিশ্বব্যাপী খুচরা বিক্রেতারা হাজার হাজার ছোটো স্থানীয় বিক্রেতা এবং দেশীয় শৃঙ্খলকে বিনষ্ট করবে। Source: International Herald Tribune, 3 August 2006

বিলগ্নিকরণ বলা হয় এবং অধিকাংশ সরকারি কর্মচারি এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভীত থাকে কারণ বিলগ্নিকরণের ফলে তাদের চাকুরিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উদাহরণস্বরূপ, সরকার দ্বারা গঠিত 'মর্ডান ফুড' সংস্থায় সস্তা মূল্যে সুস্বাস্থ্যকর রুটি সহজলভ্য ছিল এবং এটা প্রথম সরকারি সংস্থা যার বেসরকারিকরণ হয় ও প্রথম পাঁচ বছরে এই সংস্থা 60% কর্মচারীকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

চলো আমরা দেখি কীভাবে এই প্রবণতা পৃথিবীজুড়ে বিদ্যমান। বহু সংস্থা নিজেদের স্থায়ী কর্মচারির সংখ্যা হ্রাস করছে এবং তাদের কাজ ছোটো সংস্থা এমনকি বাড়ি ঘরে আউটসোর্সিং করছে, বিশেষ করে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে সস্তা শ্রম সহজলভ্য। বড় সংস্থা থেকে কাজ প্রাপ্ত করার জন্য ছোটো সংস্থাগুলোর কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করা আবশ্যকীয়। তাই তারা কর্মচারিদের স্বল্প বেতন ও প্রতিকূল কাজের পরিবেশ প্রদান করতে সম্মত থাকে। তাছাড়া ছোটো ফার্মে শ্রমিক সংগঠন সংগঠিত করা কষ্টকর। প্রায় সকল সংস্থাই, এমনকি সরকারি সংস্থাও আউটসোর্সিং এবং চুক্তি পদ্ধতি অনুসরণ করছে। কিন্তু এই প্রবণতা মূলত বেসরকারি সংস্থায় বেশি দেখা যায়।

তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারত এখনও একটি কৃষি প্রধান দেশ। পরিষেবামূলক ক্ষেত্র যেমন দোকান, ব্যাঙ্ক, তথ্য প্রযুক্তি শাখা, হোটেল ও অন্যান্য পরিষেবা বহু মানুষকে নিয়োগ করছে। নগরীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও তাদের এই শ্রেণির নিজস্ব মূল্যবোধের একই সঙ্গে বৃদ্ধি হচ্ছে এবং তার দৃষ্টান্ত আমরা টিভি ধারাবাহিক ও ছায়াছবিতে প্রতিফলিত হতে দেখি। কিন্তু ভারতে খুব স্বল্প মানুষের কাছেই সুনিশ্চিত চাকুরি অধিগত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া চুক্তিভিত্তিক শ্রমের কারণে নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারীদেরও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন করছে। এতদিন, জনগণের জীবনধারার মান উন্নয়নের জন্য সরকারি চাকুরিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হতো, কিন্তু এই চিন্তাধারারও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। কিছু অর্থনীতিবিদ এটা নিয়ে বিতর্ক করেন, কিন্তু পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া আয় অসমতার বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। তোমরা বিশ্বায়নের পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও পড়বে।

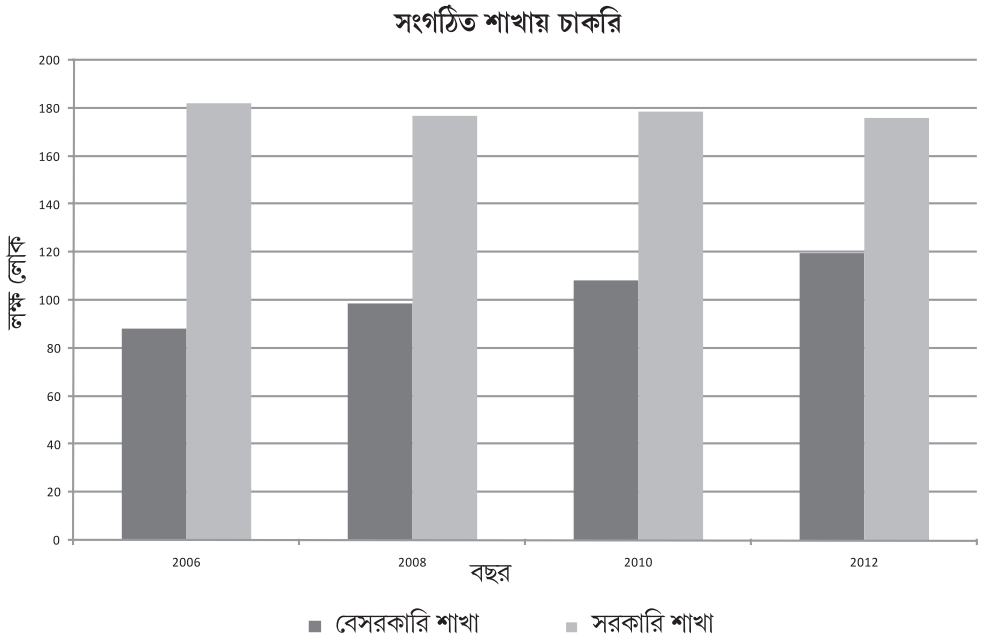

ঠিক একই সময়ে, যেহেতু বৃহত্তর শিল্পে সুনিশ্চিত চাকরির সুযোগ হ্রাস হচ্ছে, তাই সরকার শিল্পোন্নতির জন্য ভূমি অধিগ্রহণের নীতি গ্রহণ করছে। এইসকল শিল্প পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের চাকরি প্রদান করে না, কিন্তু তারা ব্যাপক দূষণ সৃষ্টি করে। বহু কৃষক, বিশেষকরে স্থানচ্যুত আদিবাসীরা যাদের সংখ্যা প্রায় 40%, তারা নিম্নমানের ক্ষতিপূরণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ জানায়। তাছাড়া এটাও সত্য যে স্থানচ্যুতির ফলে তারা ভারতের বড়ো শহরের ফুটপাতে কাজ ও বসবাস করা সাধারণ শ্রমিকে পরিণত হতে বাধ্য হবে। পূর্বে আলোচিত তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থের আলোচনাটি মনে করো।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখবো যে মানুষ কীভাবে কাজের সন্ধান করে, বাস্তবে কর্মস্থলে তারা কী করে এবং সেখানে তারা কী প্রকার পরিবেশের সম্মুখীন হয়।

5. 3 মানুষ কীভাবে কাজের সন্ধান করে

যদি তোমরা বুধবার সকালে 'Times of India' সংবাদপত্রটি খোলো, তাহলে 'Times Acent' নামে একটি বিভাগ লক্ষ করবে। এখানে, চাকুরি সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে এবং নিজেকে অনুপ্রাণিত করার বা কীভাবে কর্মীরা ভালো প্রদর্শন করবে সে বিষয়ে কিছু বিশেষ পরামর্শ প্রদান করা হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় বাক্স 5.2তে সরকারি শাখায় চাকুরি সম্পর্কিত একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে কর্মরত ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া ভাতার মতো সুবিধা পাবে। সেই নির্দিষ্ট চাকরির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত রয়েছে। এই ধরনের চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্পষ্ট নীতি বিদ্যমান এবং এইক্ষেত্রে মূলত বরিষ্ঠকেই (senior) অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

অন্যদিকে পরবর্তী পৃষ্ঠার বাক্স 5.3 তে বেসরকারী শাখায় চাকরি সম্পর্কে উদাহরণ রয়েছে। এটা একটি সুপরিচিত হোটেলে নিয়মিত বেতনক্রমের চাকরি। কিন্তু এখানে বেতন ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ই নমনীয়। তাছাড়া, সাধারণত এই ধরনের চাকরি চুক্তিভিত্তিক হয়। বিজ্ঞাপণে ব্যবহৃত ভাষাটি লক্ষ করো, যেমন *আনুগত্য কর্মসূচি* (Royalty programme)। প্রতিটি সংস্থা নিজস্ব কর্ম সংস্কৃতি গঠন করতে প্রচেষ্টা করে।

কিন্তু শুধু স্বল্প শতাংশ মানুষই বিজ্ঞাপণ বা কর্ম বিনিযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকরি লাভ করে। পাইপমিস্ত্রি, বিদ্যুৎমিস্ত্রি এবং কাঠমিস্ত্রির মতো স্বনির্ভর মানুষরা এবং অন্যদিকে গৃহশিক্ষক, স্থপতি এবং ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফাররা

বাক্স 5.2

দয়াল সিং মহাবিদ্যালয়
(দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত মহাবিদ্যালয়)
লোধি রোড্, নতুন দিল্লি 110003

অধ্যক্ষ পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে বেতনমান 16,400 টাকা থেকে 22,400 টাকা (সর্বনিম্ন Rs. 17,300 টাকা প্রতিমাসে) এবং সেই সঙ্গে ডি এ, সি সি এ, এইচ আর এ, টি এ এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে অনুমোদিত অন্যান্য সুবিধাগুলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা :—

(i) কমপক্ষে 55% নম্বর সহ বা O, A, B, C, D, E এবং F এই সাত পয়েন্ট স্কেলে B এর সমমানের গ্রেডসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

(ii) Ph.D. অথবা সমমানের ডিগ্রি

(iii) পনেরো বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর গবেষণা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ইত্যাদির সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ এবং সমর্থনকারী নথীপত্র সহ দরখাস্ত একটি বন্ধ খামে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে "দি চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, দয়াল সিং মহাবিদ্যালয়, লোধি রোড্, নতুন দিল্লি -110003" এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ

বাক্স 5.3

দিল্লির রেডিস্ন হোটেলের আনুগত্য কর্মসূচির (Loyalty Program) জন্য তাৎক্ষণিক কর্মখালি রয়েছে।

ভোক্তা পরিষেবা প্রদানকারী
বরিষ্ঠ টেলি-সেলস্ কার্যনির্বাহী
ইংরেজি ভাষায় ভাল দখল এবং
বিপণন ক্ষেত্রে আগ্রহী
প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে।
পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আমরা পাঁচ তারা হোটেলের
মতো উত্তম কাজের পরিবেশ, উন্নয়ন ও
প্রশিক্ষণ, অনুপ্রাণিত পরিবেশ, দিনের বেলা
চাকরির সুবিধা এবং ভালো বেতন প্রদান করে থাকি ।
পার্ট টাইম এবং ফুল টাইম
চাকরির সুযোগ রয়েছে।
যোগাযোগের সময়
সকাল 9.30 থেকে সন্ধ্যা 6.30 পর্যন্ত।
30-31 আগস্ট এবং 1লা সেপ্টেম্বর 2006
ফোন : 66407361/ 66407351/ 66407353
অথবা ইমেল : memberhelpdesk@radissondel.com

সকলেই ব্যক্তিগত পরিচিতির উপর নির্ভরশীল। তারা আশা করে যে তাদের কাজই তাদের বিজ্ঞাপন। এক্ষেত্রে মোবাইল ফোন পরিষেবা পাইপমিস্ত্রি ও অন্যান্যদের জীবন সহজ করেছে এবং এখন তারা বিস্তৃতভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে।

কলকারখানার শ্রমিক রূপে চাকরির নিয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন। পূর্বে বহু শ্রমিক ঠিকাদার বা দালালদের মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগ হতো। কানপুর টেক্সটাইল মিলে এই সকল দালালদের 'মিস্ত্রি' বলা হতো এবং তারা নিজেরাও শ্রমিক রূপে কর্মরত ছিল। তারা সাধারণত সম্প্রদায় ও একই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মালিকের আনুকূল্য প্রাপ্ত হওয়ার কারণে তারা অন্য শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করত। অন্যদিকে মিস্ত্রিদের দ্বারা শ্রমিকদের উপর সম্প্রদায় সম্পর্কিত চাপ সৃষ্টি করতে লক্ষ করা যায়। কিন্তু আজকাল এই ধরনের দালালদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং পরিচালনা কমিটি ও সংগঠন উভয়ই নিজেদের লোক নিয়োগ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া অনেক শ্রমিক প্রত্যাশা করে যে তারা নিজেদের চাকরি তাদের সন্তানদের হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে। অধিকাংশ কারখানায় 'বদলি' শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, যারা ছুটিতে থাকা নিয়মিত কর্মীদের অনুপস্থিতিতে কাজ করে। অধিকাংশ বদলি বহু বছর ধরে একই সংস্থায় কর্মরত কিন্তু তাদের সমমর্যাদা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা হয় না। এটাকে সংগঠিত শাখায় 'চুক্তি ভিত্তিক' নিয়োগ বলা হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগে দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে :

(ক) যে-কোনো সংস্থায় চাকরি
(খ) স্ব-কর্মসংস্থান।

'Stand Up India' এবং 'Make in India' এর মতো ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে, যা কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতা সম্ভবপর করে তোলে। এই সকল প্রকল্প সমাজের প্রান্তিক শ্রেণি যেমন-উপজাতি, তপশিলি জাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিকে সহায়তা প্রদান করে। ভারতের জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশে অর্থনৈতিক ক্ষমতা গঠনে এই সকল নির্দেশিকা বা সূচককে ইতিবাচক বলে গণ্য করা হয়।

তাসত্ত্বেও নির্মানকারী স্থানে, ইটভাট্টা ও অন্যান্য কাজে ক্যাজুয়েল শ্রমিক নিয়োগে 'ঠিকাদার পদ্ধতি' লক্ষ করা যায়। ঠিকাদার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে মানুষকে জিজ্ঞেস করে যে তারা শ্রমিক রূপে কাজ করতে সম্মত কিনা। সে তাদের কিছু টাকা ঋণ দেয়। এই ঋণে অন্তর্ভুক্ত থাকে কর্মস্থলে যাওয়ার পরিবহণ খরচা। এই ঋণ মূল্য বা টাকাকে আগাম বেতন রূপে গণ্য করা হয় এবং সেই শ্রমিক বীনা বেতনে কাজ করে, যতদিন না সে ঋণ শোধ করতে সক্ষম হয়। অতীতে কৃষি শ্রমিকেরা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ভূ-স্বামীদের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তারা ক্যাজুয়েল শ্রমিক হিসাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদান করে। যদিও তারা ঋণী থাকে, কিন্তু ঠিকাদারের সঙ্গে তাদের অন্য কোনো সামাজিক বাধ্যতা বিরাজ করে না। তাই, সেই অর্থে শ্রমিকরা শিল্পভিত্তিক সমাজে অনেক বেশি 'মুক্ত'। তারা চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে এবং অন্য মালিক সন্ধান করতেও সক্ষম। কখনও কখনও শ্রমিক তার পরিবার সহ প্রচরণ করে এবং তাদের সন্তানদের মাতাপিতাকে সহায়তা করতেও লক্ষ করা যায়।

দক্ষিণ গুজরাটের ইট ভাট্টায় শ্রমিক গোষ্ঠী

বাক্স 5.4

আনুমানিক 30,000-40,000 শ্রমিকদের ঋতুভিত্তিক নিয়োগ করা হয়। এই ইটভাট্টাগুলো পার্শি বা দেশাই এর মত উচ্চ জাতির মালিকানাধীন হয়। কুমোর জাতির সদস্যদেরও তাদের প্রথাগত মাটির কাজের প্রসারের জন্য ইটভাট্টার অধিগ্রহণ করতে লক্ষ করা যায়। সাধারণত এই শ্রমিকরা স্থানীয় বা প্রচরণকারী দলিত জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠিকাদার দ্বারা তাদের নিয়োগ করা হয় এবং নয় থেকে এগারো জন সদস্য দলবদ্ধভাবে কাজ করে। একদিকে পুরুষেরা মাটি পেষার কাজ এবং ইটের ছাঁচ তৈরি করে, অন্যদিকে শিশুরা প্রতিটি ইট শুকোবার স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। পরে একদল মহিলা এবং মেয়ে ইটগুলোকে চুল্লিতে নিয়ে যায়, যেখানে পুরুষরা ওইগুলোকে আগুনে পোড়াতে সহায়তা করে। সেখান থেকে ইটগুলোকে পুনরায় ট্রাকে লোড করা হয়। প্রতিদিন প্রত্যেকটি দল প্রায় 2500-3000 ইট তৈরি করে। একটি দ্রুত গতিতে কাজ করা দল প্রায় 10 ঘণ্টা অন্যদিকে ধীর গতিতে কাজ করা দল একই কাজের জন্য 14 ঘন্টা লাগায়। তাছাড়া, ছয় বছর বয়স থেকেই শিশুরা রাতে জেগে তাদের বাবার হাতে তৈরি নতুন ইট বহন করার কাজে লেগে যায়। ভেজা অবস্থায় সেই সকল ইটের ওজন প্রায় 3 কেজি। সেই ছোটো শিশুটিকে রাতের অন্ধকারে একটি ইট হাতে নিয়ে দৌঁড়াতে দেখা যায়। যখন শিশুরা নয় বছরে পা দেয়, তারা দুই হাতে দুটো ইট বহন করে। সমাজতত্ত্ববিদ্ জন্ ব্রিম্যান বলেন যে কখনও কখনও ইট ভাট্টায় শ্রমিকেরা ছেড়া কাপড়ে তৈরি বিছানায় ঘুমন্ত শিশুদের ক্রন্দরত অবস্থায় জাগিয়ে তোলে।

5.4 কাজ কীভাবে সম্পন্ন করা হয়?

এই অনুচ্ছেদে আমরা অন্বেষণ করবো যে বাস্তবে কাজ কীভাবে সম্পন্ন হয়। আমাদের চারদিকে সকল পণ্য কীভাবে নির্মিত হয়? একটি অফিসে বা কলকারখানায় শ্রমিক ও পরিচালকদের মধ্যে কীরূপ সম্পর্ক বিরাজ করে? ভারতে এক বৃহৎ কর্ম পরিসর রয়েছে যেখানে বহুজাতিক সংস্থাগুলো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদন করে থাকে, আবার ঘরোয়া পদ্ধতিতেও পণ্য উৎপাদন করা হয়।

পরিচালকের প্রধান কাজ হল শ্রমিকদের বা কর্মচারিদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব বেশি পরিমাণ কাজ আদায় করা। সাধারণত দুটো মুখ্য পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা সম্ভবপর হয়। প্রথমত, কাজের সময় সীমার প্রসার। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময় সীমায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। মেশিন উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কিন্তু তা এমন সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করে যার পরিণামস্বরূপ অবশেষে মেশিন শ্রমিকদের প্রতিস্থাপন করবে। তাই মার্ক্স এবং মহাত্মা গান্ধি উভয়ই যান্ত্রিকীকরণকে চাকরির ক্ষেত্রে বিপদ হিসাবে গণ্য করেছেন।

কাজ 5.2

1924 সালে *হিন্দ স্বরাজ* পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধি মেশিন সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন : "আমি মেশিনের বিরোধী নই, কিন্তু মেশিনকে ঘিরে এই যে উন্মাদনা, বিশেষত শ্রম-সাশ্রয়কারী মেশিন, আমি তার বিরোধিতা করি। 'শ্রম-সাশ্রয়ের' নামে তারা হাজার হাজার শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুত করেছে যারফলে ওই শ্রমিকরা পথে বসতে বাধ্য হয়েছে। তারা ক্ষুধার্ত, হয়তো মৃত্যুর প্রহর গুনছে। আমিও সময় ও শ্রম সাশ্রয় করতে চাই, কিন্তু তা শুধুমাত্র কিছু বিশেষ লোকের জন্য না হয়ে যেন সমস্ত মানবকুলের জন্য হয়। আমি চাই যে দেশের সম্পদ শুধু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে না থেকে বরং সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হোক।"

1934 : "আমরা যখন নিজেদের অবলম্বনের জন্য সূতো কাটার চরকাকে বেছে নিয়েছি, এটার অর্থ হল যে আমরা এর মাধ্যমে কেবল কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থাই করছি না, বরং এটাও স্পষ্ট যে-কোনো দেশকে শোষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং আমরা ধনীদের হাতে দরিদ্র ব্যক্তিদের শোষণের বিরুদ্ধে।"

উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করো যে মেশিন কীভাবে শ্রমিকদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? গান্ধিজি কী বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন? চরকার মাধ্যমে কীভাবে শোষণকে আটকানো যায়?

উৎপাদন বৃদ্ধি করার অন্য উপায় হল কাজের সুপরিচালনা। 1890 সালে Frederick Winslow Taylor নামে একজন আমেরিকান এই নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালনা বা 'Scientific Management' নামে আখ্যায়িত করেন। এই পদ্ধতিকে Taylorism (টেইলরবাদ) বা শিল্পভিত্তিক প্রকৌশলও বলা হয়। এই পদ্ধতির অন্তর্গত সমস্ত কাজকে ছোটো ছোটো পুনরাবৃত্তিমূলক উপাদানের রূপে দেওয়া হয় এবং সেই কাজগুলো শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করা হয়। শ্রমিকদের স্টপওয়াচ দ্বারা সময় সীমায় বাঁধা হতো এবং তাই প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করা আবশ্যক ছিল। তাছাড়া assembly line পদ্ধতির সূচনার পরে উৎপাদনে

আরও বৃদ্ধি ঘটতে লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক শ্রমিক পরিবাহক বেল্টের সম্মুখে বসে থাকত এবং চরম বা সর্বশেষ পণ্যটির শুধুমাত্র একটি অংশ একত্রিত করার কাজ করত। পরিবাহক বেল্টের গতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু 1980 সালে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বদল হবার একটি প্রয়াস করা হয়, যেখানে শ্রমিকরা নিজেই নিজেদের অনুপ্রাণিত ও পর্যবেক্ষণ করতো। তা সত্ত্বেও প্রায়ই পুরানো Taylorist পদ্ধতিই বিদ্যমান থাকে।

ভারতের অন্যতম প্রাচীন শিল্প টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকরা প্রায়ই নিজেদের মেশিনের প্রসারণ হিসেবে বর্ণনা করে। রামচরণ নামে একজন তাঁতী, যে 1940 সাল থেকে কানপুর তুলোর মিলে কর্মরত, এই মর্মে তিনি বলেন:

"তোমার শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। চোখ, ঘাড়, পা এবং হাত চালাতে হয়, অর্থাৎ শরীরের সকল অংশেরই প্রয়োজন রয়েছে। বয়ন প্রণালীতে চোখের দৃষ্টি স্থির রাখতে হয়, কাজের মাঝে কেউ কোথাও যেতে পারে না এবং অবশ্যই মেশিনে লক্ষ রাখতে হয়। যখন চারটি মেশিন একসাথে কাজ করে, এটা আবশ্যক যে চারটি যেন একই সঙ্গে কাজ করতে থাকে, তারা মাঝে বন্ধ হতে পারবে না।" (Jorhi 2003)

একটি শিল্প যতবেশি যন্ত্র পরিচালিত হয় সেখানে তত স্বল্প সংখ্যক মানুষ নিয়োগ হয়। কিন্তু তাদেরও মেশিনের গতিতে কাজ করতে হয়।

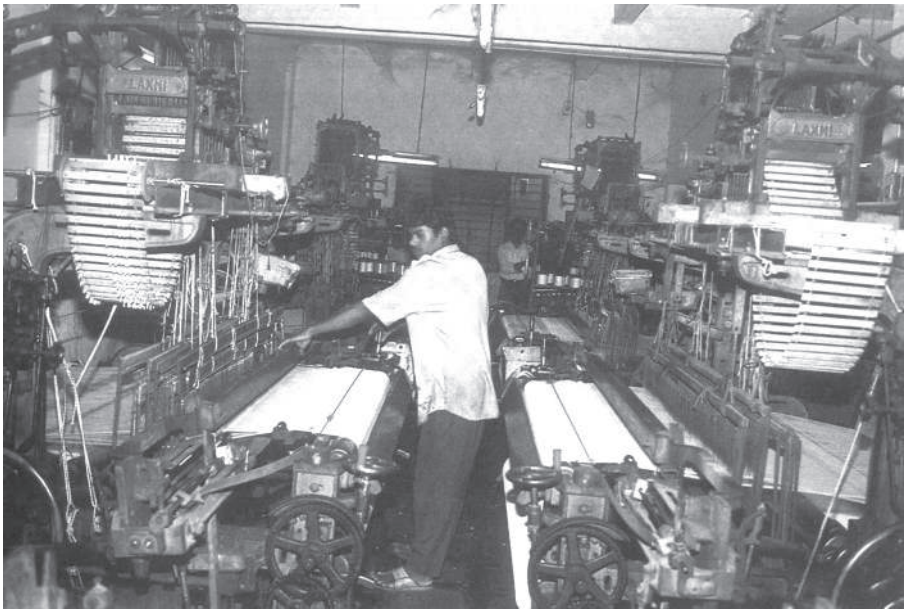

যেমন- Maruti Udyag Ltd. সংস্থায়, প্রতি মিনিটে assembly লাইনে দুটো গাড়ির কাজ চলতে থাকে, সারাদিনে শ্রমিকরা শুধু 45মিনিট বিশ্রাম করার বা অবসর সময় পান- প্রায় 7.5 মিনিট করে দুইবার চা পান করা ও আধ ঘন্টার জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি দেওয়া হয়। অধিকাংশ শ্রমিকদের 40 বছর বয়সের মধ্যে অবসাদগ্রস্ত হয়ে স্বেচ্ছাকৃত অবসর গ্রহণ করতে দেখা যায়। যদিও উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু কলকারখানায় স্থায়ী চাকরির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। পরিষ্কার করার কাজ, নিরাপত্তা প্রদান এমনকি পণ্যে বিভিন্ন অংশের উৎপাদনের কাজও অন্যান্য ফার্মে আউটসোর্স করা হয়। এই সকল অংশ সরবরাহকারীরা কলকারখানার আশেপাশে অবস্থানরত থাকে এবং তাই প্রতি দুই ঘণ্টায় বা সময় মতো সে সকল অংশ প্রদান করতে সক্ষম। তাছাড়া আউটসোর্সিং ওই সংস্থার খরচ কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু তাসত্বেও শ্রমিকদের চিন্তিত থাকতে দেখা যায়। তার মূল কারণ হল যদি সরবরাহকারিরা সময় মত অংশগুলো প্রদান করতে না পারে, তাহলে নির্দিষ্ট উৎপাদন কাজে দেরি হয়ে যেতে পারে। যখন অংশগুলো বিলম্বে পৌঁছায়, শ্রমিকদের দ্রুত গতিতে কাজ করে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তাই তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে।

চলো এখন আমরা পরিষেবামূলক শাখাগুলোর দিকে আলোকপাত করার প্রয়াস করি। সফট্ওয়ার পেশায় কর্মরত মানুষরা সাধারণত সুশিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের কাজ স্বপ্রেরণাদায়ক এবং সৃজনশীল। কিন্তু যেমনভাবে বাক্স 5.5 এ দেখানো হয়েছে, তাদের কাজও বিশেষভাবে Taylorist শ্রম পদ্ধতিকে অনুসরণ করে।

IT শাখায় 'সময়ের দাসত্ব' (Time Slavery)

বাক্স 5.5

একটি সাধারণ কাজের দিনে প্রায় 10-12 ঘণ্টা কাজ করতে হয় এবং কোনো কোনো দিন সময় মতো প্রজেক্ট শেষ করতে না পারলে, কর্মীদের সারা রাত অফিসে থাকতে লক্ষ করা যায় (যাকে 'নাইট আউট' বলা হয়)। দীর্ঘ কাজের সময়সীমা (Long working hours) হল এই শিল্পের এক অন্যতম কর্মসংস্কৃতি। আংশিকভাবে তার কারণ হল ভারত এবং ক্লায়ন্ট সাইটের মধ্যে সময়ের পার্থক্য, যেমন ভারতে কনফারেন্স কলগুলো বেশিরভাগ সান্ধ্যকালে করা হয়, যখন আমেরিকায় কাজের সময় শুরু হয়। তাছাড়া আউটসোর্স প্রকল্পের গঠনেই অতিরিক্ত কাজের সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে: একটি সাধারণ শ্রম দিবসে আট ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা থাকে এবং এই সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করা কষ্টকর। তাই বস্তুকাররা আরও বেশি সময় কাজ করে প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময় সীমায় শেষ করে। সম্প্রসারিত কাজের সময় সাধারণ পরিচালনা প্রথা 'Flexi time' দ্বারা বৈধতা প্রাপ্ত হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, একজন কর্মীর নিজের কাজের সময় নির্বাচন করার স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু বাস্তবে যতক্ষণ না হাতের কাজ শেষ হয় ততক্ষণ তাদের কাজ করে যেতে হয়। তবে যখন কাজের চাপ কম থাকে, তখনও কর্মীদের মধ্যে অফিসে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তারণ মূল কারণ সমবয়স্কদের চাপ বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কঠোর পরিশ্রম প্রদর্শন করার প্রচেষ্টা। *(Carol Upadhya, Forthcoming)*

এই ধরনের কাজের সময়সীমার কারণে বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, গুরুগ্রামের মতো জায়গায় অবস্থিত তথ্য প্রযুক্তি ফার্ম বা কল সেন্টারগুলোতে দোকান এবং রেস্তোরা খোলার সময়েরও পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন দোকানগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খোলা রাখে। তাছাড়া যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ই কর্মরত হয়, তাহলে শিশুদের ক্রেশ-এ রাখা হয়। শিল্পায়নের কারণে যে যৌথ পরিবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় উদ্ভব হতে লক্ষ করা যাচ্ছে। আজ অনেক পিতামহ-পিতামহীকে শিশুদের দেখাশোনার জন্য একইসঙ্গে থাকতে দেখা যায়।

সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হল যে, শিল্পায়ন এবং পরিষেবা ও জ্ঞানভিত্তিক কাজ যেমন IT,সমাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম কিনা? ভারতে তথ্য প্রযুক্তি শাখার বিকাশ প্রায়ই 'Knowledge economy' অর্থাৎ জ্ঞানমূলক অর্থনীতি শব্দটি দিয়ে বর্ণিত হয়। কিন্তু একজন কৃষকের জ্ঞানকে (অর্থাৎ যে কৃষক আবহাওয়া, মাটি এবং বীজের জ্ঞানানুসারে চাষ করে থাকে) কীভাবে সফ্‌টওয়্যার পেশাদার জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা যায়? উভয়ই দক্ষ, কিন্তু ভিন্নভাবে। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ হ্যারি ব্রেভারম্যান (Herry Braverman)-এর মতে, মেশিনের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের দক্ষতার ক্ষয় করে। উদাহরণস্বরূপ, অতীতে স্থপতি এবং বাস্তুকারদের দক্ষ নকশাকার হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু এখন অনেক কাজই কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়।

5.5 কাজের পরিস্থিতি

আমরা সকলেই ক্ষমতা, ভালো বাড়ি, পরিধান ও অন্যান্য পণ্যের আকাঙ্ক্ষা করি , কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে কেউ খুব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করে তা উৎপাদন করছে এবং তাই আমাদের কাছে এই সবকিছু সহজলভ্য। কাজের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার বহু আইন পাশ করেছে। চলো আমরা খনন কার্য সম্পর্কে আলোচনা করি যেখানে বহু মানুষ কর্মরত। কয়লা খনিতে প্রায় 5.5 লক্ষ শ্রমিক কর্মরত। 1952 সালে খনি আইন (Mines Act) এর অন্তর্গত এটা নির্দিষ্ট করা হয়, যে একজন কর্মী বা শ্রমিক এক সপ্তাহে বেশিরভাগ কত ঘণ্টা কাজ করতে পারবে। এছাড়াও, এর অন্তর্গত রয়েছে অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত বেতন প্রদান এবং নিরাপত্তা নীতির প্রকাশ করা । এই সকল নীতি বড়ো সংস্থায় গৃহীত হয় কিন্তু ছোটো খনি বা পাথর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে

কার্যকর হয় না। তাছাড়া, ছোটো ঠিকাদারীর ব্যাপক প্রসার লক্ষ করা যায়। অনেক ঠিকাদাররা শ্রমিকদের নামে কোন রেজিস্টার খাতা রাখে না। তাই, তাদের জন্য শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বা দুর্ঘটনার দায়বদ্ধতা এড়ানো সহজ। একটি এলাকায় খনন কাজ শেষ হওয়ার পর সংস্থার দ্বারা সেই সকল গর্তগুলোকে বন্ধ করা ও এলাকাকে পূর্ব অবস্থানে পুন:নির্মাণ করা আবশ্যক। কিন্তু সাধারণত সংস্থাগুলো এই দায়িত্ব পালনে উদাসীন।

বন্যা, অগ্নি, ছাদ ও দেয়ালের ধ্বস, বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস নি:সরণ এবং বায়ু চলাচলে ব্যর্থতার কারণে শ্রমিকদের খনিতে ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বহু শ্রমিকেরা শ্বাসকষ্ট ও যক্ষ্মা এবং সিলিকোসিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া, যেসকল শ্রমিকরা খনির উপরের অংশে কর্মরত তারা রোদে, বৃষ্টিতে কঠোর কাজ করে, অনেক সময় খনি বিস্ফোরণ, পাথর পড়া ইত্যাদি কারণে তারা আহত হয়। বাস্তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে খনন সম্পর্কিত দুর্ঘটনার হার অনেক বেশি।

বাক্স 5.6

ঝাড়খণ্ডের কয়লাখনিতে আটকা পরা 54 জন খনি শ্রমিকদের সময় শেষ

IANS, 7 সেপ্টেম্বর, 2006

নাগাদা (Nagada)-র ভাটদি (Bhaatdih) কয়লা খনিতে বুধবার রাতে গ্যাস জমে বিস্ফোরণের কারণে 54 জন খনি শ্রমিক আটকে পরে। ঘটনাটি রাত প্রায় 8টা নাগাদ ঘটে, যখন মিথেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমা হওয়ার কারণে গ্যাসের চাপে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এই কয়লা খনি Bharat Coking Coal Limited (BCCL) সংস্থার অন্তর্গত। বিস্ফোরণটির প্রবণতা এত তীব্র ছিল যে 17নং বাঁকে থাকা একটন ওজনের ট্রলিটি ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে।

যদিও চারটি উদ্ধারকারী দল গঠিত হয় কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক অক্সিজেন মাস্ক না থাকায় তারা ঘটনাস্থলে প্রবেশ করতে পারেনি।

অধিকাংশ আটকে পড়া শ্রমিকদের বয়স 20-30 বছরের মধ্যে।

এই দূর্ঘটনার জন্য শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা ও কেন্দ্রীয় নেতারা BCCL পরিচালনা কমিটিকে দায়ী মনে করছে। BCCL এর বিষাক্ত খনিগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম খনি ছিল। কিন্তু খনি পরিচালকদের দ্বারা কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহিত হয়নি। যদিও কয়লা খনিতে জলের ব্যবস্থা ও গ্যাস পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি থাকা প্রয়োজন তা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় সদস্য।

অধিকাংশ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা বস্তুত প্রচরণকারী। উপকূলবর্তী অঞ্চলের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলোতে সাধারণত তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালার অন্তর্গত অধিকাংশ অবিবাহিত যুবতীদের নিয়োগ করতে লক্ষ করা যায়। ছোটো ছোটো কক্ষে দশ থেকে বারো জনের থাকার ব্যব্যস্থা করা হয় এবং কখনো কখনো তাদের পালা করেও থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া বহু পুরুষদের এককভাবে, অবিবাহিত রূপে বা গ্রামে পরিবারকে রেখে প্রচরণ করতেও লক্ষ করা যায়। 1992 সালে সুরাটে 2 লক্ষ উড়িয়া প্রচরণকারীদের মধ্যে 85% অবিবাহিত ছিল। এই

সকল প্রচরণকারীদের কাছে সামাজিকীকরণের জন্য স্বল্প সময় থাকে।। তাছাড়া তাদের অন্য প্রচরণকারী শ্রমিকদের সাথে স্বল্প সময় ও টাকা ব্যয় করতে দেখা যায়। তাই ভারতবর্ষের মতো একটি দেশ যেখানে মানুষ যৌথ পরিবারে বসবাস করত, সেই জায়গা থেকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত অর্থনীতিতে কাজ করতে গিয়ে বর্তমানে মানুষ একাকীত্ব এবং দুর্বলতার শিকার হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, বহু যুবতীদের ক্ষেত্রে এটা স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রতিনিধিত্ব করে।

5.6 গৃহ ভিত্তিক কাজ

অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গৃহভিত্তিক কাজ। এর অন্তর্গত রয়েছে লেস (lace), জরি বা ব্রকেড, কারপেট, বিড়ি, ধূপকাঠি ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করা। এই কাজ প্রধানত মহিলা এবং শিশুর দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। একজন প্রতিনিধি কাঁচামাল প্রদান করে এবং চূড়ান্ত পণ্যটি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এই সকল গৃহভিত্তিক কর্মীদের তাদের তৈরি পণ্যের সংখ্যা অনুযায়ী মজুরী প্রদান করা হয়, অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট শ্রমিক কতগুলো পণ্য তৈরি করেছে, তার উপর ভিত্তি করে এই মজুরী প্রদান করা হয়।

চলো আমরা বিড়ি শিল্পে আলোকপাত করি। বিড়ি তৈরি করার প্রক্রিয়াটি বনাঞ্চলের গ্রামে শুরু হয় যেখানে গ্রামবাসীরা তেন্দু (tendu) পাতা সংগ্রহ করে এবং তা বন দপ্তর বা বেসরকারি ঠিকাদারদের কাছে বিক্রয় করে। যা পুনরায় বন দপ্তরের কাছে বিক্রয় করা হয়। একজন ব্যক্তি প্রতিদিন গড়ে 100 ব্যান্ডিল (প্রতিটিতে 50টা পাতা) সংগ্রহ করে থাকে। সরকার এই পাতাগুলো নিয়ে বিড়ি কারখানার মালিকদের কাছে নিলাম করে এবং কারখানার মালিকরা তা ঠিকাদারদের প্রদান করে। পরে ঠিকাদাররা তামাক ও পাতাগুলোকে গৃহভিত্তিক কর্মীদের কাছে সরবরাহ করে। এই সকল কর্মী যারা বিড়ি তৈরি করে তাদের অধিকাংশই মহিলা-প্রথমে পাতাগুলোকে ভেজানো হয়, তারপর কেটে তারমধ্যে তামাক ভরা হয় এবং সেগুলোকে সুতো দিয়ে বাঁধা হয়। ঠিকাদাররা বিড়িগুলো নিয়ে প্রস্তুতকারীদের কাছে বিক্রয় করে, যারা এই বিড়িগুলোকে সেঁকে তাতে নিজেদের কোম্পানির নাম বসায়। পরবর্তী সময় প্রস্তুতকারীরা পরিবেশকের কাছে বিড়িগুলো বিক্রয় করে, যারা এই বিড়ির পেকেটগুলো পাইকারি বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে। পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে তা তোমাদের পাড়ার পানের দোকানে সরবরাহ করা হয়।

বিভিন্ন কোম্পানির বিড়ি

কাজ 5.3

তামাক কীভাবে উৎপাদিত ও শুকানো হয় এবং বিড়ি তৈরি করা কর্মীদের কাছে পৌঁছায় সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করো।

চলো আমরা পাশে দেওয়া পাই চিত্র থেকে দেখি যে কীভাবে বিড়ি তৈরির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্ত পণ্যের বণ্টন করা হয়। এখানে অধিকাংশ অর্থ প্রস্তুতকারীরা পেয়ে থাকে কেননা বিড়ির গায়ে তাদের কোম্পানিরই ছবি থাকে।

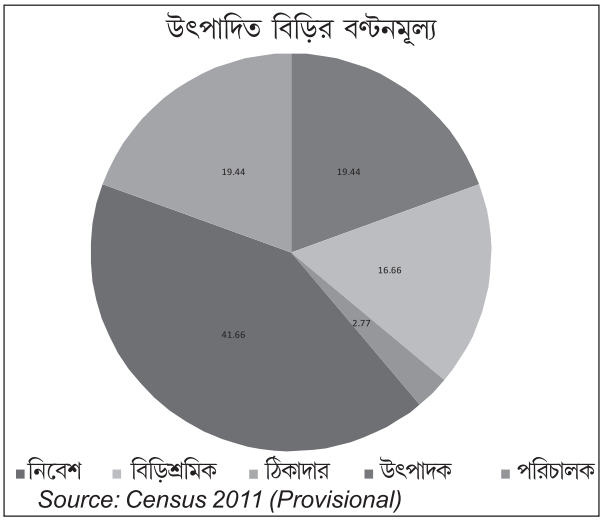

Source: Census 2011 (Provisional)

একজন বিড়ি শ্রমিকের জীবনযাত্রা

বাক্স 5.7

মধু একজন 15 বছর বয়সী বিদ্যালয় থেকে বাদ পড়া ছাত্রী। অষ্টম শ্রেণিতে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে সে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। গত বছর তার বাবার মৃত্যু হয়, যিনি একজন দরজী (tailor) ছিলেন।। তিনি দীর্ঘদিন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এই কারণে মধুর মা ও তার ভাইদের কাজ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তার 17 বছর বয়সী বড় ভাই মুদির দোকানে কর্মরত এবং 14 বছর বয়সী ছোটো ভাই চকলেট প্যাক করার কাজে যুক্ত। মধু ও তার মা বিড়ি তৈরির কাজে কর্মরত। মধু খুব অল্প বয়সে এই কাজে যোগদান করে এবং তার মা ও অন্য মহিলাদের সঙ্গে বসে গল্প শুনতে শুনতে সে কাজ করতে পছন্দ করে। মধুর মূল কাজ হল তেন্দু পাতার মধ্যে তামাক ভরা। গৃহস্থালী কাজের বাইরে অধিকাংশ সময় মধুকে বিড়ি তৈরির কাজে ব্যয় করতে লক্ষ করা যায়। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে একই অবস্থায় বসে কাজ করার কারণে সে পিঠ ব্যথায় ভোগে। মধু এখন পুনরায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে চায়। (Bhandari 2005:406)

5.7 ধর্মঘট এবং সংগঠন

অধিকাংশ শ্রমিকরাই শ্রমিক সংগঠনের অংশ। ভারতে শ্রমিক সংগঠনগুলো বহু বাধা অতিক্রম করেছে যেমন- আঞ্চলিকতাবাদ এবং জাতিবাদ। দত্ত ঈশ্বলকর নামে একজন মিল শ্রমিক ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে মুম্বাই মিলে বিরাজমান জাতি সংক্রান্ত অসুবিধাগুলো দূর করা হয়েছে, যদিও তা পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় নি:

> *মর্ডান মিলে কর্মরত বিষ্ণু নামে একজন মাহার শ্রমিকের সাথে বসে তারা পান চিবাতো। কিন্তু তার হাত থেকে জল পান করত না। তারা কখনোই বিষ্ণুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। যদিও তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তারা কোনো দিনও বিষ্ণুর বাড়িতে যেত না বা অন্যান্য মাহার জাতীয় শ্রমিকদের টিফিনবাক্স থেকে খেত না। তবে সবচেয়ে মজার বিষয় হল যে মারাঠী শ্রমিকরা পূর্ব ভারতীয় শ্রমিকদের জাতি নির্ধারণে ব্যর্থ ছিল, তাই তাদের দ্বারা অস্পৃশ্যতা প্রথা প্রচলন করা সম্ভব ছিল না। (Menon and Aadarkar, 2004:113)*

এই প্রতিকূল কাজে পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কখনো কখনো শ্রমিকদের ধর্মঘট করতে লক্ষ করা যায়। ধর্মঘট চলাকালীন কোনো শ্রমিক কাজে যায় না। তাছাড়া অবরুদ্ধ অবস্থায় (অর্থাৎ লকআউট) পরিচালকেরা কারখানার মুখ্য দ্বার বন্ধ করে রাখে এবং শ্রমিকদের প্রবেশে প্রতিরোধ করা হয়। ধর্মঘট ডাকা একটি জটিল সিদ্ধান্ত কেন না পরিচালনা কমিটি সম্ভবত তাদের বিকল্প শ্রমিকদের ব্যবহার করে কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করতে পারে। আবার শ্রমিকদেরও বেতন বা পারিশ্রমিক ছাড়া জীবিকা নির্বাহ করতে কষ্ট হয়।

চলো আমরা 1982 সালে সংঘটিত বোম্বে টেক্সটাইলের বিখ্যাত ধর্মঘট সম্পর্কে আলোচনা করি। এই ধর্মঘট শ্রমিক সংগঠনের নেতা ড: দত্ত সামন্তের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় এবং প্রায় এক মিলিয়নের চতুর্থাংশ শ্রমিক ও তাদের পরিবার এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রায় দুই বছর ধরে এই ধর্মঘট চলে। ধর্মঘটরত শ্রমিকদের প্রধান দাবী ছিল বেতন বৃদ্ধি এবং নিজেদের সংগঠন করার অধিকার। কিন্তু Bombay Industrial Relations Act (BIRA) অনুসারে যে-কোনো সংগঠনের 'অনুমোদন' থাকা আবশ্যক এবং এই অনুমোদন পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল শ্রমিকদের ধর্মঘটের ধারণাকে ত্যাগ করা। সেই সময় একমাত্র অনুমোদিত সংগঠন ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সংঘ (Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, RMMS)। এই সংগঠন অন্য শ্রমিকদের এনে যোগদান করিয়ে ধর্মঘট বন্ধ করতে সাহায্য করে । তাছাড়া সরকার ও শ্রমিকদের দাবী শুনতে প্রত্যাখ্যান করে। তাই দুই বছর পর হতাশ হয়ে শ্রমিকরা পুনরায় কাজে যোগদান করে। কিন্তু এই ধর্মঘটের কারণবশত: প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়ে গ্রামে ফিরে যায়। আবার কিছু অস্থায়ী শ্রমিকরূপে কর্মরত হয় এবং অন্যান্য শ্রমিকদের ভিওয়ান্ডি, মালেগাঁও এবং ইচ্ছলকরাঞ্জীর মতো ছোটো শহরের বিদ্যুৎ চালিত তাঁত শিল্পে বৈদ্যুতিক শাখায় নিযুক্ত হতেও লক্ষ করা যায়। তবে মিলের মালিকরা যন্ত্রপাতি এবং আধুনিকীকরণে কোন ধরনের বিনিয়োগ করেনি। আজ তারা মিলের জমিকে বিলাসবহুল আবাসন নির্মাণের জন্য রিয়েল এস্টেট এজেন্টের কাছে বিক্রয় করার প্রচেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জন্মায় যে মুম্বাইয়ের ভবিষ্যতকে নির্ধারণ করবে — নির্মাণকারী কাজে যুক্ত শ্রমিক নাকি মিলের মালিক এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা।

বাক্স 5.8

জয়প্রকাশ ভিলারে, প্রাক্তন মিল শ্রমিক, মহারাষ্ট্র গিমি কামগর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক: বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের শুধু মূল বেতন এবং ডি এ ছাড়া অন্যকোনো ভাতা প্রদান করা হতো না, তাদের শুধু পাঁচ দিনের ক্যাজুয়েল লিভ্ দেওয়া হতো, কিন্তু অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ভ্রমণ ভাতা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং 10-12দিন ক্যাজুয়েল লিভ্ ইত্যাদি প্রাপ্ত করতে শুরু করে। এই পার্থক্য বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। পরে 1981 সালে 22 অক্টোবর স্ট্যান্ডার্ড মিলের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে ড: দত্ত সামন্তের বাড়িতে যায় এবং তাকে নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করে। প্রথমে সামন্ত বস্ত্র শিল্প সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণ ও BIRA আইনের অজুহাত দেখিয়ে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু শ্রমিকরা সারা রাত সামন্তের বাড়ির বাইরে অবস্থানরত থাকে এবং সকালবেলা সামন্ত নেতৃত্ব প্রদান করতে সম্মতি জানায়।

লক্ষী ভাটকর, ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী : আমি ধর্মঘটকে সমর্থন করি, আমরা প্রতিদিন গেইটের বাইরে বসে আলোচনা করতাম যে কী করা সম্ভব। আমরা মোর্চায় যোগদান করতাম—মোর্চা সর্বদাই বিশাল হতো — আমরা কোনদিনও কাউকে আঘাত বা লুট করিনি। কখনও কখনও আমাকে নিজের বক্তব্য রাখার জন্য বলা হতো কিন্তু আমি ভালো ভাষণ দিতে পারতাম না। আমার খুব পা কাঁপত। তাছাড়া আমি এটা ভেবে ভয় পেতাম যে আমার সন্তানরা আমার সম্পর্কে কী ভাববে? হয়তো বা তারা ভাববে যে আমরা ঘরে উপোস করছি আর মা নিজের ছবি সংবাদপত্রে ছাপাতে ব্যস্ত। একবার সেঞ্চুরী মিলের শোরুমের সামনে মোর্চা বসে। আমাদের আটক করে বোরিভলি নিয়ে যাওয়া যায়। তখন আমি শুধু আমার সন্তানদের সম্পর্কে ভাবছিলাম, এমনকি আমার মুখে একটি দানাও ঢোকেনি। মনে মনে ভাবছিলাম যে আমরা তো কোন দুষ্কৃতি নই, আমরা তো মিলের শ্রমিক, যারা শ্রমের ন্যায্য পারিশ্রমিকের জন্য সংগ্রাম করছিলাম।

কিসান সালুঙ্কে, স্প্রিং মিলের প্রাক্তন কর্মী : ধর্মঘটের প্রায় দেড় মাস পরে RMMS দ্বারা সেঞ্চুরী মিলের উদ্‌ঘাটন হয়। যেহেতু তাদের রাজ্য ও সরকারের সমর্থন ছিল তাই তাদের পক্ষে মিল খোলা সম্ভব। তারা মিলে বহিরাগতদের প্রবেশ করায় এবং তাদের ভিতরে আটকে রাখে। তখন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী অনন্তরাও ভোঁসলে 30 টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখেন। এই সম্পর্কে আলোচনা করতে দত্ত সামন্ত সভা করে। সকল নেতা কর্মীরাও উপস্থিত ছিল। আমরা একত্রিত হয়ে বলি, 'না আমরা তা চাই না। যদি কোনো সম্মান না থাকে, যদি ধর্মঘটের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না হয়, আমরা কোনো হেনস্তা ছাড়া পুনরায় কাজে যেতে পারব না।"

দত্ত ইস্বলকার Mill Chawla Tenant Associaton-এর সভাপতি: কংগ্রেস বাবু রেসিম, রমা নাইক এবং অরুণ গাউলিদের মতো দুষ্কৃতিকারীদের ধর্মঘট সমাপ্ত করার জন্য জেল থেকে বের করে আনে। তারা শ্রমিকদের হুমকি দিতে শুরু

করে। তাই ধর্মঘট বিরোধীদের প্রহার বা মারধর করা ছাড়া আমাদের কাছে কোন বিকল্প ছিল না। এটা আমাদের জন্য জীবন এবং মৃত্যুর বিষয় ছিল।

ভাই ভোঁসলে, 1982 সালে ধর্মঘটের সময় RMMS এর সাধারণ সম্পাদক: ধর্মঘটের তিনমাস পরে আমরা লোকদের পুনরায় মিলের কাজে নিযুক্ত করি ... আমাদের মতে, যদি কেউ কাজে যেতে চায় তাহলে তাদের সেই সুযোগ ও সহায়তা করা উচিত ... তাছাড়া মাফিয়া দলগুলোর জড়ির থাকার ব্যাপারে আমাদের, দায়বদ্ধতা অবশ্যই ছিল। দত্ত সামন্তের লোকজন কাজে যাওয়া লোকজনদের জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করতো। আমরা পরেল ও অন্যান্য স্থানে বিরোধী দল গঠন করি। স্বাভাবিকভাবে কিছু সংঘর্ষ, কিছু রক্তপাত হয় .. যখন রমা নাইকের মৃত্যু হয় তৎকালিন মেয়র ভুজবল তার ব্যক্তিগত গাড়ি করে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসে। এটা সত্য যে রাজনীতিতে এই সকল শক্তিগুলো বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

কিসান সালুঙ্কে, প্রাক্তন মিলকর্মী : সেই দিনগুলো খুব কষ্টকর ছিল। আমাদের বাসনপত্র বিক্রয় করতে হয়। লজ্জায় আমরা এই পাত্রগুলোকে ব্যাগে ভরে বাজারে নিয়ে যাই বিক্রয়ের জন্য। এমনও দিন দেখেছি, যখন জল ছাড়া খাওয়ার কিছু ছিল না। জ্বালানীর জন্য কাঠের মিহি গুঁড়ো ব্যবহার করেছি। আমার তিনজন পুত্র সন্তান। কখনও কখনও শিশুদের জন্য দুধও ঘরে থাকত না, বরং তাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে আমার খুব কষ্ট হতো। তাই তখন ছাতা নিয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

সিন্ধু মারহানে, প্রাক্তন মিলকর্মী: RMMS এবং দুষ্কৃতিকারীরা আমার খোঁজে আসে। তারা আমায় কাজে যেতে বাধ্য করে কিন্তু আমি প্রবলভাবে বিরোধিতা করি। যেসকল মহিলারা মিলে থেকে কাজ করত তাদের সম্পর্কে অনেক ধরনের গুজব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে যায়।

বাক্স 5.8 -এর অনুশীলনী

1982 সালের ধর্মঘটের প্রতিবেদনটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

1. 1982 সালের কাপড় মিলের ধর্মঘটের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে আলোচনা করো।
2. শ্রমিকরা কেন ধর্মঘটে সক্রিয় হয়েছিল?
3. দত্ত সামন্ত কীভাবে এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিল?
4. ধর্মঘট ভঙ্গকারীরা কী ভূমিকা পালন করেছিল?
5. মাফিয়ারা কীভাবে এইসকল এলাকার অধিকার পেয়েছিল?
6. মহিলারা কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিল এবং ধর্মঘট চলাকালীন তাদের উদ্বেগের বিষয় কী ছিল?
7. ধর্মঘটের সময় শ্রমিক এবং তাদের পরিবার কীভাবে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল?

1. তোমার চারপাশের যে-কেনো পেশা নির্বাচন করো ■ এবং তা নিম্নলিখিত বিষয়ের নিরিখে বর্ণনা করো: (ক) কাজের শক্তির সামাজিক গঠন ■ জাতি, লিঙ্গ, বয়স এবং অঞ্চল (খ) শ্রম প্রক্রিয়া ■ কাজ কীভাবে সংগঠিত হয় (গ) মজুরী এবং অন্যান্য সুবিধা (ঘ) কাজের পরিবেশ ■ নিরাপত্তা, অবসর সময়, কাজের সময় ইত্যাদি।

অথবা

2. বাক্সে বর্ণিত ইট তৈরি, বিড়ি তৈরি, সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা খনির কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই সকল কর্মীদের সামাজিক গঠনের বর্ণনা করো। তাদের জন্য কী ধরনের কাজের পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধা রয়েছে? মধুর মত মেয়েরা তাদের কাজ সম্পর্কে কী অনুভব করে?
3. উদারীকরণ কীভাবে কর্মসংস্থানের নমুনাকে প্রভাবিত করেছে?

REFERENCES

Anant, T.C.A. 2005. 'Labour Market Reforms in India: A Review'. In Bibek Debroy and P.D. Kaushik Eds. *Reforming the Labour Market*. pp. 235-252. Academic Foundation. New Delhi.

Bhandari, Laveesh. 'Economic Efficiency of Sub-contracted Home-based Work'. In Bibek Debroy and P.D. Kaushik Eds. *Reforming the Labour Market*. pp. 397-417. Academic Foundation. New Delhi.

Breman, Jan. 2004. The Making and Unmaking of an Industrial Working Class. Oxford University Press. New Delhi.

Breman, Jan. 1999. 'The Study of Industrial Labour in post-colonial India – The Formal Sector: An Introductory review'. *Contributions to Indian Sociology*. Vol 33 (1&2), January-August 1999. pp. 1-42.

Breman, Jan. 1999. 'The Study of Industrial Labour in post-colonial India – The Informal Sector: A concluding review'. *Contributions to Indian Sociology*. Vol 33 (1&2), January-August 1999. pp. 407-431.

Breman, Jan and Arvind, N. Das. 2000. *Down and Out: Labouring Under Global Capitalism*. Oxford University Press. Delhi.

Datar, Chhaya. 1990. 'Bidi Workers in Nipani'. In Illina Sen, *A Space within the Struggle*. pp. 1601-81. Kali for Women. New Delhi.

Gandhi, M.K. 1909. *Hind Swaraj and other writings*. Edited by Anthony J. Parel. Cambridge University Press. Cambridge.

George, Ajitha Susan. 2003. *Laws Related to Mining in Jharkhand*. Report for UNDP.

Holmstrom, Mark. 1984. *Industry and Inequality: The Social Anthropology of Indian Labour*. Cambridge University Press. Cambridge.

Joshi, Chitra. 2003. *Lost Worlds: Indian Labour and its Forgotten Histories Delhi*. Permanent Black. New Delhi.

Kerr, Clark et al. 1973. Industrialism and Industrial Man. Penguin. Harmondsworth.

Kumar, K. 1973. Prophecy and Progress. Allen Lane. London.

Menon, Meena and Neera, Adarkar. 2004. *One Hundred Years, One Hundred Voices: the Millworkers of Girangaon: An Oral History*. Seagull Press. Kolkata.

PUDR. 2001. *Hard Drive: Working Conditions and Workers Struggles at Maruti*. PUDR. Delhi.

Roy, Tirthankar. 2001. 'Outline of a History of Labour in Traditional Small-scale Iindustry in India'. *NLI Research Studies Series.* No 015/2001. V.V. Giri National Labour Institute. Noida.

Upadhya, Carol. forthcoming. *Culture Incorporated: Control over Work and Workers in the Indian Software Outsourcing Industry*.

6 বিশ্বায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তন

Globalisation and Social Change

আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক পরিবর্তনের কোনো আলোচনা বিশ্বায়নের উল্লেখ ছাড়া করা সম্ভবই নয়। এটা স্বাভবিক যে সামাজিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন বিষয়ক এই বইয়ে, বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ শব্দগুলো ইতোপূর্বের অধ্যায়গুলোতে দেখা গেছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং গ্রামীণ সমাজের আলোচনার অংশগুলোকে মনে করে দেখো। পঞ্চম অধ্যায়ে ফিরে গিয়ে উদারীকরণের জন্য ভারত সরকারের নীতি এবং ভারতীয় শিল্পগুলোতে এর প্রভাব সম্পর্কে পড়ে দেখো। আবার আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে যখন 'ভিশন মুম্বাই' এবং বিশ্বভিত্তিক/বৈশ্বিক শহরগুলোর নতুন দিশার আলোচনা করেছিলাম তখনও এই শব্দগুলোকে পেয়েছিলাম। তোমাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও, সংবাদপত্র, টেলিভিশন প্রোগ্রাম অথবা দৈনন্দিন বার্তালাপেও তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বায়ন শব্দটিকে পেয়ে থাকবে।

Diabetic population highest in India: Atlas

China follows right behind with 39.8 million diabetics

Ramya Kannan

- India will top list even in 2025: projections
- China ahead of India in pre-diabetic stage

CHENNAI: If anything, the International Diabetes Federation's (IDF) Diabetes Atlas released early December in South Africa, only confirms what we already know: India has the largest number of people living with diabetes.

It is in the pre-diabetic phase, Impaired Glucose Tolerance, that China overtakes India, both in the prevalence and projections.

The Atlas, third in a series that began in 2000, begins with the preamble: "With the forces of globalisation and industrialisation proceeding at an increasing pace, the prevalence of diabetes is predicted to increase dramatically over the next few decades. The resulting burden of complications and premature mortality will continue to present itself as a major growing public health problem for most countries."

The IDF has worked on the Atlas, hoping to create an impact on the public health policy of various governments across the world, and them to factor diabetes into their plans, according to A. Ramachandran, Director, Diabetes Research Centre and M.V. Hospital for Diabetes, Chennai.

Dr. Ramachandran, who also served on the Atlas Committee where his research has been extensively quoted, says, "we need to push the cause of fighting diabetes with governments. We believe that politicians are convinced by numbers and the some distance between itself and India. China will have 59.3 million diabetics in 2025, the Atlas says.

However, the Atlas throws up figures that put China ahead of India in the pre-diabetic stage defined as Impaired Glucose Tolerance (IGT), again associated with insulin resistance.

In fact, China is currently way ahead of the rest of the world, with 64.3 million people with IGT, and will continue to be in 2025, according to the Atlas, with 79.1 million IGTs. India follows with a current prevalence of 35.9 million persons and a projected total of 56.2 million people in 2025.

কাজ 6.1

কোনো একটি সংবাদপত্র দু'সপ্তাহ ধরে নিয়মিত পড়ো এবং এটা নোট করে রাখো কীভাবে 'বিশ্বায়ন' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। তোমার শ্রেণির অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে তোমার নোট্-এর তুলনামূলক আলোচনা করো।

'বিশ্বায়ন' ও 'বৈশ্বিক' শব্দগুলোকে বিভিন্ন ধরণের টেলিভিশন প্রোগ্রামে কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সেই উদাহরণ নোট করো। রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আলোচনা এবং সংবাদ সম্পর্কেও তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারো।

The Big Global Movement Against WTO

xth Ministerial Conference (MC6) of World Trade Organisation (WTO) go the Seattle and ay? The clarion call to 'Derail the Hong Kong Ministerial' scheduled from 13-18 December been reverberating from all corners of the world.

Ghaziabad– global city

কাজ 1 তোমাদের এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে কীভাবে এই শব্দগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। তাসত্ত্বেও, এই শব্দের প্রকৃত প্রয়োগ বা ব্যবহার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্বায়নে ধারণা, বিভিন্ন মাত্রা এবং সেগুলোর সামাজিক প্রভাব বা গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করব।

যদিও এটার অর্থ এই নয় যে বিশ্বায়নের শুধুমাত্র একটিই সংজ্ঞা এবং বোঝার একটিই উপায় হতে পারে। তাছাড়া, তোমরা এটা দেখতে পাবে যে বিভিন্ন বিষয় এবং শিক্ষাগত শাখায় (discipline) বিশ্বায়নের বিভিন্ন দিকের ব্যবহার। অর্থনীতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক দিকের ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন মূলধন প্রবাহ (Capital flows) । রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারের পরিবর্তিত রূপের উপর জোর দেওয়া হয়। তাই বিশ্বায়নের এই পদ্ধতিটি এত সুদূর-প্রসারী যে সেটার কারণ এবং প্রভাব বুঝতে গেলে প্রতিটি শাখাকেই একে অপরের ধারণার সাহায্য ও সহযোগিতা নিতে হয় যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এবারে আমরা এটা দেখব যে সমাজতত্ত্বে কীভাবে বিশ্বায়নের ধারণাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়।

তোমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা সমাজতত্ত্বের প্রসার এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আলোচনা মনে করতে পারো। বিশ্বায়নকে বোঝার জন্য সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের উপর আলোকপাত করতে আমরা কিছুটা পিছনে ফিরে দেখি।

সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের প্রসার অত্যন্ত প্রশস্ত। এটা যেমন দোকানদার ও ক্রেতার মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে, দুই বন্ধুর মধ্যে অথবা পারিপারিক সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াকেও বিশ্লেষণ করে। একইভাবে এটা বেকারত্ব অথবা জাতি-দ্বন্দ্ব অথবা উপজাতি জনগণের বনাঞ্চলের অধিকারের উপর রাষ্ট্রনীতির প্রভাব অথবা গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততার মতো জাতীয় সমস্যার উপরও আলোকপাত করে। অথবা বিশ্বসামাজিক পদ্ধতি যেমন শ্রমিক শ্রেণির উপর নতুন নমনীয় শ্রমবিধির প্রভাব; অথবা তরুণ প্রজন্মের উপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রভাব অথবা দেশের শিক্ষা পদ্ধতিতে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবকেও আলোচনা করে। তাই, সমাজতত্ত্বকে শুধুমাত্র কী অধ্যয়ন করছে সেটার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা যায় না (অর্থাৎ পরিবার অথবা শ্রমিক সংগঠন অথবা গ্রাম), সেই সঙ্গে সেটাও দেখা হয় যে এটা কীভাবে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে অধ্যয়ন করে। (NCERT, ১নং বই, একাদশ শ্রেণি, 2005)

উপরের পরিচ্ছেদটি যত্ন সহকারে পড়ো। তোমরা অনুভব করবে যে সমাজতত্ত্ব যেহেতু কী অধ্যয়ন করে সেটার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত হয় না, কিন্তু কীভাবে অধ্যয়ন করে সেটার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত, তাই এটা বলা মোটেও ঠিক হবে না যে, সমাজতত্ত্ব কেবল বিশ্বায়নের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলো অধ্যয়ন করে। সেটা ব্যক্তি এবং সমাজ, ছোটো (micro) এবং বড়ো (macro), স্থানীয় এবং বৈশ্বিকের মধ্যে সংযোগ বোঝার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার ব্যবহার করে। দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা কীভাবে প্রভাবিত হয়? তারা কীভাবে বৈশ্বিক বা বিশ্বভিত্তিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত? এটার দ্বারা মধ্যবর্ত্তী শ্রেণির রোজগারের ক্ষেত্র কীভাবে প্রভাবিত হয়? বড়ো বড়ো ভারতীয় নিগমগুলোর বহুজাতিক সংস্থায় পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? তোমার প্রতিবেশি মুদির কী মনে হবে যদি খুচরো বিভাগ বহুজাতিক সংস্থার জন্য উন্মুক্ত হয়? আজকের দিনে আমাদের শহর এবং নগরে কেন এত শপিং মল দেখা যায়? এটা কীভাবে তরুণ প্রজন্মের অবসর বিনোদনের উপায়কে পরিবর্তন করছে? এগুলো হচ্ছে বিশ্বায়নের মাধ্যমে হওয়া সুদূর প্রসারী এবং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের অল্প কয়েকটি উদাহরণ। তোমরা এরকম আরও অনেক উদাহরণ পাবে যেখানে বৈশ্বিক বা বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন মানব জীবনে অনেক প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ধরনকেও প্রভাবিত করে।

খোলা বাজারের সূচনা এবং অধিকাংশ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাধা দূর করার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন অনেক জিনিস আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দোকানেও পাই। ২০০১ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে আমদানির উপর সকল ধরনের পরিমাণগত বিধিনিষেধ (quantitative restrictions, QR) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই এখন এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, যদি স্থানীয় ফলের দোকানে চাইনিজ পিয়ার, অস্ট্রেলিয়ান আপেল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাড়ার দোকানে অস্ট্রেলিয়ান কমলার জুস এবং হিমায়িত প্যাকেটে ভাজার জন্য প্রস্তুত চিপস্‌ও পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অথবা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আমরা যেসব খাবার খাই এবং পান করি সেটা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। একই ধরনের নীতির পরিবর্তনগুলো ভোক্তা এবং উৎপাদককে আলাদাভাবে প্রভাবিত করে। শহুরে, সমৃদ্ধ ভোক্তাদের কাছে যা বৃহত্তর পছন্দ ও উপভোগের অর্থ বোঝায় সেটা কৃষকের কাছে জীবনধারনের সংকট হয়ে উঠতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো ব্যক্তিগত যেহেতু এগুলো ব্যক্তির জীবন এবং জীবনশৈলীকে প্রভাবিত করে। এগুলো স্পষ্টতই সরকারের গৃহীত জননীতি এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত। এইভাবে, বৃহৎনীতির পরিবর্তন বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝায় একটি টেলিভিশন চ্যানেলের পরিবর্তে আজকের দিনে আমাদের কাছে অসংখ্য চ্যানেলের সুবিধা রয়েছে। গণমাধ্যমের এই বিস্ময়কর পরিবর্তনই সম্ভবত বিশ্বায়নের সর্বাধিক দৃশ্যমান প্রভাব। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করব। এগুলো কেবল কয়েকটি এলোমেলো উদাহরণ, তবে এগুলো তোমাদেরকে ব্যক্তিগত জীবন এবং বিশ্বায়নের আপাত দূরবর্তী নীতিগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ট আন্ত:সংযোগের উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীনের মধ্যে এই সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

সমাজতত্ত্বকে প্রায়ই সংজ্ঞায়িত করা হয় একটি শাখা (Discipline) হিসেবে যা 'সমাজে'র অধ্যয়ন করে। তোমরা তোমাদের একাদশ শ্রেণির প্রথম বইয়ের আলোচনাকে মনে করে দেখতো পারো যে 'সমাজে'র গণ্ডী বা সীমানা নির্ধারণ করা সহজ নয়। একটি গ্রামের অধ্যয়ন বলতে সেই গ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং তাদের 'সমাজে'র অধ্যয়নকেই শুধু বোঝানো হয় না, সেইসঙ্গে গ্রামীণ সমাজকে বাইরের বিশ্বের সাথে কীভাবে যুক্ত করা হয়েছিল সেটাও বিবেচনায় রাখতে হবে। এই যোগসূত্রটি আগের তুলনায় এখন আরও সুযুক্তিপূর্ণ। সমাজতাত্ত্বিকগণ অথবা সামাজিক নৃতত্ত্ববিদগণ একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে সমাজের অধ্যয়ন করতে পারে না, কিন্তু সময় এবং সুযোগের সংকোচনের ফলে এটার পরিবর্তন হয়েছে। এই বিশ্বব্যাপী আন্ত:সংযোগকে মাথায় রেখে সমাজতত্ত্ববিদগণকে গ্রাম, পরিবার, আন্দোলন, শিশু লালন-পালনের অনুশীলন, কাজ এবং অবসর, আমলাতান্ত্রিক-প্রতিষ্ঠান অথবা জাতির অধ্যয়ন করতে হবে। এই অধ্যয়নগুলোতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) নীতি অনুসারে কৃষি এবং কৃষকদের উপর যে প্রভাব পড়ে তাকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিশ্বায়নের প্রভাব সুদূর প্রসারী। এটা আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। তাই কারো কারো ক্ষেত্রে সেটা যখন নতুন সুযোগ সুবিধা বোঝায়, তখন অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা জীবিকার ক্ষতি বা হ্রাস বোঝায়। চিনা এবং কোরিয়ান রেশম সিল্ক সুতা বাজারে প্রবেশ করা মাত্র বিহারের মহিলা রেশম সুতা প্রস্তুতকারীরা তাদের জীবিকা হারিয়ে ফেলে। তাঁতি এবং গ্রাহকরা এই ধরনের সুতাকেই পছন্দ করত যেহেতু এটা কিছুটা সস্তা এবং চক্‌চকে। একই ধরনের উৎপাটন বা স্থানচ্যুতি দেখা যায় ভারতীয় সমুদ্রে বড়ো বড়ো মাছ ধরার জাহাজের প্রবেশের ফলে। এইসব বড়ো বড়ো জাহাজের সাহায্যে সকল মাছ উঠিয়ে নেওয়া হত যা আগে ভারতীয় নৌকা দিয়ে ধরা হত। এরফলে মাছ বাছাই করার, শুকানোর, বিক্রি করার এবং জাল বোনার কাজে যুক্ত মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। গুজরাটে, মহিলা আঠা সংগ্রহকারী, যারা আগে বাবুল গাছ (Julifera) থেকে আঠা সংগ্রহ করত, তারা তাদের কাজ হারিয়ে ফেলে যখন সুদান থেকে সস্তা দামে আঠা আমদানী শুরু হয়। মোটামুটি ভারতের সকল শহরেই উন্নত দেশগুলো থেকে অপব্যয়িত কাগজ আমদানি শুরু হওয়ার ফলে ছেঁড়া ও ভাঙা জিনিস সংগ্রহকারীরা তাদের রোজগার হারিয়ে ফেলে। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আমরা দেখব কীভাবে ঐতিহ্যবাহী উদ্যোক্তারা এর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এটা নিশ্চিত যে বিশ্বায়নের সামাজিক গুরুত্ব অনেক ব্যাপ্ত। কিন্তু তোমরা যেমন দেখেছ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশে এর প্রভাব খুব ভিন্ন। তাই বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে লোকের মতামত তীব্রভাবে বিভক্ত। কারো কারো বিশ্বাস যে বিশ্বের উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে বিশ্বায়নের প্রয়োজন। অন্যান্যদের ভয় হল যে বিশ্বায়নের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন অংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের মতে যদিও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের অনেকেই এতে লাভবান, কিন্তু প্রথম থেকে বহিষ্কৃত জনসংখ্যার এক বিশাল অংশের অবস্থা আরও অধিকতর খারাপ হতে পারে। আরও কিছু লোক আছে যারা মনে করে যে বিশ্বায়ন একেবারে নতুন কোনো উন্নয়ন নয় আগামী দুইটি অংশে আমরা এই বিষয়গুলোতে আলোকপাত করব। আমরা এটাও দেখব যে অতীতে ভারতের বিশ্বব্যাপী আন্ত:সংযোগ কী ধরনের ছিল। আমরা আরও দেখব যে বিশ্বায়নের কোনো স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আছে কি এবং যদি থাকে সেটা কী।

6.1 বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগ কি বিশ্ব এবং ভারতে নতুন

বিশ্বায়ন বলতে যদি বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগ বোঝায় তাহলে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি যে, এটা কি সত্যিকারের নতুন ঘটনা। পুরোনো সময়ে কি ভারত অথবা বিভিন্ন অংশের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ছিল না?

প্রাথমিক বছরগুলো:

দুই হাজার বছর পূর্বেও ভারত বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। আমরা আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ে বিখ্যাত সিল্করুট সম্পর্কে পড়েছি, যা শত শত বছর আগেও ভারতকে চিন, পার্শি, ইজিপ্ট এবং রোমের মতো মহান সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। আমরা এটাও জানি যে ভারতের সুদীর্ঘ অতীত জুড়ে, বিভিন্ন অঞ্চলের লোক কখনও ব্যবসায়ী রূপে, কখনও আক্রমণকারী রূপে, কখনও প্রচরণকারী রূপে নতুন জমির সন্ধানে এখানে এসেছিল এবং বসতি স্থাপন করেছিল। প্রত্যন্ত ভারতীয় গ্রামে প্রায়ই লোকেরা 'স্মরণ' করে যে, একটা সময়ে যখন তাদের পূর্বপুরুষরা অন্য কোথাও থাকতেন, সেখান থেকে এসে তারা এখন যেখানে বাস করে সেখানেই বসতিস্থাপন করেছিলেন।

বাক্স 6.1

এটা আকর্ষণীয়ভাবে লক্ষ করা যায় যে, সংস্কৃত ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ পাণিণি, যিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ধ্বনি বিজ্ঞানকে নিয়মাবদ্ধ এবং রূপান্তরিত করেছিলেন তিনি আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন ... সপ্তম শতাব্দীর চিনা পণ্ডিত ই জিং (Yi Jing) চিন থেকে ভারতে আসার পথে জাভাতে (শ্রীবিজয় শহরে) সংস্কৃত শিখেছিলেন। এই আন্তঃক্রিয়ার প্রভাব থাইল্যান্ড থেকে মালয়া, ইন্দো-চিন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কোরিয়া এবং জাপান ... পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া জুড়ে ভাষা এবং শব্দভাণ্ডারে ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা বেশ কয়েকটি পুরোনো সংস্কৃত গ্রন্থে অবিচ্ছিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করা এমন একটি উপমা 'কুপমণ্ডূক'— কুয়োর ব্যাঙ, শব্দটির দ্বারা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা পেতে পারি। কুপমণ্ডূক মানে হচ্ছে একটি ব্যাঙ যে তার পুরো জীবন একটি কুয়োর ভিতর কাটিয়ে দেয়, অন্য কিছু জানে না এবং এর বাইরের সমস্ত কিছুই তার কাছে সন্দেহজনক। সে কারও সঙ্গে কথা বলে না এবং কোনো ব্যাপারেই কারো সঙ্গে তর্ক করে না। সে কেবল বাইরের বিশ্বসম্পর্কে গভীর সন্দেহকে নিজের মনে জমা করে রাখে। আমরা যদি কুয়োর ব্যাঙের মতো বাস করতাম তাহলে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসটি খুব সীমিত হত। (Sen 2005:84-86)

তাই বিশ্বব্যাপী আন্ত:ক্রিয়া, এমনকি একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক সময়ের বা আধুনিক ভারতের কাছে অনন্য অভিনব উন্নয়ন নয়।

উপনিবেশবাদ এবং বিশ্ব সংযোগ

আমরা আধুনিক ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাহিনী শুরু করেছিলাম উপনিবেশিক সময় থেকে। তোমরা প্রথম অধ্যায় মনে করে দেখো যে আধুনিক পুঁজিবাদের মাত্রা প্রথম থেকেই বিশ্বব্যাপী ছিল। উপনিবেশবাদ এমন একটি ব্যবস্থার অংশ ছিল যার মূলধন, কাঁচামাল, শক্তি, বাজার এবং এটি টিকিয়ে রাখার একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের নতুন উৎসের প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে প্রায়ই বিশ্বায়নের সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিশাল সংখ্যক লোকের চলন (movement) অথবা প্রচরণকে শনাক্ত করা হয়। তোমরা হয়তো জানো যে, ইউরোপীয় লোক যারা বর্তমানে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছে, তাদের প্রচরণই সম্ভবত সর্ববৃহৎ চলন বা স্থানান্তর ছিল। তোমরা মনে করে দেখ কীভাবে ভারত থেকে জাহাজে করে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হত। এছাড়া দাস ব্যবসা যা হাজার হাজার আফ্রিকানকে দূরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়ে গেছিল।

স্বাধীন ভারত এবং বিশ্ব

স্বাধীন ভারত একটি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রেখেছে। বিভিন্ন অর্থে এটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছিল। বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা মুক্তি সংগ্রামের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানুষের সঙ্গে সংহতি এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। অনেক ভারতীয়রা শিক্ষা এবং কাজের জন্য বিদেশে গমন করেছিল। 'প্রচরণ' একটি চলমান প্রক্রিয়া ছিল। স্বাধীনতার সময় থেকে কাঁচামাল, পণ্য এবং প্রযুক্তির আদান প্রদান উন্নয়নের একটি বড়ো অংশ ছিল। ভারতে বিদেশী কোম্পানিগুলোর রমরমা ছিল। সুতরাং আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করা দরকার যে আমরা অতীতে যা কিছু দেখেছি তার থেকে বর্তমানের পরিবর্তন প্রক্রিয়া কি একেবারেই আলাদা।

6.2 বিশ্বায়নের ধারণা

আমরা দেখেছি যে, বহু প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আমরা এ সম্পর্কেও অবগত যে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ যদিও ইউরোপে উদ্ভূত হয়েছিল কিন্তু উপনিবেশবাদের মতো অন্যান্য দেশের সম্পদের উপর বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বিশ্বায়ন কি শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী আন্ত:ক্রিয়ার সম্পর্ক অথবা এটা কি পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, শ্রম এবং পুঁজির সংগঠন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সাংস্কৃতিক অনুভব, শাসনের উপায় এবং সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন? এই পরিবর্তনগুলো গুরুত্বপূর্ণ, যদিও এর কিছু কিছু নমুনা বা ধরন ইতোমধ্যে পুঁজিবাদের প্রাথমিক স্তরেও স্পষ্ট ছিল। এই ধরনের কিছু পরিবর্তন যেগুলো যোগাযোগ বিপ্লব থেকে প্রবাহিত হয়েছিল, সেগুলো অগণিত উপায়ে আমাদের কাজ এবং জীবন-যাত্রার ধরনকে রূপান্তরিত করেছে।

এখানে আমরা বিশ্বায়নের কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করতে চাই যা নীচে দেওয়া হয়েছে। তোমরা যখন এগুলো পড়বে তখন বুঝতে পারবে বিশ্বব্যাপী আন্ত:ক্রিয়ার একটি সরল সংজ্ঞা কেন বিশ্বায়নের গভীরতা এবং জটিলতাকে বোঝাতে সক্ষম নয়।

বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বের বিভিন্ন লোক, অঞ্চল এবং দেশের মধ্যে পারস্পরিক অধীনতাকে বোঝায় যেহেতু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়। যদিও অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্বায়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা সত্ত্বেও এই পরামর্শ দেওয়া ভুল হবে যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শক্তি বিশ্বায়নকে প্রসারিত করে। সর্বোপরি তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতি এটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় যা সমগ্র বিশ্বের লোকজনের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের গতি এবং সুযোগকে তীব্র করেছে। তাছাড়াও, আমরা দেখব যে সেখানে একটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ছিল যার অভ্যন্তরে এটা বেড়ে উঠেছিল। এবার বিশ্বায়নের ক্ষেত্রকে দেখা যাক। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে, আমরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করব। তাসত্ত্বেও তোমরা দেখতে পাবে যে এগুলো একটি অপরটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

বিশ্বায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

ভারতের প্রায়ই আমরা উদারীকরণ এবং বিশ্বায়ন শব্দগুলোর ব্যবহার করে থাকি। এগুলো প্রকৃতপক্ষে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু এক নয়। আমরা দেখেছি যে 1991 সালে ভারতের রাষ্ট্রীয় সরকার কীভাবে অর্থনৈতিক নীতিতে কিছু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিবর্তনগুলোকে উদারীকরণ নীতি বলা হয়।

(ক) উদারীকরণের অর্থনৈতিক নীতি :

সমগ্র বিশ্বের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রসার বিশ্বায়নের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসারণ বা বিস্তার কিছু অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা প্রেরিত হয়। ভারতে এই পদ্ধতিকে খুব বিস্তৃতভাবে উদারীকরণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। উদারীকরণ বলতে বোঝায় নীতিগত সিদ্ধান্তের একটি ব্যাপ্তি যা ভারতীয় রাষ্ট্র দ্বারা 1991 সালে ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থনীতির উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে এই নীতি সরকারের পূর্বনির্ধারিত নীতির সঙ্গে একটি ফাটল বা বিচ্ছেদ তৈরি করে। স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে আইন প্রয়োগ করেছিল যা নিশ্চিত করেছিল যে ভারতীয় বাজার এবং ভারতীয় দেশি ব্যবসাগুলো বিস্তৃত বিশ্বের প্রতিযোগিতা থেকে সুরক্ষিত ছিল। এই জাতীয় নীতির অন্তর্নিহিত অনুমান ছিল যে একটি পূর্ববর্তী উপনিবেশিক দেশের মুক্ত বাজার পরিস্থিতিতে এটি একটি অসুবিধা হতে পারে। তোমরা উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে ইতোমধ্যেই প্রথম অধ্যায়ে পড়ে নিয়েছ। রাষ্ট্রের এটাও বিশ্বাস ছিল যে বাজার একা জনগণের সকল সুবিধা/কল্যাণ দেখাশোনা করতে সক্ষম হবে না, বিশেষত এর অনগ্রসর বর্গের। এটা অনুভূত হয় যে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তোমরা তৃতীয় অধ্যায় মনে করলে দেখবে যে ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাদের কাছে সামাজিক ন্যায় বিচারের বিষয়গুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অর্থনীতির উদারীকরণের অর্থ হল ভারতীয় বাণিজ্য ও অর্থ বিধিমালা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলোর অবিচ্ছিন্ন অপসারণ। এই পরিমাপগুলোকে *অর্থনৈতিক সংশোধন* বলেও বর্ণনা করা হয়। এই সংশোধনগুলো কী কী ? 1991 সালের জুলাই থেকে ভারতীয় অর্থনীতি সমস্ত বড়ো খাতে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বিদেশি বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি, পাব্লিক সেক্টর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) একাধিক সংশোধনের সাক্ষী হয়ে আছে। প্রাথমিক ধারণা ছিল যে বিশ্ব বাজারে বৃহত্তর একীকরণ ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে লাভজনক হবে।

উদারীকরণ প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund, IMF) থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রেও যুক্ত ছিল। এই ঋণ কিছু নির্দিষ্ট শর্তের উপর দেওয়া হয়। সরকার নির্দিষ্ট কিছু ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যার সঙ্গে কাঠামোগত সামঞ্জস্যের নীতি জড়িত। এই সামঞ্জস্য সাধারণত স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো সামাজিক খাতে হওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমানো। এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও একই রকম বৃহত্তর বক্তব্য রয়েছে।

খ) আন্তর্দেশীয় সংস্থা

বিশ্বায়ন পরিচালনার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে সংস্থাগুলো বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থা হচ্ছে সেই কোম্পানিগুলো যা একাধিক দেশে পণ্য বা বাজার পরিষেবাদি প্রসারিত করে। এইগুলো সাধারণত তুলনামূলকভাবে ছোটো ফার্ম হতে পারে যাদের ভিত্তি দেশের বাইরে অবস্থিত এক বা একাধিক ফ্যাক্টরি। আবার বিশাল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও হতে পারে যার কার্যকলাপ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু বৃহৎ সংস্থা সমগ্র বিশ্বে পরিচিত, যেমন কোকা-কোলা, জেনারেল মটরস্, কোলগেট-পামোলিভ, কোডাক, মিত্সুবিশি এবং এমন আরও অনেক। তাদের একটি স্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ভিত্তি থাকা সত্বেও তারা বিশ্ববাজার এবং বিশ্ব মুনাফার দিকে ধাবিত হয়। কিছু ভারতীয় সংস্থাও আন্তর্দেশীয় হয়ে উঠছে। আমরা যদিও এই সময়ে নিশ্চিত নয় যে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের কাছে এই প্রবণতার অর্থ কী হতে পারে।

গ) বৈদ্যুতিন অর্থনীতি

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে জোরালো করার আর একটি কারক হচ্ছে *'বৈদ্যুতিন অর্থনীতি'*। ব্যাংক, সংস্থা, তহবিল পরিচালক এবং স্বতন্ত্র বিনিয়োগকারীরা মাউসের একটি ক্লিকের দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে তহবিল স্থানান্তর করে নিতে পারে। যদিও 'বৈদ্যুতিন অর্থ' তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তরের এই নতুন ক্ষমতাটি দুর্দান্ত ঝুঁকি বহন করে। ভারতে প্রায়ই এটার আলোচনা শেয়ার বাজারের উঠা-নামার প্রসঙ্গে করা হয়ে থাকে কারণ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মুনাফা লাভের জন্য শেয়ার ক্রয় করে এবং হঠাৎ করেই সেটা বিক্রি করে দেয়। এই ধরনের লেনদেন একমাত্র যোগাযোগ বিপ্লবের কারণে হতে পারে, যা আমরা পরে আলোচনা করব।

Knee-jerk reactions behin
high market volatility
Developments both at home and abroad sway sentiment

THE YEAR OF BULLS AND BUYOUTS

The spurt in the Sensex kept up the belief in the India story. Bulls charged forth, while the economy grew wings and took flight

9,390 Jan2 · 9,238 Jan18 · 10,082 Feb 7 · 10,565 March 1 · 11079 March 27 · 11,564 April 3 · 12,040 April 26 · 12,612 May 10 · 8,929 June 14 · 10,412 June 25 · 10,007 July 19 · 11,014 Aug 8 · 12,009 15 Sep · 13,024 Oct 30 · 14,035 Dec 6 (HIGHEST POINT IN THE YEAR) · 13,787 Dec 29

PERCENTAGE GAIN DURING THE YEAR 47.45%

FINANCIAL SCENE

What is more likely was the belief that a correction was round the corner. The stock indices had reached dizzy heights. The Sensex had crossed 14000 on December 5. With the Nifty also sailing past 4000 for the first time ever, there were many who, while pinning their faith in the market over the medium term, were expecting a reversal in the normal course.

Greater maturity

However, the absence of exaggerated expectations has been a welcome feature of the recent rallies. This indicates a far higher level of maturity than ever before. Yet while almost everyone expected short bursts of reversal followed by upturns, very few expected the drastic drop in share prices that took place on December 11 and 12. The previous week had ended on a weak note, with the Sensex closing at 13799, some 173

CONTAGION EFFECT: *An investor watches the market closing on the screen at the entrance of the Bombay Stock Exchange. The Sensex nosedived by 349 points on Tuesday last on news that the monetary authorities of Thailand imposed exchange controls. - PHOTO PTI*

কাজ 6.2

আন্তর্দেশীয় সংস্থাদ্বারা উৎপাদিত এই ধরনের কিছু বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করো যা তোমরা ব্যবহার কর অথবা বাজারে দেখো অথবা বিজ্ঞাপনে দেখো। তোমরা এই ধরনের বস্তুকে তালিকায় রাখতে পার যেমন :

- ➢ জুতো
- ➢ ক্যামেরা
- ➢ কম্পিউটার
- ➢ টেলিভিশন
- ➢ গাড়ি
- ➢ মিউজিক সিস্টেম
- ➢ প্রসাধন সামগ্রী যেমন সাবান ও শ্যাম্পু
- ➢ কাপড়-চোপড়
- ➢ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য
- ➢ চা
- ➢ কফি
- ➢ পাউডার দুধ

ঘ) ভারহীন অর্থনীতি অথবা জ্ঞানাত্মক অর্থনীতি

পূর্ববর্তী যুগের বিপরীতে, বিশ্ব অর্থনীতি এখন আর প্রাথমিকভাবে কৃষি অথবা শিল্পভিত্তিক নয়। ভারহীন অর্থনীতি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে তথ্যের ভিত্তিতে উৎপাদন হয় যেমন কম্পিউটার সফট্ওয়ার, মিডিয়া ও বিনোদন পণ্য এবং ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা। জ্ঞানাত্মক অর্থনীতি হচ্ছে সেটা যেখানে বেশিরভাগ কর্মীরা উৎপাদিত বস্তুর ভৌতিক উৎপাদন এবং বিতরণের সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু সেটার নক্শা বা পরিকল্পনা, উন্নয়ন, প্রযুক্তি, বাজারজাতকরণ, বিক্রি এবং মেরামত করার মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত। এটাতে পাড়ার ক্যাটারিং পরিষেবা থেকে শুরু করে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া পরিষেবা যেমন পেশাগত কনফারেন্স মিট অথবা বিবাহের মতো পারিবারিক উপলক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত। আমরা বর্তমানে অনেক ধরনের পেশা সম্পর্কে জানি যা কয়েকবছর পূর্বেও শোনা যেত না, যেমন অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক (event manager)। তোমরা কি এই পেশা সম্পর্কে জান? তাদের কাজ কী? এই ধরণের কিছু নতুন সেবামূলক পেশা সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করো।

বাক্স 6.2

আমরা অনেকেই শূন্য (thin air) থেকে পয়সা উৎপন্ন করি: আমরা এমন কিছু উৎপাদন করি না যা ওজন করা যায়, ছোঁয়া যায় অথবা সহজভাবে মাপা যায়। আমাদের উৎপাদন বন্দরে মজুদ করা যায় না, গুদামে সঞ্চিত রাখা যায় না অথবা রেলগাড়িতে করে পাঠানো যায় না। আমাদের মধ্যে অনেকেই টেলিফোন কল সেন্টারে, আইনজীবীর অফিসে, সরকারি দপ্তরে অথবা কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে সেবামূলক কাজ, বিচার, তথ্য এবং বিশ্লেষণ জাতীয় কাজের মাধ্যমে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। আমরা সকলেই ব্যবসায়ী।

Source: Charles Leadbeater 1999 Living on Thin Air: The New Economy *(London: Viking)*

বাক্স 6.2 এর অনুশীলনী

1. তোমার একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশির কাছ থেকে এটা খুঁজে বের করো যে ওই এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক তরুণরা কী কাজ করে? সেটার একটি তালিকা প্রস্তুত করো। এদের মধ্যে কতজন তোমার হিসেবে কোনো না কোনো ধরনের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত? আলোচনা কর।
2. তোমার শ্রেণিকক্ষ থেকে এটা খুঁজে বের করো যে তোমার সহপাঠীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। ভারহীন অর্থনীতির প্রসঙ্গে সেটার আলোচনা কর।

কাজ 6.3

- টেলিভিশন চ্যানেলগুলো থেকে ব্যবসায়িক চ্যানেলগুলোর সংখ্যা বের করো এবং শেয়ার বাজার, বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ, বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক প্রতিবেদন ইত্যাদির সাম্প্রতিক তথ্য প্রদান করো।
- কয়েকটি অর্থ বিষয়ক সংবাদপত্রের নাম খুঁজে বের করো।
- তুমি কি বিশ্বব্যাপী প্রবণতাগুলোর কোনো কেন্দ্রবিন্দু দেখতে পাও?
- এই ধরণের প্রবণতাগুলো কীভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে বলে তোমার মনে হয়?

ঙ) *অর্থের বিশ্বায়ন*

এটাও লক্ষ করা উচিত যে প্রথম বারের মতো বিশেষ করে, তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে অর্থের বিশ্বায়ন হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সংহত আর্থিক বাজারগুলো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিন সার্কিটের মাধ্যমে কয়েক বিলিয়ন ডলারের লেনদেন গ্রহণ করে। মূলধন এবং সুরক্ষা বাজারগুলোতে 24 ঘণ্টা ব্যবসা চলে। নিউ ইয়র্ক, টোকিও এবং লণ্ডনের মতো শহরগুলো আর্থিক ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। ভারতের মধ্যে মুম্বাইকে দেশের আর্থিক রাজধানী রূপে জানা যায়।

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগব্যবস্থা

বিশ্বে প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির ফলে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কিছু কিছু বাড়িতে এবং অনেক অফিসে আজকাল বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একাধিক সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে যেমন টেলিফোন (ল্যাণ্ডলাইন এবং মোবাইল), ফ্যাক্স মেশিন, ডিজিটাল এবং ক্যাবল টেলিভিশন, বৈদ্যুতিন মেল এবং ইন্টারনেট।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই এই ধরনের অনেক জায়গা সম্পর্কে জান আবার অনেকে জানো না। আমাদের দেশে এটাকে প্রায়ই ডিজিটাল বিভাজনের সূচক বলা হয়। এই ডিজিটাল বিভাজন সত্ত্বেও এই ধরনের প্রযুক্তির সময় এবং জায়গার 'সংকোচনে'র সুবিধা প্রদান করে। একই গ্রহের দুই প্রান্তে ব্যাঙ্গালুরু এবং নিউ ইয়র্কে বসা দুজন

Flying high
With more airlines flying the skies and air travel becoming affordab
t is time to look at infrastructure development and the availability
of facilities at Indian airports.
VINAY KUMAR
A THOUGHT FOR TO
hat is the trouble with flying:
have to return to airpo
HENRY MINIZBURG
Dizzying Heigh
Direct international flights
to more non-metros
s small-town India gearing itsel
As many as 15 towns in
abroad and the list i
Jaipur, Luckn
GATE - 3
STAFF & TROLLEY

লোক শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে না, সেইসঙ্গে উপগ্রহ প্রযুক্তির (satellite technology) মাধ্যমে একে অন্যকে দলিল এবং প্রতিচ্ছবিও পাঠাতে পারে। বিশ্বায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নেটওয়ার্ক এবং মিডিয়া সোসাইটির উত্থান চলছে। আরও দক্ষতার সাথে বিশ্বব্যাপী আন্ত:সংযোগ গড়ে তুলতে, ভারত সরকার 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' গড়ার একটি উচ্চাভিলাষী কার্যক্রম শুরু করেছে, যেখানে প্রতিটি বিনিময় ডিজিটাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটার সাহায্যে ভারতকে 'ডিজিটালি ক্ষমতায়িত সমাজ' এবং একটি 'জ্ঞানাত্মক অর্থনীতি'রূপে রূপান্তরিত করা হবে।

কাজ 6.4

- তোমার আশেপাশে কি কোনো ইন্টারনেট কাফে আছে?
- কারা এগুলোর ব্যবহার করে? তারা ইন্টারনেটের কী ধরনের ব্যবহার করে?
- এটা কি তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত? এটা কি কোনো নতুন ধরনের বিনোদন?
- সেখানে কি কোন STD/ISD টেলিফোন বুথ আছে? তোমার আশেপাশে কি FAX এর কোনো সুবিধা আছে?

বাক্স 6.3

ঘটনাক্রমে 1990 এর দশকে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ে। 1998 সালে বিশ্বব্যাপী 70 মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল। তারমধ্যে 62 শতাংশ আমেরিকা এবং কানাডাতে ছিল, যেখানে এশিয়াতে সেটা ছিল 12 শতাংশ। 2000 সালে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 325 মিলিয়ন বেড়ে ছিল। আগে ভারতের ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল 3 মিলিয়ন এবং সমগ্র দেশে সাইবার ক্যাফের বিস্তারের ফলে 2000 সালে সেটা বেড়ে হয়েছে 15 মিলিয়ন। (Singhal and Rogers 2001:235)

2006 সালের 15 আগস্টের CNN-IBN এর একটি ভোট গ্রহণ সম্প্রচারের মতে, দেশের মোটামুটি 7 শতাংশ যুব সম্প্রদায় ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, যেখানে শুধু 3 শতাংশের বাড়িতে কম্পিউটার আছে। এই সংখ্যাগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে কম্পিউটারের দ্রুত বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও দেশে ডিজিটাল বিভাজন বিরাজ করছে। সাইবার যোগাযোগ এখনও ভীষণভাবে শহুরে ব্যাপার হয়ে রয়েছে, যদিও সাইবার কাফের মাধ্যমে সেটা পর্যাপ্তমাত্রায় উপলব্ধ, কিন্তু গ্রামীণ অঞ্চলে অনিশ্চিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং পরিকাঠামোর অভাবে টেলিফোনের সংযোগও এখন পর্যন্ত অসংযুক্ত রয়ে গেছে।

ভারতের টেলিযোগাযোগের বিস্তার

বাক্স 6.4

1947 সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে, নতুন রাষ্ট্রে 350 মিলিয়ন জনগণের জন্য 84,000টি টেলিফোন লাইন ছিল। তেত্রিশ বছর পরে, 1980 সালেও ভারতের টেলিফোন পরিসেবা খারাপ ছিল, যেখানে 700 মিলিয়ন জনসংখ্যায় 2.5 মিলিয়ন টেলিফোন এবং 12,000 পাব্লিক ফোন ছিল; ভারতের 600,000 গ্রামের মধ্যে মাত্র 3 শতাংশ গ্রামে টেলিফোন পরিসেবা পৌঁছেছিল। যদিও 90 দশকের শেষের দিকে, টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন হয়েছিল, 1999 সালের মধ্যে ভারতের 300 নগর, 4,869 শহর এবং 310,897 গ্রামে মোটামুটি 25 মিলিয়ন টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয় যা ভারতের টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ককে পৃথিবীর নবম বড়ো নেটওয়ার্ক হিসেবে গড়ে তুলেছিল। 1988 থেকে 1998 সালের মধ্যে, টেলিফোনের সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা 27,316 থেকে বেড়ে 300,000 হয়েছিল (ভারতের অর্ধেক গ্রাম)। 2000 সালের মধ্যে মোটামুটি 650,000 PCO (পাব্লিক কল অফিস) বিশ্বাসযোগ্য টেলিফোন সেবা প্রদান করত, যেখানে লোকরা গিয়ে কথা বলত এবং যত টাকা বিল হল মিটার দেখে দিয়ে চলে আসত যা ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতের প্রান্তীয়, গ্রামীণ, পাহাড়ি এবং

উপজাতীয় অঞ্চলে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই PCOগুলোর উদ্ভব ভারতে পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মতো তীব্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তাকে পুরো করেছিল। ভারতে, ট্রেনে চড়ে বিবাহে অংশগ্রহণ করা, আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করা, শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করার মতো, টেলিফোনকেও পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখার একটি উপায় হিসেবে দেখা হত। এটা কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় যখন আমরা কোনো টেলিফোন বিজ্ঞাপনে দেখি মা তার ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে অথবা দাদু-ঠাকুমা/দাদু-দিদা তাদের নাতি-নাতনিদের সঙ্গে কথা বলছে। তাই ভারতে টেলিফোনের বিস্তার, এটার ব্যবহারকারীদের জন্য ব্যবসা ছাড়াও একটি শক্তিশালী সামাজিক সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধন করে। (Singhal and Rogers 2001 : 188-89)

বাক্স 6.4 এর অনুশীলনী

ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং টেলিযোগাযোগের উপর একটি প্রবন্ধ লেখো।

তোমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে ইতোমধ্যে দেখে নিয়েছ যে আউটসোর্সিং কীভাবে কাজ করে।

বেশিরভাগ শহুরে মধ্যবিত্ত যুবকদের জন্য সেল ফোন একটি নিজস্ব অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং সেলুলার টেলিফোনও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেল ফোনের অসাধারণ বৃদ্ধি এবং এর ব্যবহারের ধরনে লক্ষনীয় পরিবর্তন দেখা যায়। নীচের তিনটি বাক্সে এই পরিবর্তনকে দেখানো হয়েছে।

বাক্স 6.5

1988 সালে, ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রণালয় মোবাইল টেলিফোনের প্রি-পেইড ক্যাশ কার্ড খোলা বাজারে বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং এর কারণ হিসেবে দেখানো হয় যে অনেক অপরাধীরা এই ধরনের ক্যাশ কার্ডের ব্যবহার করে থাকে যাতে তদন্তকারীরা তাদের তল্লাস করার কোনো উপায় খুঁজে না পায়। যদিও অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহার করা কার্ডের সংখ্যা খুবই নগণ্য, তবুও ক্যাশ কার্ড বিক্রি করার আগে প্রত্যেক গ্রাহকের নাম এবং ঠিকানা যাচাই করা টেলিফোন অপারেটরদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেসরকারি অপারেটরদের মতে এই অপ্রয়োজনীয় যাচাই পদ্ধতি তাদের ব্যবসাকে 50 শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। ... মোবাইল টেলিফোনের নতুন গ্রাহক সংখ্যাও 1998 সালে মোটামুটি 50 শতাংশ হ্রাস হয় যখন ভারতীয় আয়কর দপ্তর আদেশ দেয় যে যারাই মোবাইল টেলিফোনের অধিকারী তাদের সকলেরই আয় কর জমা করা বাধ্যতামূলক। এই আদেশ যে ধারণাটির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো ব্যক্তি মোবাইল টেলিফোনের মত 'বিলাসবহুল' বস্তু রাখতে সমর্থ হয়, তার মানে সেই ব্যক্তি কর প্রদান করার মতো পর্যাপ্ত রোজগার করে থাকে। *(Singhal and Rogers: 2001: 203-04)*

বাক্স 6.6

ভারত বিশ্বের মোবাইল ফোনের দুরন্তগতিতে বেড়ে ওঠা বাজারের মধ্যে একটি হয়ে গেছে। ভারতে বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল পরিষেবা 1995 সালের আগস্ট মাসে শুরু করা হয়েছিল। প্রাথমিক 5-6 বছর, গড় মাসিক গ্রাহক সংখ্যা মোটামুটি 0.05 থেকে 0.1 মিলিয়ন ছিল এবং 2002 সালের ডিসেম্বরে মোট মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ছিল 10.5 মিলিয়ন। যদিও মোবাইল টেলিফোনের ব্যাপারে 1994 সালের নতুন টেলিকম নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল, তথাপি প্রারম্ভিক বছরগুলোতে মোবাইল হ্যান্ডসেটের উচ্চমূল্য এবং সেইসঙ্গে উচ্চ শুল্ক কাঠামোর ফলে বৃদ্ধির গতি ছিল ধীর। 1999 সালের নতুন টেলিকম নীতির দ্বারা এই শিল্প গ্রাহকদের স্বপক্ষে বেশ কয়েকটি উদ্যোগের ঘোষণা করে। তারফলে মোবাইলের গ্রাহকসংখ্যা বাড়তে থাকে। 2003 সালে সমগ্র দেশে মোবাইল ফোনের সংখ্যা ছিল 16 মিলিয়ন, যা 2004 সালে বেড়ে 32 মিলিয়ন হয়। 2006 সালের সেপ্টেম্বরের হিসেবে ভারতে মোবাইল ফোনের সংখ্যা ছিল 123.44 মিলিয়ন। যে দেশগুলোতে ভারতের চেয়ে বেশি মোবাইল ফোনের ব্যবহার হয় সেগুলো হল চীন, (যেখানে মোবাইল ফোনের সংখ্যা 408 মিলিয়ন), আমেরিকা (মোবাইল ফোনের সংখ্যা 170 মিলিয়ন) এবং রাশিয়া (মোবাইল ফোনের সংখ্যা 130 মিলিয়ন)।

বাক্স 6.7

ছাত্র-ছাত্রীরা কালামকে প্রতিবাদ পত্র পাঠায়

NDTVতে, কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বক্তব্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিরাট প্রতিবাদের সূত্রপাত হয় ... উপাচার্য নিজের নির্ণয়ের সমর্থনে বলেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট ড্রেস কোড এবং সেল ফোনের নিষিদ্ধকরণকে ছাত্রছাত্রীরা স্বাগত জানিয়েছে।

কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা নিষিদ্ধকরণ সমর্থন করতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের সুপরিচালিত প্রথম প্রতিবাদ স্বরূপ তারা রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামকে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করে।

Source: http://www.ndtv.com (Thursday, January 19, 2006 (Chennai))

বাক্স 6.5, 6.6 এবং 6.7 এর অনুশীলনী

- মনোযোগ সহকারে উপরের তিনটি বাক্স পড়ো।
- এগুলো থেকে সেলফোন ব্যবহারের অত্যধিক বৃদ্ধি সম্পর্কে কী বোঝা যায়?
- সেলফোনের প্রতি মনোভাব এবং গ্রহণযোগ্যতায় কোনো পরিবর্তন তোমার নজরে পড়ে কি?

কাজ 6.5

আশির দশকের শেষের দিকে প্রাথমিকভাবে, সেলফোনকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে (অপরাধী উপাদানের অপব্যবহারের ফলে) দেখা হচ্ছিল। 1998 সাল পর্যন্ত সেলফোনকে বিলাসবহুল বস্তু হিসেবে উপলব্ধি করা হত (শুধুমাত্র ধনী লোকরাই সেলফোন ব্যবহার করে তাই তাদের কর দেওয়া উচিত)। 2006 সালের মধ্যে, আমরা চতুর্থ বৃহৎ সেলফোন ব্যবহারকারী দেশে উন্নীত হয়েছি। এগুলো আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে যে ছাত্র-ছাত্রীরা মহাবিদ্যালয়ে সেলফোনের ব্যবহার নিষেধ করলে তার প্রতিবাদে ধর্মঘট করে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য।

ভারতে সেলফোন ব্যবহারের আশ্চর্যজনক বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে একটি আলোচনা সংঘটিত করার চেষ্টা করো।

- বিপণনের চতুরতা এবং মিডিয়ায় প্রচারের কারণে কী এই ধরণের পরিবর্তন হয়েছিল? সেলফোন কি এখনও মর্যাদার প্রতীক?
- অথবা, বন্ধুবান্ধব এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে 'যোগাযোগ' রক্ষা করার জন্য সেলফোনের প্রবল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কী?
- মা-বাবার কি সন্তানদের অবস্থান বা খবরাখবর জানা এবং নিজেদের দু:শ্চিন্তা কম করার জন্য তাদের সেলফোন ব্যবহারে উৎসাহিত করে?
- যুব সম্প্রদায় কেন সেলফোনের প্রবল প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো।

বিশ্বায়ন এবং শ্রম

বিশ্বায়ন এবং একটি নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজন

A Call Centre

একটি নতুন ধরনের শ্রম-বিভাজনের উৎপত্তি হয় যার অন্তর্গত বিশ্বের তৃতীয় শ্রেণির নগরগুলোতে অধিকতর নিয়মিত নির্মাণ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান করা হয়। তোমরা ইতোমধ্যে আউটসোর্সিং সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে এবং চুক্তিকৃষি (contact farming) সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে পড়েছ। এগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা বোঝানোর জন্য এখানে নাইক (Nike) কোম্পানির উদাহরণ দেওয়া হল।

নাইক কোম্পানি 1960 এর দশকে স্থাপিত হওয়ার সময় থেকেই দ্রুতগতিতে বাড়ছিল। নাইকের উৎপত্তি হয়েছিল জুতা আমদানিকারক হিসেবে। প্রতিষ্ঠাতা ফিল নাইট জাপান থেকে জুতা আমদানি করতেন এবং খেলাধূলা সম্পর্কিত সম্মেলনে সেগুলো বিক্রি করতেন। এই কোম্পানিটি একটি বহুজাতিক উদ্যোগ হিসেবে বেড়ে উঠে এক আন্তর্দেশিয় নিগমে পরিণত হয়েছিল। তার সদর দপ্তর বেভেরটনে, যা পোর্টল্যান্ড, ওরেগন থেকে একটু দূরে অবস্থিত। শুধুমাত্র দুটো আমেরিকান ফ্যাক্টরি নাইকের জন্য জুতা বানাত। 1960এর দশকে সেগুলো জাপানে বানানো হত। যখন দাম বাড়তে শুরু করে তখন, মধ্য 70এর দশকে উৎপাদন দক্ষিণ কোরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় শ্রমের মূল্য বেড়ে যাওয়াতে 1980তে উৎপাদন পদ্ধতি থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়াতে বিস্তার করা হয়েছিল। 1990 এর দশকে আমাদের ভারতেও নাইক উৎপাদন করতে শুরু করে। তাসত্ত্বেও যদি অন্য কোথাও স্বল্প মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায় তাহলে উৎপাদন কেন্দ্রগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। এই পুরো পদ্ধতিতে শ্রমজীবি জনসংখ্যাকে অত্যন্ত দুর্বল এবং নিরাপত্তাহীন করে তোলে। শ্রমের এই নমনীয়তা প্রায়শই উৎপাদকের পক্ষেই কাজ করে। কেন্দ্রীভূত অবস্থানে (fordism ফোর্ডবাদ), বস্তুর গণহারে উৎপাদনের পরিবর্তে, আমরা বিস্তৃত অবস্থানে (post-fordism উত্তর-ফোর্ডবাদ) একটি নমনীয় উৎপাদন পদ্ধতির দিকে সরে গেছি।

বাক্স 6.8

জেনারেল মটরস্ কোম্পানি আপাতদৃষ্টিতে বা বাহ্যত পন্টিয়াক লে ম্যানস (Pontiac Le Mans) নামক একটি আমেরিকান গাড়ি প্রস্তুত করে। এটার শো-রুম মূল্য 20,000 ডলার যার মধ্যে শুধু 7,600 ডলার আমেরিকানদের (ডেট্রোয়েটের কর্মী এবং পরিচালক, নিউইয়র্কের আইনজীবী এবং ব্যাংক কর্মী, ওয়াশিংটনের লবিস্ট এবং সমগ্র দেশের জেনারেল মটরস কোম্পানির অংশীদার) কাছে যায়; বাকি অংশ থেকে

- 48 শতাংশ শ্রমিক এবং গাড়ির অংশ জোড়া লাগানোর জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায়
- 28 শতাংশ ইঞ্জিন এবং ইলেকট্রনিকস্ এর উন্নত অংশবিশেষ এর জন্য জাপানে
- 12 শতাংশ সৌন্দর্য এবং ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য জার্মানিতে
- 7 শতাংশ ছোটো ছোটো অংশের জন্য তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরে
- 4 শতাংশ বাজারজাত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এবং
- মোটামুটি 1 শতাংশ তথ্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বারবাডোস (Barbados) অথবা আয়ারল্যান্ডে যায়। *(Reich 1991)*

বাক্স 6.9

" সব থেকে বেশি গরিব লোকেরা দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে। দারিদ্রের হার বিশেষত ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশে অনেক বেশি, " যা "এশিয়া এবং প্রশান্ত অঞ্চলে শ্রম ও সামাজিক প্রবণতা 2005" নামক একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (ILO) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ... এই প্রতিবেদনে এশিয়া অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান 'কর্মসংস্থান ব্যবধান' সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়। এটাতে বলা হয় যে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়। এটাতে বলা হয় যে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। 2003 এবং 2004 সালের মধ্যবর্তী সময়ে এশিয়া এবং প্রশান্ত অঞ্চলে 'হতাশাদায়ক'ভাবে 1.6 শতাংশ বেড়েছে অথবা 25 মিলিয়ন কাজ বেড়েছে, যেখানে মোট কাজ ছিল 1.588 বিলিয়ন যা শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনায় 7 শতাংশের কিছু বেশি।

"Job Growth Remains Disappointing- ILO" Labour File

বিশ্বায়ন এবং কর্মসংস্থান

বিশ্বায়ন এবং শ্রমের সঙ্গে যুক্ত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কর্মসংস্থান এবং বিশ্বায়নের সম্পর্ক। এখানেও আমরা বিশ্বায়নের অসম প্রভাব দেখতে পাই। শহর কেন্দ্রগুলোর মধ্যবিত্ত যুব সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বায়ন এবং IT বিপ্লব অনেক নতুন নতুন পেশার সুযোগ খুলে দেয়। সাধারণ কলেজ থেকে B.Sc./ B.A/B.Com ডিগ্রি নেওয়ার পরিবর্তে বর্তমানের যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন কম্পিউটার ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার শিখে কল সেন্টার অথবা BPO তে কাজ করছে। তারা বিভিন্ন শপিং মলে সেইলসের কাজ করে অথবা নতুন নতুন রেস্টুরেন্টে কাজ করে। তাসত্ত্বেও কর্মসংস্থান প্রসারের প্রবণতা হতাশাজনক যা বাক্স 6.9 এ দেখানো হয়েছে।

বিশ্বায়ন এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন

পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন বিভিন্নভাবে একটি মুখ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল যা বিশ্বায়নকে তরান্বিত করেছে এবং সেইসঙ্গে বিশ্বায়নকে সমর্থন করা অর্থনৈতিক নীতিগুলোতে একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই পরিবর্তনগুলোকে প্রায়ই নব-উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে ভারতে উদারবাদ নীতি বাস্তবে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই নীতিগুলো মূলত মুক্ত উদ্যোগের একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে যা বিশ্বাস করে যে বাজার শক্তির মুক্ত আধিপত্য দক্ষ এবং ন্যায্য উভয়ই হবে । এটা, তাই, রাষ্ট্রের নিয়মনীতি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক দেওয়া ভর্তুকি দুটোরই সমালোচনা করে। এই অর্থে বিদ্যমান বিশ্বায়ন পদ্ধতিতে যতটা অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা আছে ততটাই রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও আছে। তা সত্ত্বেও, বর্তমান বিশ্বায়ন থেকে ভিন্ন একটি বিশ্বায়ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এইভাবে আমরা একটি অন্তর্ভুক্ত বিশ্বায়নের ধারণা করতে পারি, যা এমন একটি সমাজ যেখানে সকল বর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিশ্বায়নের সঙ্গে সংযুক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উন্নয়ন হল *রাজনৈতিক সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থার বৃদ্ধি*। দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU), দ্য এসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান ন্যাশন (ASEAN), সাউথ এশিয়ান রিজিওন্যাল কনফারেন্স (SARC) এবং অতি সম্প্রতি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ ট্রেড এসোসিয়েশন (SAFTA), এমন কয়েকটি উদাহরণ যা আঞ্চলিক সংস্থার বৃহত্তর ভূমিকা নির্দেশ করে।

আন্তর্জাতিক সরকারি প্রতিষ্ঠান (IGOs) এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (INGOs) হিসাবে অন্যান্য রাজনৈতিক মাত্রার উত্থান হয়েছে। একটি আন্ত:সরকারি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি সমষ্টি, যা অংশীদার সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অথবা একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় সুবিধাযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসা-বাণিজ্য অনুশীলনে পরিচালিত নিয়মগুলো সম্পর্কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ক্রমবর্ধমানভাবে অধিকাংশ ভূমিকা গ্রহণ করছে।

আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-এর নাম থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো আন্ত:সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন এই কারণে যে এগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং এগুলো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যারা নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে বিচার বিবেচনা করে। আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিছু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হল: গ্রিণপিস (অষ্টম অধ্যায় দেখো), দ্য রেডক্রস এণ্ড অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মেডিসিনস সেন্স ফ্রন্টিয়ারস (সীমান্ত ছাড়া ডাক্তার, Doctors without borders)। এগুলো সম্পর্কে আরও তথ্য যোগাড় করো।

বিশ্বায়ন এবং সংস্কৃতি

বিশ্বায়ন বিভিন্নভাবে সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, যুগ যুগ ধরে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাবকে উন্মুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হত এবং এই কারণেই ভারত সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। পূর্ববর্তী দশকে অনেক বড়ো বড়ো সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে যা আমাদের স্থানীয় সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার ভয় বাড়িয়ে তোলে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য *'কূপমণ্ডুক'* পরিস্থিতি থেকে আমাদের সতর্ক করে যার মানে হচ্ছে পুরো জীবন একটি কুয়োর মধ্যে বেঁচে থাকা ব্যাঙের মতো, যে অন্য কিছুই জানে না এবং বাইরের সমস্ত কিছু তার কাছে সন্দেহজনক, সে কারও সঙ্গে কথা বলে না এবং কোনো ব্যাপারেই কারো সঙ্গে তর্কে যায় না। এটা কেবল বাইরের বিশ্বের প্রতি গভীর সন্দেহকে আশ্রয় করে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আজও আমাদের 'ঐতিহ্যবাহী' উন্মুক্ত মনোভাব ধরে রেখেছি। তাই আমাদের সমাজে শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই বিতর্ক হয় না, এছাড়াও পোশাক, শৈলী, সংগীত, চলচ্চিত্র, ভাষা, শরীরী ভাষার পরিবর্তনের উপর উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। তোমরা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ঊনিশ শতকের সংস্কারক এবং প্রারম্ভিক জাতীয়তাবাদীদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের উপর বিতর্ক মনে করে দেখো। বর্তমান সময়ে এই ঘটনাগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন। সম্ভবত ভিন্নতা এই কারণে যে, বর্তমানে পরিবর্তনের ব্যাপ্তি এবং গভীরতাও ভিন্ন।

সংস্কৃতিক সমজাতীয়করণ বনাম বিশ্ব-স্থানীয়করণ

একটি মুখ্য যুক্তি হল যে সকল সংস্কৃতি একই রকম হয়ে উঠবে, অর্থাৎ সমজাতীয়। অন্যান্যদের মতে সংস্কৃতির একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রয়েছে বিশ্ব-স্থানীয়করণ অভিমুখে। বিশ্ব স্থানীয়করণ বলতে স্থানীয় বা আঞ্চলিকের সঙ্গে বিশ্বের মিশ্রণকে বোঝায়। এটা সম্পূর্ণরূপে স্বত:স্ফূর্ত নয় এবং এটি পুরোপুরি বিশ্বায়নের বাণিজ্যিক স্বার্থ থেকেও দূরে সরে যায় না।

এটি একটি কৌশল, যা বিদেশি সংস্থাগুলো প্রায়ই গ্রহণ করত স্থানীয় ঐতিহ্য বা প্রথা নিয়ে কাজ করার সময় বাজারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য। ভারতে, আমরা দেখতে পাই যে, সকল টেলিভিশন চ্যানেল যেমন স্টার, MTV, চ্যানেল V এবং কার্টুন টেনওয়ার্কে ভারতীয় ভাষার ব্যবহার। এমনকি ম্যাকডোনাল্ডও ভারতে শুধু তাদের নিরামিষ এবং মুরগির মাংসের খাদ্য বস্তুগুলোই বিক্রি করে এবং অন্যান্য গোরুর মাংসের তৈরি খাদ্যবস্তুগুলো যা বিদেশে খুবই জনপ্রিয় সেগুলো ভারতে বিক্রি হয় না। নবরাত্রি

কাজ 6.6

- বিশ্ব-স্থানীয়করণের (Glocalisation) অন্যান্য আরও নিদর্শন খুঁজে বের করে আলোচনা করো।
- তোমরা কি বলিউডের প্রযোজিত ছবিতে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেছ? এক সময়ে দৃশ্যধারণ বিদেশে হলেও কাহিনিগুলো স্থানীয় ছিল। তারপরের এমন কিছু কাহিনি রয়েছে যেখানে কিছু অংশ বিদেশে হলেও চরিত্রগুলো ভারতেই ফিরে আসে। আবার বর্তমানের কাহিনিগুলো সম্পূর্ণরূপে ভারতের বাইরে সেট করা। আলোচনা করো।

উৎসবের সময় ম্যাকডোনাল্ড ভারতে শুধু নিরামিষ খাবারই বিক্রি করে। সংগীতের ক্ষেত্রেও, আমরা 'ভাঙরা পপ', 'ইন্ডি পপ', ফিউশন সংগীত, এমন কি রিমিক্সেরও জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি দেখতে পাই।

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি কীভাবে তার উন্মুক্ততার প্রবণতা ছিল। আমরা এটাও দেখেছি যে আধুনিক যুগে আমাদের সংস্কারক এবং জাতীয়তাবাদীগণ নিজেদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে কীভাবে সক্রিয়রূপে তর্কবিতর্ক করতেন। সংস্কৃতিকে এমন কোন অপরিবর্তনশীল এবং স্থির সত্তা রূপে দেখা যায় না, যা কোনো সামাজিক পরিবর্তনের ফলে হয় বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা অপরিবর্তনীয় থেকে যায়। আজও এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে বিশ্বায়ন শুধু নতুন স্থানীয় ঐতিহ্য নয় বরং বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যও সৃষ্টি করে।

লিঙ্গ এবং সংস্কৃতি

প্রায়শই একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ঐতিহ্যগত ধারণার রক্ষাকর্তারা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নামে নারীর বিরুদ্ধে অযৌক্তিক এবং বৈষম্যমূলক অনুশীলনগুলো চর্চা করে। এর পরিসীমা সতীপ্রথার অনুশীলন থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং সর্বজনীন ক্ষেত্রে নারীর বহিষ্কার পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নকে নারী বিরোধী অন্যায় অনুশীলনের রক্ষা কর্তা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভারতে আমরা একটি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি যা আমাদের আরও সমবেতভাবে এবং গণতান্ত্রিকরূপে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করতে অনুমতি প্রদান করে।

উপভোগের সংস্কৃতি

আমরা যখন সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলি তখন প্রায়ই আমরা পোশাক, সংগীত, নৃত্য, আহার এগুলোর উল্লেখ করে থাকি, যদিও সংস্কৃতি বলতে আমরা সমগ্র জীবনযাত্রার ধরনকেই বোঝাই। সংস্কৃতির দুটো ব্যবহার আছে যা বিশ্বায়নের যে-কোনো অধ্যায়েই উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে উপভোগের সংস্কৃতি এবং কর্পোরেট সংস্কৃতি। বিশ্বায়ন পদ্ধতিতে বিশেষ করে নগরের বৃদ্ধি রূপায়নে সাংস্কৃতিক ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 1970 সাল পর্যন্ত নির্মাণ সংস্থাগুলো নগরের বৃদ্ধিতে সাধারণত গুরুত্বপপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। বর্তমানে, সাংস্কৃতিক ব্যবহার (কলা, খাদ্য, ফ্যাশন, সংগীত, ভ্রমণ ইত্যাদির) নগরের বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকার প্রদান করে। এটা ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি হওয়া শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল, বিনোদনমূলক উদ্যান এবং 'জলের পৃথিবী' (water world) থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যেতে পারে। বেশিরভাগ উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপণ এবং মিডিয়া সাধারণভাবে এমন একটি সংস্কৃতির প্রচার করে যেখানে খরচকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখানো হয়। অর্থ বা টাকা-পয়সা সামলে রাখাকে কোনো মহৎ গুণাবলিরূপে দেখা হয় না। কেনা কাটা বা শপিংকে সময় কাটানোর একটি উপায় হিসেবে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা হয়।

মিস ইউনিভার্স এবং মিস ওয়ার্ল্ডের মতো ফ্যাশন প্রতিযোগিতার ধারাবাহিক সাফল্যগুলো ফ্যাশন, প্রসাধনী এবং স্বাস্থ্য শিল্পের ক্ষেত্রে এক

কাজ 6.7

- পুরোনো বা প্রথাগত দোকানের সঙ্গে নতুন গড়ে উঠা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করো।
- পুরোনো বাজারের সঙ্গে মল (Mall) এর তুলনা করো। আলোচনা করো যে এখানে কীভাবে শুধু বিক্রি হওয়া বস্তুগুলোরই পরিবর্তন হয়নি সেইসঙ্গে কেনাকাটার অর্থও পাল্টে গেছে।
- খাবারের দোকানগুলোতে পাওয়া নতুন নতুন খাদ্যবস্তুগুলোর আলোচনা করো।
- নতুন নতুন ফাস্টফুডের রেস্টুরেন্ট যা বিশ্বব্যাপী সক্রিয়, সেগুলো সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করো।

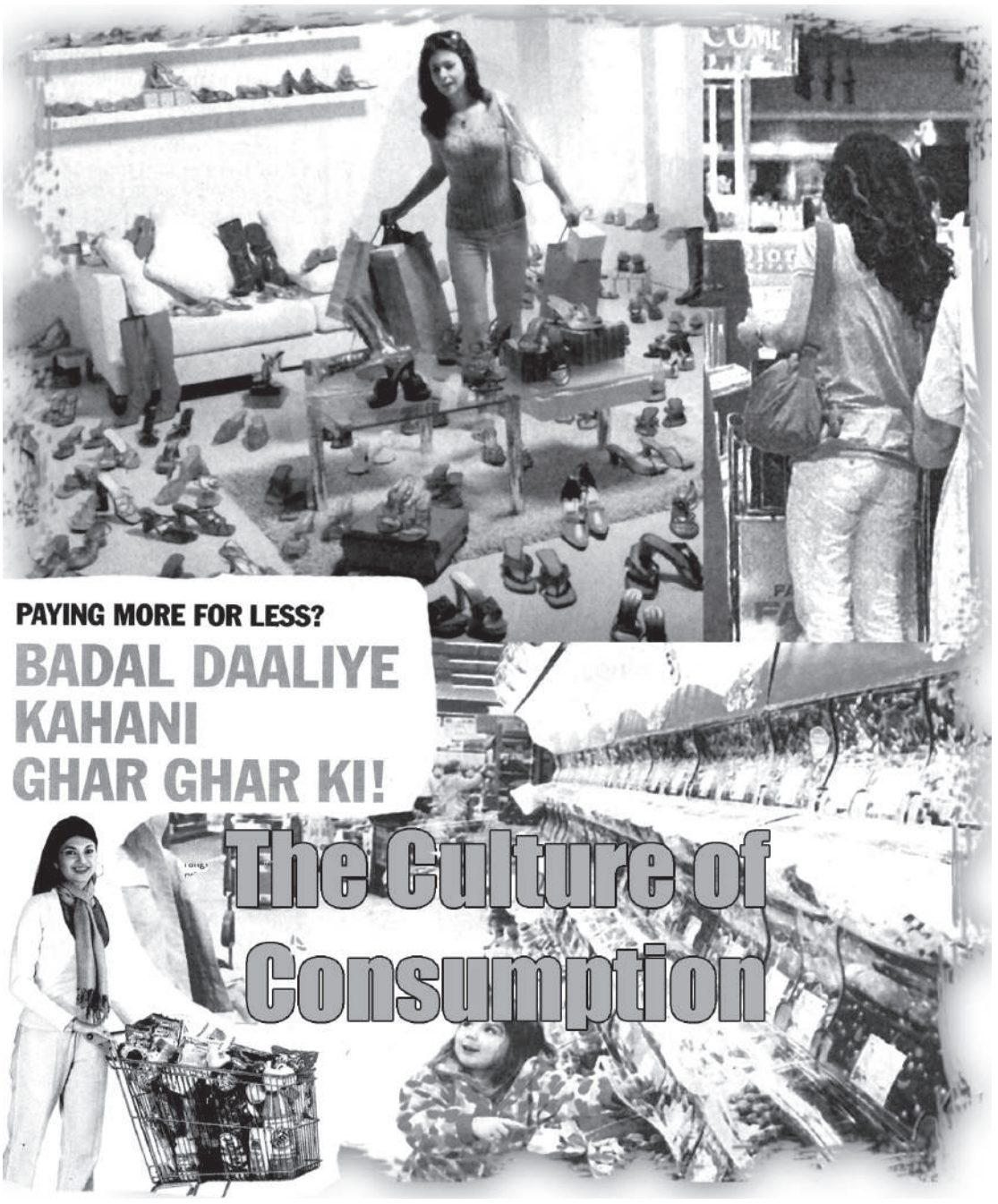

অসাধারণ বৃদ্ধি হতে পারে। তরুণীরা মেয়েরা ঐশ্বর্যা রাই অথবা সুস্মিতা সেনের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কৌন বনেগা করোরপতির মতো জনপ্রিয় খেলার শো থেকে এটা সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে তোমার ভাগ্য কয়েকটি খেলার দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে।

কর্পোরেট সংস্কৃতি

কর্পোরেট সংস্কৃতি হল ব্যবস্থাপনা পরিচালনার একটি শাখা যা একটি সংস্থার সকল সদস্যের অন্তর্ভুক্তিতে একটি অনন্য সাংগঠনিক সংস্কৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে চায়। একটি

কাজ 6.8

গত কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক প্রচারের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাছে প্রায়ই সহায়তা চায়। বিজ্ঞাপণ সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। এই ধরনের প্রবণতা সম্পর্কে আরও খোঁজ নাও এবং আলোচনা করো।

গতিশীল কর্পোরেট সংস্কৃতি — যেখানে কোম্পানির ঘটনাবলি, প্রথা বা নিয়মনীতি এবং ঐতিহ্য জড়িত —যা কর্মচারী আনুগত্য বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে এবং গোষ্ঠী সংহতি উন্নত করে। এটা আরও দেখায় যে কাজ করার উপায় কী, কীভাবে উৎপাদনের প্রচার করা হয় এবং পণ্য প্যাকেটজাত করা হয়।

বহুজাতিক সংস্থার বিস্তার এবং তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে উৎপন্ন হওয়া সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির কারণে ভারতের মহানগরীয় শহরগুলোতে সফট্ওয়ার সংস্থা, বহুজাতিক ব্যাংক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি সংস্থা, শেয়ার বাজার, পর্যটন, ফ্যাশন ডিজাইনিং, বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যম এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যে একটি ঊর্দ্ধগামী সচল পেশাদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পেশাদারদের কাজের সূচি অত্যন্ত চাপসৃষ্টিকারী হয়, তারা অসাধারণ বেতনভোগী এবং বাজারে তীব্রগতিতে বৃদ্ধি হওয়া ভোক্তা শিল্পের প্রধান গ্রাহক।

অনেক স্বদেশী কারুশিল্প এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও জ্ঞানব্যবস্থাকে হুমকি

সাংস্কৃতিক রূপ এবং বিশ্বায়নের মধ্যে অন্য একটি অনন্য সম্পর্ক বিভিন্ন স্বদেশি কারুশিল্প এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও জ্ঞানব্যবস্থা থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। তাই, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আধুনিক উন্নয়ন বিশ্বায়ন পর্যায়ের আগেই ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক রূপ এবং সেটার উপর ভিত্তি করা পেশার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব স্থাপন করে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তনের অনুপাত এবং গভীরতা প্রচুর মাত্রায় তীব্র। উদাহরণস্বরূপ, মোটামুটি 30টি থিয়েটার গোষ্ঠী যা মুম্বই শহরের প্যারেল (Parel) এবং গিরগাও (Girgaum) টেক্সটাইল মিলস্ এলাকায় সক্রিয় ছিল, এগুলো এখন নিষ্ক্রিয় এবং বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেহেতু ওই এলাকার বেশিরভাগ মিল কর্মীরা এখন চাকুরিচ্যুত। কয়েক বছর পূর্বে, একটি প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল যে অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর জেলার সিরচিলা গ্রাম এবং মেদাক জেলার ডুবাক্কা গ্রামের ঐতিহ্যবাহী তাঁতিদের অধিক সংখ্যায় আত্মহত্যার ঘটনা। ওই তাঁতিদের কাছে পাওয়ার লুমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার মতো কোনো উপায় ছিল না এবং তারা গ্রাহকদের পরিবর্তনীয় পছন্দের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অক্ষম ছিল।

একইভাবে, বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী বা প্রথাগত জ্ঞান ব্যবস্থা বিশেষত, ঔষধি এবং কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত হয়েছে এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে অতিবাহিত হয়। বর্তমানে কিছু বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা প্রচেষ্টিত তুলসী, হলুদ, রুদ্রাক্ষ এবং বাসমতি চাল ব্যবহারের পেটেন্ট থেকে স্বদেশী জ্ঞান ব্যবস্থার ভিতকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করা যায়।

বাক্স 6.10

আমাদের *ডমবারি* (Dombari) সম্প্রদায়ের অবস্থা খুব খারাপ। টেলিভিশন এবং রেডিয়ো আমাদের জীবিকার উপায় ছিনিয়ে নিয়েছে। আমরা acrobatics (শারীরিক কৌশল) অভিনয় করি কিন্তু সার্কাস এবং টেলিভিশন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কোনায় কোনায় পৌঁছে যাওয়ার ফলে কেউ আর এখন আমাদের অভিনয় দেখতে আগ্রহী নয়। আমরা যত কঠিন পরিশ্রমই করি না কেন আমরা সামান্যতম বরাদ্দও পাই না। লোকজন আমাদের শো দেখে কিন্তু শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য, এটার পরিবর্তে তারা আমাদের কোনো টাকা-পয়সা দেয় না। আমরা যে ক্ষুধার্ত সে ব্যাপারেও তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আমাদের পেশা শেষ হয়ে যাচ্ছে। *(More 1970).*

যে ধরনের বিভিন্ন এবং জটিল উপায়ে বিশ্বায়ন আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে সেটাকে সংক্ষেপিত করা খুব সহজ কাজ নয়। এই চেষ্টাও কেউ করবে না। তাই এই কাজ তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। এই অধ্যায়ে শিল্প এবং কৃষিতে বিশ্বায়নের প্রভাব সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিনি। ভারতে বিশ্বায়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের কাহিনি জানতে হলে তোমাদেরকে চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের সাহায্য নিতে হবে। এই কাহিনি পুনর্বিবেচনার সময়, তোমরা তোমাদের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনারও প্রয়োগ করতে পারো।

1. তোমার পছন্দের যে-কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করো এবং বিশ্বায়ন কীভাবে এটাকে প্রভাবিত করছে বলে তোমার মনে হয় তা আলোচনা করো। তুমি সিনেমা, কাজ, বিবাহ অথবা অন্যান্য যে-কোনো বিষয় নির্বাচন করতে পারো।
2. একটি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ? আলোচনা করো।
3. সংস্কৃতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করো।
4. বিশ্ব-স্থানীয়করণ কী? এটা কি শুধুমাত্র বহুজাতিক সংস্থার বাজার হস্তগত করার একটি কৌশল অথবা সেখানে কি সত্যিকারের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ হচ্ছে? আলোচনা করো।

REFERENCES

Leadbeater, Charles. 1999. *Living on Thin Air: The New Economy*. Viking. London.

More, Vimal Dadasaheb. 1970. 'Teen Dagdachi Chul' in Sharmila Rege *Writing caste/ writing gender: narrating dalit women's testimonios.* Zubaan/Kali. Delhi, 2006.

Reich, R. 1991. 'Brainpower, bridges and the nomadic corporation'. *New Perspective Quarterly*. 8:67-71.

Sen, Amartya. 2004. *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity.* Allen Lane, Penguin Group. London.

Sassen, Saskia .1991. *The Global City: New York, London, Tokyo.* Princeton University Press. Princeton.

Singhal, Arvind and E.M. Rogers. 2001. *India's Communication Revolution*. Sage. New Delhi.

Notes

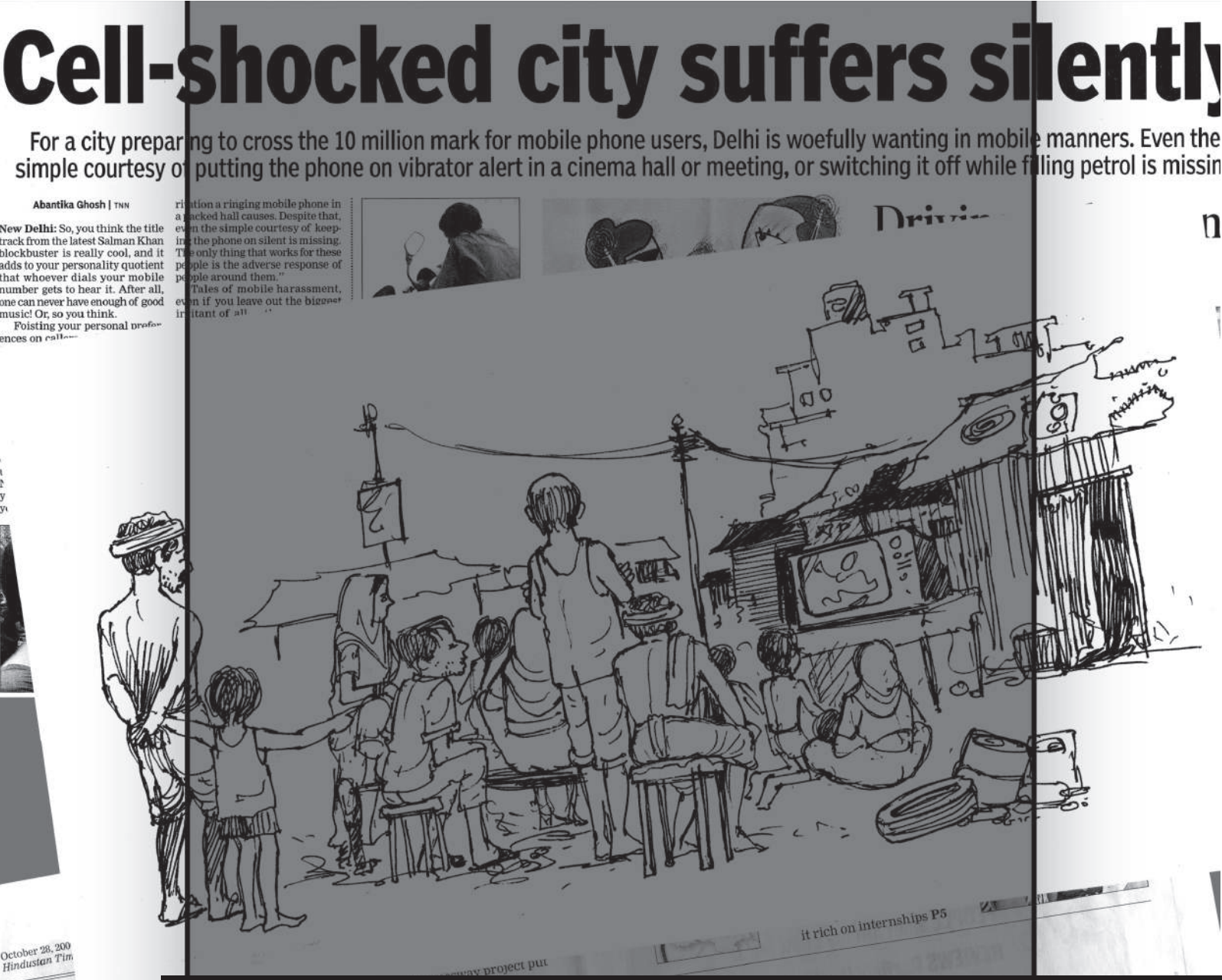

7 গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ

Mass Media and Communications

আমাদের সমাজে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিভিন্নতা রয়েছে যেমন টেলিভিশন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, রেডিও, বিজ্ঞাপণ, ভিডিও গেমস্ এবং সিডি। এগুলো গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কারণ এগুলো এক বিশাল সংখ্যক শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছায় । দর্শক বা শ্রোতবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যাপক সংখ্যায় জনগণ। এগুলো আবার কখনো কখনো গণযোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। তোমাদের প্রজন্মের কাছে গণমাধ্যম এবং যোগাযোগের কোন মাধ্যমবিহীন পৃথিবী কল্পনা করা সম্ভবত কঠিন হবে।

কাজ 7.1

➢ এমন এক পৃথিবীর কল্পনা করো যেখানে টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট, টেলিফোন, মোবাইল ফোন কিছুই নেই।

➢ তোমার প্রাত্যহিক কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করো। ঐসব ঘটনাকে চিহ্নিত করো যেখানে তুমি কোনো না কোনো মাধ্যমের ব্যবহার করেছ।

➢ প্রবীণ প্রজন্ম এই ধরনের কোনো যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়া কীভাবে জীবনযাত্রা করত তা খুঁজে বের করো। এটাকে তোমার জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনা করো।

➢ প্রযুক্তিগত যোগাযোগের উন্নয়নের সাথে সাথে কাজ এবং অবসর সময়ের কী পরিবর্তন হয়েছে তা আলোচনা করো।

গণমাধ্যম আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ ঘুম থেকে উঠে রেডিও এবং টেলিভিশন চালু করে ও সকালের খবরের কাগজ দেখে। ওই পরিবারেই ছোটো শিশুরা সম্ভবত ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মোবাইল ফোনে মিস্‌ড কল দেখে। শহরের কেন্দ্রগুলোতে পাইপ মিস্ত্রি, বিদ্যুৎমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি এবং অন্যান্য কতিপয় সেবা প্রদানকারীরা একটি মোবাইল ফোন রাখে যার সাহায্যে অন্যরা সহজেই তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। শহরের বেশিরভাগ দোকানে ক্রমবর্ধমানভাবে একটি টেলিভিশন সেট দেখতে পাওয়া যায়। দোকানে আসা গ্রাহক দোকানদারের সঙ্গে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ক্রিকেট ম্যাচ এবং চলচ্চিত্র সম্পর্কে অল্প সময় কথাবার্তাও বলে থাকে। বিদেশে বসবাস করা ভারতীয়রা টেলিফোন এবং ইন্টারনেটের সাহায্যে নিজের বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ বজায় রাখে । শহরে প্রচরণকারী কর্মরত শ্রেণির জনগণ গ্রামে তাদের পরিবারের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে সর্বদা যোগাযোগ রাখে। তোমরা কি মোবাইল ফোনের ব্যাপক সংখ্যক বিজ্ঞাপণ দেখেছ? তুমি কি লক্ষ করেছ যে এই বিজ্ঞাপণগুলো বিবিধ সামাজিক গোষ্ঠীর কথা ভেবে তৈরি হয়?

তোমরা কি এটা দেখে বিস্মিত যে সিবিএসই বোর্ডের ফলাফল ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়? প্রকৃতপক্ষে, এই বইটিও ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

এটি স্পষ্ট যে, সাম্প্রতিককালে সব ধরনের গণমাধ্যমের বিস্ময়কর সম্প্রসারণ হয়েছে। সমাজতত্ত্বের শিক্ষার্থী হিসাবে এর বিকাশের বিভিন্ন দিক আমাদের আকর্ষণ করে। প্রথমত, যখন আমরা বর্তমান যোগাযোগ বিপ্লবের নির্দিষ্টতা উপলব্ধি করতে পারি, তখন আমাদের কিছুটা অতীতে ফিরে সমগ্র পৃথিবীর এবং ভারতের আধুনিক গণমাধ্যম বিকাশের রেখাচিত্রটি বের করা আবশ্যক। এটি আমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে অন্যান্য সামাজিকসংস্থার মতো গণমাধ্যমের কাঠামো এবং বিষয়বস্তুর গঠনের পরিবর্তন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতার পরবর্তীকালের প্রথম দশকে আমরা দেখেছি যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যগুলো কীভাবে বিভিন্ন মাধ্যমকে প্রভাবিত করেছে এবং 1990- এর পরে বিশ্বায়নের সময়কালে বাজার কীভাবে মূল ভূমিকা পালন করছিল। দ্বিতীয়ত, এটা সমাজের সঙ্গে গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সেটাকে বুঝতে অধিক সহায়তা করে এবং উভয়ই পরস্পরকে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমের প্রকৃতি এবং ভূমিকা সেই সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয় যার মাধ্যমে এটি অবস্থানরত। পাশাপাশি, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমাজের উপর গণমাধ্যমের সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে। আমরা এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক দেখবো যখন আমরা এই অধ্যায়ে (ক) উপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন মাধ্যমের ভূমিকা (খ) স্বাধীনতার পরবর্তী দশক এবং (গ) বিশ্বায়নের চূড়ান্ত প্রসঙ্গ আলোচনা করবো। তৃতীয়ত, গণযোগাযোগ অন্যান্য যোগাযোগ থেকে ভিন্ন কেননা বড়ো আকারের মূলধন, উৎপাদন এবং পরিচালনার চাহিদা মেটানোর জন্য একটি আনুষ্ঠানিক সংস্থার প্রয়োজন। অতএব, তুমি বুঝতে পারবে যে, গণমাধ্যমের কাঠামো এবং কার্যকারীতায় রাষ্ট্র অথবা বাজারের মুখ্য ভূমিকা থাকে। গণমাধ্যম এমন অনেক বৃহত্তর সংস্থার সঙ্গে কাজ করে যেখানে বড়ো ধরনের বিনিয়োগ হয় এবং ব্যাপক সংখ্যায় কর্মচারীর নিয়োগ হয়। চতুর্থত, বিভিন্ন অংশের মানুষ গণমাধ্যমকে কীভাবে ব্যবহার করে, তারমধ্যে প্রবল পার্থক্য রয়েছে। তোমরা শেষ অধ্যায় থেকে ডিজিটাল বিভাজন (digital divide)-এর ধারণা অনুসরণ করবে।

The fastest-growing cell phone market

Anand Parthasarathy

BANGALORE: Two global surveys reveal lifestyle of world's most 'mobile' population. Indians love SMS, but ignore pricey services like phone Internet. They spend an average of Rs 5000 on a mobile phone handset -- but forgot over 30,000 phones in the last six months, in Mumbai taxis alone We buy six million mobile phones every month -- making us one of the world's fastest- growing cell phone markets -- 176 million-strong as of last month.

The average amount spent on a handset, which is around Rs. 5,000, represents nearly half a month's salary for most of us in India, while for Britishers, it amounts to just 5%.

Our favourite brands are Nokia and Samsung in that order and this is same as the global preference. But Panasonic is number three here, with Sony Ericsson and Motorola, the next two in the desi popularity stakes, while internationally Motorola is number three followed by Sony Ericsson and LG.

We love short messaging services, indeed 100 per cent with these feature on our

INDIANS LOVE IT: *Mobile phones are popular but costlier services like Net phone are shunned. Women are champion text messagers.* – PHOTO: HANDOUT

among the least concerned teresting findings in the India section of a recent global survey of mobile phone trends, commissioned by Stockholm, Sweden- based SmartTrust, a leading provider of mobile device management solutions. The survey conducted by Taylor Nelson Sofres , covered 6,700 mobile consumers in 15 countries, 404 of them in India.

The full report is available for corporate users who register at the www.smarttrust-.com for a free download.

In another survey , mobile security player Pointsec found that Mumbaites are second only to Londoners in forgetfullness – when it comes to their mobile phones. In the last six months they forgot 32,970 phones in Mumbai taxis – this is just the numbers reported as lost. Amnesiac London-based phone owners topped this number - with 54872 phones lost. Sydney, Stockholm, San Francisco, Washington, Munich, Helsinki, Berlin and Oslo all fared better.

But when it came to lost pocket PCs and laptops, India is nowhere in the Top Ten.

London is the mother city

7.1 আধুনিক গণমাধ্যমের প্রারম্ভ

ছাপাখানার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম আধুনিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। যদিও কিছু কিছু সমাজে বহু শতাব্দী পূর্বেই মুদ্রণের ইতিহাস লক্ষ করা যায়, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বই ছাপানোর প্রথম প্রয়াস ইউরোপে করা হয়। এই পদ্ধতি 1440 সালে প্রথম জোহান গুটেনবার্গ দ্বারা প্রণয়ন করা হয়। মুদ্রন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক প্রয়াসগুলো শুধুমাত্র ধার্মিক বই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। ছাপাখানার প্রথম পণ্যগুলো শিক্ষিত এলিট পাঠকবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাধ্যভাগে প্রযুক্তি, পরিবহন ও সাক্ষরতার উন্নতি হয় ও তার পরিণামস্বরূপ সংবাদপত্র ব্যপকভাবে পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছতে শুরু করে। তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করা মানুষদের একই খবর শুনতে বা পড়তে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বলা হয় যে, দেশবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে এবং তাদের মধ্যে একতাবোধ গড়ে তুলতে গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। স্বনামধন্য পণ্ডিত বেনেডিক্ট এন্ডারসন এর মতে, এটা জাতীয়তাবাদের ধারনা বিকশিত করতে সহায়তা করে। তাছাড়া যেসব লোকেরা

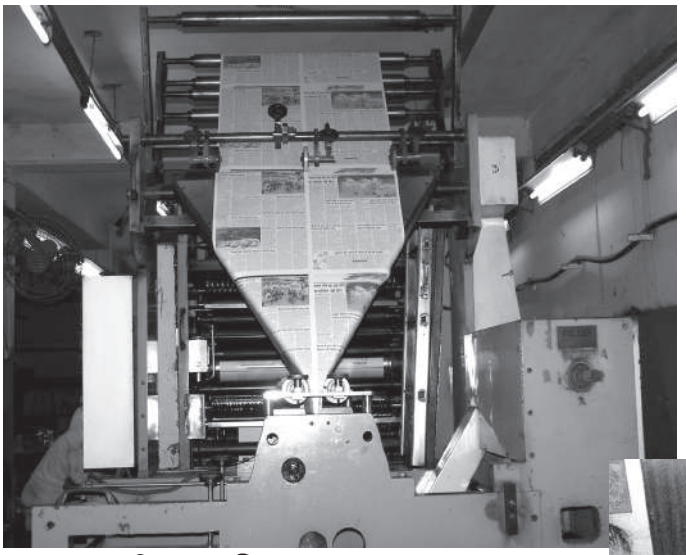

একবিংশ শতাব্দীর ভারতে ছাপাখানা এবং টেলিভিশন সংবাদ গৃহের চিত্র

পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল না, তাদের মধ্যেও একই পরিবারের সদস্য হওয়ার অনুভূতি জাগায়। এটা এমন সব মানুষের মধ্যে একতোবোধ গড়ে তোলে যারা হয়তো বা কোনদিনই একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে না। তাই এন্ডারসনের মতে আমরা দেশকে একটি 'কাল্পনিক সম্প্রদায়' রূপে ভাবতে পারি।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারকরা প্রায়ই সংবাদপত্র এবং পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। ভারতের উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভারতে উপনিবেশিক শাসনকালে ঘটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ফলে এর উদ্ভব হয়। জনসাধারণের উপনিবেশ বিরোধী মতামত জাতীয়তাবাদী মুদ্রণ সংস্থার দ্বারা প্রতিপালিত এবং সঞ্চালিত হয়, যা সাধারণত উপনিবেশিক সরকারের নির্যাতনমূলক পদক্ষেপের বিরোধীতা করত। এর ফলস্বরূপ উপনিবেশিক সরকার জাতীয়তাবাদী মুদ্রণ সংস্থার উপর চাপ সষ্টি করে এবং সেন্সরশীপ ধার্য করে, যা 1883 সালের ইলবার্ট বিল বিক্ষোভে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু জাতীয়তাবাদী

সংবাদপত্রকে যেমন 'কেশরী'(মারাঠী), 'মাথরুভূমি (মালয়ালম), 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (ইংরেজী) উপনিবেশিক সরকারের রোষানলের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু এসব কিছু তাদের জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য এবং উপনিবেশিক শাসনের অবসান করার দাবী থেকে বিরত রাখতে সফল হয়নি।

বাক্স 7.1

- যদিও রাজা রামমোহন রায়ের আগে কিছু সংবাদপত্র সমাজে শুরু ছিল, কিন্তু 1821সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর 'সংবাদ কৌমুদী' এবং 1822 সালে পারসি ভাষায় প্রকাশিত মিরাট-উল-আকবরকে ভারতের প্রথম স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক কার্যধারার প্রকাশনা বলে গণ্য করা হয়।
- ফারদৌজি মুরজবানের হাত ধরে বোম্বের গুজরাটি প্রেসের সূচনা হয়। তিনি 1822 সালে বোম্বে সমাচার নামক একটি দৈনিক সংবাদপত্র শুরু করেন।
- 1858 সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'সোমপ্রকাশ' নামে সংবাদপত্র প্রকাশনার কাজ শুরু করেন যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতো।
- 1861 সালে বোম্বেতে 'The Times of India' নামে সংবাদপত্রটির সূচনা হয়।
- 1865 সালে এলাহাবাদে The Pioneer -এর সূচনা হয়।
- 1868 সালে The Madras Mail.
- 1875 সালে ক্যালকাটাতে Statesman সংবাদপত্রটি শুরু হয়।
- 1876 সালে লাহোরে The Civil and Military Gazette সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়। (Desai 1948)

উপনিবেশিক শাসনাধীনে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন, চলচ্চিত্র ও রেডিও নিয়ে গণমাধ্যমের পরিসীমা গড়ে উঠে। রেডিও পুরোপুরি রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হতো। তাই এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বা মতামত প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। যদিও সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন রাষ্ট্র দ্বারা সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো না, তথাপি ব্রিটিশ রাজ এগুলোর উপর কঠোর নজরদারী করত। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সীমিত থাকায় ইংরেজী বা স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের পাঠক সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তা সত্ত্বেও পাঠক সংখ্যা অনুযায়ী মুদ্রণ মাধ্যমের প্রভাব ছিল প্রবল। তার সাধারণ কারণ হল যে খবর ও তথ্য পড়ে মুখে মুখে প্রচার করা হতো এবং এই প্রচার বাণিজ্যিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্র যেমন বাজার ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের পাশাপাশি শহর ও আদালত পর্যন্ত লক্ষ করা যেত। মুদ্রণ মাধ্যমে বহু মতামত বিদ্যমান ছিল যা 'স্বাধীন ভারতে'র ধারণাটি ব্যক্ত করে। এই ধরনের ভিন্নতা স্বাধীন ভারতেও লক্ষ্য করা যায়।

7.2 স্বাধীন ভারতে গণমাধ্যম

অভিগমন

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের অতন্দ্রপ্রহরি রূপে কাজ করতে আহ্বান জানান। গণমাধ্যমের কাছে এই প্রত্যাশা ছিল যে তারা জনগণের মধ্যে স্বনির্ভরতা এবং জাতীয় উন্নয়নের বোধ বিস্তার করতে সাহায্য করবে। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত ভারতের প্রাক্ স্বাধীনতাকালের উন্নয়নের সাধারণ আবশ্যকীয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চই মনে আছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে দেখা যেত। তাছাড়া অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বহিষ্কার, জাদুবিদ্যা ও বিশ্বাসে নিরাময়ের মতো পীড়াদায়ক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে গণমাধ্যমকে লড়াই করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। তাই আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ গঠনে যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (ethos) প্রয়োজন। এই কারণে সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগ (Film Division) দ্বারা সংবাদ চিত্র এবং বহু তথ্য চিত্র নির্মাণ করা হত। রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি সিনেমা হলে ছায়াছবি প্রদর্শনের পূর্বে দেশের এই উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়াগুলো দেখানো হতো।

কাজ 7.2

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের প্রথম দুই দশকের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত প্রজন্মের যে-কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নাও যে ছায়াছবি শুরু হওয়ার পূর্বে কি ধরনের তথ্যচিত্র নিয়মিত দেখানো হতো। এই পুন:স্মরণ বা স্মৃতি সম্পর্কে লেখো।

রেডিও / বেতার

ভারতে বেতার সম্প্রচার 1920 সালে কোলকাতা এবং চেন্নাইয়ের অপেশাদার 'ham' সম্প্রচার ক্লাবের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে 1940 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থা সর্বজনীন সম্প্রচারের রূপ লাভ করে, যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মিত্র শক্তি গোষ্ঠীর (Allied forces) জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে শুরু করে। স্বাধীনতার সময় শুধুমাত্র 6টি বেতার কেন্দ্র ছিল, যা মূলত বড়ো শহরগুলোতে অবস্থিত ছিল এবং প্রাথমিকভাবে নগরীয় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সম্প্রচারিত হতো। কিন্তু 1950 সালের মধ্যে ভারতে 546,200 বেতার কেন্দ্র অনুমোদন লাভ করে।

অমিতা রায় (পরে মালিক) 1944 সালে লক্ষ্ণৌতে All India Radioতে disc jocky রূপে কর্মরত ছিলেন। বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্র সমালোচক অমিতা 1944 সালে All India Radio-তে যোগদান করেন। সেই সময়ে খুব কম মহিলারাই এইসব ক্ষেত্রে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি BBC, CBC এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রচার সংস্থার সঙ্গে কাজ করেন। তাছাড়া মহিলা সাংবাদিকের মধ্যে তিনি অন্যতম স্বনামধন্য সাংবাদিক ছিলেন যিনি ছায়াছবি, রেডিও এবং টিভি সমালোচক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মুখ্য সংবাদপত্রগুলোতেও লেখালেখি করতেন। *Courtery : Amita Malik, New Delhi.*

যদিও নব্য স্বাধীন দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায় তা সত্বেও আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচিতে প্রধানত সংবাদ পাঠ, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং উন্নয়নের উপর আলোচনা থাকত। নীচের বাক্সে সেই সময়কার উৎসাহ উদ্দীপনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

বাক্স 7.2

আকাশবাণীর (AIR) সম্প্রচারের কারণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় :

1960 সালে ভারতে সর্বপ্রথম সবুজ বিপ্লবের অংশ হিসাবে উচ্চ ফলনশীল খাদ্য শস্যের বিভিন্ন প্রকার চালু হয়। তখন আকাশবাণী গ্রামেগঞ্জে এই সকল শস্য সম্পর্কে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং 1967 সাল থেকে প্রায় দশ বছর ধরে দৈনিক এই অভিযান সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যায়।

এই কারণেই দেশ জুড়ে অনেক আকাশবাণী কেন্দ্রে উচ্চ ফলনশীল খাদ্য শস্যের উপর বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো। এইসকল অনুষ্ঠান এককগুলোতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা এবং কৃষকদের কাছ থেকে ধান ও গম জাতীয় খাদ্য শস্যের নতুন প্রকারের অভিজ্ঞতাগুলো রেকর্ড করে সম্প্রচার করা হতো।

Source : B. R. kumar "AIR's broadcasts diid make a difference." The Hindu December 31sst 2006.

অল্ ইন্ডিয়া রেডিও (AIR) এর সংবাদ সম্প্রচার ছাড়াও, বিবিধ ভারতী নামে একটি বিনোদনমূলক চ্যানেল ছিল, যেখানে সাধারণত শ্রোতাদের অনুরোধে হিন্দি ছায়াছবির সংগীত সম্প্রচারিত হতো। 1957 সালে AIR অত্যন্ত জনপ্রিয় বিবিধ ভারতী চ্যানেলটি অধীকৃত করে সৌজন্যমূলক অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপণ সম্প্রচার করতে প্রারম্ভ করে। তাই AIR এর জন্য এটি অর্থ উপার্জনকারী চ্যানেল হয়ে উঠে।

বাক্স 7.3

ভারতীয় ছায়াছবির সংগীত এবং বিজ্ঞাপণগুলোকে নিম্নমানের সংস্কৃতি বলে গণ্য করা হতো এবং তা প্রচার করা হতো না। তাই ভারতীয় শ্রোতারা প্রায়ই Radio ceylon (যা শ্রীলঙ্কা থেকে সম্প্রচারিত হতো) এবং Radio Goa (যা পর্তুগীজ শাসন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে গোয়া থেকে সম্প্রচারিত হতো) চালিয়ে ভারতীয় ছায়াছবির গান, বিজ্ঞাপণ এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করতো। ভারতে এই সকল সম্প্রচারের জনপ্রিয়তা দ্রুত রেডিও শ্রোতাদের সংখ্যা এবং রেডিও বিক্রয় বৃদ্ধি করে। তাছাড়া রেডিও ক্রয়ের সময় ক্রেতারা এটা সুনিশ্চিত করতো যে Radio Cylon বা Radio Goa-র মতো চ্যানেল শোনা সম্ভব কিনা। (Bhatt : 1994)

বাক্স 7.3 এর অনুশীলনী

তোমাদের বয়ো:জেষ্ঠদের বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। এই অনুষ্ঠানটি কোন্ প্রজন্মের লোকদের এখনো মনে আছে? দেশের কোন্ অংশে এটি বেশি জনপ্রিয় ছিল? তাদের অভিজ্ঞতাগুলো আলোচনা কর। তোমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার তুলনা করো।

1947 সালে যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তখন আকাশবাণীর মাত্র ছয়টি বেতার কেন্দ্র ছিল যা মহানগরগুলোতে অবস্থিত ছিল। দেশের 350 মিলিয়ন জনসংখ্যার জন্য 280,000 বেতার গ্রহণ যন্ত্র বিদ্যমান ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকার বেতার সম্প্রচার পরিকাঠামোর বিস্তারে নজর দেয়, বিশেষ করে রাজ্যের রাজধানী এবং সীমান্ত এলাকাগুলোতে। কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতে আকাশবাণীর দূর্দান্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠে। এটা ত্রিস্তরীয় রূপে পরিচালিত হতে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ভৌগোলিক, ভাষাগত এবং সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে এই ত্রিস্তরীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয় জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় রূপে।

রেডিও-র জনপ্রিয়তার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল রেডিও সেটের মূল্য। তাই 1960 সালে ট্রান্সজিস্টার বিপ্লবের কারণে রেডিও অধিক সহজলভ্য হয়ে উঠে। তার মূল কারণ হল ব্যাটারীচালিত সেটের বিক্রয় বৃদ্ধি যা শুধু রেডিও-কে সচল করেনি কিন্তু তার মূল্য হ্রাস করতেও সহায়তা করে। 2000 সালে ভারতের প্রায় 110

বাক্স 7.4

যুদ্ধ, দু:খজনক ঘটনা এবং আকাশবাণীর প্রসার

মজার ব্যাপার হল যুদ্ধ এবং দু:খজনক ঘটনাবলী আকাশবাণীর কার্যকলাপের প্রসার করতে সাহায্য করে। 1962 সালে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আকাশবাণী নিয়মিত অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে 'আলোচনা' পর্ব রাখতে শুরু করে। তাছাড়া 1971 সালের আগস্ট মাসে যখন বাংলাদেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মাত্রা বেড়ে যায় তখন সংবাদ বিভাগ সকাল ছয়টা থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় সংবাদ সম্প্রচার শুরু করে। পুনরায় 1991 সালে রাজীব গান্ধির মর্মান্তিক হত্যার দু:খজনক ঘটনার পর আকাশবাণী চব্বিশ ঘন্টা বুলেটিন সম্প্রচার করার অন্যতম পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মিলিয়ন পরিবারকে (সমস্ত ভারতীয় পরিবারের দুই তৃতীয়াংশ) 24টি ভাষা এবং 146টি উপভাষায় রেডিও সম্প্রচার শ্রবণ করতে দেখা যেত। এই পরিসংখ্যার তিন ভাগেরও বেশি ছিল গ্রামীণ পরিবার।

টেলিভিশন বা দূরদর্শন

1959 সালে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। পরবর্তী সময় 1975 এর আগস্ট ও 1976 এর জুলাই-র মাঝামাঝি সময়ে Satellite Instructional Television Experiment (SITE) অর্থাৎ উপগ্রহের মাধ্যমে ছয়টি রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার দর্শকদের কাছে সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়। এই সকল নির্দেশমূলক সম্প্রচার প্রতিদিন চার ঘন্টার জন্য 2,400টি টেলিভিশন সেটে সরাসরি সম্প্রচারিত হত। ইতোমধ্যে 1975 সালের মধ্যে চারটি শহরে (দিল্লি, মুম্বাই, শ্রীনগর এবং অমৃতসর) টেলিভিশন কেন্দ্র গড়ে উঠে, যা দূরদর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এক বছরের মধ্যে কোলকাতা, চেন্নাই এবং জলন্ধরে আরো তিনটি নতুন কেন্দ্রের স্থাপনা হয়। প্রতিটি সম্প্রচার কেন্দ্রের নিজস্ব অনুষ্ঠানসূচি ছিল যেখানে সংবাদ, শিশু এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, কৃষি সম্পর্কিত অনুষ্ঠান এমন কি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও সম্প্রচারিত হতো।

অনুষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিকীকরণের পাশাপাশি সেখানে বিজ্ঞাপণদাতাদের বিজ্ঞাপণ দেখানোরও অনুমোদন দেওয়া হয়। এরফলে অনুষ্ঠানগুলোর নির্দিষ্ট দর্শকবর্গেও পরিবর্তন হতে দেখা যায়। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তা বিশেষ করে নগরীয় শ্রেণির উপভোগের উদ্দেশ্যে সম্প্রচারিত হতো। 1982 সালে দিল্লিতে এশিয়ান গেম্স-এর সময় রঙিন সম্প্রচার শুরু হয় এবং জাতীয় নেটওয়ার্কের দ্রুত প্রসারের ফলে টিভি সম্প্রচারের ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ লক্ষ্য করা যায়। 1984-85 সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে টিভি ট্রান্সমিটারের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় যা জনসংখ্যার বড়ো একটি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। সেই সময় দেশীয় ধারাবাহিক, যেমন-হামলোগ (1984-85) এবং বুনিয়াদ (1986-87) সম্প্রচারিত হতো। এই ধারাবাহিকগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দূরদর্শনের জন্য ভাল মাত্রায় বিজ্ঞাপণের রাজস্ব পেতে সহায়তা করে, যেমনটি রামায়ণ (1987-88) এবং মহাভারত (1988-90) এর মতো মহাকাব্যের সম্প্রচারও করেছিল। টিভি শিল্পের পরিস্থিতিতে সম্প্রতিকালে অর্থাৎ 2015-16 সালের TRAI দ্বারা প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে চীনের পর ভারতের টিভি বাজার পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ টিভি বাজার। তবে 2016 সালের মার্চ মাসের গণনা অনুসারে ভারতে 2,841 মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে প্রায় 1,811 মিলিয়ন পরিবারে টিভি সেট রয়েছে। তারা শুধুমাত্র দূরদর্শনের পরিষেবাই নয়, বরং ক্যাবল সংযোগ, DTH এবং IPTV পরিষেবাও উপভোগ করছে।

কাজ 7.3

প্রাক্তন প্রজন্মকে চিহ্নিত করে জানার চেষ্টা কর 1970 এবং 1980তে টেলিভিশনে কী ধরনের কার্যক্রম দেখানো হতো? তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকের কাছে কী টেলিভিশন উপলব্ধ ছিল?

বাক্স 7.5

হামলোগ : একটি সন্ধিক্ষণ

হামলোগ হল ভারতের দীর্ঘদিন চলা একটি ধারাবাহিক ... এই পথ প্রদর্শক অনুষ্ঠানটি বিনোদনমূলক শিক্ষা কৌশল ব্যবহার করে ও পরিকল্পিতভাবে বিনোদন বার্তার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু প্রদান করে।

1984-85 সালে 17 মাসের মধ্যে হামলোগ ধারাবাহিকটির প্রায় 156 পর্ব হিন্দি ভাষায় সম্প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি লিঙ্গ সমতা, ছোটো পরিবার ও জাতীয় ঐক্যের মতো বিভিন্ন সামাজিক বিষয় উপস্থাপন করে। 22 মিনিটের পর্বের শেষে জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেতা অশোক কুমার, 30-40 সেকেণ্ডের একটি শিক্ষামূলক বার্তা সেই পর্বের উপসংহার রূপে উপস্থাপন করতেন। কুমার দর্শকের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নাটককে সম্পর্কযুক্ত করার প্রয়াস করতেন। উদাহরণস্বরূপ, নাটকে হয়তো বা একটি নেতিবাচক চরিত্র রয়েছে যে মদ্যপান করে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। সেই চরিত্রের উপর মন্তব্য করে তিনি দর্শকের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখতেন যে কেন বসেসর রাম (Basesar Ram) এর মতো মানুষেরা অতিমাত্রায় মদ্যপান করে বাজে ব্যবহার প্রদর্শন করে? তোমরা কি এই ধরনের কোন মানুষকে চেন? মদ্যপানের মতো সমস্যাগুলোর কীভাবে সমাধান করা সম্ভব? এই সমস্যার সমাধানে তোমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারো? (Singhal and Rogers, 1989).

হামলোগ ধারাবাহিকের দর্শকের অধ্যয়ন করে জানা যায় যে দর্শক ও তাদের প্রিয় চরিত্রের মধ্যে ব্যাপকভাবে অতি-সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হামলোগ-এর অনেক দর্শক জানায় যে তারা নিয়মিতভাবে তাদের দৈনিক সময়সূচিটি এমনভাবে সামঞ্জস্য করত যাতে তারা তাদের প্রিয় চরিত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে একান্তে টিভি-র মাধ্যমে সাক্ষাত করতে পারে। অন্যান্য অনেক ব্যক্তি এমনও বলে যে তারা টিভি সেটের মাধ্যমে প্রিয় চরিত্রের সঙ্গে কথাও বলতো। যেমন 'চিন্তা করো না বড়কি, তুমি তোমার জীবনে বড়ো হওয়ার স্বপ্নকে ছাড়বে না।"

দর্শকের পছন্দের তালিকায় হামলোগ পূর্ব ভারতে 65-90% এবং দক্ষিণ ভারতে 20-45% জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রায় 50 মিলিয়ন ব্যক্তিকে হামলোগ ধারাবাহিক সম্প্রসার উপভোগ করতে দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে এখানে বহু সংখ্যক চিঠি গ্রহণ করা হতো, এমন বলা হতো যে দর্শকেরা প্রায় 400,000চিঠি প্রেরণ করতো। কিন্তু বহু সংখ্যক চিঠি দূরদর্শন আধিকারীকের পক্ষে পড়ার সময় হতো না। (Singhal and Rogers 2001).

বাক্স 7.6

ভারতের হামলোগ ধারাবাহিকটিতে একটি নতুন পণ্যের বিজ্ঞাপণ প্রচার করতে লক্ষ্য করা যায়, যার নাম ছিল Maggi 2 Minute noodles। এই নতুন ভোগ্য পণ্য খুব দ্রুত জনগণ দ্বারা গৃহিত হয়, সাধারণত তা টিভি বিজ্ঞাপণ শক্তির কারণে বলে মনে করা হয়। তাই বিজ্ঞাপণদাতারা টিভিতে বিজ্ঞাপণ সম্প্রচার করার জন্য airtime কিনতে শুরু করে এবং এই ভাবেই দূরদর্শনের বাণিজ্যিকীকরণ প্রারম্ভ হয়।

মুদ্রণ মাধ্যম

মুদ্রন মাধ্যমের প্রারম্ভ এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উভয়ের বিস্তারে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে মুদ্রণ মাধ্যমকে সহায়ক হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। মুদ্রণ মাধ্যম ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং অধিকাংশ মানুষের জন্য এটি যেন একটি আওয়াজ হয়ে উঠে। পরবর্তী বাক্সে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণটি থেকে তোমরা এই দায়বদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

বাক্স 7.7

ভারতে সাংবাদিকতাকে 'অন্তরে অনুভূত গভীর আহ্বান' হিসাবে গণ্য করা হতো। এই আহ্বান স্বদেশপ্রেম এবং সামাজিক সংস্কারের আদেশের উপর গড়ে উঠে। তাছাড়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রবল সংগ্রাম এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্দোলনের কারনে তা শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলোকে নিজের আওতায় আনতে সফল হয়। শুধু তাই নয়, আধুনিক সমাজে এটা নতুন শিক্ষা এবং পেশাভিত্তিক সুযোগও প্রদান করে। কিন্তু প্রায়ই এই ধরনের সকল কাজেই লক্ষ্যনীয়ভাবে কম মজুরী দেওয়া হতো। দীর্ঘকাল পরে অন্তরের এই আহ্বান পেশাগত রূপ ধারন করে যার প্রতিফলন The Hindu-র মতো সংবাদপত্রে পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে এই সংবাদপত্রটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সমাজ এবং জনগণের সেবা ছিল, কিন্তু এখন তা ব্যবসায়িক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। তাসত্ত্বেও এই সংবাদপত্রের সামাজিক এবং জনসেবামূলক চেতনা আজও বিদ্যমান।

Source : Editorial 'Yesterday Today, Tomorrow', The Hindu, 13 September 2003, quoted in B.P.Sanjoy 2006)

1975 সালে আপাতকালীন পরিস্থিতি ঘোষণা এবং গণমাধ্যমের সেন্সরশীপকে মুদ্রণ মাধ্যমের গুরতর প্রতিবন্ধকতা বলে গণ্য করা হয়। সৌভাগ্যবশত ১৯৭৭ সালে আপাতকালীন পরিস্থিতির অবসান হয় এবং গণতন্ত্রের পুন:আবির্ভাব ঘটে। তাই ভারত বহু সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও গণমাধ্যমকে স্বতন্ত্র রাখতে সফল হয়েছে।

অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা উল্লেখ করেছি যে গণমাধ্যম অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ভিন্ন, তার কারণ বড়ো আকারের মূলধন, উৎপাদন ও পরিচালনার দাবী পূরণের জন্য গণমাধ্যমের কাঠামোগত সংস্থার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য যে-কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো গণমাধ্যমের কাঠামোর আকারও বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুসারে ভিন্ন হয়। এবার তোমরা লক্ষ্য করবে যে কীভাবে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের শৈলী ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু সময় রাষ্ট্রের বৃহৎ ভূমিকা পালন করার থাকে। অন্যান্য সময় বাজারের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতিকালে, ভারতে এই পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে আধুনিক গণতন্ত্রে গণমাধ্যম কী ভূমিকা পালন করবে এই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এই সকল নতুন উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

7.3 বিশ্বায়ন এবং গণমাধ্যম

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা বিশ্বায়নের ব্যাপক প্রভাব এবং যোগাযোগ মাধ্যমের বিপ্লবের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। গণমাধ্যম বরাবরই আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত। যেমন নতুন সংবাদ সংগ্রহ করা এবং প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্য ছায়াছবিকে বিদেশে বিস্তার করা। কিন্তু 1970 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ গণমাধ্যম সংস্থাগুলো রাষ্ট্রীয় সরকারের নিয়মনীতি অনুসারে নির্দিষ্ট জাতীয় বাজার দ্বারা পরিচালিত হতো। গণমাধ্যমকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র, মুদ্রণ মাধ্যম, রেডিও এবং টিভি সম্প্রচার প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত।

বিগত তিন দশকে গণমাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জাতীয় বাজার বিশ্বব্যাপী বাজারের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে তাকে নমনীয়তা প্রদান করে। অন্যদিকে নতুন প্রযুক্তির কারণে বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যমের সমন্বয় ঘটে যা পূর্বে পৃথক পৃথক ছিল।

বাক্স 7.8

বিশ্বায়ন এবং সংগীতের ক্ষেত্র

এটা বলা হয় যে সংগীত এমন একটি মাধ্যম যা অন্য মাধ্যমগুলোর তুলনায় আমাদের দ্রুত এবং দক্ষভাবে বিশ্বায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাধারণত তার কারণ হল যে সঙ্গীত এমন মানুষের কাছেও পৌঁছতে সক্ষম যারা সম্ভবত লিখিত ও কথ্য ভাষা জানে না। প্রযুক্তির অগ্রগতি ব্যক্তিগত সাউণ্ড সিস্টেম থেকে সঙ্গীত টিভি (যেমন MTV) থেকে কম্পেক্ট ডিস্ক (CD) এই সকল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সঙ্গীতের বিশ্বব্যাপী প্রসারে সাহায্য করেছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের মেলবন্ধন

যদিও সঙ্গীত শিল্পকে কতিপয় আন্তর্জাতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়, তাসত্ত্বেও কিছু মানুষের মতে এটা সঙ্গীত শিল্পকে এক বিপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। তার করাণ হল এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সঙ্গীত ডিজিট্যালি ডাউনলোড হয়ে যায়। তাই স্থানীয় সঙ্গীতের সিডি বা ক্যাসেট বিক্রি হয় না। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী সঙ্গীত শিল্প বহু জটিল নেটওয়ার্ক দ্বারা গঠিত হয়েছে। এর অন্তর্গত রয়েছে কারখানা, বণ্টন শৃঙ্খল, মিউজিক স্টোর এবং বিপণন কর্মীরা। তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি সঙ্গীত সরাসরি ডাউনলোড বা প্রচার হয় এবং সকল সঙ্গীত সম্পর্কিত চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে সঙ্গীত শিল্পের কী অবশিষ্ট থাকবে?

বাক্স 7.8-এর অনুশীলনী

বাক্সে দেওয়া বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে পড়ে আলোচনা করো।

1. সঙ্গীত জগতের প্রভাবশালী কিছু সঙ্গীত সংস্থার নাম সংগ্রহ করো।
2. মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করা রিংটোনগুলোর সম্পর্কে কি কখনও ভেবেছ? এটাকে কি গণমাধ্যমের মেলবন্ধন বলা যেতে পারে?
3. টিভির পর্দায় তোমরা কি এমন কোন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা দেখেছ যেখানে দর্শকরা SMS-এর মাধ্যমে তাদের পছন্দের প্রতিযোগীকে ভোট করতে পারবে? এটাও কি গণমাধ্যমের মেলবন্ধনের উদাহরণ? এতে গণমাধ্যমের কী কী প্রকার অন্তর্ভুক্ত ?
4. তোমরা কি এমন সঙ্গীত উপভোগ করেছ যার ভাষা তোমরা জান না? এমন নতুন ধরনের সঙ্গীত যেখানে শুধু সঙ্গীতের প্রকারের নয় কিন্তু ভাষারও মেলবন্ধন রয়েছে সে সম্পর্কে তোমরা কী মনে কর?
5. র‍্যাপ ও ভাংড়া-র মতো কোনো সঙ্গীতের মেলবন্ধন কি তোমরা শুনেছ? এই দুই প্রকার সঙ্গীতের উৎস কোথায়?
6. এমন অনেক সম্ভাব্য বিষয় রয়েছে যার সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করতে পারো। এবিষয়ে আলোচনা কর এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখো।

আমরা সঙ্গীত শিল্পের ক্ষেত্র এবং এর উপর বিশ্বায়নের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের আলোচনা দিয়ে শুরু করেছিলাম। গণমাধ্যমে হওয়া পরিবর্তনগুলো এত গুরুতর যে সম্ভবত এই অধ্যায় দ্বারা শুধু এটার আংশিক উপলব্ধি করাই সম্ভব হবে। নতুন প্রজন্ম হিসাবে তোমরা এই তথ্যটির উপর ভিত্তি করে এ সম্পর্কে আরো অধ্যয়ন করতে পারো। চলো আমরা দেখি বিশ্বায়ন মুদ্রণ মাধ্যমে (প্রাথমিকভাবে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে) বৈদ্যুতিক মাধ্যমে (টিভি) এবং রেডিও-তে কী রূপ পরিবর্তন এনেছে।

And the award goes to ...

Advertising awards have a way of never losing their sheen, no matter that the numbers have increased over the years

Charubala Annuncio

A FEW WEEKS back an advertising awards night was concluded with the usual fanfare, but with an unusual twist. The proudest winners at the Effies were Lowe and Hindustan Lever. Yes, that's right. Not two agencies but an agency and its client for the Little Gandhi campaign they did for Lifebuoy. As it was last year, when the Grand Effie went to McCann and Marico for the Saffola campaign.

And just before that, in September, Ad club of Kolkata saw FCB Ulka walk away with campaign of the Year while Kurkure crunched away with the best FMCG brand. This was the Consumer Connect award instituted by the Club, three years back. This award again has its own uniqueness. It gives away prizes to brands based on the combination of effectiveness of communication along with creativity. The former is measured by Indica Research and the Club bears the costs to ensure that the process is completely neutral and transparent.

With new awards being introduced all the time-there are city level awards and media specific awards- it seems like there's one for everyone to win. And this makes it that much more significant for the award brand owners like the Ad Clubs and the Advertising Agencies' Association of India (AAAI) to brand their awards and create significant unique selling propositions (USPs) to attract participants.

And sure they have. Until last year the AAAI's awards were not very different from the Ad Club of Bombay's Abbys. In fact the two awards drew the political line almost between the agencies. The two had their heavyweights and their foes. But last year the AAAI gave them a new lease of life. From a one-evening event like any other it transformed into a two-day festival called the Goafest. There was an advertising conclave, creative and media seminars, viewing of displayed creative work entered and TVCs, parties, beach sports, networking.

Though there were technical and co-ordination glitches, the festival created a lot of interest. From the usual 500-800 participants, it got 1200 entries. Over 2000 should come next year when media awards will also be given. Says Srinivasan Swamy, President, AAAI, and CMD, R K SWAMY BBDO Pvt Ltd, "Our categories and the judging process will primarily mirror Cannes. As it precedes Cannes, it works as a dry run for it."

Meanwhile the Abbys, which like the Goafest claims to be the most coveted creative award, the "Oscar" of advertising, so to say has been adding categories. Last year it incorporated Technical Awards- Film Craft & Print Craft, Print Grand Prix, Film Grand Prix. "This year we intend to come out with some more awards," promises Kalpana Rao, president, Ad Club of Bombay. The once-upon-a-time indoor event now draws a crowd of over 2,000 to become an outdoor event. Incorporated in the year 1964, The Club is 52 years old, the biggest of its kind worldwide and also the busiest averaging around 24 events a year. The Abby is a 40-year-old award running without a break. In 2001, the Club introduced the Emvies to reward media excellence. In 2002 it was made into a standalone event. It remains the one of its kind, probably worldwide, that rewards work across media. This is unlike the awards of single media associations, like say, outdoor or radio.

It also brought in the Effie in 2001 by taking the franchise for this international award from the New York-based American Marketers' Association. The Effies measure the effectiveness of communication based on a long-running international model.

The detailed entry form itself covers areas like Key Marketing Challenge, The Communication Objective, The Target Audience, The Creative Strategy, The Channel Strategy and finally, The Results. "The jury typically looks for consistency in the logic that led up to the advertising, whether the challenge was significant one or not, ability to present the argument cogently and coherently and the demonstrated effectiveness of the campaign", explains Pranesh Misra, president, Lowe, who drives the awards here.

"Advertising should be effective to provide return on a client's investment. Creative awards reward pure creative brilliance - whether or not it is effective or right for the brand. This left a space open for Effie - which is a communication award that judges output of agencies in a comprehensive manner," says Misra.

Though entries have not significantly increased in number, there's a considerable improvement in quality over the years. "The criteria are so rigorous that many agencies and clients get cold feet before entering," feels Misra.

The Ad Club of Kolkata is older at 54. Though it may not be so busy or even so prominent, it represents the oldest seat of the industry. To highlight this fact the Club started its Consumer Connect Awards that reward creative work that also is backed by an equally strong consumer response. It set into place a rigorous process to build prestige. Sandip Chaudhari, who drives these awards, explains how they first do research - market place and stimulus assessment amongst the target group specified by the entry and arrive at the Consumer Resonance Impact Scores (CRIS). A shortlist of nominations based on the CRIS and creative solutions are invited to make seven-minute presentations. The nominated entries are judged by a panel along with the audience. "In another two years and we could really be tracking brand and communication performance trends of brands which have regularly participated," says Chaudhari.

While the awards fight it out to attract the entries and the crowds, it is party time for the industry through the year. And for whatever good work you do, there's always an award waiting to be won just around the corner.

WITH NEW AWARDS BEING INTRODUCED ALL THE TIME-THERE ARE CITY LEVEL AWARDS AND MEDIA SPECIFIC AWARDS–IT SEEMS LIKE THERE'S ONE FOR EVERYONE TO WIN.

মুদ্রণ মাধ্যম

আমরা পূর্বে দেখেছি যে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কী রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটা বলা হয় যে টিভি ও ইন্টারনেটের উন্নতিসাধনের ফলে মুদ্রণ মাধ্যমের গুরুত্ব কমে যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষে তা হয়নি। আমরা দেখেছি যে সংবাদপত্রের সঞ্চলন (circulation) বৃদ্ধি হয়েছে। বাক্স 7.9- বলা হয়েছে যে নতুন প্রযুক্তি সংবাদপত্রের প্রকাশনা এবং সঞ্চলনে সহায়তা প্রদান করে। বাজারে বহু সংখ্যক চক্‌চকে কাগজে ছাপা ম্যাগাজিনের প্রবেশও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের বিপ্লব

বাক্স 7.9

বিগত কিছু দশক ধরে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্রের বিপ্লব। হিন্দি, তেলেগু এবং কানাডা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে। 2006 থেকে 2016 সাল পর্যন্ত ভারতে মুদ্রণ প্রকাশনায় বৃদ্ধি হয়, যার অর্থ হল প্রতিদিন গড়ে 23.7 মিলিয়ন কপি সঞ্চলিত হয়। 2006 সালে যেখানে প্রতিদিন গড়ে 39.1 মিলিয়ন কপি সঞ্চলিত হত, তা বেড়ে 62.8 মিলিয়ন হয়ে দাঁড়ায় (2006 থেকে 2016 সাল পর্যন্ত 4.87% মিশ্র বার্ষিক বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা যায়)। ভারতের চারটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলের উত্তরে এর সর্বোচ্চ বৃদ্ধি দেখা যায় ছিল 7.8% । দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পূর্ব ভারতের বৃদ্ধির হার ছিল ক্রমানুসারে 4.95%, 2.81% ও 2.63%। ভারতের প্রধান দুটো হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্র হল দৈনিক জাগরণ এবং দৈনিক ভাস্কর, যার গড় বিক্রয় ক্রমানুসারে 3.92 মিলিয়ন এবং 3.81 মিলিয়ন (2016 সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে)। *Source : Audit Bureau of Circulation, 2016-17.*

ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণ মাধ্যমের সফলতার অন্যতম উদাহরণ হল 'Eenadu'। 1974 সালে Eenadu এর প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও (Ramaji Rao) সংবাদপত্রটির প্রারম্ভের পূর্বে সফলভাবে একটি চিটফাণ্ড সংগঠিত করেন। 1980 সালে আরাক বিরোধী আন্দোলনের মতো গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে এই তেলেগু সংবাদপত্রটি গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এই সফলতা 1989 সালে 'জেলাভিত্তিক দৈনিক সংবাদপত্রের' প্রকাশনা প্রারম্ভ করতে প্রেরণা দেয়। এই দৈনিক সংবাদপত্রগুলো ছোটো আকারের হতো যেখানে নির্দিষ্ট জেলার বিশেষ, স্পর্শকাতর সংবাদ অথবা সেই এলাকার ছোটো ছোটো গ্রাম এবং শহরের বিজ্ঞাপণ প্রকাশিত হতো। 1998 সালের মধ্যে Eenadu অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত 10টি শহর থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তাছাড়া তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে Eenadu-র সঞ্চলন প্রায় 70% ছিল।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
15 JAN 2007
Zyoptix
ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ
ਨੌਂਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
दैनिक जागरण
http://www.dinamani.com
Abbirami HOTELS (P) LTD.
ஆம்னி பஸ்களில் மதுரைக்கு ரூ.800, திருச்சிக்கு ரூ.650 கட்டணம்
மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பிரச்சினையில்
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளை
સંદેશ
૪૯ લાખ કરોડનું વિક્રમી રોકાણ

তাই, এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের এই দুর্দান্ত বৃদ্ধির পিছনে বহু কারণ রয়েছে। প্রথমত, শহরে প্রচরণ করা শিক্ষিত জনগণের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি। 2003 সালে হিন্দি দৈনিক হিন্দুস্তান-এর দিল্লি সংস্করণ প্রায় 64,000 কপি প্রকাশিত হত, যা 2005 সালে বেড়ে দাড়ায় 425,000। তার মূল কারণ ছিল দিল্লির এক কোটি 47 লাখ জনসংখ্যার মধ্যে 52% জনগণ উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের হিন্দি ভাষী এলাকা থেকে আগত। এরমধ্যে 47% গ্রামীণ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল ও 60% জনগণের বয়সসীমা 40 বছরের কম ছিল।

দ্বিতীয়ত, ছোটো শহর এবং গ্রামে বসবাসরত পাঠকদের প্রয়োজনীয়তা নগরীয় পাঠকদের থেকে ভিন্ন এবং ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো সেই সকল প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। Malayala Manorama এবং Eenadu-এর মতো ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রভাবশালী সংবাদপত্র গুরুত্ব সহকারে স্থানীয় সংবাদের ধারণাটির সূচনা করে। এই সংবাদপত্রগুলো জেলা ভিত্তিক প্রকাশনা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ব্লকভিত্তিক প্রকাশনাও শুরু করে। তাছাড়া তামিল ভাষায় প্রকাশিত Dina Thanthi নামের সংবাদপত্রটি সর্বদা সরল ও কথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো অত্যাধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে এবং সম্পূরক অংশ, সাহিত্য ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনারও উদ্যোগ নিয়েছে। দৈনিক ভাস্কর সংবাদপত্রের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তাদের বিপণণ (marketing) কৌশল যেহেতু তারা প্রাহকদের সঙ্গে পরিচয়মূলক অনুষ্ঠান, বাড়ি বাড়ি ঘুরে সার্ভে এবং গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটা আধুনিক গণমাধ্যমের আনুষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্থা থাকার আবশ্যকতাকে পুনরায় মনে করিয়ে দেয়।

বাক্স 7.10

ভারতে সংবাদপত্রের সঞ্চলনে পরিবর্তন

2006 সালে প্রকাশিত জাতীয় পাঠকসংখ্যা অধ্যয়ন (National Readership Study) অনুসারে সবচেয়ে অধিক পাঠকবর্গের বৃদ্ধি হিন্দি ভাষী এলাকায় হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাঠকসংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি হয়, যা প্রায় 191 মিলিয়ন পাঠক থেকে 203.6 মিলিয়নে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাঠক সংখ্যা প্রায় 21 মিলিয়নে এসে থেমে গেছে। হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্র দৈনিক জাগরণ (21.2 মিলিয়ন পাঠক) এবং দৈনিক ভাষ্কর (21.0 মিলিয়ন পাঠক) এই তালিকায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তাছাড়া ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র The Times of India-র প্রায় 7.4 মিলিয়ন নিয়মিত পাঠক রয়েছে। ' 5 মিলিয়ন ক্লাব'-এ অন্তর্ভুক্ত 18টি দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে ছয়টি হিন্দি, তিনটি তামিল, গুজরাটি, মালয়ালম এবং মারাঠী ভাষায় দুটি করে সংবাদপত্র ও বাংলা, তেলেগু এবং ইংরেজী ভাষায় একটি করে সংবাদপত্রের নাম উল্লিখিত রয়েছে।

একদিকে ইংরেজী সংবাদপত্র যা 'জাতীয় দৈনিক' (National dailier) সংবাদপত্র নামে পরিচিত, তার সঞ্চলন দেশের সকল অঞ্চলে দেখা যায়, অন্যদিকে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সঞ্চলন রাজ্যস্তরে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় সংবাদপত্রগুলো বিশেষ করে ইংরেজী সংবাদপত্র একদিকে তাদের মূল্য হ্রাস করেছে এবং অন্যদিকে একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশনার পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।

কাজ 7.4

- অনুসন্ধান করে দেখো, তোমার সুপরিচিত সংবাদপত্রটি কতগুলো স্থান থেকে প্রকাশিত হয়?
- তোমরা কি লক্ষ্য করেছ যে সংবাদপত্রের সম্পূরক অংশটি কীভাবে শহর বা নগরভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা ও ঘটনাবলির উপর আলোকপাত করে?
- তোমরা কি আজকাল বহু সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রকাশিত প্রচুর বাণিজ্যিক সম্পূরক লক্ষ্য করেছ?

বাক্স 7.11

সংবাদপত্রের প্রকাশনায় পরিবর্তন

প্রযুক্তির ভূমিকা

1980 সালের শেষের দিকে এবং 1990 সালের প্রারম্ভ থেকে সংবাদপত্র পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায় সাংবাদিকের লেখা থেকে চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যন্ত। এই স্বয়ংক্রিয় শৃঙ্খলের মধ্যে কাগজের প্রয়োগ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে মূলত দুটো প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে LAN (Local area networks) এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের সংযোগ ব্যবস্থা এবং নিউজ মেকার ও সংবাদতৈরির অন্যান্য Software এর ব্যবহার।

পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির কারণে সাংবাদিকের ভূমিকা ও কার্যকারিতায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একজন সাংবাদিকের প্রাথমিক হাতিয়ার— সর্টহ্যান্ডের নোটখাতা, কলম, টাইপরাইটার, সাধারণ পুরানো টেলিফোন ইত্যাদি এখন ছোটো টেপ রেকর্ডার ল্যাপটপ বা PC, মোবাইল বা স্যাটেলাইট ফোন ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বস্তু যেমন মডেম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সংবাদ সংগ্রহের এই সকল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সংবাদ প্রকাশনার গতি বৃদ্ধি করেছে এবং সংবাদপত্রের পরিচালকদেরও সহায়তা প্রদান করেছে। এই নতুন প্রযুক্তি তাদের প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং পাঠকদের কাছে সাম্প্রতিকতম সংবাদ উপস্থাপন করে। তাছাড়া বহু সংবাদপত্রের জেলাভিত্তিক পৃথক সংস্করণ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যদিও মুদ্রণ কেন্দ্রের সংখ্যা সীমিত কিন্তু প্রকাশনা সংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্যনীয়।

মিরাটের অমর-উজালার মতো সংবাদপত্রের শৃঙ্খলাগুলো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ ছাড়াও সচিত্র প্রচ্ছদেরও বৃদ্ধি করে। গোটা উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড থেকে প্রকাশিত হওয়া এই সংবাদপত্রের 13টি সংস্করণে প্রায় 100 জন সাংবাদিক, অন্যান্য কর্মী এবং প্রায় একই সংখ্যক চিত্র সাংবাদিক কর্মরত। প্রতিটি সাংবাদিকের নিজস্ব কম্পিউটার ও সংবাদ প্রেরণের জন্য মডেম থাকে এবং চিত্র সাংবাদিকদের ডিজিট্যাল ক্যামেরা রাখা আবশ্যকীয়। ডিজিট্যাল ছবিগুলো প্রধান সংবাদ ডেস্কে মডেমের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

অধিকাংশ লোকের এই ভীতি ছিল যে বৈদ্যুতিক মাধ্যমের উত্থানের ফলে মুদ্রণ মাধ্যমের সঞ্চলনের পতন হবে। কিন্তু তা হয়নি। বাস্তবে তার আরো সম্প্রসার ঘটেছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস এবং বিজ্ঞাপণদাতাদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বিজ্ঞাপণদাতাদের দ্বারা সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর উপরে প্রভাব সৃষ্টি করতে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বাক্সে এই রীতির কারণ দেখানো হয়েছে।

বাক্স 7.12

গণমাধ্যমের একজন পরিচালক এটার সম্ভাব্য কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন

মুদ্রণ মাধ্যমের বড় প্রতিবন্ধকতা হল আয়ের জন্য দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা এবং ব্যয়বহুল উৎপাদন প্রক্রিয়া। সংবাদপত্রের বা ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের মূল্য থেকে এই ব্যয়ভার মেটানো যায় না ... যদি এই সংবাদপত্রটির প্রকাশনার মূল্য 5 টাকা হয় এবং তোমরা তা 2 টাকা মূল্যে বিক্রয় করছো, তাহলে তা উচ্চতর ভর্তুকী মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। তাই এই ঘাটতি মেটানোর জন্য বিজ্ঞাপণ থেকে পাওয়া মূল্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া অন্য বিকল্প পথ নেই।

এই কারণেই, বিজ্ঞাপণদাতারা মুদ্রণ মাধ্যমের প্রাথমিক গ্রাহকে পরিণত হয়। *তাই, আমি অর্থাৎ মুদ্রণ মাধ্যম আমার পণ্যের জন্য পাঠকের খোঁজ করি না, কিন্তু আমি বিজ্ঞাপণদাতাদের জন্য এমন গ্রাহক খুঁজে পাই যারা আদতে আমার পাঠক... বিজ্ঞাপণদাতারা সফল পাঠকবর্গদের কাছে পৌঁছাতে পছন্দ করে। যারা জীবনকে উপভোগ করে, উদযাপন করে, যারা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে সক্ষম এবং অনুসন্ধানে বিশ্বাসী, যারা আনন্দবাদী দার্শনিক।*

ভারতের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন অধিকর্তা এমন সংবাদপত্রের তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানান যারা তাদের বিজ্ঞাপণদাতাদের সম্ভাব্য ভোক্তার দিকে লক্ষ্য রাখে।

বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে আমি দেশের গ্রামাঞ্চলের ঘটনাবলী, ছোটো শহর ও বেড়ে উঠা বস্তিগুলো সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং বিশেষ প্রতিবেদনগুলোর জন্য কয়েকটি প্রধান ইংরেজী সংবাদপত্রের উপর নজর রাখি। এই সকল এলাকায় আমার দেশের প্রায় 70% মানুষ বসবাস করে, যা আমার মতে 'প্রকৃত ভারত' গঠন করে... তাছাড়া এই প্রত্যাশা রাখা হয় যে তারা শাসন ব্যবস্থার অতন্দ্রপ্রহরী রূপে কাজ করে যাবে, যা 'চতুর্থ এস্টেট' হিসেবে বর্ণিত একটি ভূমিকা জাতীয় সংবাদমাধ্যমের এই সকল সংবাদ সম্প্রচার করা প্রয়োজন যাতে বরিষ্ঠ নীতি নির্ধারক, রাজনীতিবিদ্, শিক্ষাবিদ্ এবং সাংবাদিকদের মতামত সঠিক রূপ লাভ করে। *Chaudhuri 2005 : 199-226*

বাক্স 7.13

সংবাদপত্রের মূল লক্ষ হল পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো। এটা বলা হয় যে সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাসে অনেক পরিবর্তন এসেছে। একদিকে যেমন বয়স্করা গোটা সংবাদপত্রটাই পড়ে, অন্যদিকে যুব পাঠকের খেলাধূলা, বিনোদন বা সামাজিক রটনা সম্পর্কে বিশেষ রুচি রাখে। তাই সরাসরি তারা সেই নির্দিষ্ট সংবাদ পৃষ্ঠাগুলোই পড়ে। পাঠকদের মধ্যে বিদ্যমান এই ভিন্ন রুচিবোধের কারণে এখন একটি সংবাদপত্রকে বহু ধরনের 'গল্প' উপস্থাপন করতে হয়। এরফলে সংবাদপত্র তথ্য বিনোদনকারী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে, যেখানে পাঠকদের আকর্ষিত করার জন্য তথ্য ও বিনোদন উভয়ই প্রদান করা হয়। বর্তমানে সংবাদপত্রের প্রকাশনার সাথে কোন সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতার সম্পর্ক পাওয়া যায় না। সম্প্রতিকালে সংবাদপত্র ভোগ্য পণ্যতে পরিণত হয়েছে এবং যতদিন এইরকম চটকদার সংবাদ প্রকাশ করা হবে, এর বিক্রয় বাড়তে থাকবে।

বাক্স 7.13-এর অনুশীলনী

মনোযোগ সহকারে অংশটি পড়ো

1. তোমার মতে সংবাদপত্রে না কি পাঠকদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে? আলোচনা কর।
2. 'তথ্য বিনোদন' শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করো। এই সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দাও। তোমার মতে তথ্য বিনোদনের প্রভাব কী হবে?

টেলিভিশন

একটি টেলিভিশন শোরুম

1991 সালে ভারতে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দূরদর্শন নামক একটি মাত্র টিভি চ্যানেল ছিল। 1998 সালের মধ্যে প্রায় 70টি চ্যানেলের সম্প্রচার লক্ষ্য করা যায়। 1990 সালের মাঝামাঝি থেকে বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের বৃদ্ধি ঘটে। 2000 সালে একদিকে দূরদর্শন প্রায় 20টি চ্যানেল সম্প্রচার করত অন্যদিকে প্রায় 40টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলও সম্প্রচারিত হতো। সমসাময়িক ভারতের উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বেসরকারী স্যাটেলাইট টিভির ব্যাপক বৃদ্ধি। বলা হয় যে, 2002 সালে প্রতি সপ্তাহে গড়ে 134 মিলিয়ন মানুষ স্যাটেলাইট টিভি উপভোগ করতো। এই সংখ্যা 2005 সালে পৌছে দাঁড়ায় 190 মিলিয়নে। তবে সব থেকে চোখে পড়ার মতো বিষয় হল যেখানে 2002 সালে 40 মিলিয়ন বাড়িতে স্যাটেলাইট টিভি ব্যবহৃত হতো সেখানে 2005 সালে তা 61 মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছায়। বর্তমানে সকল টিভি ব্যবহারকারী পরিবারের মধ্যে 56% বাড়িতে স্যাটেলাটি সাবস্ক্রিপসন লক্ষ্য করা যায়।

1991 সালে উপসাগরীয় যুদ্ধ সংগঠিত হয় (যার সম্প্রচার CNN চ্যানেলকে জনপ্রিয় করে তোলে) এবং সেই বছরই হংকং-এর Whampoa Hutchinson Group দ্বারা স্টার টিভির সম্প্রচার শুরু হয়। যা ভারতে বেসরকারী স্যাটেলাইট চ্যানেলের আগমনের সংকেত ছিল। 1992 সালে জি টিভি নামক হিন্দি ভাষার স্যাটেলাইট বিনোদন চ্যানেলও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে শুরু করে, যা দর্শকেরা ক্যাবল টিভির মাধ্যমে উপভোগ করতো। 2000 সালে মধ্যে 40টি বেসরকারী ক্যাবল এবং স্যাটেলাইট চ্যানেল উপলব্ধ ছিল যার মধ্যে বেশ কিছু আঞ্চলিক ভাষায় সম্প্রচারিত হওয়া চ্যানেল, যেমন Sun-TV, Eenadu TV, Udaya TV, Raj TV, Asianet ইত্যাদি ছিল। ইতোমধ্যে, জি-টিভিও বেশ কিছু আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক চালু করে, যা মূলত বাংলা, মারাঠী ও অন্যান্য ভাষায় সম্প্রচারিত হয়।

1980 সালে যখন দূরদর্শনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে তখন অন্যদিকে ভারতের প্রধান নগরগুলোতে ক্যাবল টিভি শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া VCR-এর সৌজন্যে ভারতীয় দর্শক দূরদর্শনে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান ছাড়াও বিনোদনের আরও অনেক বিকল্প খুঁজে পায়। তারা বাড়িতে বসে ভিডিও উপভোগ করতে শুরু করে এবং পাশাপাশি সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈঠকখানারও ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। সেই সময়ে ভিডিও মেলা, যা মূলত এই ছায়াছবি ভিত্তিক বিনোদন ছিল যেখানে দেশীয় এবং আমদানীকৃত এই দুই প্রকারের ছায়াছবি বেশী লক্ষ্য করা যেত। 1984 সাল থেকে মুম্বাই এবং আমেদাবাদের মতো শহরগুলোতে উদ্যোক্তারা প্রেক্ষাগৃহ বা Hall তৈরির কাজ শুরু করে, যেখানে একদিনে একাধিক ছায়াছবি প্রদর্শন সম্ভব ছিল। তাছাড়া ক্যাবল টিভি অপারেটরদের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে 1984 সালে 100 জন ক্যাবল অপারেটর, 1988 সালে 1200, 1992 সালে 15000 এবং 1999 সালে প্রায় 60,000 ক্যাবল অপারেটর লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষের মতো দেশে Star TV, MTV, Channel [V]-র মতো আন্তদেশীয় টেলিভিশন সংস্থার প্রবেশ কিছু মানুষকে চিন্তিত করে তোলে। ভারতীয় যুবসমাজ এবং ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর এই সকল চ্যানেলের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে তাদের মধ্যে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ আন্তদেশীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো গবেষণার মাধ্যমে এটা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে ভারতীয় দর্শকদের (যা বিভিন্ন

বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত) কাছে পৌঁছাতে অথবা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুপরিচিত অনুষ্ঠানগুলোই সবচেয়ে কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, SONY International এর প্রাথমিক কৌশল ছিল সপ্তাহে 10টি হিন্দি ছায়াছবি সম্প্রচার করা ও ধীরে ধীরে এই সংখ্যাটি কমিয়ে আনে যখন ওই কেন্দ্র (Station) হিন্দি ভাষায় তাদের নিজস্ব বিষয়বস্তু প্রযোজনা করতে শুরু করে। বর্তমানে অধিকাংশ বৈদেশিক নেটওয়ার্কগুলো হিন্দি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য পৃথক হিন্দি বিভাগের সূচনা করেছে (যেমন MTV India) বা একটি সম্পূর্ণ নতুন হিন্দি চ্যানেল (Star Plus) শুরু করেছে। অন্যদিকে star sports এবং ESPN এর মতো চ্যানেলগুলোতে দুটো ভাষায় ভাষ্য বা হিন্দি ভাষায় অডিও সাউন্ড ট্রেক চলতে থাকে। তাছাড়া কিছু বৃহত্তর সংস্থা বাংলা, পাঞ্জাবী, মারাঠী এবং গুজরাটীর মতো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাষায় সম্প্রচার শুরু করেছে।

স্টার টিভি নামক সংস্থাটি সম্ভবত স্থানীয়করণকে সবচেয়ে নাটকীয় ভাবে গ্রহণ করে। স্টার প্লাস ছিল হংকং-এর একটি সাধারণ ইংরেজী ভাষার বিনোদন চ্যানেল। 1996 সালের অক্টোবর মাসে স্টার প্লাস নামক এই চ্যানেলটি হিন্দি ভাষায় অনেক অনুষ্ঠান শুরু করে যার সম্প্রচার রাত সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত হতো, কিন্তু 1999 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্টার প্লাস পুরোপুরি হিন্দি চ্যানেলে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তখন Star World নামক চ্যানেল থেকে ইংরেজী ভাষার সকল ধারাবাহিকগুলো সম্প্রচারিত হয় (এটি ছিল, এই নেটওয়ার্কের ইংরেজী ভাষায় আন্তর্জাতিক চ্যানেল)। এই ব্যাপক পরিবর্তনের প্রচার বিভিন্ন Hinglish Slogan দ্বারা করা হয় : 'Aapki Boli, Aapka Plus Point' (আপনার ভাষা, আপনার প্লাস পয়েন্ট) (Butcher, 2003)। স্টার এবং সোনি উভয়ই শিশুদের বা কম বয়স্ক দর্শকদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোর অনুবাদ করত। যেখানে ভাষা ও পরিবেশ ভিন্ন হওয়া সত্বেও তা শিশুদের আকর্ষিত করত। তোমরা কি এই ধরনের অনুদিত (dubbed) অনুষ্ঠান উপভোগ করেছ? এই সম্পর্কে তোমার অনুভব কী?

প্রিন্সের উদ্ধার

বাক্স 7.14

হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত অলদেহারী (Aldeharhi) গ্রামে প্রিন্স নামক একটি 5 বছরের শিশু 55 ফুট গভীর কুয়োর খাদে পড়ে যায়। প্রায় 50 ঘন্টার কঠোর পরিশ্রমের পরে, পাশাপাশি অন্য একটি খাদ খনন করে সেনাবাহিনী তাকে উদ্ধার করতে সফল হয়। আটকে পড়া খাদটিতে খাদ্য ও সিসি টিভির ব্যবস্থা করা হয়। দুটো সংবাদ মাধ্যম ... তাদের অন্যান্য অনুষ্ঠান বা প্রতিবেদন সাময়িক রূপে স্থগিত রেখে দুদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছোটো প্রিন্সের ফুটেজ দেখায়। এই পাঁচ বছর বয়সী শিশুটি কীভাবে কাঁদে বা তার মাকে ডাকে, বা সে কীভাবে কীটপতঙ্গের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, ... সবকিছু টিভির পর্দায় সম্প্রচারিত হয়। শুধু তাই নয়, চ্যানেলগুলোতে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের সাক্ষাতকার ও ঘটনা সম্পর্কে তাদের অনুভূতিও দেখানো হয়। SMS - এর মাধ্যমে প্রিন্সকে বার্তা প্রেরণের জন্যও বলা হয়। ঘটনাস্থলে হাজারো মানুষ একত্রিত হয় এবং বিনামূল্যে দুদিনব্যাপী ভোজনের ব্যবস্থা (লঙ্গর) করতে লক্ষ্য করা যায়। এই ঘটনা দ্রুত জাতীয় উন্মাদনায় পরিণত হয় এবং সারা দেশে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। বহু মানুষকে মন্দির, মস্‌জিদ, চার্চ ও গুরুদ্বারে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। এমন আরোও বহু ঘটনা রয়েছে যেখানে আমরা টিভিকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেখি।

বাক্স 7.14 এর অনুশীলনী

সম্ভবত গোটা উদ্ধার অভিযানটি তোমরা টিভির পর্দায় দেখেছ। যদি তা না হয়, তাহলে অন্য যে-কোনো ঘটনা সম্পর্কে ভাবো। এবার তোমার শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপরে একটি বিতর্ক পর্বের আয়োজন করো।

1. অধিক দর্শককে আকর্ষিত করার জন্য এই ধরনের ঘটনার একচেটিয়া লাইভ কভারেজ এর মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যানেলের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, তার সম্ভাব্য প্রভাব কী হতে পারে?
2. এই ধরনের ঘটনাকে কি আমরা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে টেলিভিশনের হস্তক্ষেপ রূপে দেখতে পারি?
3. এটাকে কি টিভি বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার উদাহরণ বলা যেতে পারে যেখানে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের দূর্দশার কথা তুলে ধরা হয়েছে?

অধিকাংশ টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার সারাদিনব্যাপী অর্থাৎ 24x7 হয়ে থাকে। এখন সংবাদ পরিবেশনের ধরন হল প্রাণবন্ত এবং অবিধিবদ্ধ। সংবাদকে অনেক সহজ, গণতান্ত্রিক ও অন্তরঙ্গ করার প্রয়াস করা হয়। টিভি জনগণকে সর্বজনীন স্তরে তর্ক-বিতর্কের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে এবং এইভাবে প্রতি বছর টেলিভিশনের সম্প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় যে টেলিভিশনে গুরুতর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় প্রকৃত ভাবে অবহেলিত কিনা।

একদিকে যেমন হিন্দি, ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষায় সম্প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের বৃদ্ধি হয়েছে, একইভাবে রিয়েলিটি শো, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান, বলিউডের অনুষ্ঠান, পারিবারিক ধারাবাহিক, খেলার অনুষ্ঠান এবং কৌতুকানুষ্ঠানের বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বিনোদনমূলক টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু নতুন তারকার জন্ম হয়েছে, যারা শুধুমাত্র প্রতিটি পরিবারের দর্শকদের কাছে সুপরিচিত নামই নয়,বরং তাদের ব্যক্তিগত জীবন, ধারাবাহিকের শ্যুটিং সেটে হওয়া দ্বন্দ্বও জনপ্রিয় ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্রের পাতায় মুখরোচক রটনা বা সংবাদরূপে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া কৌন বনেগা করোরপতি (Kun Banega Crorepati) বা ইন্ডিয়ান আইডল (Indian Idol) বা বিগবস (Big Boss) এর মতো রিয়েলিটি শো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এইসকল অনুষ্ঠানগুলো বেশিরভাগই পাশ্চাত্য অনুষ্ঠানের আদলে তৈরি করা হয়েছে। এরমধ্যে কোন্ অনুষ্ঠানগুলোকে মিথস্ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান (interactive show), পারিবারিক অনুষ্ঠান, আলোচনামূলক অনুষ্ঠান, রিয়েলিটি শো বলে চিহ্নিত করা যায়? আলোচনা করো।

সোপ অপেরা (Soap Opera)

বাক্স 7.15

সোপ অপেরা হল সেই সকল গল্প যা ধারাবাহিক রূপে উপস্থাপন করা হয়। এই ধারাবাহিক বহুদিন ধরে সম্প্রচারিত হয়। একক গল্পগুলোর হয়তো বা অবসান হয় এবং বিভিন্ন চরিত্রের আবির্ভাব ও প্রস্থান হয়, কিন্তু ধারাবাহিকটির যেন কোন অন্ত নেই, যদি না তার সম্প্রচার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি সোপ অপেরার একটি ইতিহাস বা মূলগল্প থাকে, যার সম্পর্কে সাধারণত নিয়মিত দর্শকরা অবগত — দর্শকরা ধারাবাহিকটির চরিত্র, তাদের ব্যক্তিত্ব এবং জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে সুপরিচিত থাকে।

রেডিও

2000 সালে প্রায় 120 মিলিয়ন রেডিও সেটের মাধ্যমে 24টি ভারতীয় ভাষায় এবং 146টি উপভাষায় আকাশবাণীর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতো, যা দুই তৃতীয়াংশ ভারতীয় বাড়িঘরে উপভোগ করা হতো। 2002 সালে বেসরকারী FM রেডিও স্টেশনের উদ্ভব রেডিওতে বিশেষ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ দান করে। তাছাড়া শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার জন্য FM রেডিও স্টেশনগুলো বিশেষ বিনোদন প্রদান করতে শুরু করে। যেহেতু এদের কোন রাজনৈতিক সংবাদ সম্প্রচারের অনুমোদন নেই, তাই অধিকাংশ চ্যানেলগুলোতে 'বিশেষ ধরনের' প্রচলিত সঙ্গীত সম্প্রচার করতে লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত এটা চ্যানেলের প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষণ বজায় রাখার কৌশল।

Can you talk your walk? GenZ has tuned into a new career

RADIO GA GA!

Mallvika Nanda

I'd sit alone and watch your light, My only friend through teenage nights, And everything I had to know, I heard it on my radio... You had your time you had the power, You've yet to have your finest hour, Radio... Radio Ga Ga...

Long ago when Queen's Freddie Mercury sung *Radio Ga Ga*, maybe it was a subtle reference to the finest hour which we are witnessing now — the radio boom which is loud and clear. This boom has made radio jockeying the coolest career option for the hip and happening GenZ. And if seeing is believing, the incessant rush of wannabe RJ's who thronged the Fever 104 stall at the recently-held **HT Youth Nexus** made our conviction further stronger. The fever is certainly on the rise.

It's the right choice

But what has made RJ-ing the coolest choice? Perhaps, it is the rising level of awareness among youngsters, who want something more and extraordina[...] to career. [...] mill stuff [...] cause they [...] risk and e[...] actress Pr[...] who was an RJ in

Raajessh Kashyap

এমন একটি FM চ্যানেল রয়েছে যা দাবী করে যে তারা সারাদিন সবচেয়ে জনপ্রিয় গান "All hits all day" সম্প্রচার করে। অধিকাংশ FM চ্যানেলগুলো বৃহৎ গণমাধ্যম সংস্থার অন্তর্ভুক্ত যা শহরের পেশাদার যুবা বর্গের বা যুবসমাজের এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয়। যেমন: 'Radio Mirchi' চ্যানেলটি Times of India গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, Red FM-Living Media ও Radio City Star Network এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া National Public Radio (USA) বা BBC (UK) এর মতো স্বতন্ত্র রেডিও স্টেশনও সর্বজনীন সম্প্রচারে নিযুক্ত রয়েছে।

সম্প্রতিকালে দুটো জনপ্রিয় ছায়াছবি "Rang de Basanti" এবং "Lage Raho Munna Bhai"-তে রেডিওকে যোগাযোগের সক্রিয় মাধ্যম রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। Rang De Basanti ছায়াছবির কাহিনীতে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে ভগৎ সিং-এর জীবনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু নীতিবান, ক্রোধান্বিত মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত যুবক এক দূর্নীতিগ্রস্থ মন্ত্রিকে হত্যা করে। অন্যদিকে 'Lage Raho Munna Bhai' ছায়াছবিটিতে নায়িকা একজন রেডিও জকির চরিত্রে কাজ করে। প্রতিদিন সকালে তার প্রাণবন্ত আওয়াজে 'Good Morning Mumbai' বলে নায়িকা দেশবাসীকে জাগায়। তাছাড়া ছায়াছবিটির প্রধান চরিত্র মুন্নাকে রেডিও-র মাধ্যমে একটি মেয়ের জীবন রক্ষা করতে লক্ষ্য করা যায়।

FM চ্যানেল ব্যবহারের সম্ভাব্য কার্যকারিতা প্রচুর। তাছাড়া রেডিও স্টেশনের বেসরকারীকরণ এবং সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত রেডিও স্টেশনের উদ্ভবের ফলে অনেক নতুন রেডিও স্টেশনের বৃদ্ধি ঘটেছে। আবার স্থানীয় সংবাদের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে FM চ্যানেলের শ্রোতার ব্যাপক সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় রেডিও দ্বারা নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপনের বিশ্বব্যাপী প্রবণতাকে আরো শক্তিশালী করেছে। নিম্নলিখিত বাক্সে একটি গ্রামের যুবকের বুদ্ধি এবং স্থানীয় সংস্কৃতি পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাক্স 7.16

এশিয়া উপমহাদেশে সম্ভবত এটাই একমাত্র গ্রামীণ FM রেডিও স্টেশন

সম্প্রচারের উপকরণ যার মূল্য খুবই স্বল্প..., হয়তো বা পৃথিবীর সবথেকে সস্তায় উপলব্ধ উপকরণ। কিন্তু তা স্থানীয়দের কাছে খুব জনপ্রিয়। ভারতের উত্তরে অবস্থিত বিহারে এক সুরভিত সকালে রাঘব মাহাতো নামে এক যুবক, তার নিজ বাড়ি থেকে FM রেডিও স্টেশন শুরু করার প্রস্তুতি নেয়। মেরামতির সেবা প্রদানকারী রাঘবের ছোটো দোকান থেকে 20 কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী হাজারো গ্রামবাসী তাদের রেডিও সেটগুলো চালু করে তাদের প্রিয় রেডিও স্টেশন উপভোগ করে। কিছুক্ষণ চড়চড় শব্দ করার পর, একটি তরুণ আত্মবিশ্বাসী ভাষ্য শোনা যায়। 'সুপ্রভাত! রাঘব FM মনশুরপুর 1 এ আপনাদের স্বাগত। এখন আপনারা শুনবেন আপনাদের প্রিয় গান।" সঞ্চালক ও তার বন্ধু সেলোটেপে মোড়া মাইক্রোফোন ও চারিদিকে ছড়ানো গানের টেপের সামনে বসে এই গবেষণাটি করে। রাঘব মাহাতোর FM রেডিও স্টেশন প্রায় 12 ঘণ্টা পর্যন্ত ছায়াছবির গান এবং HIV ও পোলিও সচেতনতা সম্পর্কে জনকল্যাণমূলক বার্তা সম্প্রচার করে। তাছাড়া স্থানীয় সংবাদ, হারানো শিশু সম্পর্কিত সংবাদ এবং স্থানীয় দোকানের উদ্বোধনের জন্য শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন করা হয়। এই দেশীয় রেডিও স্টেশনটি রাঘব ও তার বন্ধু প্রিয়া ইলেকট্রনিক্স নামে তার ছোটো দোকান থেকে সম্প্রচার করে।

একটি আবদ্ধ ঘর থেকে রাঘব তার রেডিও স্টেশন ও মেরামতি দোকান দুইই চালাতো। তার চারপাশে মিউজিক টেপ এবং জং ধরা যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত।

অশিক্ষিত হওয়া সত্বেও রাঘবের দেশীয় FM স্টেশনের সৌজন্যে আজ সে যে-কোনো স্থানীয় রাজনীতিবিদ্ থেকেও অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 1997 সালে একটি স্থানীয় দোকানে মেরামতকারী হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন রেডিও-র প্রতি রাঘবের ভালোবাসা জন্মায়। কর্কট রোগে আক্রান্ত একজন কৃষি কর্মীর পুত্র রাঘব ও তার বন্ধু মিলে রেডিও স্টেশনটি শুরু করে। আজ রাঘব রেডিও সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে। বিহারের মতো জীর্ণ রাজ্যে যেখানে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই, সেখানে সস্তা বেটারির দ্বারা চালিত ট্রান্সিটরের মাধ্যমে এই FM টি হয়ে উঠেছে বিনোদনের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমে। রাঘব বলে, "এই ধারণাটি

বাস্তবায়িত করে তুলতে এবং একটি স্থায়ী রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থেকে অনুষ্ঠানের সম্প্রচারণের জন্য 'কিট' তৈরিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিট তৈরিতে 50 টাকা খরচ হয়েছে।" এই সম্প্রচার কিটটি এন্টেনাতে সংযুক্ত করে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে পার্শ্ববর্তী তিন তলা হাসপাতালে বসানো হয়েছে। একটা লম্বা তারের সাহায্যে সম্প্রচার যন্ত্রটিকে রাঘবের রেডিও ঝুপড়িতে রাখা পুরানো, বাড়িতে তৈরি স্টেরিও ক্যাসেট প্লেয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। অনেকগুলো রঙিন তার ও মাইক্রোফোন সহযোগে আরো তিনটি জং ধরা, স্থানীয় ভাবে তৈরি বেটারী যুক্ত টেপ রেকর্ডার এই পুরানো ক্যাসেট প্লেয়ারের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

রাঘবের ঝুপড়িতে স্থানীয় ভোজপুরী, বলিউড এবং ভক্তি সঙ্গীতের প্রায় 200 টি টেপ রয়েছে, যা সে তার শ্রোতা বন্ধুদের জন্য চালায়। এই FM স্টেশনকে রাঘব ভালোবেসে সম্প্রচার করে, কেননা এর মাধ্যমে তার কোনো আয় হয় না। অন্যদিকে মেরামতির দোকান থেকে মাসে প্রায় 2000 টাকা রোজগার করে। পরিবার সমেত রাঘব এই ঝুপড়িতে বসবাস করে। কিন্তু রাঘব জানে না যেন FM স্টেশন চালাতে সরকারী অনুমোদন আবশ্যক। সে জানায় "আমি এ সম্পর্কে অবগত নই। আমি কৌতুহলবশত এই FM শুরু করি এবং প্রতি বছর তার সম্প্রসার ঘটে।"

তাই যখন কিছু মানুষ তাকে বলে যে এই FM চ্যানেলটি বেআইনী, রাঘব তা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাকে রাজী করিয়ে পুনরায় FM পরিষেবা চালু করায়। স্থানীয়দের জন্য এটা চিন্তার বিষয় নয় যে রাঘব FM মনশুরপুর 1 সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত কিনা তারা শুধু এই FM স্টেশনটিকে ভালোবাসে।

রাঘবের মতে তার FM চ্যানেলটিতে পুরুষের তুলনায় মহিলা শ্রোতা বেশি। যদিও বলিউড এবং স্থানীয় ভোজপুরী সঙ্গীত নিয়মিত সম্প্রচারিত হয়, পাশাপাশি বৃদ্ধদের জন্য ভোরবেলা ও সন্ধ্যায় ভক্তিগীতিও চালানো হয়। যেহেতু কোনো ফোনের ব্যবস্থা নেই, তাই শ্রোতাদের কুরিয়ারের মাধ্যমে তাদের বার্তা ও গানের অনুরোধ প্রেরণ করতে লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, তারা পার্শ্ববর্তী টেলিফোন অফিসেও বার্তা জ্ঞাপন করতো। রেডিও স্টেশনের 'প্রচারক রূপে' রাঘবের খ্যাতি বিহারে বিস্তার লাভ করে। আজ বহু মানুষ তার সঙ্গে কাজ করতে এবং তার 'প্রযুক্তি' কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। Source : BBC NEWS : (By Amarnath Tewary)
http:// news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-12/hi/south-asia/4735642. stm published : 2006/02/24 11:34:36 GMT BBC MMV

উপসংহার

আজ গণমাধ্যম আমাদের ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অধ্যায় কোনভাবেই তোমার জীবনে গণমাধ্যমের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে পারবে না। এটা শুধু সমসাময়িক সমাজে গণমাধ্যমের তাৎপর্য বোঝানোর প্রয়াস করেছে তাই এই অধ্যায়টি গণমাধ্যমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে যেমন বাজার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক, গণমাধ্যমের সামাজিক গঠন এবং পরিচালনা এবং পাঠক ও দর্শকদের সঙ্গে গণমাধ্যমের সম্পর্ক। সংক্ষেপে বলতে গেলে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও গণমাধ্যম কীভাবে কাজ করে এবং আমাদের জীবনে গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব কী, এই সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলি

1. সংবাদপত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে? তা খুঁজে দেখ। এই সকল পরিবর্তন সম্পর্কে তোমার মতামত কী?
2. গণমাধ্যম হিসাবে রেডিও-র জনপ্রিয়তা কি কমে যাচ্ছে? ভারতে উদারীকরণের পরে FM স্টেশনের সম্ভাব্য কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা কর?
3. টেলিভিশন মাধ্যমে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল তা খুঁজে দেখ এবং আলোচনা করো।

REFERENCES

Bhatt, S.C. 1994. *Satellite invasion in India*. Sage. New Delhi.

Butcher, Melissa. 2003. *Transnational television, Cultural Identity and change: When STAR Came to India*. Sage. New Delhi.

Chaudhuri, Maitrayee. 2005. 'A Question of Choice: Advertisements, Media and Democracy' Ed. Bernard Bel et. al. *Media and Mediation Communication Processes* pp.199-226. Sage. New Delhi.

Chatterji, P.C. 1987. *Broadcasting in India*. Sage. New Delhi.

Desai, A.R. 1948. *The Social Background of Indian Nationalism.* Popular Prakashan. Bombay.

Ghose, Sagarika 2006, 'Indian Media: A flawed yet robust public service' in B.G. Verghese (Ed.) *Tomorrow's India: Another tryst with destiny*. Viking. New Delhi.

Joshi, P.C. 1986. *Communication and Nation-Building*. Publications Divison GOI. Delhi.

Jeffrey, Roger. 2000. *India's Newspaper Revolution.* OUP. Delhi.

More, Dadasaheb Vimal. 1970. 'Teen Dagdachachi Chul" in Sharmila Rege *Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonies.* Zubaan/Kali. Delhi, 2006

Page, David and Willam Gawley. 2001. *Satellites Over South Asia*. Sage. New Delhi.

Singhal, Arvind and E.M. Rogers. 2001. *India's Communication Revolution.* Sage. New Delhi.

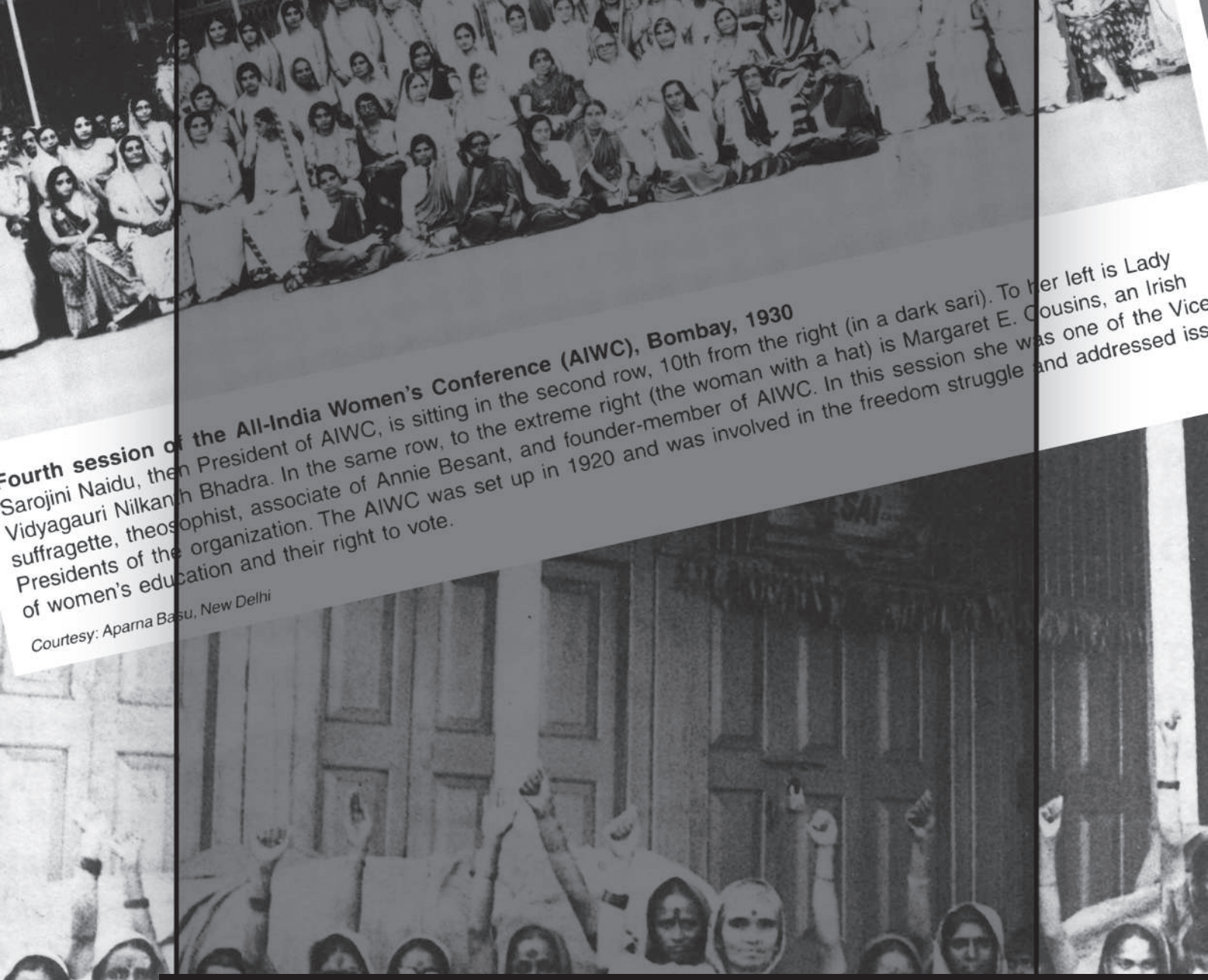

Fourth session of the All-India Women's Conference (AIWC), Bombay, 1930
Sarojini Naidu, then President of AIWC, is sitting in the second row, 10th from the right (in a dark sari). To her left is Lady Vidyagauri Nilkanth Bhadra. In the same row, to the extreme right (the woman with a hat) is Margaret E. Cousins, an Irish suffragette, theosophist, associate of Annie Besant, and founder-member of AIWC. In this session she was one of the Vice Presidents of the organization. The AIWC was set up in 1920 and was involved in the freedom struggle and addressed issues of women's education and their right to vote.

Courtesy: Aparna Basu, New Delhi

8 सामाजिक आन्दोलन
(Social Movements)

পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা এবং অফিস কর্মচারীরা শুধুমাত্র পাঁচ বা ছয়দিন কাজে যায় ও সপ্তাহের শেষে বিশ্রাম করে। তা সত্ত্বেও খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই এটা উপলব্ধি করে যে তারা যে ছুটির দিন উপভোগ করে সেটা শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের ফলাফল। কর্ম-দিবস 8 ঘন্টার অধিক হবে না, সম কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের সম বেতন হওয়া উচিত, কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও পেনশনের (অবসরকালীন ভাতা) অধিকার— এই অধিকারগুলো ও অন্যান্য আরও অনেক অধিকার সামাজিক আন্দোলন দ্বারা অর্জন করা হয়েছে। তাই বলা বাহুল্য, আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি সামাজিক আন্দোলন সেটাকে রূপ প্রদান করেছে ও সেটি আজও অব্যাহত রয়েছে।

বাক্স 8.1

ভোটাধিকার

ভারতীয় সংবিধান দ্বারা গৃহিত অন্যতম প্রধান অধিকার হল সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার। এর অর্থ হল যে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারুর দ্বারা শাসিত নই। এই অধিকারের প্রবর্তন উপনিবেশিককালের শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে কেননা সেই সময়ে উপনিবেশিক আধিকারিকরা বলপূর্বক সাধারণ মানুষদের শাসন করত ও তারা কেবল ইংরেজদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। তাছাড়া ব্রিটেনেও সকলের ভোট দানের অধিকার ছিল না। ভোটদান করার অধিকার শুধুমাত্র সম্পদশালী পুরুষদের কাছেই ছিল। ইংল্যান্ডে সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য যে সামাজিক আন্দোলন করা হয়, তাকে চার্টিজম (Chartism) বলা হয়। 1839 সালে, 1.25 মিলিয়নেরও অধিক মানুষ জনগণের সনদ (People's Charter) এ সাক্ষরের মাধ্যমে সর্বজনীন পুরুষ ভোটাধিকার, ব্যালট দ্বারা ভোট প্রদান এবং সম্পদশালী না হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ইত্যাদির দাবী জানায়। 1842 সালে এই আন্দোলন 3.25 মিলিয়ন স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই 1918 সালে 21 বছরের উপর সকল পুরুষ, বিবাহিতা মহিলা, নিজস্ব বাড়ির মালিকানা থাকা মহিলারা এবং 30 বছরের বেশি বয়সী বিশ্ব বিদ্যালয় স্নাতক মহিলারা ভোটদানের অধিকার পায়। কিন্তু যখন মহিলা কর্মীরা সকল মহিলাদের ভোটাধিকারের জন্য লড়াই শুরু করে, তাদের আন্দোলনকে হিংস্রভাবে প্রতিরোধ করা হয়।

কাজ 8.1

তোমার জীবনের সাথে তোমার ঠাকুরমা অথবা দিদিমার জীবনের তুলনা করো। তোমাদের জীবন কীভাবে একে অপরের থেকে ভিন্ন? তোমার জীবনে কি কি ধরনের অধিকার পেয়েছ যা তোমার ঠাকুরমা বা দিদিমার সময় ছিল না ? আলোচনা কর।

যে সকল অধিকার আমরা উপভোগ করি, তার সম্পর্কে প্রায়ই আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি না। তাই পূর্বের সেসব সংগ্রাম সম্পর্কে জানা আবশ্যক, যার কারণে আজ আমরা বিভিন্ন ধরনের অধিকার উপভোগ করতে পারছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতি ও লিঙ্গ বৈষম্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যারফলে 1947 সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে সে সম্পর্কে তোমরা পূর্বে অধ্যয়ন করেছ। তাছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যা উপনিবেশিক শাসনের অবসান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সে সম্পর্কেও তোমরা অবগত রয়েছে। পৃথিবী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, 1950 ও 1960 এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলন হয়, যার প্রধান দাবী ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের (Black) সম অধিকার প্রদান করা, দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবাদ বিরোধী (anti apartheid) সংগ্রাম এই সকল আন্দোলন পৃথিবীকে মৌলিক উপায়ে পরিবর্তন করেছে। সামাজিক আন্দোলন শুধুমাত্র সমাজকে

পরিবর্তন করে না, অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনকেও অনুপ্রাণিত করে। তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা লক্ষ করেছ যে কীভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ভারতীয় সংবিধানের গঠনে আকার দিয়েছে এবং কীভাবে ভারতীয় সংবিধানও সামাজিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

কাজ 8.2

এমন কোন উদাহরণের চিন্তা করো যা স্পষ্টরূপে বুঝায় যে সামাজিক আন্দোলন কীভাবে সমাজকে পরিবর্তন করেছে এবং কিভাবে একটি সামাজিক আন্দোলন অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে।

8.1 সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

বেপরোয়াভাবে বাস চালানোর কারণে যখন কোন শিশু দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়, সম্ভবত লোকজন তখন বাসটিকে ভাঙচুর করে এবং বাসের চালককে মারধোর করে। এটা বিরোধের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। যেহেতু এই ধরনের বিরোধ ক্ষণিকের জন্য হয়ে থাকে এবং ক্রমে শান্তও হয়ে যায়। তাই এটাকে 'সামাজিক আন্দোলন' বলা যায় না। সামাজিক আন্দোলনের জন্য স্থায়ী সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রয়োজন, যা দীর্ঘদিন বজায় থাকে। সাধারণত এই ধরনের পদক্ষেপ সরকার বিরোধী হয় এবং তা সরকারের নীতিমালা বা প্রথার পরিবর্তন আনার দাবী রাখে। স্বত:স্ফূর্ত, অসংগঠিত বিরোধকেও সামাজিক আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ এই সম্মিলিত পদক্ষেপের একটি সাংগঠনিক রূপ থাকা আবশ্যক। এই সংগঠনে 'নেতৃত্ব' এবং 'কাঠামো' অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা সাধারণত এটা সংজ্ঞায়িত করে যে সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নও সামাজিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা একই প্রকারের উদ্দেশ্য ও নীতি পোষণ করে। সামাজিক আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল পরিবর্তন ঘটানো বা পরিবর্তনের প্রতিরোধ। কিন্তু এই সকল সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যগুলো স্থায়ী নয়। সামাজিক আন্দোলনের গতিপথে এই বৈশিষ্ট্যগুলোরও পরিবর্তন হয়ে থাকে।

প্রায়শই জনগণের যে-কোনো সমস্যা বা সাধারণ সমস্যা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। যেমন, উপজাতি গোষ্ঠীর বনভূমি ব্যবহারের অধিকার সুনিশ্চিত করা, স্থানচ্যুত হওয়া মানুষদের বসতি স্থাপন এবং ক্ষতিপূরণের অধিকার ইত্যাদি। এমন বিষয়সমূহ বা সমস্যা সম্পর্কে ভাবো যার জন্য পূর্বে বা বর্তমানে সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে। একদিকে যেমন সামাজিক আন্দোলন সামাজিক পরিবর্তন আনার প্রয়াস করে, অন্যদিকে কখনও কখনও স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে বিরোধী আন্দোলনও সংগঠিত হয়। সমাজে এই ধরনের বহু বিপরীতধর্মী আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যখন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেন, তখন সতী প্রথার সমর্থকেরা ধর্মসভা গঠন করে রামমোহনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়। এমনকি, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য তারা ইংরেজ সরকারকে আবেদন জানায়। যখন সংস্কারকরা মেয়েদের শিক্ষার দাবী করে, বহু মানুষরা তার প্রতিবাদ করে। তাছাড়া সংস্কারকরা যখন বিধবা বিবাহের প্রচার করেন তখনও তাদেরকে সামাজিকভাবে বর্জন করা হয়েছিল। আবার যখন তথাকথিত 'নিম্নজাতির' ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করানো হয় তখন তথাকথিত কিছু 'উচ্চ জাতির' লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের সেই বিদ্যালয় থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। কৃষক আন্দোলনকেও প্রায়শই মর্মান্তিকভাবে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করা হয়। সম্প্রতিকালে, দলিত (Dalit) জাতির মতো অন্যান্য বহিষ্কৃত গোষ্ঠীর সামাজিক আন্দোলনগুলো প্রায়ই প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্দীপিত করে। একইভাবে শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ বিস্তারের প্রস্তাবও বিরোধী আন্দোলনের জন্ম দেয়। সামাজিক আন্দোলন সহজভাবে সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে না। যেহেতু তা প্রচলিত স্বার্থ এবং মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাই প্রতিরোধ এবং বিরোধীতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোতেও পরিবর্তন লক্ষ যায়।

কাজ 8.3

বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের একটি তালিকা তৈরি কর যার সম্পুর্কে তোমরা শুনেছ বা পড়েছ। এগুলো কী ধরনের পরিবর্তন করতে চেয়েছিল এবং কী পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল?

প্রতিবাদ যেমন সম্মিলিত পদক্ষেপের স্পষ্ট ধরন, অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলনও সমান গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করে। সামাজিক আন্দোলনকারীরা মানষকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য প্রায়ই সভার আয়োজন করে। এই ধরনের কার্যকলাপ সমাজে সম্মিলিত বোঝাপড়া এবং ঐক্যবোধ গড়তে সাহায্য করে, পাশাপাশি সভায় আলোচ্য সম্মিলিত বিষয়সূচীর বাস্তবায়ন করার উপায়ও নির্ধারিত হয়। সামাজিক আন্দোলন প্রচার সম্পর্কিত কাজেও যুক্ত থাকে যার মধ্যে প্রধানত সরকার, গণমাধ্যম ও জনমতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতাদের সঙ্গে লবিবাজি অন্তর্ভুক্ত থাকে। তোমরা তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই আলোচনাটি মনে করে দেখো। সামাজিক আন্দোলন প্রতিবাদের বিশেষ ধরন বা নমুনার জন্ম দেয়। মোমবাতি এবং টর্চ লাইট নিয়ে মিছিল, কালো কাপড়ের ব্যবহার, পথ নাটক, গান, কবিতা ইত্যাদি হল প্রতিবাদের বিভিন্ন ধরন, যেমন— মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিনব পন্থা হিসাবে অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও চরখার ব্যবহার করেন। ধর্মঘট বা পিকেটিং ও লবণ উৎপাদনে উপনিবেশিক সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে অস্বীকার করার মত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী প্রতিবাদগুলো পুনঃরায় মনে করে দেখ।

বাক্স 8.2

সত্যাগ্রহের নাট্যমঞ্চ

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রধান লক্ষ ছিল বিদেশী শক্তি এবং অর্থের মেলবন্ধনকে সামাজিকভাবে বর্জন করা। মিলের তৈরী বস্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়াতে ভারতের কার্পাস চাষী, চরকা চালক (spinners) এবং তাঁতীদের জীবিকা বিপর্যস্ত হয়। তাই মহাত্মা গান্ধী খাদি, হস্ততাঁত বা হাতে বোনা বস্ত্র পরিধান করে তাদের সমর্থন জানান ও ব্রিটিশ সরকারের নীতির প্রতিবাদ করেন। তাছাড়া ঐতিহাসিক ডাণ্ডি মার্চের (Dandi March) মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কর নীতির প্রতিবাদ জানান, যা শাসকদের লাভের জন্য মৌলিক পণ্যের গ্রাহকদের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করত। গান্ধী প্রতিরোধ শক্তির প্রতীক রূপে বস্ত্র এবং লবণের মতো দৈনন্দিন গণ ব্যবহারিক পণ্যকে বেছে নিয়েছিলেন।

লবণ আইন ভঙ্গ' 1930

আইন অমান্য আন্দোলনের অংশ হিসাবে গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করাকে প্রতিবাদের ধরন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে মহিলারা সমুদ্র থেকে লবণ জলের পাত্র নিয়ে লবণ তৈরির জায়গায় যাচ্ছে।

Protographs Courtesy : Nehru Memorial Museum and Library. New Delhi.

বাক্স 8.3

বিমল দাদাসাহেব মোরে 1970 (Vimal Dadasaheb More)

একটি জনসভায় অঙ্কুশ কালের (Ankush Kale) বক্তব্য, যার জন্ম পার্ধী সম্প্রদায়ে হয়েছিল। সাধারণত পার্ধীরা দক্ষ শিকারী হয়। তা সত্ত্বেও সমাজ আমাদের দুষ্কৃতি হিসাবে গণ্য করে। ... চুরির অভিযোগে আমাদের সম্প্রদায়কে পুলিশি নির্যাতন সহ্য করতে হয়। গ্রামে যখনই কোন চুরির ঘটনা ঘটে, আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাছাড়া পুলিশ আমাদের মহিলাদেরও শোষণ করে এবং নিরুপায় হয়ে আমাদের অকারণে এই অপমান সহ্য করতে হয়। যেহেতু আমাদের চোর হিসাবে গণ্য করা হয়, তাই সমাজও আমাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন দিনও কি মানুষ আমাদের সম্পর্কে ভেবেছে? কেন আমরা চুরি করি? এই সমাজই আমাদের চোরে পরিণত হওয়ার জন্য দায়ী। পার্ধী হওয়ার জন্য সমাজ আমাদের কোন কাজে নিযুক্ত করে না। *Source: Sharmila Rege* Writing caste/writing gender: narrating dalit women's testimonies *(Zubaan/Kali , New Delhi, 2006)*

বাক্স 8.3 এর অনুশীলনী

উপরের বিবরণটি পড়। কিভাবে একটি নতুন সম্মিলিত বোঝাপড়ার উদ্ভাবন হয়? কি প্রকারে সমাজের প্রভাবশালী উপলব্ধিকে প্রশ্ন করা হয়েছে?

সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক আন্দোলনের পার্থক্য

সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক পরিবর্তন নিরন্তর এবং ক্রমাগত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের বিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সাধারণত সমষ্টিগতভাবে অসংখ্য ব্যক্তির সম্মিলিত পদক্ষেপের কারণ। অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলন কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত। এটার অন্তর্ভুক্ত থাকে মানুষের দীর্ঘ এবং ক্রমাগত সামাজিক প্রয়াস ও পদক্ষেপ। যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত সংস্কৃতায়ন এবং পাশ্চাত্যকরণকে আমরা সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে দেখতে পারি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারকদের সমাজকে পরিবর্তন করার বিভিন্ন প্রয়াসকে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে দেখতে পারি।

8.2 সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিক আন্দোলন

সমাজতত্ত্বে সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যয়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ

সমাজতত্ত্বের জন্ম থেকেই এই শাখা সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহী। ফরাসী বিপ্লব ছিল বিভিন্ন আন্দোলনের চরম হিংসাত্মক মাত্রা যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রকে (monarchy) বর্জন করা এবং স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আবার ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবকে ব্যাপক সামাজিক বিপর্যয় দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। একাদশ শ্রেণির NCERT 1নং বইয়ে পাশ্চাত্যে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনাটি পুনঃরায় মনে কর। কাজের সন্ধানে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসা দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগররা যে অমানবিক পরিস্থিতিতে বসবাস করতে বাধ্য হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের সরকার প্রায়ই খাদ্য দাঙ্গাকে দমন করতে রাখত। এই সকল প্রতিবাদকে এলিটদের (elite) শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের প্রতিবন্ধকতা রূপে গণ্য করত। সমাজতত্ত্ববিদ এমিল দুর্খেইম-এর গবেষণায় সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলিটরা উদ্বেগ স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। দুর্খেইম -এর বিখ্যাত division of labour in society, forms of religious life এবং suicide নামক কাজে কিভাবে সামাজিক কাঠামো সামাজিক সংহতি সুনিশ্চিত করে এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। সামাজিক আন্দোলনকে সমাজে বিশৃঙ্খলতার কারণ রূপে গণ্য করা হতো।

কার্লমার্ক্স-এর চিন্তাধারায় প্রভাবিত পণ্ডিতগণ হিংস্র বা উগ্র যৌথ পদক্ষেপের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রদান করেছেন। ঐতিহাসিক E.P. Thompson প্রমান করেন যে 'ভিড়' বা 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' সমাজকে ধ্বংস করার জন্য অরাজক গুণ্ডা দ্বারা গঠিত নয়। এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে 'নৈতিক অর্থনীতি' বিদ্যমান। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাদেরও সঠিক এবং ভুল সম্পর্কিত নিজস্ব সম্মিলিত বোঝাপড়া থাকে, যা তাদের কার্যকলাপকে অবহিত করতে সাহায্য করে। তাদের গবেষণা প্রদর্শন করে যে শহরে বা নগরীয় এলাকায় বসবাস করা দরিদ্র মানুষের কাছে প্রতিবাদ করার অনেক কারণ আছে। তাই তারা প্রায়শই জনবিক্ষোভে যুক্ত হয়, কারণ তাদের কাছে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাগ এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার অন্য কোন উপায় নেই।

সামাজিক আন্দোলনের তত্ত্ব

আপেক্ষিক বঞ্চনার তত্ত্ব (Theory of relative deprivation) অনুসারে সামাজিক দ্বন্দ্ব তখনই শুরু হয় যখন একটি সামাজিক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় তাদের অবস্থা অধিকতর মন্দ বলে মনে করে। এই সকল দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ যৌথ প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ লক্ষ করা যায়। এই তত্ত্ব অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধের মত বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক কারণের উপর জোর দেয় যা সামাজিক আন্দোলনে উদ্দীপক রূপে কাজ করে থাকে। কিন্তু এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা হল যে, যদিও বঞ্চনার উপলব্ধি যৌথ পদক্ষেপের জন্য সম্ভাব্য আবশ্যকীয় শর্ত বা অবস্থা, তা সত্ত্বেও তাকে একটি পর্যাপ্ত কারণ বলা যায় না। সকল আপেক্ষিক বঞ্চনাতেই মানুষ সামাজিক আন্দোলন করে না। এমন কোন উদাহরণ সম্পর্কে চিন্তা করো যেখানে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে জেনেও তাদের ক্ষোভের প্রতিবিধানের জন্য কোন সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হয় না বা শুরু করে না।

স্থিতিশীল এবং সংগঠিতভাবে সমষ্টিগত পদক্ষেপের জন্য ক্ষোভ বা অসন্তোষের আলোচনা ও বিশ্লেষণ আবশ্যকীয়, যা সম্মিলিত চিন্তাধারা এবং কৌশল গড়তে সাহায্য করে, অর্থাৎ আপেক্ষিক বঞ্চনা এবং যৌথ বা সম্মিলিত পদক্ষেপের মধ্যে কোন স্বয়ংক্রিয় কার্যকারণ সম্পর্ক বিরাজ করে না। তাছাড়া নেতৃত্ব (leadership) এবং সংগঠনের মত অন্যান্য কারণগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

Mancur Olson's এর বিখ্যাত বই *'The Logic of Collective Action'* এর মতে সামাজিক আন্দোলন হল সমষ্টিগতভাবে যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তিদের নিজস্ব আত্মস্বার্থ অন্বেষণ করা। একজন ব্যক্তি সামাজিক আন্দোলনে তখনই যোগদান বা অংশগ্রহণ করে যখন সেখান থেকে সে লাভদায়ক কিছু পেয়ে থাকে এবং লাভের মাত্রা ঝুঁকির মাত্রা থেকে বেশি হয়। Olson-এর তত্ত্বের ভিত যৌক্তিক, সর্বাধিক উপযোগিতা স্বীকৃত ব্যক্তির ধারণার উপর নির্ভরশীল। তোমার মতে মানুষ কি কোন কাজে যুক্ত হবার পূর্বে ব্যক্তিগত লাভ ও লোকসান সম্পর্কে চিন্তা করে?

কাজ 8.4

যে-কোনো সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে ভাবো। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা করতে পারো এবং মানুষ এই আন্দোলনগুলোতে নিজেদের ব্যক্তিগত লাভ ও লোকসানের কথা ভেবে যোগদান করেছিল কি তা আলোচনা কর।

McCarthy এবং Zald প্রস্তাবিত *সম্পদ একত্রীকরণ* তত্ত্ব Olson-এর এই ধারণাকে প্রত্যাখান করে যে সামাজিক আন্দোলন আত্মস্বার্থ অন্বেষণ করা ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়। তাদের মতে সামাজিক আন্দোলনের

সফলতা নির্ভর করে সম্পদের সহজলভ্যতা বা বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার উপর । একটি আন্দোলন তখনই কার্যকর হয় যখন নেতৃত্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মত সম্পদ একত্রিত করে উপলব্ধ রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। সমালোচকদের মতে যে-কোনো সামাজিক আন্দোলন বিদ্যমান সংস্থান দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না। সেটা প্রতীক এবং পরিচিতির মত নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম যেমন বেশীরভাগ দরিদ্রদের আন্দোলনে দেখা যায় যে সম্পদ বা সংস্থানের স্বল্পতা কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। এমনকি প্রাথমিকভাবে স্বল্প বস্তুগত সম্পদ এবং সাংগঠনিক ভিত দ্বারা শুরু হওয়া একটি আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সম্পদ বা সংস্থান উৎপাদন করতে পারে। অতীত এবং সমসাময়িক উভয় সময়ের উদাহরণ সম্পর্কে চিন্তা কর।

সামাজিক দ্বন্দ্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্মিলিত পদক্ষেপে পরিণত হয় না। এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি গোষ্ঠীর সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা করা বা নিজেদের নিপীড়িত রূপে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া সংগঠন, নেতৃত্ব এবং স্পষ্ট চিন্তাধারা থাকা আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রায়ই সামাজিক প্রতিবাদ এই সকলকে অনুসরণ করে না। মানুষ কীভাবে প্রতারিত হয় সে সম্পর্কে হয়তো বা তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু তারা রাজনৈতিক সংহতি এবং প্রতিবাদের মাধ্যমে আপত্তি জানাতে অসফল হয়। জেমস্ স্কট (James Scott) তাঁর বই *'Weapon of the weak'* এ মালয়েশিয়ার কৃষক এবং শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন। স্বেচ্ছাকৃত ধীর গতিতে কাজ করার মত ছোটোখাটো কাজের মাধ্যমে অনার্য্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয়। সাধারণত এই প্রকারের কাজগুলোকে বা পদক্ষেপকে প্রতিরোধের দৈনন্দিন কাজ বলা হয়।

বাক্স 8.4

দক্ষিণ এশিয়া মহাদেশের দরিদ্র মহিলাদের অধ্যয়নে দেখা যায় যে প্রায়শই বলপূর্বক তাদের স্বামীরা তাদের স্বল্প জমানো টাকা নিয়ে নেশাজাতীয় পানীয়তে ব্যয় করে। এই কারণে মহিলারা দুটো স্থানে তাদের টাকা পয়সা লুকিয়ে রাখার পথ সন্ধান করে। তাই যখন তাদের কঠিন পরিশ্রমে জমানো টাকা গ্রাস করার জন্য জোর করা হয়, তারা এক স্থানে থেকে টাকা প্রদান করে এবং এইভাবে অন্য স্থানে কিছু জমানো টাকা সুরক্ষিত থাকে।

বাক্স 8.4-এর অনুশীলনী

এটা কি প্রতিরোধমূলক কাজ নাকি বেঁচে থাকার কৌশল বা এক ধরনের অভিযোজন? আলোচনা কর।

8.3 সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকার

শ্রেণিকরণের একটি ধরন : সংস্কারক, প্রতিস্থাপনাত্মক, বৈপ্লবিক

বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক আন্দোলন আছে। তাদের শ্রেণিকরণ সাধারণত এই প্রকারের করা হয় : (i) প্রতিস্থাপনাত্বক (ii) সংস্কারক এবং (iii) বৈপ্লবিক। *প্রতিস্থাপনাত্বক* সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ প্রধানত তার সদস্যদের ব্যক্তিগত চেতনায় এবং প্রয়াসে পরিবর্তন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেরালায় নারায়ণ গুরুর নেতৃত্বে Ezhava সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষের সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে *সংস্কারক* সামাজিক আন্দোলনে প্রচলিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ ও ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপের মধ্য

দিয়ে পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়াস করা হয়। 1960 সালে ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজ্যগুলোর পুনঃগঠন করার আন্দোলন এবং সম্প্রতিকালে *তথ্য জানার অধিকারের* প্রচার হল সংস্কারক আন্দোলনের উদাহরণ। *বৈপ্লবিক* সামাজিক আন্দোলন সামাজিক সম্পর্কগুলোকে আমূল পরিবর্তন করতে প্রয়াস করে, প্রায়ই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়াতে বলসেবিক বিপ্লব সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন করতে রুশ সম্রাটকে (tsar) পদচ্যুত করে এবং ভারতে নক্‌শাল আন্দোলন যা অত্যাচারী ভূস্বামী এবং রাজ্য আধিকারীকদের অপসারিত করে।

তোমরা সামাজিক আন্দোলনকে এইভাবে শ্রেণিকরণ করতে গেলে লক্ষ্য করবে যে অধিকাংশ আন্দোলনই সংস্কারক, প্রতিস্থাপনাত্বক এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের মিশ্রণ অথবা সময়ের সাথে সাথে যে-কোনো সামাজিক আন্দোলনের অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন- বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হওয়া আন্দোলনের সংস্কারক উদ্দেশ্যে পরিণত হওয়া। একটি আন্দোলন হয়তো বা জন সচলন এবং যৌথ প্রতিবাদ দ্বারা প্রারম্ভ হয় এবং অধিক প্রতিষ্ঠানিক রূপে গড়ে উঠে। তাই সমাজ বিজ্ঞানী যারা এই সামাজিক আন্দোলনের জীবনচক্র সম্পর্কে চর্চা করেন, তারা এটাকে *'সামাজিক আন্দোলনের সংগঠন'* এর প্রতি অগ্রসর হওয়া বলে থাকেন।

একটি সামাজিক আন্দোলন কী প্রকারে অনুভূত ও শ্রেণীবদ্ধ করা হয় তা সবসময়ই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এই ব্যাখ্যা শ্রেণিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, 1857 সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের জন্য যেটা 'বিদ্রোহ' বা 'দ্রোহ' ছিল, তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা 'স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ' বলে গণ্য করেন। বৈধ্য কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে-কোন অবাধ্যমূলক কাজকে বিদ্রোহ বলা হয়, যেমন— এখানে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্রিটিশ শাসকরা চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করে। এই উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কি প্রকারে মানুষ এই সামাজিক আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে।

কাজ 8.5

এইসকল সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর

- তেলেঙ্গানা সংগ্রাম
- তেভাগা আন্দোলন
- স্বাধ্যায় (Swadhyaya) পরিবার আন্দোলন।
- সাঁওতাল হুল
- বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে উলগুলান।
- পণ প্রথার দায়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান।
- দলিতদের মন্দিরে প্রবেশ করার অনুমোদনের জন্য আন্দোলন।
- উত্তরাঞ্চল এবং ঝাড়খণ্ডের পৃথক রাজ্যের দাবীকে ঘিরে আন্দোলন।
- বেঙ্গাল, মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য স্থানে বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন।
- যে-কোন অন্য সামাজিক আন্দোলন যার সম্পর্কে তোমরা পড়েছ।

তুমি কি উপরের দেওয়া প্রকারের ভিত্তিতে এই সামাজিক আন্দোলনগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করতে পারো?

শ্রেণিকরণের অন্য একটি ধরন : প্রাক্তন এবং নতুন

বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সামাজিক আন্দোলন শ্রেণিভিত্তিক ছিল, যেমন— শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন বা উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন। একদিকে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলনে শ্রেণিরা একত্রিত হয়ে নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

তাই শ্রেণিভিত্তিক বা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিগত শতাব্দীর সুদূর প্রসারী আন্দোলন রূপে গ্রাহ্য করা হয়। তোমরা ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছ যে কীভাবে ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন ঘটে। পাশাপাশি পৃথিবী জুড়ে সাম্যবাদী (communist) এবং সমাজবাদী (sociolist) রাষ্ট্র গঠন (বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা এবং চীন) ছাড়াও এই সকল আন্দোলনের ফলে পুঁজিবাদেরও পুনর্গঠন লক্ষ্য করা যায়।

পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদি দেশসমূহে সাম্যবাদী এবং সমাজবাদী আন্দোলন আংশিকভাবে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলস্বরূপ কল্যাণকামী রাষ্ট্র নির্মিত হয় যা শ্রমিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করে এবং সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে। পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের মতই উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যায়। যেহেতু পুঁজিবাদ এবং উপনিবেশবাদ সাধারণত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই সামাজিক আন্দোলন উভয় প্রকারের শোষণের বিরুদ্ধেই ঘটে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিদেশী শক্তির শাসনের এবং বিদেশী অর্থের প্রভাবের বিরুদ্ধে সচল হয়ে উঠে।

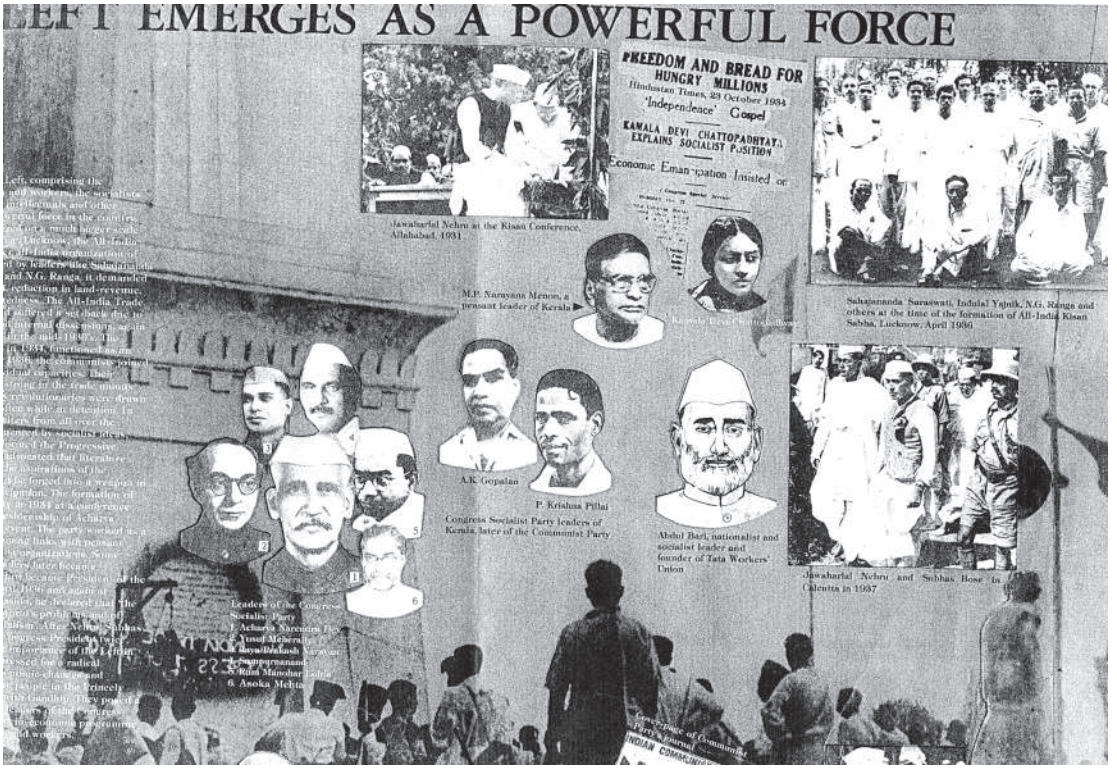

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দশকগুলোতে সাম্রাজ্যের অবসান এবং নতুন জাতি রাষ্ট্রের গঠন পরিলক্ষিত হয়। তার মূল কারণ ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ও আরো অন্যান্য দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিস্তার। তখন থেকে 1960 দশকে এবং 1970 দশকের প্রাথমিক সময়ে তথ্য সামাজিক আন্দোলনের প্রবাহ ঘটে। এই সময়টা ছিল ভিয়েতনামে যুদ্ধের, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিগুলো পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশে কমিউনিস্ট গেরিলার (Communist gurrila) বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংঘাতে যুক্ত হয়। তাছাড়া ইউরোপের অন্তর্গত পেরিস সক্রিয় ছাত্র আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়, যা শ্রমিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। পুরো আটলান্টিক জুড়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক প্রতিবাদের ঢেউ লক্ষ করা যায়। কিং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বাধীন নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে Malcolm X তার Black Poweer আন্দোলনে অনুসরণ করেন। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে প্রায় 10,000 ছাত্র অংশগ্রহণ করে এবং সরকার এই সকল ছাত্রদের ভিয়েতনাম গিয়ে যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করতে নির্দেশ দেয়। এই সামাজিক উত্তেজনার (ferment) মধ্য দিয়ে নারী আন্দোলন আরোও সক্রিয় হয়ে যায়।

এই তথাকথিত *'নতুন সামাজিক আন্দোলন'* এবং সদস্যদের একই শ্রেণি বা দেশ অনুসারে একই শ্রেণি বা দেশ অনুসারে শ্রেণিকরণ করা কষ্টকর। এই সম্মিলিত শ্রেণি পরিচিতি ছাড়া অংশগ্রহণকারীদের কাছে ছাত্র, নারী, কৃষাঙ্গ বা পরিবেশবিদ্ রূপে তাদের যে পরিচয় সেটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। শ্রমিক সংগঠন বা কৃষি আন্দোলনের মত শ্রেণি সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে হওয়া অতীতের সামাজিক আন্দোলন কিভাবে পরিবেশগত বা নারী বা উপজাতি আন্দোলনের মত নতুন সামাজিক আন্দোলন থেকে ভিন্ন হয়?

তোমরা ইতোমধ্যেই পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলন এবং শ্রমিকদের সংগ্রাম সম্পর্কিত বহু দৃষ্টান্ত পড়েছে।

পূর্ববর্তী সামাজিক আন্দোলন থেকে নতুন সামাজিক আন্দোলনের পৃথকীকরণ

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে বিভিন্ন সময়ে *ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ* ছিল ভিন্ন। এমন একটা সময় ছিল, যখন একদিকে উপনিবেশিক শক্তিগুলোকে পরাস্ত করতে বহু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঘটে ও অন্যদিকে পশ্চিমী পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে। এই শ্রমিক আন্দোলন ভাল বেতনভাতা, জীবনযাপনের উন্নত মান, সামাজিক নিরাপত্তা, বিনামূল্যে শিক্ষা ও রাষ্ট্র দ্বারা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবীতে ছিল। তাছাড়া সেই সময় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন ধরনের রাষ্ট্র এবং সমাজের গঠনও হয়েছিল। *তাই পূর্ববর্তী সামাজিক আন্দোলনগুলো স্পষ্টতই ক্ষমতায়নের পুনর্গঠনকে প্রধান লক্ষ্য হিসাবে দেখেছে।*

রাজনৈতিক দলের কাঠামোর মধ্যেই প্রাক্তন সামাজিক আন্দোলনগুলো কার্যকর ছিল। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রদান করে। চীন বিদ্রোহে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব প্রদান করে। কিন্তু আজ অনেকেই বিশ্বাস করে যে পূর্বতন শ্রেণিভিত্তিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ যা শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক দলের দ্বারা নেতৃত্ব প্রদান করা হতো তা এখন পতনের পথে। অন্যান্যদের মতে সমৃদ্ধশীল পশ্চিমে কল্যাণকারী রাষ্ট্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এখন শ্রেণিভিত্তিক শোষণ ও অসমতা তার উদ্বেগের প্রধান বিষয় নয়। তাই *'নতুন' সামাজিক আন্দোলনে সমাজে ক্ষমতা বন্টনের পরিবর্তন নয় কিন্তু জীবনের গুণমান সম্পর্কীয় বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রাহ্য করা হয় যেমন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।*

পূর্ববর্তী সামাজিক আন্দোলনগুলোতে *রাজনৈতিক দলের ভূমিকা* গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রজনী কোঠারী 1970 এর দশকে ভারতের সামাজিক আন্দোলনের তীব্র কারণ হিসাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে দায়ী করেন। কোঠারীরর মতে এলিট বা অভিজাতদের দ্বারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকৃত। এই কারণেই, দরিদ্ররা তাদের মুখপাত্র হিসাবে আজ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিনিধিদের উপযুক্ত মনে করে না। তাই মানুষ বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছেড়ে সামাজিক আন্দোলন বা *নির্দলীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলোতে* যোগদান করে বাইরে থেকে রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বর্তমানে, নাগরিক সমাজের বিস্তৃত ধারণাটি রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সংগঠন উভয়ের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা পূর্ববর্তী সামাজিক আন্দোলনকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া নতুন বেসরকারী সংস্থা বলতে নারী বা মহিলাদের গোষ্ঠী, পরিবেশ সম্পর্কিত গোষ্ঠী এবং সক্রিয় উপজাতি কর্মীদের বোঝানো হয়।

যেহেতু তোমরা ভারতের সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে পড়েছ তাই এই ঘটনাটি শুনে হতবাক্ হবে না যে *বিশ্বায়নের* ফলে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমে মানুষের জীবনকে পুর্ননির্মাণ করেছে। প্রায়শই সংস্থাগুলো আর্ন্তদেশীয় হয়। তাছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন ও অন্যান্য আইনী ব্যবস্থাপনা দ্বারা সেগুলো নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি, পারমাণবিক

যুদ্ধের ভয় এখন বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে। তাই এটা অবাক করার বিষয় নয় যে *অধিকাংশ নতুন সামাজিক আন্দোলন এখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রসারতা লাভ করছে।* তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যে পূর্ববর্তী এবং নতুন আন্দোলন বিশ্ব সামাজিক ফোরামের মতো নতুন জোটে একসাথে কাজ করেছে যা বিশ্বায়নের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে চলছে।

আমরা কি পূর্ববর্তী এবং নতুন সামাজিক আন্দোলনের পৃথকীকরণকে ভারতীয় প্রসঙ্গে ব্যবহার করতে পারি ?

ভারত সামাজিক আন্দোলনের পুরো বিন্যাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কৃষক, দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই সকল আন্দোলনগুলোকে কি 'নতুন সামাজিক আন্দোলন' হিসাবে বোঝা যায়? গেইল ওমভেট তাঁর Reinventing Revolution নামক বইটিতে ইঙ্গিত করেন যে এই সকল আন্দোলনের উপাদান হিসাবে সামাজিক অসমতা এবং সম্পদের অসম বন্টনের বিষয়গুলো অব্যাহত। কৃষক আন্দোলন, কৃষি উৎপাদনের ভাল মূল্যের জন্য এবং কৃষিজ ভর্তুকীর অপসারণের বিরুদ্ধে সচল হয়েছে। তাছাড়া উচ্চ জাতির অন্তর্ভুক্ত ভূস্বামী এবং মহাজন দ্বারা শোষিত না হওয়ার জন্য দলিত শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে নারী আন্দোলন কর্মক্ষেত্র এবং পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়গুলোতে কাজ করে।

একই সময়ে, এই সকল নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো *শুধুমাত্র পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক অসমতার বিষয় সম্পর্কে নয়,* বা তারা শুধুমাত্র শ্রেণির ভিত্তিতে সংগঠিত হয় না। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে *পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি, সাংস্কৃতিক দুশ্চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা হল* আবশ্যকীয় উপাদান এবং তা এমন উপায়ে ঘটে যেখানে শ্রেণিভিত্তিক অসমতার পরিচয় পাওয়া কঠিন। প্রায়শই এই সামাজিক আন্দোলনগুলো অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণির গণ্ডী ছাড়িয়ে একত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ, নারী আন্দোলনে নগরীয়, মধ্যবিত্ত নারীবাদীর পাশাপাশি দরিদ্র কৃষক মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীতে হওয়া আঞ্চলিক আন্দোলনগুলো বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, যা সাধারণত সমজাতীয় শ্রেণি পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। একটি সামাজিক আন্দোলনে সামাজিক অসমতার প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও থাকে, যার গুরুত্বও সমান।

যখন আমরা চিপকো আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করব তখন আরো পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে।

8.4 বাস্তুতান্ত্রিক আন্দোলন

আধুনিক সময়ে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে উন্নয়নের দিকে। কিছু দশক ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, উন্নয়নের এমন একটি মডেল যা নতুন চাহিদা তৈরি করে এবং ইতোমধ্যে ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদের আরও বেশি শোষণ করে। এই ধরনের উন্নয়নের মডেল সমালোচিতও হয় এটা ধরে নেওয়ার জন্য যে সকল বর্গের লোকেরাই এই উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তাই বড় বড় বাঁধ তৈরির জন্য মানুষকে বাসস্থান ও জীবিকার উৎস থেকে স্থানচ্যুত করা হয়। শিল্পদ্যোগ কৃষকদের বাড়ী ও জীবিকা থেকে স্থানচ্যুত করে। অন্যদিকে শিল্প দূষণের প্রভাব আবার একটি ভিন্ন গল্প। এখানে আমরা শুধুমাত্র একটি উদাহরণের মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক আন্দোলনে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে যাচাই করব।

কাজ 8.6

তোমার অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশগত দূষণের ঘটনা সংগ্রহ করে সে সম্পর্কে আলোচনা কর। তোমরা সংগ্রহ করা তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমেও দেখাতে পার।

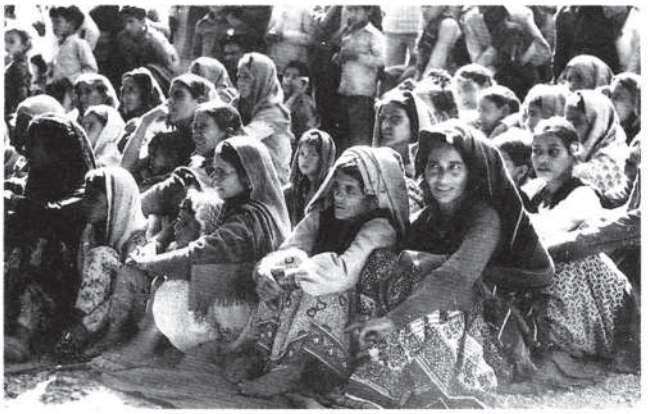

1986 সালে সাকলানাতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে চিপকো আন্দোলনের কর্মীদের জমায়েত।

বাস্তুতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম একটি উদাহরণ হল হিমালয়ের পাদদেশে সংগঠিত হওয়া চিপকো আন্দোলন, যা অন্তর্নির্মিত আগ্রহ এবং আদর্শের মেলবন্ধন। রামচন্দ্র গুহ তাঁর Uniquet Woods নামক বইটিতে লিখেছেন যে গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামের পাশ্ববর্তী ওক্ এবং রডোডেনড্রন বনভূমির রক্ষা করার জন্য একটি রেলি করে। তাছাড়া যখন সরকারী বনদপ্তরের ঠিকাদাররা গাছ কাটার চেষ্টা করে, গ্রামবাসী সকলে এমনকি বিশাল সংখ্যায় মহিলারাও গাছগুলোকে রক্ষা করতে জড়িয়ে ধরে থাকে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রামবাসীদের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন। তারা সকলেই জ্বালানী কাঠ, খাদ্য এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য অরণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছিল দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারের কাঠ বিক্রি করে রাজস্ব আদায়ের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে। এখানে জীবনধারনের অর্থনীতিকে লাভের অর্থনীতির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছিল। সামাজিক অসমতা (গ্রামবাসী বনাম এমন একটি সরকার যা বাণিজ্যিক, পুঁজিবাদী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে) ছাড়াও চিপকো আন্দোলনে বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার বিষয়টিকেও উত্থাপন করা হয়েছিল। প্রাকৃতিক বনভূমি কেটে ফেলা এমন এক পরিবেশগত ধ্বংস ছিল যার ফলে এই অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা এবং ভূমিধ্বস হয়েছিল। গ্রামবাসীদের কাছে এই 'লাল' এবং 'সবুজ' বিষয়গুলো ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। একদিকে যেমন তাদের অস্তিত্ব অরণ্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে তারা অরণ্যকে বাস্তুতান্ত্রিক সম্পদরূপে মূল্যবান বলে গণ্য করে, যা সকলের উপকারী। তাছাড়া, চিপকো আন্দোলন যেখানে সমতল অঞ্চলের সরকারী সদর দপ্তরের বিরুদ্ধে পাহাড়ী গ্রামবাসীদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল যারা তাদের সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন এবং প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে। তাই, চিপকো আন্দোলন অর্থনীতি, বাস্তুতন্ত্র এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলোকে সমর্থন করে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গাছ প্রয়োজনীয়। একইভাবে পরিষ্কার জল স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য আবশ্যকীয়। এই দৃষ্টির ভিত্তিতে সম্প্রতিকালে ভারত সরকার, স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং সুসংহত গঙ্গা বাঁচাও মিশনের (নমামী গঙ্গে) মাধ্যমে কিছু পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, যাতে ভারতের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য, কাঠামো এবং গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হয়।

হিমাচল প্রদেশের জুনাগড়ে অরণ্য বিনাশের উপর আলোচনাসভা

চিপকো আন্দোলন

বাক্স 8.5

1970 সালের অস্বাভাবিক ভারী বর্ষণের কারণে জীবনের স্মৃতিতে থাকা সবচেয়ে বিধ্বংসী বন্যা হয়। অলকানন্দা উপত্যকার অন্তর্গত প্রায় 100 বর্গ কিলোমিটার জমি প্লাবিত হয়, 6টি ধাতুনির্মিত সেতু এবং 10 কিলোমিটার গভীর রাস্তা, 24টি বাস এবং অন্যান্য অনেক যানবাহন জলের তোড়ে ভেসে যায়, 366টি ঘর ধ্বসে পড়ে এবং 500 একর জমিতে ফলানো খাদ্য শস্য বিনষ্ট হয়। তাছাড়া মানুষ এবং গবাদি পশুর জীবনেরও ব্যাপক মাত্রায় ক্ষয়ক্ষতি হয়।

...1970 সালের বন্যা এই অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করে। গ্রামবাসী যারা এই ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে, তারা বন ধ্বংস, ভূমি ধ্বস এবং বন্যার মধ্যে যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে সেটা অনুভব করতে শুরু করে। তাছাড়া লক্ষণীয় বিষয় হল যে ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু গ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে অরণ্যের নীচে পাওয়া যায়, যেখানে গাছ কাটার কাজ চলছিল।

... চামোলি জেলায় অবস্থিত দাশৌলি গ্রাম স্বরাজ সংঘ (DGSS) নামক একটি সমবায় সংস্থা এই অবস্থায় গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।

... এই সকল প্রারম্ভিক প্রতিবাদ সত্ত্বেও, সরকার নভেম্বর মাসে অরণ্যের বার্ষিক নিলামের জন্য এগিয়ে আসে। নিলামের জন্য নির্ধারিত এই প্লটগুলোর মধ্যে একটি ছিল রেনি অরণ্য ...

... ঠিকাদারের যেসব লোকেরা যোশিমঠ থেকে রেনির দিকে রওয়ানা হয়, তারা রেনিতে প্রবেশের পূর্বেই বাস থেকে নেমে পুরো গ্রাম ঘুরে দেখে, তারপর তারা বনের মধ্যে প্রবেশ করে। একটি ছোট মেয়ে যে এতক্ষণ শ্রমিকদের হাতিয়ারসহ দেখে গুপ্তচরের কাজ করছিল, সে ছুটে গিয়ে মহিলামণ্ডলের প্রধান গৌরা দেবীর কাছে পৌঁছায়। গৌরা দেবী দ্রুত অন্যান্য গৃহবধূদের একত্রিত করে বনে যায় এবং গাছ কাটতে বাধা প্রদর্শন করে। গাছ কাটার বিরোধীতা করার ফলে প্রাথমিকভাবে তারা হুমকি এবং অপব্যবহারের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যখন মহিলারা সরতে অস্বীকার করে, তখন বাধ্য হয়ে তারা ফিরে যায়।

বাক্স 8.5 এর অনুশীলনী

- এই সামাজিক আন্দোলন কি পূর্ববর্তী শ্রেণিভিত্তিক অসমতা এবং সম্পদ বণ্টনের বিষয়কে উত্থাপন করে?
- অথবা, এটা কী বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা এবং মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকারের মত অন্যান্য বিষয়কে উত্থাপন করে।

বাক্স 8.6

আমাদের বর্তমান তথ্যের যুগে, বিশ্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলন ব্যাপক মাত্রায় আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংযোগকে একত্রিত করতে সফল হয়েছে। এই সকল সংযোগে বেসরকারী সংস্থা, ধর্মীয় এবং মানবিক গোষ্ঠী, মানব অধিকার সংঘ, ভোক্তা সুরক্ষা আইনজীবিরা, পরিবেশ কর্মীরা এবং অন্যান্যরা, যারা সাধারণত জনস্বার্থে প্রচার সম্পর্কিত কাজে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, সিয়াটেলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ ঘটে, তা আংশিকভাবে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়।

বাক্স 8.6 এর অনুশীলনী

উপরের বিবরণটি পড় এবং আলোচনা কর যে সামাজিক আন্দোলন কিভাবে বিশ্বব্যাপী ব্যপ্তি লাভ করেছে? প্রযুক্তি এ ব্যাপারে কি প্রকারের সহায়তা করে? কিভাবে এটা সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকা পরিবর্তন করে?

8.5 শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলন

কৃষক আন্দোলন

কৃষক আন্দোলন বা কৃষি সংগ্রাম প্রাক উপনিবেশিক কাল থেকে সমাজে জায়গা দখল করে আছে। 1858 থেকে 1914 সালের মধ্যবর্তী সময়ের আন্দোলনগুলো মূলত স্থানীয়, অসংলগ্ন এবং নির্দিষ্ট ক্ষোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এগুলোর মধ্যে সুপরিচিত হল 1859-62 সালে নীল চাষ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বঙ্গ বিদ্রোহ এবং 1857 সালে মহাজনদের বিরুদ্ধে 'দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা' (Decan riot)। এগুলোর মধ্যে উপস্থিত কিছু বিষয় পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল এবং মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে আংশিকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বরদোলি সত্যাগ্রহ (Bardoli Satyagraha), (1928 সুরাট জেলায়) দেশজোড়া অসহযোগিতা আন্দোলনের অংশ হিসেবে একটি রাজস্ব বা কর বিরোধী প্রচার- যাতে জমির রাজস্ব বা কর প্রদানে অস্বীকার করা হয় এবং 1917-18 সালে নীল চাষের বিরুদ্ধে সংগঠিত চম্পারণ সত্যাগ্রহ। 1920 সালে, কিছু কিছু অঞ্চলে ইংরেজ সরকারের বন নীতি এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠে। প্রথম অধ্যায়ে কাঠামোগত পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের আলোচনাটি মনে কর।

1920 থেকে 1940 সালের মাঝামাঝি সময়ে কৃষক সংগঠন গড়ে উঠে। প্রথম প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি ছিল 1929 সালের বিহার প্রদেশীয় কিষাণ সভা (Bihar Provincial Kisan Sabha) এবং 1936 সালে সারা ভারত কিষাণ সভা (All India Kishan Sabha) স্থাপিত হয়। কৃষকদের দ্বারা আয়োজিত এই সভায় কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য সকল শ্রেণিকে মুক্তির দাবি করা হয়েছিল। স্বাধীনতার সময় তেভাগা আন্দোলন (1946-47) এবং তেলেঙ্গানা আন্দোলন (1946-51) নামক দুটো উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটির ক্ষেত্রে উত্তর বিহার ও বঙ্গে ভাগচাষীদের সংগ্রাম ছিল প্রচলিত অর্ধেক ফসলের ভাগাভাগির পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ ফসলের বাটোয়ারার বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে কিষাণ সভা এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (CPI) সহায়তা ছিল। দ্বিতীয় আন্দোলনটি, হায়দ্রাবাদ অঙ্গরাজ্যের সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে করা হয় এবং সেটার নেতৃত্বে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

কাজ 8.7

নকসাল (Naxal) আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ কর —

- প্রারম্ভিক বছরগুলো
- বর্তমান অবস্থা
- সমস্যা
- প্রতিবাদের ধরন

এগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর। চতুর্থ অধ্যায়টি ফিরে দেখ এবং আন্দোলনের জন্য দায়ী সামাজিক কারণগুলো কী হতে পারে তা সনাক্ত কর।

উপনিবেশিককালে যে সমস্যাবলী প্রভাবশালী ছিল, তা স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত হয়। ভূমি সংস্কার, জমিদারি প্রথার অবসান, ভূমি রাজস্বের গুরুত্ব হ্রাস এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। 1947 সালের পরের সময়কাল দুটো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, 'নকসাল আন্দোলন' এবং 'নবীন কৃষকদের আন্দোলন'। নকসাল আন্দোলন বাংলার নকসালবাড়ী (1967) অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছিল।

কৃষকদের প্রধান সমস্যা ছিল ভূমি সম্পর্কিত। পূর্বে আলোচিত চতুর্থ অধ্যায় থেকে গ্রামীণ ভারতে কৃষি ভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে তীব্র বিভাজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেছ। বাক্স 1 এবং 2-এ আন্দোলনের দুটো সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

বাক্স 8.7

... শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক সম্মেলন ব্যাপক সফলতা লাভ করে। কৃষকরা পূর্বের লড়াই থেকে ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী হয়ে, ভবিষ্যতের দিকে প্রত্যাশাপূর্বক তাকিয়ে ছিল। কাঠফাটা রোদ এবং তুমুল বৃষ্টিতে জোতদারের জমিতে কঠোর পরিশ্রমের ফলে কৃষকদের চেহারা যেন দুর্বল হয়ে থাকতো যা এখন আশা ও উপলব্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কানু সান্যালের পরবর্তী দাবি অনুসারে 1967 সালের মার্চ মাস থেকে 1967 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সকল গ্রামবাসীদের সংগঠিত হতে দেখা যায়। প্রায় 15,000 থেকে 20,000 কৃষকদের সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। প্রতিটি গ্রামে কৃষক কমিটি গঠিত হয় এবং তাদের স্বশস্ত্র প্রহরীতে রূপান্তরিত করা হয়। তারা শীঘ্রই কৃষক কমিটির নামে বহু জমি দখল করে, জমির সকল নথিপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল 'যা ব্যবহার করে পূর্বে তাদের প্রাতরণা করা হয়', সকল অলিখিত ঋণ বাতিল করে, অত্যাচারিত ভূ-স্বামীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, ভূ-স্বামীদের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র লুঠ করে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে এবং প্রথাগত অস্ত্র যেমন তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের সশস্ত্র করে তোলে। পাশাপাশি সমান্তরাল প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে গ্রামগুলোকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়াসও করে। *Source : Sumanata Banerjee "Naxalbari and the left Movement" in end Ghanshyam Shah Social Movements and the State (Sage, Delhi 2002) pp.125-192.*

বাক্স 8.8

গরিলা আন্দোলন শুরু হয়েছিল 1968 সালের 24 নভেম্বর, বড্ডাপাদু (Boddapadu) সংলগ্ন সমতল এলাকা গারুদাবাদরা (Garudabhadra)-র একজন বিত্তশালী ভূ-স্বামীর জমির ফসল জোরপূর্বক কাটার মাধ্যমে। ঠিক পরের দিন পার্বত্য অঞ্চলে গঠিত কাজটি আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যখন পার্বতীপুরম এজেন্সী (Parvatipuram) এলাকার অন্তর্গত পেডাগট্টিলী (Pedagottili) গ্রামে, প্রায় 250 গিরিজন, বিভিন্ন গ্রাম থেকে অস্ত্র সমেত একজন ভূস্বামী মহাজনের বাড়ীতে হানা দেয় এবং ধান, ফসল এবং অন্যান্য খাদ্য শস্য ও 20,000 টাকা মূল্যের সম্পত্তি দখল করে। সেইসঙ্গে তারা নথিপত্রও হাতিয়ে নেয়।

বাক্স 8.7 এবং 8.8 এর অনুশীলনী

বাক্স 8.7 এবং 8.8 এর বিবরণগুলো মনোযোগ সহকারে পড়। সমস্যা ও কার্যপদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করো।

সমসাময়িক ভারতে কৃষিভিত্তিক অনেক সমস্যা অব্যাহত রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নকশাল আন্দোলন আজও ক্রমবর্ধমানভাবে চলছে।

1970 সালে পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ুতে তথাকথিত 'নবীন কৃষক' আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনগুলো আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল ও নিরপেক্ষ ছিল এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের তুলনায় অধিকাংশ বিত্তশালী কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। (এই বিত্তশালী কৃষকরা উৎপাদক ও ক্রেতা উভয় হিসেবেই বাজারের সাথে জড়িত বলে মনে করা হয়।) এই আন্দোলনের মৌলিক আদর্শ ছিল গুরুতরভাবে রাষ্ট্র-বিরোধী এবং নগর-বিরোধী। এই দাবির কেন্দ্র বিন্দু ছিল 'মূল্য এবং সেই সম্পর্কিত বিষয়গুলো' (উদাহরণস্বরূপ, মূল্য সংগ্রহ, লাভজনক মূল্য, কৃষিজাত নিবেশের জন্য মূল্য, রাজস্ব, অপরিশোধিত ঋণ)। এই বিক্ষোভে অভিনব পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় : রাস্তা এবং রেল অবরোধ করা, রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের গ্রামে প্রবেশে বাধা প্রদান ইত্যাদি। এটা যুক্তিযুক্ত ছিল যে কৃষক আন্দোলন তাদের কর্মসূচি ও আদর্শকে আরও প্রশস্ত করেছে এবং পরিবেশ ও নারী সম্বন্ধীয় বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তাই তাদের বিশ্বব্যাপী 'নতুন সামাজিক আন্দোলনের' অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

শ্রমিক আন্দোলন

1860 সালের প্রথম দিকে ভারতে ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনের সূচনা হয়। তোমরা উপনিবেশিক কালে শিল্পায়নের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের আলোচনাটি মনে করে দেখ। উপনিবেশিক শাসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যের সাধারণ ধরনের অন্তর্গত ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হতো এবং সেই মাল ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত পণ্যকে উপনিবেশগুলোতে বিক্রয় করা হতো। এই কারণে ফ্যাক্টরিগুলোকে সাধারণত ক্যালকাটা (কলকাতা) এবং বোম্বে (মোম্বাই)র মতো বন্দর শহরে স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে মাদ্রাজেও ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হয়। 1839 সালে আসামে চা বাগানের সূচনা হয়।

উপনিবেশবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে, শ্রম খুব সস্তা ছিল কেননা উপনিবেশিক সরকার পারিশ্রমিক বা কাজের পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করেনি। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে কি প্রকারে উপনিবেশিক সরকার চা বাগানে শ্রমিক সরবরাহ সুনিশ্চিত করতো (প্রথম অধ্যায়)।

যদিও পরবর্তীকালে শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভব হয়, কিন্তু শ্রমিকরা তার পূর্বেই প্রতিবাদ করে। তবে তাদের কাজগুলো টিকিয়ে রাখার চেয়ে অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। এর মধ্যে কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা- শ্রমিকদের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই যুদ্ধের ফলে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটে কিন্তু তা দরিদ্রদের জন্য একট বিরাট দুর্দশা নিয়ে এসেছিল। সমাজে তখন খাদ্য সংকট এবং তীব্র মূল্য বৃদ্ধিও দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া, বোম্বের টেক্সটাইল মিলে লাগাতর ধর্মঘট চলছিল। 1917 সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে প্রায় 30টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল। ক্যালকাটার পাট শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যুক্ত হয়। মাদ্রাজে, বাচিংহাম (Buchingham) এবং কার্নেটিক মিলস (Carnatic Mills, Binny's) এর শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সাময়িক কাজ বন্ধ রাখে। আবার আমেদাবাদের টেক্সটাইল শ্রমিকরাও 50% বেতন বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘটে লিপ্ত হয়। (Bhowmick 2004)

1918 সালের এপ্রিল মাসে, একজন সমাজকর্মী এবং থিওসফিক্যাল সমাজের সদস্য বি পি ওয়াদিয়া সর্বপ্রথম শ্রমিক সংগঠন স্থাপন করেন। একই বছরের মধ্যে মহাত্মা গান্ধি টেক্সটাইল শ্রমিক সমিতি (Textile Labour Association) গঠন করেন। 1920 সালে বোম্বেতে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress, AITUC) গঠিত হয়। AITUC বিভিন্ন মতাদর্শের সাথে জড়িত একটি বহুদূর বিস্তৃত সংস্থা ছিল। মূলত এস এ দাঙ্গে এবং এম এন রায়ের নেতৃত্বে ভাববাদী গোষ্ঠীগুলো ছিল কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী গোষ্ঠী, এম জোশী এবং ভি ভি গিরির নেতৃত্বে নরমপন্থী দল গঠিত হয় এবং জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে লালা লাজপত রাই এবং জহরলাল নেহেরুর মতো লোকেরা জড়িত ছিলেন।

AITUC এর গঠন উপনিবেশিক সরকারকে শ্রমিক সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে আরও সতর্ক করে তোলে। বিদ্রোহ শান্ত করার জন্য শ্রমিকদের কিছু সুবিধার অনুমোদন দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছিল। 1922 সালে, সরকার চতুর্থ ফ্যাক্টরি আইন পাশ করে, যেখানে কর্মদিবসকে কমিয়ে 10ঘন্টা করা হয়েছে এবং 1926 সালে শ্রমিক সংগঠন আইন পাস হয়, যা শ্রমিক সংগঠনগুলোকে অনুমোদন প্রদান করে এবং কিছু লিখিত আইনের প্রস্তাব দেয়। 1920 এর দশকের মাঝামাঝি AITUC-তে প্রায় 200 সংগঠন ছিল এবং তার সদস্য সংখ্যা প্রায় 250,000-এ দাঁড়িয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের শেষ কয়েক বছর সময়ে, কমিউনিস্টরা AITUC র উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অন্য একটি সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং 1947 সালের মে মাসে ভারতীয় জাতীয় শ্রমিক সংগঠন কংগ্রেসের (INTUC) জন্ম হয়। 1947 সালে AITUC এর বিভক্তির ফলে রাজনৈতিক

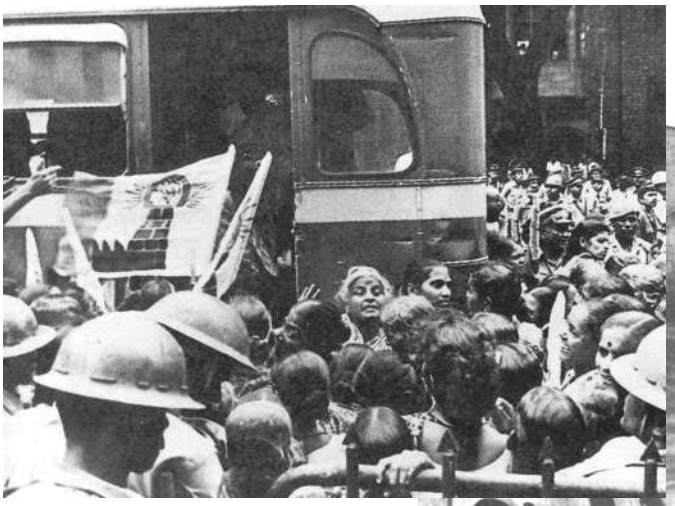

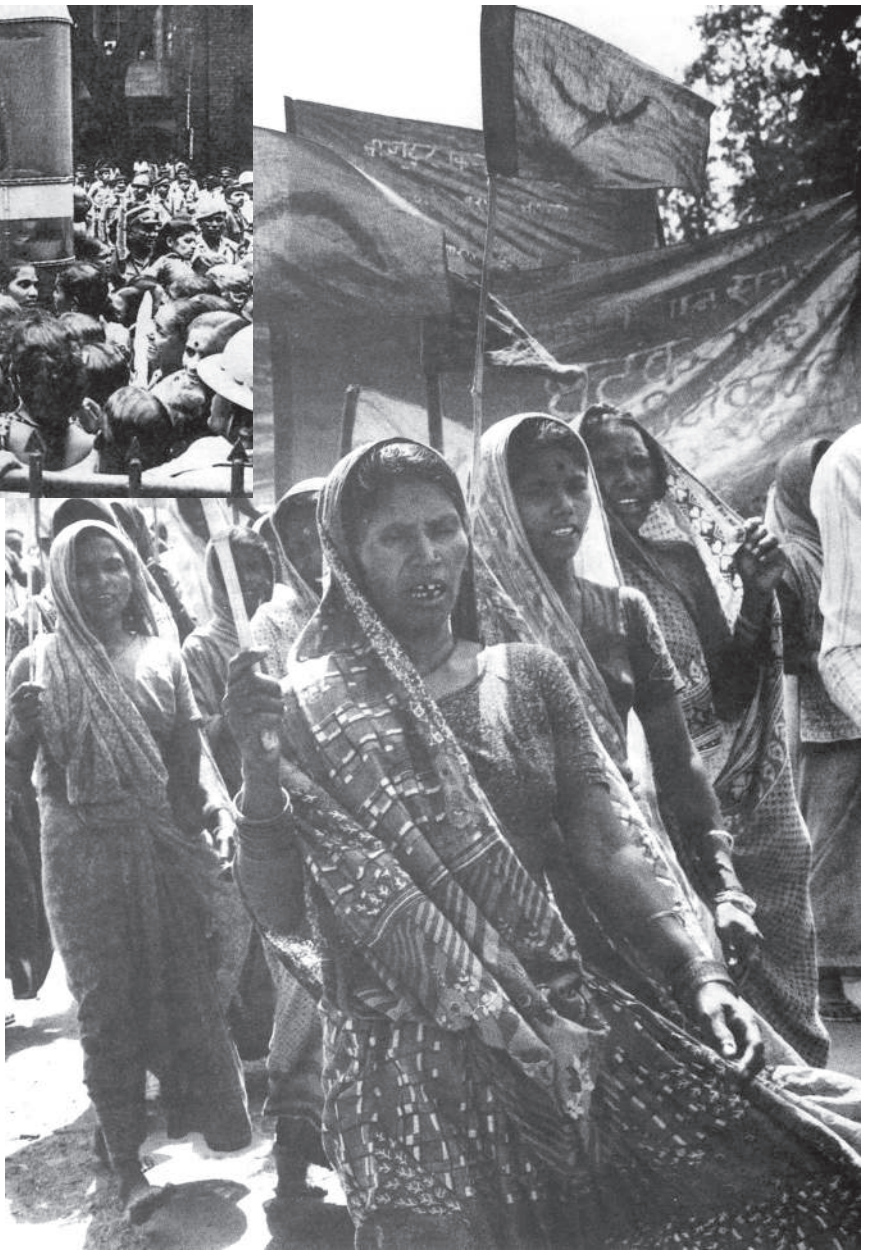

উপরে : বোম্বের টেক্সটাইল শ্রমিকদের ধর্মঘট, 1981-82
নীচে : ইউনিয়নের বিক্ষোভে মহিলা শ্রমিকরা, আরওয়াল, বিহার, 1987

দলের বিস্তৃত হওয়ার পথ আরও প্রশস্থ করা হয়েছে। তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছে, আবার 1960 সালের শেষ থেকে আঞ্চলিক দলগুলোও নিজস্ব সংগঠন গড়তে শুরু করে।

1966-67 সালে, অর্থনীতি একটি বড় মন্দার মুখোমুখি হয়েছিল যার ফলস্বরূপ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানও হ্রাস হয়েছিল। সেই সময় সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। 1974 সালে রেল কর্মীরা একটি বৃহৎ ধর্মঘট করে এবং রাষ্ট্র এবং শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সরাসরি বিরোধীতা তীব্র আকার ধারণ করে। তাই 1975-77 সালের আপতকালীন পরিস্থিতিতে, সরকার সকল শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রমকে বন্ধ করে দেয়। তবে এটাও স্বল্পকালীন ছিল। এটা সত্য যে শ্রমিক আন্দোলন বৃহৎ নাগরিক স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে, শ্রমের কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, সেই সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। তাই শ্রমিক সংগঠনের সামনে চ্যালেঞ্জগুলোও বর্তমানে নতুন প্রকৃতির। এই সম্পর্কে বুঝতে হলে তোমাদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে পুনরায় একবার পড়ে দেখতে হবে।

কাজ 8.8

নিয়মিতভাবে সংবাদ লক্ষ কর এবং তথ্য সংগ্রহ কর যে কী ধরনের বিষয় নিয়ে বর্তমানে শ্রমিক সংগঠনগুলো কাজ করছে? বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর।

8.6 জাতি-ভিত্তিক আন্দোলন

দলিত আন্দোলন

আত্মসম্মানের সূর্য যেন অগ্নিশিখা রূপে বিস্ফোরিত হয়েছে
এই অগ্নিশিখায় সকল জাত-পাত ভস্ম হোক
সম্পূর্ণ ধ্বংস, ভঙ্গ, বিনষ্ট হোক
ঘৃণার এই প্রাচীরগুলো।
খান্-খান্ হয়ে ভেঙ্গে যাক যুগ যুগ ধরে জমে থাকা অন্ধকার,
জাগো, হে মানুষ!

দলিত সামাজিক আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সকল আন্দোলনের তাৎপর্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক শোষণের প্রেক্ষাপট দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়, যদিও এই মাত্রাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে এই সংগ্রাম সহযোগী মানুষরূপে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করার সংগ্রাম। এটা আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনিরূপণের সংগ্রাম। অস্পৃশ্যতার ফলে সমাজে ঘটা অবক্ষয়ের অবসানের জন্য এই লড়াই। তাই এটাকে 'স্পর্শ' লাভের সংগ্রাম বলা হয়।

'দলিত' শব্দটি সাধারণত মারাঠি, হিন্দি, গুজরাটি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষ। 1970 দশকের শুরুতে বাবা সাহেব আম্বেদকরের অনুগামী, নব্য-বৌদ্ধ কর্মীদের দ্বারা সর্বপ্রথম মারাঠি ভাষায় এক নতুন প্রেক্ষাপটে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই শব্দটির দ্বারা ওই সকল মানুষদের নির্দেশ করা হয় যারা তাদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণির মানুষ দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও নিপীড়িত হয়েছে। এই শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হল অপবিত্রতা, কর্ম এবং জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসকে অস্বীকার করা।

অতীতকালে অথবা বর্তমান সময়ে, আমাদের দেশে কোনো একক বা ঐক্যবদ্ধ দলিত আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। বিভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে দলিতদের নানা ধরনের সমস্যাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও, সকল আন্দোলনগুলো দলিত পরিচয় বহন করে, যদিও সকলের ক্ষেত্রে এটার একই অর্থ নাও হতে পারে। দলিত আন্দোলনের প্রকৃতি এবং দলিত পরিচয়ের অর্থের মধ্যে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এই আন্দোলনগুলো সমতা ও আত্মমর্যাদা অর্জন এবং অস্পৃশ্যতা অবসানের লক্ষ্যে করা হয়। (Shah 2001:194) । এটা পূর্ব-মধ্য প্রদেশের ছত্তিশগড় সমভূমির অন্তর্গত চামারদের সত্নামী আন্দোলন, পাঞ্জাবের আদিধর্ম আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের মাহার আন্দোলন, আগ্রাতে যাদবদের সামাজিক-রাজনৈতিক সচলতার সমাবেশ এবং দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনে স্পষ্ট দেখা যায়।

সমকালীন সময়ে, দলিত আন্দোলন এক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। পাশাপাশি দলিত সাহিত্যের বিকাশও এটার সাথে জড়িত।

কাজ 8.9

দলিত সাহিত্য-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। দলিত সাহিত্যের যে-কোনো কবিতা বা গল্প, যা তোমার পছন্দ, সেটা নিয়ে আলোচনা কর।

বাক্স 8.9

সমব্যথী মাহারদের নিয়ে লেখা এক
অজ্ঞাত পরিচয় কবির কবিতা (1890)
ওদের বাড়ীঘর গ্রামের বাইরে অবস্থিত,
ওই মহিলাদের চুলে উকুন;
শিশুরা নগ্ন হয়ে আবর্জনার স্তূপে খেলা করে;
তারা পচা মাংস খায়;
অস্পৃশ্য ব্যক্তিগুলো হতদরিদ্র, অবনমিত;
তাদের কোন শিক্ষা-দীক্ষা নেই;
তারা গ্রামের দেবদেবী ও রাক্ষস দেবতাদের নাম জানে;
কিন্তু তারা ব্রহ্মার নাম জপ করে না।

দলিত সাহিত্য চতুঃবর্ণ ব্যবস্থা এবং জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাসের সরাসরি বিরোধীতা করে কারণ এটি নীচু জাতির অস্তিত্ব এবং সৃজনশীলতাকে দমিয়ে রাখে। দলিত লেখকরা তাদের রচনায় প্রায়শই তাদের নিজস্ব কল্পনা এবং নিজস্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অধিকাংশ লোকের মতে সমাজে বিদ্যমান মূলধারার সামাজিক কল্পনা সত্যকে প্রকাশ না করে, বরং আড়াল করে রাখে। দলিত সাহিত্য সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আহ্বান জানায়। কিছু লেখকরা মর্যাদা এবং পরিচয়ের জন্য সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের উপর জোর দেয়, অপরদিকে অন্যান্য লেখকরা সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক রূপগুলোকেও তাদের লেখায় তুলে ধরে।

বাক্স 8.10

সমাজতত্ত্ববিদরা দলিত আন্দোলনগুলোকে শ্রেণিভুক্ত করার নিরিখে এটা বিশ্বাস করে যে এই আন্দোলনকে সংস্কারমূলক, প্রতিস্থাপনমূলক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনে শ্রেণিভুক্ত করা যায়। ... ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্যোতিবা ফুলের নেতৃত্বে প্রারম্ভ হওয়া জাতি বিরোধী আন্দোলন পরবর্তীকালে 1920 সালে মহারাষ্ট্র ও তালিমনাড়ুতে অব্রাহ্মণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকে এবং পরে ডা: বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রসারতা লাভ করে যেখানে প্রায় সব ধরনের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। এটা মূলত সামাজিক দিক থেকে বৈপ্লবিক এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিস্থাপনমূলক ছিল। আংশিকভাবে, 'আম্বেদকর পরবর্তী দলিত আন্দোলন' বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এটা কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং কিছু ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের উপর জোর দিয়ে নতুন নির্দেশাবলীর দ্বারা জীবনধারার বিকল্প পথ প্রদান করে। এই নির্দেশাবলীতে মানুষের ব্যবহারের বা স্বভাবের পরিবর্তন যেমন গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ থেকে শুরু করে ধর্মান্তরিকরণ পর্যন্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এটার প্রধান লক্ষ্য হল গোটা সমাজের আমূল পরিবর্তন, যেমন জাতি পীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান এবং তপশিলি জাতিভুক্ত সদস্যদের সামাজিক সচলতার জন্য সুযোগ প্রদান করা।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে ... এই আন্দোলন সংস্কারমূলক ছিল। এটা জাতিভিত্তিক সচলতার নিরিখে সংগঠিত হয়েছে, কিন্তু জাতিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারেনি; যদিও এই আন্দোলন কিছু বাস্তব সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়, বিশেষ করে দলিতদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি করতে সফল হয়েছে, তাসত্ত্বেও এটা সমাজকে আমূল পরিবর্তন করতে ও পৃথিবী থেকে দারিদ্রতা নির্মূল করতে অসফল।

বাক্স 8.10 এর অনুশীলনী

- কেন দলিত আন্দোলনকে সংস্কারমূলক এবং পাশাপাশি প্রতিস্থাপনমূলক বলা যেতে পারে তার কারণগুলো চিহ্নিত করা।
- তোমরা কী অধ্যায়ে প্রদত্ত এই পর্যবেক্ষণের সাথে একমত? আলোচনা কর।

পশ্চাদপদ শ্রেণি / জাতির আন্দোলন

রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসেবে পিছিয়েপড়া শ্রেণি/জাতির উত্থান উপনিবেশিক এবং উত্তর-উপনিবেশিক উভয় প্রসঙ্গেই ঘটেছে। উপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রায়শই জাতির ভিত্তিতে পৃষ্ঠপোষকতার বণ্টন করে থাকে। তাই, প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের জন্য মানুষ তাদের জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকে। একইভাবে, এটা সমজাতীয় জাতিগত গোষ্ঠীগুলোকেও নিজেদের একত্রিত করার জন্য প্রভাবিত করেছিল, যাকে 'অনুভূমিক প্রসারণ' (horizontal Stretch) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এইভাবে, জাতি তার প্রথাগত বৈশিষ্ট্য হারাতে শুরু করে এবং রাজনৈতিক একত্রীতকরণের জন্য আরও বেশি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে শুরু করে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনাটি মনে করে দেখো)

'পশ্চাদপদ শ্রেণি' শব্দটি ঊনবিংশ শতকের শেষ সময় থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা 1872 সাল থেকে মাদ্রাজ প্রদেশে, 1918 সাল থেকে মায়শূর অঙ্গ রাজ্যে এবং 1925 সাল থেকে বোম্বে প্রদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। 1920 সাল থেকে, জাতিভিত্তিক বিষয় নিয়ে অনেকগুলো সংগঠন দেশের বিভিন্ন অংশে গঠিত হয়। এর মধ্যে ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ হিন্দু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস লীগ, অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ফেডারেশন, অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস লীগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1954 সালে, 88টি সংগঠন পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণিগুলোর জন্য কাজ করছিল।

বাক্স 8.11

একটি বক্তৃতায় জি বি পন্থ নীচের পর্যবেক্ষণগুলো করেছিলেন যা মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু ইত্যাদি সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। আমাদের অবদমিত শ্রেণি, তপশীলি জাতি এবং পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ শ্রেণির বিশেষ যত্ন নিতে হবে ... তাদের সাধারণ স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত ... কোন শৃঙ্খলের শক্তি এর দুর্বলতম সংযোগ দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং তাই যতক্ষণ না প্রতিটি সংযোগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্জীবিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সুস্বাস্থ্যকর রাজনীতি হবে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে।

উচ্চজাতির প্রতিক্রিয়া

দলিত এবং পিছিয়া পড়া, উভয় শ্রেণির ক্রমবর্ধমান দৃশ্যমানতা উচ্চজাতির কিছু অংশের মধ্যে একটি অনুভূতির জন্ম দিয়েছে যে তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। তারা মনে করেন, সরকার তাদের দিকে কোনও মনোযোগ দেয় না কারণ সংখ্যাগতভাবে তারা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে এইরকম 'অনুভূতি' আদৌ রয়েছে কিনা এবং তারপর এই ধরনের একটি গভীর আবেগ বা অনুভূতি কতদূর পর্যন্ত বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত তা পর্যালোচনা করা। আমাদের আরও জিজ্ঞেস করা দরকার যে তথাকথিত 'উচ্চবর্ণের' পূর্ববর্তী প্রজন্ম কেন 'জাতি'কে আধুনিক ভারতের জীবন্ত বাস্তবতা মনে করেনি? বাক্স 8.12 এ একটি সুস্পষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার পূর্বে বিরাজমান পরিস্থিতির সাথে তুলনা করলে, আজ নিম্ন জাতি এবং উপজাতিসহ সকল সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থার মোটামুটি উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কতটা উন্নতি হয়েছে? বাকী জনগোষ্ঠীর তুলনায় সর্বনিম্ন জাতি/উপজাতিরা কতদূর অগ্রসর হয়েছে? এটা সত্য যে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, সকল জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেশা এবং জীবিকা ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। যাইহোক, এটা বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার পরিবর্তন করে না যে 'সর্বোচ্চ' বা সর্বাধিক পছন্দের পেশাগুলোর মধ্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে

বাক্স 8.12

নেহেরুর সময়কার ভারতে জন্মানো প্রজন্মের কাছে এবং বিশেষত যারা (আমার মতো) ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চজাতির কিন্তু নতুন শহুরে ও সদ্য পেশাদার মধ্যবিত্ত পরিবেশে লালিত হয়েছে, তাদের কাছে জাতি ছিল একটি সেকেলে বা প্রাচীন ধারণা। এটা সত্য যে, আলঙ্কারিক রূপে এটাকে প্রথাগত রীতি-নীতিতে কর্পূরের মতো ব্যবহার করা হয়, বিশেষত বিবাহের ক্ষেত্রে; তবে শহুরে দৈনন্দিন জীবনে এটার কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই বলে মনে হয়।

মূলত, এটা এখন — মণ্ডলের বলার পরে— আমরা বুঝতে শুরু করেছি যে নগরীয় মধ্যবিত্ত প্রেক্ষাপটে জাতি প্রায় অদৃশ্য ছিল কেন। অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল এই বিষয়গুলো উচ্চবর্ণের দ্বারা অভূতপূর্বভাবে প্রভাবিত ছিল। এই সমজাতীয় একতা জাতিকে সামাজিক দৃশ্যমানতার নীচের প্রান্তে নামিয়ে দিয়েছে। যদি চারপাশের সকলেই উচ্চ জাতির হয়, তবে জাতি পরিচিতি নিয়ে কোন সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনাই নেই, ঠিক যেমন 'ভারতীয়' হিসেবে আমাদের পরিচয় বিদেশে প্রাসঙ্গিক হতে পারে তবে ভারতে কারও নজর নেই। (Despande 2003:99)

উচ্চজাতির লোকেরা রয়েছে, যেখানে বেশিরভাগ ভৃত্য এবং অবজ্ঞাপূর্ণ পেশাগুলো নিম্নজাতির অন্তর্গত। 1নং বইয়ে বৈষম্য এবং বর্জন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

8.7 উপজাতি আন্দোলন

সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর সমস্যাবলী সমান হতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিভাজনও ততটাই প্রকট। উপজাতি আন্দোলনের বেশ কিছু মধ্যভারতের তথাকথিত 'উপজাতি বেল্ট'-এ সংগঠিত হয়। যেমন ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল, হো, ওরাও, মুণ্ডা ইত্যাদির মধ্যে। নবগঠিত ঝাড়খণ্ডের মুখ্য অংশ এই অঞ্চল নিয়েই গঠিত। এখানে বিভিন্ন আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ঝাড়খণ্ডের উপজাতি আন্দোলনের আলোচনা করব যার ইতিহাস একশ বছরের পুরানো। আমরা পূর্বোত্তর রাজ্যগুলোর উপজাতি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব কিন্তু এখানেও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় কারণ একই অঞ্চলে উপজাতি আন্দোলনের বিভিন্ন স্বরূপ বিদ্যমান।

উপজাতিদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে

ঝাড়খণ্ড

ঝাড়খণ্ড ভারতের একটি নব-নির্মিত রাজ্য, যা 2000 সালে দক্ষিণ বিহারকে ভেঙ্গে বানানো হয়েছে। এই রাজ্য গঠনের পিছনে একশ বছরের প্রতিরোধের ইতিহাস জড়িত। ঝাড়খণ্ডের সামাজিক আন্দোলনের অনন্য সাধারণ প্রতিভাযুক্ত নেতা বিরসা মুণ্ডা নামের এক উপজাতি ছিল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি বিশাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল। মৃত্যুর পর, আন্দোলনের মুখ্য প্রতিকের রূপ লাভ করে বিরসা। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গান এবং গল্প পুরো ঝাড়খণ্ডে শুনতে পাওয়া যায়। বিরসার সংঘর্ষময় জীবনের স্মৃতিও লেখার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। দক্ষিণ বিহারে কর্মরত খ্রিস্টান মিশনারী এই অঞ্চলে সাক্ষরতা বিস্তারের উত্তরদায়িত্বে ছিল। শিক্ষিত আদিবাসী তাদের ইতিহাস এবং পৌরাণিক গাথা সম্পর্কে গবেষণা করতে এবং লেখতে শুরু করে। তারা উপজাতি

প্রথা এবং সাংস্কৃতিক চর্চা সম্পর্কে লেখে এবং এই সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এটা ঝাড়খণ্ডী হিসেবে তাদের সংগঠিত স্বজাতীয় চেতনা এবং অংশীদারী পরিচয় গঠনে সহায়তা করে।

শিক্ষিত আদিবাসীরা সরকারী চাকুরী পাওয়ারও যোগ্য ছিল, তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একদল মধ্যবর্তী আদিবাসী বুদ্ধিজীবি নেতৃত্বের জন্ম হয়, যারা পৃথক রাজ্যের দাবীতে সোচ্চার হয় এবং ভারত ও বিদেশেও এটার প্রচার করে। দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত বসবাসরত দিকু আদিবাসীরা অভিবাসী ব্যবসায়ী এবং মহাজন, যারা অন্য জায়গা থেকে এসে এখানে বসবাস করতে শুরু করে এবং এখানকার মূল আদিবাসীদের সম্পদ হস্তগত করে তাই তাদের প্রতি এখানকার মূল আদিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করা যেত। এই খনিজ সম্পন্ন অঞ্চলের খনি এবং শিল্প-পরিকল্পনার বেশিরভাগ লাভ দিকুরাই পেয়ে থাকত। এমনকি আদিবাসীদের জমিজমাকেও আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। আদিবাসীরা এই প্রান্তিকীকরণের অভিজ্ঞতা এবং তাদের প্রতি অবিচারের অনুভূতিগুলোর একটি যৌথ ঝাড়খণ্ডী পরিচয় তৈরি করতে সম্মিলিত পদক্ষেপের জন্য অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে যা শেষ পর্যন্ত একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দিকে পরিচালিত করে।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতারা যে বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল সেগুলো হল :

- বিশালাকার সেচ্ প্রকল্প এবং ফায়ারিং রেঞ্জ-এর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা।
- যে সমস্ত জরীপ এবং সমীক্ষার কাজ চলছিল সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে এই কাজে ব্যবহৃত ক্যাম্পগুলোকেও উঠিয়ে দেওয়া।
- প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও ঋণ, ভাড়া এবং সহায়তার বকেয়া আদায় করা,
- বনজ সম্পদের জাতীয়করণ যা তারা প্রত্যাহার করেছিল।

পূর্বোত্তর ক্ষেত্র

ভারত সরকার স্বাধীনতা অর্জনের পরেই এই অঞ্চলের সমস্ত পার্বত্য জেলাগুলোতে রাজ্য গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিল। নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং ঐতিহ্যগত স্বায়ত্তাসন সম্পর্কে সচেতন উপজাতিরা আসামের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে অনিশ্চিত ছিল।

> *এই অঞ্চলে নৃজাতিয় গোষ্ঠীর উত্থান হল নতুন পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া বা একটি শক্তিশালী এলিয়েন পদ্ধতির সাথে উপজাতির যোগাযোগের ফলস্বরূপ বিকশিত হয়েছিল। ভারতীয় মূলস্রোত থেকে দীর্ঘসময় ধরে বিচ্ছিন্ন উপজাতিরা সামান্য বাহ্যিক প্রভাবসহ বিশ্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল ... পূর্ববর্তী পর্বে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঝোঁক দেখানো হলেও, এই ধারাটি ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানদ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। (Nongbri 2003:115)*

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করার অন্যতম মূল বিষয় হল বনভূমি থেকে উপজাতিদের বিতাড়ণ বা বিচ্ছেদ। এই অর্থে পরিবেশগত সমস্যাগুলো উপজাতি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। যেমন পরিচয়ের জন্য সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা যেমন বৈষম্য। এটা আমাদের আবার ভারতের পুরানো এবং নতুন সামাজিক আন্দোলনের ঝাপসা হয় যাওয়া সম্পর্কের প্রশ্নটিতে ফিরিয়ে আনে।

8.8 নারী আন্দোলন

ঊনবিংশ শতকের সামাজিক আন্দোলন এবং প্রারম্ভিক নারী সংগঠন

তোমরা ইতোমধ্যেই ঊনবিংশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত যা বিভিন্ন নারী সমস্যার উত্থাপন করেছিল। পূর্ববর্তী বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দি ওমেন'স ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন (WIA) 1917, অল ইন্ডিয়া ওমেন'স কনফারেন্স (AIWC) 1926, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওমেন ইন ইন্ডিয়া (NCWI) 1925 হচ্ছে কিছু নাম যা উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলোর বেশিরভাগই সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্দেশ্য প্রসারতা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ AIWC শুরু হয়েছিল 'মহিলা কল্যাণ' এবং 'রাজনীতি'র ধারণা নিয়ে যা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কয়েক বছর পরে, রাষ্ট্রপতির ভাষণে বলা হয়েছিল, ... "ভারত যদি দাস হয় তাহলে কি ভারতীয় পুরুষ বা মহিলারা স্বাধীন হতে পারে? তাই ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা কীভাবে চুপ করে থাকতে পারি যা সকল মহান সংস্কারের ভিত্তি। (chaudhuri 1993:149)

এটা বলা যেতে পারে যে তখনকার সময়ের কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবেই ওই অভিহিত করা যায় না, এটাকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। তাই, এবার সামাজিক আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্যকে মনে করে দেখা যাক। সামাজিক আন্দোলনের একটা সংগঠন ছিল, আদর্শ ছিল, নেতৃত্ব ছিল, একটা সহযোগিতামূলক বোঝাপড়া ছিল এবং সর্বজনীন বিষয়ে পরিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। এগুলো একত্রে মিলে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যেখানে মহিলা সংক্রান্ত প্রশ্ন উপেক্ষা করা যায় না।

উত্তর সিডার পাহাড়ে, গুফিয়ালো নামে এক মহিলা নাগরিক আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কৃষিসংক্রান্ত সংগ্রাম এবং বিদ্রোহ

প্রায়শই এটা মানা হয় যে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলারাই সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হয়। সংগ্রামের একটি অংশ ছিল মহিলাদের যোগদানের বিস্মৃত ইতিহাসকে মনে করা। উপনিবেশিককালে, উপজাতি এবং গ্রামীণ অঞ্চলে শুরু হওয়া সামাজিক সংগ্রাম এবং বিদ্রোহে মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে যোগদান করেছিল। বাংলার তেলেঙ্গানা আন্দোলন, নিজামের শাসনকালে তেলেঙ্গানা সশস্ত্র সংগ্রাম এবং দাসত্ব বা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের ওয়ারলী উপজাতির সংগ্রাম হচ্ছে এই ধরনের আন্দোলনের কিছু উদাহরণ।

1947 এর পরে

প্রায়শই একটি বিষয়ে আলোচনা ওঠে যে যদি 1947 সালের পূর্বে সক্রিয় নারী আন্দোলন হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী সময়ে সেটার কি হল। এটার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী

বেশিরভাগ মহিলারা রাষ্ট্র গঠনের কাজে যুক্ত হয়ে যায়। বাকীরা দেশভাগের আঘাতকে তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী করে।

1970 দশকের মধ্যবর্তী সময়ে, ভারতে নারী আন্দোলনের নবীনিকরণ হয়। কারও কারও মতে এটা ভারতীয় নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় ভাগ। যদিও বেশিরভাগ বিষয়বস্তু আগের মতোই ছিল তাসত্ত্বেও সাংগঠনিক কৌশল এবং আদর্শের পরিবর্তন হয়েছিল। সেই সময়েই স্বশাসিত নারী আন্দোলনের বৃদ্ধি হয়। এখানে 'স্বায়ত্তশাসন' বলতে বুঝানো হয়েছে যে তারা অন্যান্য মহিলা সংগঠন যেগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত তাদের থেকে আলাদা, 'স্বশাসিত' এবং কোন ধরনের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এটা মনে করা হত যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রবণতা ছিল মহিলা বা নারী সংক্রান্ত বিষয়কে প্রান্তিকীকরণ করা।

সাংগঠনিক পরিবর্তন ছাড়াও, নতুন নতুন বিষয়বস্তুর উপরেও মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা। বছরের পর বছর ধরে, এই বিষয়ে প্রচুর প্রচারণা চলছে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে বিদ্যালয়ে ভর্তির ফর্মের মধ্যেও এখন পিতা এবং মাতা উভয়েরই নাম থাকে, সেটা আগে ছিল না। একইরকম ভাবে, মহিলাদের আন্দোলন এবং প্রচারণার ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইনি পরিবর্তনও করা হয়েছে। যৌন হয়রানি এবং যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি জমির অধিকার এবং কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলো নিয়েও মহিলারা লড়াই করে চলেছে।

যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

শাহজাহান বেগম, তার মেয়ে 'এপ'-এর ছবি হাতে যাকে যৌতুকের জন্য মেরে ফেলা হয়েছে।

এখানে একটি স্বীকৃতি হচ্ছে যে সকল মহিলারা কোন না কোন ভাবে পুরুষের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত, যদিও সকল মহিলারা একই স্তরের বা একই রকম বৈষম্যের শিকার হয় না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহিলাদের উদ্বেগ কৃষিজীবি মহিলাদের থেকে পৃথক, ঠিক যেভাবে দলিত মহিলাদের উদ্বেগের কারণ 'উচ্চ জাতি'র মহিলাদের থেকে পৃথক। এবারে আমরা হিংস্রতা বা সহিংসতার একটা উদাহরণ দেখি।

এখানে আরও বৃহত্তর একটি স্বীকৃতি হচ্ছে যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই প্রভাবশালী লিঙ্গ পরিচয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা মনে করে যে তাদেরকে শক্তিশালী এবং সফল হতে হবে। নিজের আবেগ প্রকাশ করা পুরুষালী নয়। একটি সমলিঙ্গ (gender just) সমাজ পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই স্বাধীনতা প্রদান করে। এটা অবশ্যই এই ধারণার উপর নির্ভর করে যে সত্যিকারের স্বাধীনতার বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য সকল ধরনের অবিচারের অবসান ঘটাতে হবে। সমলিঙ্গ সমাজের ধারণা দুটো গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে — শিক্ষিত মহিলাদের একাধিক ভূমিকায় কাজ এবং উন্নত লিঙ্গ অনুপাত।

বাক্স 8.13

ব্যাপকমাত্রায় বেকারত্ব, বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় এবং অনিয়ন্ত্রিত দারিদ্রতা, ... এই অবস্থায় দেশে রাজনৈতিক পদক্ষেপের একটি নতুন উৎসাহ শুরু হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে, দলীয় জোট বা দলের জোটের যৌথ ফ্রন্ট থেকে লড়াই শুরু হয়েছিল। পরবর্তী ধরনের কার্যকলাপের একটি উদাহরণ হল 60 দশকের শেষের দিকে হওয়া মুম্বাই এবং গুজরাটের মূল্য বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন। ...70 দশকের গোড়ার দিকে সঙ্কট-পীড়িত বিহারে, শিক্ষার্থীদের ব্যাপক উত্থান, ... জয়প্রকাশ নারায়নের 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' করার আহ্বানকে সমর্থন করে ... শক্তি কাঠামো সম্পর্কে বিশাল সংখ্যার প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল, যার মধ্যে মহিলা সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল— যেমন পরিবার বিষয়ক প্রশ্ন, কাজ সম্পর্কিত প্রশ্ন, ... এবং পারিবারিক হিংসা বিষয়ক প্রশ্ন, পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সম্পদের অসমান বিতরণ, স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কভিত্তিক প্রশ্ন এবং মহিলাদের লিঙ্গ-ভেদাভেদজনিত প্রশ্ন।

1970 দশকে 'স্বশাসিত' মহিলা আন্দোলনের উত্থানকেও প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। 70 দশকের মধ্যভাগে প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষিত মহিলারা উগ্র, সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করে এবং সেইসঙ্গে মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও সরব হয়। বিভিন্ন শহরে মহিলারা একত্রিত হতে শুরু করে। এই ঘটনাগুলোকে সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে যে ঘটনাগুলো অনুঘটকের কাজ করেছিল সেগুলো হলো 1978 এর মথুরা ধর্ষণ কাণ্ড এবং 1980 সালের মায়া ত্যাগী ধর্ষণ কাণ্ড। দুটো ঘটনাই পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন হয়েছিল এবং তা দেশজুড়ে প্রতিবাদমূলক আন্দোলনের জন্ম দেয়...। *Source : Ilina sen "Women's Politics in India" in ed Maitrayee Chaudhuri Feminism in India (Women Unlimited Kali, New Delhi, 2004) PP.107-210*

বাক্স 8.14

জাতিভিত্তিক চিন্তাধারার সঙ্গে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার একটি বিশ্লেষণে এটা প্রকাশিত হয় যে যৌতুকের জন্য মৃত্যু ও সহিংসতার ঘটনা এবং পরিবারের দ্বারা লিঙ্গভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মকানুনের ঘটনাগুলো প্রভাবশালী উচ্চ-জাতির মধ্যে বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে দলিত মহিলাদের আবার সমষ্টিগত এবং প্রকাশ্য ধর্ষণ, কর্মক্ষেত্রে এবং প্রকাশ্যে যৌন নিপীড়ন এবং শারীরিক নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

Source: Sharmila Rege "Dalit Women Talk Differently: A Critique of 'Difference' and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position" in Maitrayee Chaudhuri ed. Feminism in India *(p.211-223) (Women Unlimited/ Kali Delhi 2004*

বাক্স 8.14 এর অনুশীলনী

- সমাজের একটি বর্গের মহিলাদের সঙ্গে অপর একটি বর্গের মহিলাদের কি ধরনের বিভিন্নতা পাওয়া যায় সেটা চিন্তা করে দেখো।
- মহিলা হিসেবে, প্রত্যেক মহিলার মধ্যে কি এমন সাধারণ কিছু আছে? আলোচনা কর।

ভারত সরকারের কর্মসূচি 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' যোজনা সমলিঙ্গ সমাজ বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা।

উপসংহার

আমরা যেহেতু পাঠ্যবইয়ের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, তাই একাদশ শ্রেণির প্রথম সমাজতত্ত্বের বইটি যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভবত প্রাসঙ্গিক। আমরা ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। সামাজিক আন্দোলন সম্ভবত এই সম্পর্ককে খুব ভালোভাবে প্রদর্শন করে। এসবের উৎপত্তি হয় যখন ব্যক্তি এবং সামাজিক গোষ্ঠী তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়। যার মাধ্যমে তারা নিজেদের এবং সমাজের পরিবর্তন নিয়ে আসে।

প্রশ্নাবলি

1. এমন একটি সমাজের কল্পনা কর যেখানে কোন সামাজিক আন্দোলন হয়নি ? আলোচনা কর। তোমাদের মতে এমন একটি সমাজ কেমন হবে সে সম্পর্কে বর্ণনা কর।
2. টিকা লেখো :
   - নারী আন্দোলন
   - উপজাতি আন্দোলন
3. ভারতে প্রাক্তন এবং নবীন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে স্পষ্ট পৃথকীকরণ করা কষ্টকর। আলোচনা কর।
4. পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলনে প্রায়শই অর্থনৈতিক এবং পরিচয়গত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচনা কর।
5. কৃষক আন্দোলন এবং নবীন কৃষক আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য কর।

REFERENCES

Banerjee, Sumanta. 2002. 'Naxalbari and the Left Movement' in ed. Ghanshyam Shah, *Social Movements and the State 2002*. pp. 125-192. Sage. New Delhi.

Bhowmick, Sharit K. 2004. 'The Working Class Movement in India : Trade Unions and the State' in Manoranjan Mohanti *Class, Caste and Gender*. Sage. New Delhi.

Chaudhuri, Maitrayee. 1993. *The Indian Women's Movement: Reform and Revival*. Radiant. New Delhi.

___ 2014. Theory and Methods in Indian Sociology. In Yogendra Singh (Ed.), *Indian Sociology: Emerging Concepts, Structure and Change*. Oxford University Press, New Delhi.

Fuchs, Martin and Antje, Linkenbach. 2003. 'Social Movements' in ed. Veena Das, *The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology*. pp. 1524-1563. Oxford University Press. New Delhi.

Deshpande, Satish. 2003. *Contemporary India: A Sociological View*. Viking. New Delhi.

Giddens, Anthony. 2001. *Sociology* (Fourth edition). Polity. Cambridge.

Guha, Ramchandra. 2002. "Chipko: Social History of an Environmental Movement" in Shah Ghansyam *Social Movements and the State*. Sage. New Delhi.

Nongbri, Tiplut. 2003. *Development. Ethnicity and Gende: Select Essays on Tribes*. Rawat. Jaipur/New Delhi.

Nongbri, Tilput. 2013. Kinship Terminology and Marriage Rules: The Khasis of North-East India. *Sociological Bulletin*, September 2013. New Delhi.

Oommen, T.K. 2004. *Nation, Civil Society and Social Movements: Essays in Political Sociology*. Sage. New Delhi.

Rege, Sharmila. 2004. 'Dalit Women Talk Differently: A Critique of 'Difference' and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position' in Maitrayee Chaudhuri Ed. *Feminism in India*. pp.211-223. Women Unlimited/Kali. Delhi.

___2006. *Writing caste/writing gender: narrating dalit women's testimonies*. Zubaan/ Kali. Delhi.

Sen, Ilina. 2004. 'Women's Politics in India' in ed. Maitrayee Chaudhuri *Feminism in India*. Women Unlimited/Kali. Delhi.

Shah, Ghansyam Ed. 2001. *Dalit Identity and Politics*. Sage. New Delhi.

___2002. *Social Movements and the State*. Sage. New Delhi.

শব্দকোশ (Glossary)

শরীরী ভাষা (Body Language): মানুষের পোশাক পরিধান, কথা বলা, অঙ্গাভঙ্গি করা, পরস্পরের উপর ক্রিয়া করা এবং নিজেকে পরিচালিত করার ধরন।

বাণিজ্যিকীকরণ (Commercialisation): যে-কোনো কিছুকে পণ্য, সেবা অথবা কার্যে রূপান্তরিত করা, যার আর্থিক মূল্য আছে এবং যাকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

সংস্কৃতি (Culture): সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যখন কোনো ধরনের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নৈতিক উপদেশ, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য ক্ষমতা ও অভ্যাসকে অর্জন করে সেটাকে সংস্কৃতি রূপে উপলব্ধি করা হয় বা বোঝা যায়।

বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation): গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নিম্নস্তরের দিকে কার্যকলাপ, সম্পদ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতার ক্রমাগত পশ্চাৎমুখী বিবর্তন অথবা হস্তান্তরকে বোঝানো হয়।

ডিজিটালাইজেশন (Digitalisation): এই পদ্ধতিতে তথ্যকে সর্বজনীন যুগ্ম সংকেত হিসেবে প্রয়োগ করা হয় এবং সহজেই ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন, টেলিফোন, ফাইবার অপটিক্ লাইন ইত্যাদির মতো প্রযুক্তিতে দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত, সংগৃহীত এবং প্রচারিত করা যায়।

বিলগ্নিকৃত (Disinvestment): সরকারি বিভাগ বা সরকারি সংস্থাগুলোর বেসরকারিকরণ।

শ্রমবিভাজন (Division of labour): যে উপায়ে কাজের বিশেষীকরণ করা হয় যেখানে কিছু সুযোগকে বহিষ্কার করা হয়ে থাকে। তাই শ্রমের ধরণ অথবা লিঙ্গভেদের জন্য কর্মসংস্থানের বিভিন্ন সুযোগের অবসান হয়।

বৈচিত্র্য (Diversification): অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপে বিনিয়োগের বিস্তার।

ফোর্ডবাদ (Fordism): বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আমেরিকান শিল্পপতি হেন্‌রি ফোর্ডের বানানো জনপ্রিয় উৎপাদন পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। তিনি একটি আদর্শ পণ্যের (গাড়ি) গণউৎপাদনের assembly line পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। সেই সময়ে শ্রমিকদের উত্তম মজুরি প্রদান এবং রাষ্ট্র ও শিল্পপতি উভয়ের দ্বারা সমাজকল্যাণ নীতির বাস্তবায়ন করা হয়।

বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্র ঐতিহ্য (Great and Little Tradition): যে উপায়ে অতি সাধারণ জনগণ অথবা অশিক্ষিত কৃষকদের ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এলিট অথবা কিছু বিশিষ্ট জনদের বৃহত্তর ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্ষুদ্র ঐতিহ্য যেখানে প্রায়শই স্থানীয়করণ করে, সেখানে বৃহত্তর ঐতিহ্যের প্রবণতা হল ছড়িয়ে দেওয়ার। যদিও ভারতে উৎসব উদ্‌যাপনের অধ্যয়নে দেখা যায় যে কিভাবে সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান (বৃহত্তর ঐতিহ্য) প্রায়ই অ-সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান (ক্ষুদ্র ঐতিহ্য) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সেগুলোকে প্রতিস্থাপন না করে।

পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি (Identity politics): রাজনৈতিক কার্যক্রমের পরিসর যা নির্দিষ্ট প্রান্তিক গোষ্ঠী যেমন লিঙ্গ, বর্ণ, নৃজাতীয় গোষ্ঠী ইত্যাদির অংশীদারি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমদানি-বিকল্প উন্নয়ন কৌশল (Import-substitution development strategy): আমদানি বিকল্প বাহ্যিকভাবে উৎপাদিত পণ্য এবং সেবা, বিশেষত মৌলিক প্রয়োজনীয়তা যেমন খাদ্য, জল, শক্তিকে বিকল্পায়িত করে। 1950 এবং 1960 এর দশকে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে আমদানি বিকল্পের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

শিল্পায়ন (Industrialisation): আধুনিক শিল্প যেমন ফ্যাক্টরি, মেশিন এবং বড়ো মাপের উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি। শিল্পায়ন হল বিগত দুই শতাব্দীতে সামাজিক বিশ্বে প্রভাব বিস্তারকারী প্রক্রিয়াগুলোর মূল অংশসমূহের একটি।

উৎপাদনের মাধ্যম (Means of production): যে মাধ্যমে বস্তুগত পণ্যের উৎপাদন একটি সমাজে চালিত হয়, যেখানে শুধুমাত্র প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত নয়, সেইসঙ্গে উৎপাদনকারীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত।

মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স (Micro-electronics): ইলেকট্রনিক্স-এর একটি শাখা যা উপাদান এবং বর্তনীর ক্ষুদ্রাতিকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে একটি বড়ো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল 1971 সালে একজন মাইক্রো প্রসেসর ইনটেল প্রকৌশলীর একটি চিপের মধ্যে কম্পিউটার আবিষ্কারের মাধ্যমে । 1971 সালে 2,300 টি ট্রাঞ্জিস্টারকে (যে যন্ত্রের দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়) একটি বোর্ডপিণের আকারের চিপের মধ্যে প্যাক করা হয়েছিল, 1993 সালে সেখানে ছিল 35 মিলিয়ন ট্র্যাঞ্জিস্টার। বর্তমানের এই চিপের সঙ্গে প্রথম বৈদ্যুতিক কম্পিউটার যার ওজন ছিল 30 টন এবং সেটা 9 ফুট লম্বা ধাতুর টেবিলে বসানো হয়েছিল এবং একটি ব্যায়ামাগারের সমান জায়গা দখল করেছিল তার তুলনা করো।

একক ফসল অবধি (Mono crop regime): বিশাল এলাকায় একই ধরনের শস্য বা বীজ রোপণ করা ।

নিয়ম-নীতি (Norms): লোকাচার, রীতি-নীতি, প্রথা, প্রচলন এবং আইনের মতো আদর্শ মাত্রার সমন্বয়। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সামাজিক ব্যবহারকে নির্দেশ করার মান এবং বিধান। আমরা প্রায়শই সামাজিক নিয়ম-নীতির অনুসরণ করি কারণ আমরা সামাজিকীকরণের ফলস্বরূপ এটা করতে অভ্যস্ত। সকল সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলো অনুশাসন বা নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে জড়িত যা সামঞ্জস্যের উন্নতি সাধন করে। নিয়মনীতিগুলো হচ্ছে অন্তর্নিহিত বিধান এবং আইন হচ্ছে সুস্পষ্ট বিধান।

অপটিক ফাইবার (Optic fiber): আলোক প্রেষণের জন্য পাতলা কাচের স্ট্রাণ্ড। একটি একক চুলের ন্যায় ফাইবার প্রতি সেকেণ্ডে ট্রিলিয়ন বিট তথ্য প্রেষণ করতে সক্ষম যেখানে একটি পাতলা তামার তার যা আগে ব্যবহার করা হত সেটা শুধুমাত্র 144,000 বিটস্ তথ্য প্রেষণ করতে সক্ষম ছিল।

আউটসোর্সিং (Outsourcing): বাইরের অন্যান্য সংস্থাগুলোকে কাজ প্রদান করা।

পিতৃবংশানুক্রমিকতা (Patrilineality): একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি তার পিতার বংশ বা পরিবারের অন্তর্গত হয়ে থাকে।

সংখ্যাহারে মজুরি (Piece rate wage): উৎপাদিত সংখ্যার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করা।

উত্তর-ফোর্ডবাদ (Post-Fordism): বহুজাতিক সংস্থার নমনীয় উৎপাদন পদ্ধতিকে বোঝানো হয় যেখানে তারা তাদের উৎপাদন এবং বিতরণ বিভাগকে হয় দূরবর্তী অঞ্চলে অথবা তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশে যেখানে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় সেখানে স্থানান্তরিত করে। এছাড়াও এই সময়ে আর্থিক খাতের বৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি ও অবসব শিল্পের বৃদ্ধি যেমন শহরের শপিং মল, বহুবিধ চলচ্চিত্রগৃহ (multiplex cinema halls), বিনোদন উদ্যান (amusement park) এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অসাধারণ বৃদ্ধি স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়।

রাইয়তওয়ারি ব্যবস্থা (Raiyatwari system): উপনিবেশিক ভারতে কর আদায় করার একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা যেখানে সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করে নিত।

নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group): একটি সামাজিক গোষ্ঠী যেখানে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের মতো হতে ইচ্ছুক এবং তাই তাদের আচার আচরণ এবং পোশাক-পরিচ্ছদকে পরিগ্রহণ করে। সাধারণত নির্দেশক গোষ্ঠী সমাজে প্রভাবশালী অবস্থান দখল করে থাকে।

সেনসেক্স বা নিফ্‌টি সূচক (Sensex or Nifty index): এগুলো হচ্ছে মুখ্য সংস্থাগুলোর শেয়ারের উত্থান এবং পতনের সূচক। সেনসেক্স হচ্ছে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের অধীনে থাকা মুখ্য সংস্থাগুলোর উত্থান এবং পতনের সূচক এবং নিফ্‌টি হল নিউদিল্লিস্থিত স্টক এক্সচেঞ্জের অধীনে থাকা সংস্থাগুলোর শেয়ারের উত্থান এবং পতনের সূচক।

সামাজিক ঘটনা বা সামাজিক সত্য (Social Fact): ইমাইল দুর্খেইমের মতে সামাজিক ঘটনা বা সত্য বলতে সামাজিক জীবনের সেই দিকগুলোকে বোঝানো হয় যা ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কার্যকলাপকে আকার দেয়।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty): একটি নির্দিষ্ট সীমানাযুক্ত অঞ্চলের কোনো একজন রাজা, নেতা বা সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতার উপাধি।

গঠন (Structure): বিস্তৃতভাবে দেখতে গেলে গঠন বলতে অন্ত:ক্রিয়ার জালককে বোঝানো হয় যা নিয়মিত এবং পুন:সংগঠনশীল উভয় প্রকারের হয়ে থাকে।

ট্যালোরবাদ (Taylorism): ট্যালোরের উদ্ভুত পদ্ধতি বা ব্যবস্থা, যেখানে পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজের বিরতি জড়িত।

মূল্যবোধ (Values): ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা এই ধারণা গ্রহণ করা হত যে কোন্‌টা কাম্য, সঠিক, ভালো অথবা খারাপ। বিভিন্ন মূল্যবোধ মানব সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মূল দিকগুলো উপস্থাপন করে। ব্যক্তি কোন্ মূল্যবোধের গুরুত্ব দেবে সেটা সেই নির্দিষ্ট সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় যেখানে তারা বাস করে।

নগরায়ণ (Urbanisation): শহর এবং নগরের উন্নয়ন।

জমিদারি ব্যবস্থা (Zamindari system): উপনিবেশিক ভারতের কর আদায় করার একটি ব্যবস্থা যেখানে জমিদার নিজে ভূমির সকল কর আদায় করে নিত এবং পরে তা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তরিত করত (কিছু অংশ তার নিজের জন্য রেখে)।

NOTES

NOTES

NOTES